শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪০শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৯৪ { ১ম সংখ্যা



শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে সেবিত
শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫-৭২২৭
২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশবগোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

চত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরাব্দ ৫০২ বিষ্ণু হইতে ৫০২ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৯৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৫ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৮৮ মার্চ্চ হইতে ১৯৮৯ ফেব্রুয়ারী।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

চত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অদ্বৈতবাদ-নিরাস [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ]	৮।২৯২, ৯।৩৩২, ১০।৩৭২, ১১।৪১৪
"অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্"	১০।৩৭৭
অভক্তি মার্গ [শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৯
আত্মা—অমৃত [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ]	৪।১৩৪
আমি যতিরাজ [কবিতা]	৪।১৪৫
ইহজগৎ—নিত্য ও অসত্য নহে	৪।১৪৬
উচ্ছ্বাস [কবিতা]	১০।৩৯৫
একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৩।১১০, ৫।১৮২
একটী পাখী [কবিতা]	৬।২১৫
কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম অখণ্ডনীয়	২।৬০
কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-রহস্য—শ্রী	৬।২২৭
"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ"	৮।২৯৭
গিরিরাজ—শ্রীশ্রী [কবিতা]	১।১৬
গীতা পাঠ [কবিতা]	৪।১৫৮
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [উত্তর ২৪ পরগণার কাটিয়াহাটে প্রদত্ত]	১।২৮, ২।৬৮, ৩।১১৩, ৪।১৫১
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৫।১৯৫, ৬।২৩৩
গুরু-স্বরূপ—শ্রী	৭।২৪৭
গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল [শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৭।২৬৮, ৮।৩০১, ৯।৩৩৯, ১০।৩৮৯
গুরুসেবা	৯।৩৩৭
গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল [হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীতে প্রদত্ত]	১১।৪২৩, ১২।৪৬৯

গুরুবর্গের সতীর্থের প্রতি অপ্রাকৃত দৈন্যোক্তি—শ্রী ১২।৪৫২
গোরা-কৃপা [কবিতা] ৭।২৫৬
গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ-বর্ষ ১।৩৬
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'শ্রীব্যাসপূজা'-রহস্য ৮।২৮৯
গৌরাঙ্গ—শ্রী [শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর] ৯।৩২৯
চতুর্মুখ-ব্রহ্মকৃতং শ্রীশ্রীবলদেব-মাহাত্ম্য-বর্ণনম্—শ্রী ১।১
চিত্তবিভ্রম ১০।৩৯৮
চৈতন্য-শিক্ষামৃত—শ্রীশ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৪, ২।৪৩, ৩।৮৩, ৪।১২৩, ৫।১৬৩, ৬।২০৪, ৭।২৪৪, ৮।২৮৪, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৪
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৩।১১৯
জীবের প্রকৃত কর্ম্ম কি ? ৩।১০৫
জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ৬।২২২
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৫।২০০ (ক)
দীনার অর্ঘ্য [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে ১।২৬
দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গের প্রভাব ১।১৯, ২।৬৪, ৩।১০১
"দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে নরের বেলা !" ৫।১৮৯
ধর্ম্মরাজের যমদূতের প্রতি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্ণয় ও নরক-বর্ণন—শ্রী ১০।৩৮৩
ধ্রুবকৃতং শ্রীগোবিন্দ-স্তোত্রম্—শ্রী ৪।১২১, ৫।১৬১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ২।৭৫
নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু—শ্রীল ১১।৪৩১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১২।৪৭৩
পরেশানুভূতি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ] ১।১৪
পরতত্ত্ব বিলাসবান্ ১।১৭
পরলোকে শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ ৭।২৭৭
পরলোকে শ্রীমতী রেণুবালা দত্ত ৯।৩৫২
পরলোকে শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ১১।৪৩৮

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার ১।৯, ২।৫০
পৃথু-মহারাজ ও পৃথিবী-শাসন—শ্রী ৫।১৮৫
প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল ৩।৯০, ৪।১২৯, ৫।১৬৮
প্রশ্নমুখে পত্র ৬।২১৬
প্রশ্নের সদুত্তর ৬।২১৭, ৭।২৬৩
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ] ৭।২৫৩
প্রতিকূল মতবাদ [শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর] ১২।৪৪৭
প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে ২।৫৭
বিশ্বমঙ্গল [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১২।৪৪৪
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—শ্রী [কবিতা] ১১।৪২০
বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত ৬।২০৯
বৈষ্ণব-স্মৃতি ১০।৩৭০
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৪৪০
ব্রহ্মকৃতং শ্রীহরি-স্তোত্রম্—শ্রী ২।৪১, ৩।৮১
ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ এবং শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ১১।৪৩৩, ১২।৪৬২
ভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ স্থাপন—শ্রী [বিবরণ] ১।৩৪
ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজের ১ম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ ৭।২৭৪
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব —শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৭।২৭৯
ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলাপ্রবেশ —শ্রীশ্রীমদ্ ১২।৪৬৬
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজায় ৯।৩৪৬
ভক্তি প্রদীপ [কবিতা] ৯।৩৬০
ভক্তিযোগই আত্ম্যকল্যাণপ্রদ ১১।৪১৭
ভাগবত-মাহাত্ম্যম্—শ্রীমদ্ ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১
ভ্রম-সংশোধন ১২।৪৬৫
মায়াবাদ শিশুচিন্তা-প্রসূত [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী] ৬।২১৩

মুক্তি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ] ৫।১৭৪
মূর্খ কে ? ১।২৩
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৮।৩১৬
রাজর্ষি শ্রীভরত ৮।৩১১, ৯।৩৫৩
শব্দের শক্তি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ] ২।৫৪
শোক-গাথা [কবিতা] ৫।১৭৮
শ্রীরূপ উদ্দেশে [কবিতা] ৮।২৯৬
সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা [বিজ্ঞাপন] ৮।৩১৮
স্বধামে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ ৯।৩৫০
হরিনাম মাহাত্ম্য—শ্রী [কবিতা] ২।৭৭, ৩।৯৯
হরিভক্তাশ্রয়ই কর্ত্তব্য (শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী) ৩।৯৫
"হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল ?"
[প্রতিবাদ ও সদুত্তর] ৪।১৩৭, ১২।৪৫৩
ক্ষীরসমুদ্র-মন্থন ও লক্ষ্মী প্রভৃতির উদ্ভব ৭।২৫৮
Statement about Shri Goudiya-Patrika ১।৪০

—(*)—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে,—বর্ত্তমান ৪০শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার "আজীবন-সদস্য" করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন-সদস্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন দিয়া সদস্য হইতে পারেন।

—বিনীত নিবেদক
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ১১ বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৯৪, ইং ১৪।৩।৮৮ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মকৃতং
শ্রীশ্রীবলদেব-মাহাত্ম্য-বর্ণনম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে প্রথমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

ন হ্যাদিমধ্যান্তমজস্য যস্য, বিদ্মো বয়ং সর্ব্বগতস্য ধাতুঃ।
ন চ স্বরূপং ন পরং স্বভাবং, ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্য॥ ১॥

[রৈবতক রাজা স্বীয় কন্যা রেবতীর পরিণয়-বিষয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মযোনি অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—]

জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য বা অন্ত আমরা কিছুই জানি না ;

যিনি সর্ব্বগত ও ধাতা ; যে পরমেশ্বরের স্বরূপ পর, স্বভাব বা বলের বিষয়ও আমরা জানি না ॥ ১ ॥

কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো, ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।
অজন্মনাশস্য সমস্তমূর্ত্তেরনামরূপস্য সনাতনস্য ॥ ২ ॥

কলামুহূর্ত্তময় কালও যাহার বিভূতির পরিমাণের কারণ নয় ; যাহার জন্ম বা নাশ নাই, যিনি সনাতন ও সর্ব্বস্বরূপ ও যাঁহাকে নামদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ॥ ২ ॥

যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য, ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী।
ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো, যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্মাৎ ॥ ৩ ॥

যাঁহার অনুগ্রহে আমি প্রজাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি ; যাহার ক্রোধময় রুদ্র, জগতের অন্তকর্ত্তা ও স্থিতিকালে পুরুষস্বরূপ, যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতিকর্ত্তা ॥ ৩ ॥

মদ্রূপমাস্থায় সৃজত্যজো যঃ, স্থিতৌ চ যোঽসৌ পুরুষস্বরূপী।
রুদ্রস্বরূপেণ চ যোঽত্তি বিশ্বং, ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্ ॥ ৪ ॥

যিনি জন্মহীন হইয়াও মৎস্যরূপ গ্রহণ করত সৃষ্টি করিয়াছেন ; যিনি স্থিতিকালে স্বয়ং পুরুষবিষ্ণুরূপী ; যিনি রুদ্রস্বরূপে এই জগতের প্রলয় করেন এবং যিনি অনন্ত শরীর ধারণ করিয়া এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

শক্রাদিরূপী পরিপাতি বিশ্বমর্কেন্দুরূপশ্চ তমো হিনস্তি।
পাকায় যোঽগ্নিত্বমুপেত্য লোকান্ বিভর্ত্তি পৃথ্বীবপুরব্যয়াত্মা ॥ ৫ ॥

যিনি ইন্দ্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন ; পৃথিবীস্বরূপী যে ভগবান্ পাকের জন্য অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও যিনি অব্যয়াত্মা ॥ ৫ ॥

চেষ্টাং করোতি শ্বসনস্বরূপী, লোকস্য তৃপ্তিঞ্চ জলস্বরূপী।
দদাতি বিশ্বস্থিতিসংস্থিতস্তু, সর্ব্বাবকাশঞ্চ নভঃস্বরূপী ॥ ৬ ॥

যিনি শ্বাসস্বরূপে জীবগণের চেষ্টা করিতেছেন ; যিনি জলরূপে লোক-

সমূহের তৃপ্তি করিতেছেন ; বিশ্বের স্থিতির জন্য যিনি আকাশরূপে অবস্থিতি করত সকলের অবকাশ প্রদান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

যঃ সৃজতে সর্গকৃদাত্মনৈব, যঃ পাল্যতে পালয়িতা চ দেবঃ।
বিশ্বাত্মনঃসংহ্রিয়তেঽন্তকারী, পৃথঙ্ন যস্যাস্ত চ যোঽব্যয়াত্মা ॥ ৭ ॥

যিনি সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে আপনাকেই আপনি সৃজন করিতেছেন ; যিনি আপনা-দ্বারা পালিত, অথচ স্বয়ং প্রতিপালক ; যিনি বিশ্বসংসারের অন্তঃকারী হইয়াও স্বয়ং সংগৃহীত হইতেছেন ; যাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ আর কিছুই নাই ও যিনি অব্যয়াত্মা ॥ ৭ ॥

যস্মিন্ জগদ্ যো জগদেতদাদ্যো, যশ্চাশ্রিতোঽস্মিন্ জগতি স্বয়ম্ভূঃ।
স সর্ব্বভূতপ্রভবো ধরিত্র্যাং, স্বাংশেন বিষ্ণুর্নৃপতেঽবতীর্ণঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগৎস্বরূপ, আবার এই জগতেই যিনি আশ্রিত, অথচ যিনি স্বয়ম্ভূ, হে নৃপতে ! যিনি স্বকীয় অংশে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

কুশস্থলী যা তব ভূপ রম্যা, পুরী পুরাভূদমরাবতীব।
সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্র চাস্তে, সকেশবাংশো বলদেবনামা ॥ ৯ ॥

হে ভূপ ! পূর্ব্বকালে তোমার অমরাবতীতুল্য রমণীয় কুশস্থলী নামে যে পুরী ছিল, সেই পুরী এক্ষণে দ্বারকানাম্নী পুরী হইয়াছে। সেই পুরীতে সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

তস্মৈ ত্বমেনাং তনয়াং নরেন্দ্র, প্রযচ্ছ মায়ামনুজায় জায়াম্।
শ্লাঘ্যো বরোঽসৌ তনয়া তবেয়ং, স্ত্রীরত্নভূতা সদৃশো
হি যোগঃ ॥ ১০ ॥

হে নরেন্দ্র ! সেই মায়ামনুজ ভগবান্ বলদেবকে তোমার এই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রদান কর। এই বলদেব, জগতে শ্লাঘ্যতম, তোমার এই তনয়াও স্ত্রীরত্নভূতা ; অতএব ইহাঁদের পরস্পর যোগ সদৃশ, তাহার সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫০ পৃষ্ঠার পর]

চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের স্বগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিতমূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকমধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চ উপাসনা' বলিয়া বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করত তদ্বিপরীত ধর্ম্ম যে গুণশূন্যতা, তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

পঞ্চ উপাসনা পৌত্তলিকতা

যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তিধ্যানই চতুর্থশ্রেণীর পৌত্তলিকতা। তদ্দ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্য-স্বরূপসাক্ষাৎকাররূপ পরম লাভ হয় না।

কল্পিত মূর্ত্তিধ্যান পৌত্তলিকতা

যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চমশ্রেণীর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষামতে ইহা অপেক্ষা আর মহৎ অপরাধ নাই। যে-সকল জীব পূজার্হ, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে, আর জীবে ঈশ্বরবুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয় না। শ্রীরামনৃসিংহাদির স্বরূপভজন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয়, তাহা মৎকৃত 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন।

জীবকে ঈশ্বরজ্ঞান পৌত্তলিকতা

উক্ত পাঁচপ্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎস্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকে তাহা নয়, তাহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক জড়ীয় আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব গুণকেই ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে করিয়া ভগবৎস্বরূপের অবহেলা করে এবং কল্পিত ও পরিমিত দেবতার সকলের নিন্দা করিতে থাকে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সমান অধিকারেই সাপত্ন্যভাব ও তজ্জনিত কলহ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পৌত্তলিকমাত্রেই পৌত্তলিকের নিন্দা করেন। অপৌত্তলিক স্বরূপলব্ধ, ভগবদ্ভক্তের কোন পৌত্তলিকের প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি এইমাত্র মনে করেন যে, যে-পর্য্যন্ত স্বরূপলাভ হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত কল্পনা ছাড়া কি করিবে? কল্পনা করিতে করিতে সাধুসঙ্গক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া স্বরূপজ্ঞান উদয় হইবে। তখন আর বিবাদ করিবে না।

জীবের স্বীয় স্বরূপসম্বন্ধে যতপ্রকার বিরোধ আছে, তাহা অনুভব করিয়া পরিত্যাগ করিবে। চিদানন্দস্বরূপ জীবকে একপক্ষে জড়মধ্য-গত করিয়া অনেক জড়ীয় ভাবদ্বারা অন্বিত করা যায়। জড়দেহগত জীব ঔপাধিক ধর্ম্মযোগে আপনাকে শুদ্ধজীব হইতে অন্যতর বস্তু বলিয়া বোধ করেন (১)। মাতৃগর্ভে জীবের উৎপত্তি, ক্রমশঃ এই জীবনে ধর্ম্মালোচনা করিলে পরমেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী নির্দ্দোষস্বরূপ প্রদান করিবেন। ইহাই একপ্রকার জীবের স্ব-স্বরূপবিরোধ। ইহা খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মই অবিদ্যাগত হইয়া জীব হইয়াছেন, 'আমি ব্রহ্ম' এই-প্রকার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবিদ্যা বিগত হইলে, জীবের জীবত্ব নাশ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে। ইহা পেন্‌থিষ্ট, থিয়সফিষ্ট ও অস্মদ্দেশীয় অভেদব্রহ্মবাদীর মত। ইহা স্পষ্টই জীবের স্বরূপবিরোধ।

জীবের স্বরূপবিরোধি-মতসমূহ

জীব ঘটনাবশতঃ জড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়গত নিজের পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে করিতে যখন পঞ্চত্ব লাভ করিবে, তখন তাহার নাশ হইবে। কেহ বা বলেন, তাহার দেহসত্তানাশ হইলেও তাহার ক্রিয়াদিতে শক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া অন্য জীবের উন্নতি-সাধন করিবে। ইহা চার্ব্বাক্, কম্‌টী, মিল ও সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি নাস্তিকগণের জীবস্বরূপবিরোধী মত। জীব অনেক জন্ম হইতে কর্ম্ম স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতেছে। প্রেম, মৈত্রী, বৈরাগ্য শিক্ষাদ্বারা ক্রমশঃ স্বভাব শুদ্ধ হইয়া অবশেষে বুদ্ধত্ব ও চরমে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। ইহা শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধদিগের এবং চতুর্ব্বিংশতি ভগবৎসংখ্যা বিশ্বাসকারী জৈনদিগের মত। ঘটনাবশতঃ জীব এই সংসারে উৎপন্ন হইয়া মহাক্লেশে পতিত হইয়াছে। সংসারের কোন সুখ স্বীকার না করিয়া কোনপ্রকারে জীবনধারণপূর্ব্বক মরণ লাভ করিলেই তাহার শান্তি। ইহা স্কুপেন্‌হুয়ার প্রভৃতি পেসিমিষ্ট দলের মত। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগদ্বারা জীবত্ব। জীবত্বের উচ্ছেদই পরমপুরুষার্থ। কর্ম্মনিমিত্তই হউক বা বিবেক-

---

(১) মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচিঃ॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্॥
কেচিদ্‌যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ॥
দুঃখোদর্কাস্তমো নিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দা শুচার্পিতাঃ॥ ভাঃ ১১।১৪।৯-১১

নিমিত্তই হউক, প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃত্ব ভাব অনাদি, তাহা উচ্ছেদ করিতে পারিলে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ। এই মতটী সাংখ্যমত। ইহাতে জীবের অত্যন্ত স্বরূপবিরোধ আছে। জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের কর্ম্মফলদাতা। জীবের মোক্ষ বা ঈশ্বরের ঐশ্ব্য এইমতে নাই। ইহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের মত। জীবের নৈকর্ম্ম ও অপরিজ্ঞাত অবস্থা যে কৈবল্য, তাহা আদৌ ক্রিয়াযোগদ্বারা বিস্তৃতি ও উদয়কালে বৈরাগ্যযোগদ্বারা লভ্য হয়। এই পাতঞ্জলমতে যে জীবের স্বরূপবিরোধী মত তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। গৌতম, যিনি ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কণাদ, যিনি বৈশেষিকশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই উভয় মুনিকৃত শাস্ত্রে পরমাণাদির যেরূপ নিত্যতা, জীব ও ঈশ্বরের তদ্রূপ নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে (১)। তাহাতে জীবের চিত্তত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জীবকে অণু বলা হইয়াছে, মনকেও অণু বলা হইয়াছে। তাহাতে লিঙ্গস্বরূপ বলিয়া জীবকে স্থির করা হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সে মুক্তিও ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির ন্যায় জীবের সর্ব্বনাশবিশেষ। শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্তভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতেও জীব অনিত্য। মূল বেদান্তশাস্ত্রই যথার্থ মঙ্গলময় শাস্ত্র, ঐ শাস্ত্রের যে-সব ভক্তি-পোষক ভাষ্য আছে, তাহাতেই জীবের শুদ্ধস্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। প্রত্যুত পূর্ব্বোক্ত মতসমূহই জীবের স্বরূপবিরোধী মত। সমুদয়ই পরিহার্য্য।

স্বধর্ম্মস্বরূপবিরোধানুভব করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভগবচ্ছ্রদ্ধা, ভগবদানুগত্য, ভগবন্নিষ্ঠা, ভগবদ্রুচি, ভগবদাসক্তি, ভগবদ্রতি, ভগবদনুরাগ, ভগবৎপ্রীতি, ভগবদ্ভাব প্রভৃতি শব্দদ্বারা যে ভগবদ্ভক্তিকে উদ্দেশ করে, সেই ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম। বিকর্ম্মবুদ্ধি, কর্ম্মবুদ্ধি, অযুক্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি ও অশুদ্ধজ্ঞান ইহারা সকলেই জীবের স্বধর্ম্মবিরোধী ভাব।

ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম

---

(১) প্রকাশানন্দ সরস্বতীসিদ্ধান্ত :—

যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে ॥
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ। সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হইতে বিশ্ব হয়। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে হেতু কয় ॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের ধার। তিঁহ যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্বসার ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪৮-৫০, ৫৪, ৫৫

পূর্ব্বে ঐ সকল বিষয়ের বিচার হইয়াছে, অতএব তদ্দৃষ্টে স্বধর্ম্মবিরোধানুভব করাই শ্রেয়।

ফলস্বরূপ বিরোধানুভবও নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভক্তির যাহা ফল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভুক্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগ, মুক্তি অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চপ্রকার জড়মোচন, কোন কোন মতে ভক্তির ফল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভুক্তি যে ভক্তির ফল, তাহাকে ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তি বলে না। ভক্তির যে লক্ষণ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, তাহাতে ভোগেচ্ছা একেবারেই থাকে না। ভুক্তি ভক্তির ফল নয়, কর্ম্মের ফল। ভক্তি ব্যতীত কোনপ্রকার সাধনদ্বারা কোন ফল হয় না, অতএব কর্ম্ম, ভক্তিকে নিজাভীষ্ট ফলদানের জন্য বরণ করিলে ভক্তি তাহা দিয়া স্থানান্তরিত হন। ভুক্তিকে কর্ম্মফল বলাই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। অবিদ্যাই জীবের বন্ধন, শুদ্ধজ্ঞান উদয় হইলে অবিদ্যা দূর হয়, জীব স্বস্বরূপ লাভ করে। অতএব মুক্তি জ্ঞানেরই ফল, ভক্তির ফল নয়। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য ইহারা সেবোপযোগী অবস্থাবিশেষ (১)। কিন্তু একান্ত ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবা ব্যতীত কিছুই চান না। সেবালাভের জন্য অবান্তরাবস্থারূপে মুক্তিসকল শুদ্ধজ্ঞানদ্বারা আনীত হয়। অতএব তাহারা কখনই ভক্তিফল নয়। মুক্তি জীবের জড়মোচনরূপ অবস্থাবিশেষ। ভক্তি তৎপূর্ব্বে ও তৎপরে থাকে।

ভক্তিই ভক্তির ফল, ভুক্তি বা মুক্তি নহে

মুক্তির পরেও যে ভক্তি থাকে, তাহার ফল কি? যাহা তাহার ফল, তাহাই ভক্তির ফল। মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যেস্থলে ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না। অতএব ভুক্তি ও মুক্তিবাঞ্ছাই ভক্তির স্বরূপবিরোধী।

যে পঞ্চপ্রকার জ্ঞান বিচারিত হইল, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান, নৈতিকজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান ইহারা গৌণ অর্থাৎ শরীর মন, বদ্ধ আত্মা ও সমাজ সম্বন্ধীয়,

---

(১) অত্র ত্যজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপাত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে॥
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরেঃ।
নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫৫-৫৭

অতএব জীবের পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মজ্ঞানটী ঈশ্বরজ্ঞানের একটী উপশাখামাত্র। উহা সাধনপক্ষে কোন কোন স্থলে কিয়ৎপরিমাণে উপকার করে, কিন্তু প্রায়ই অনুপকারী। ঐ সমস্ত জ্ঞান, জ্ঞান হইলেও হেয়। শুদ্ধজ্ঞানই একমাত্র উপাদেয় জ্ঞান। যেহেতু তাহা ভক্তির অনন্য সহচর। ভাবভক্তদিগের ভগবৎ-গুণাখ্যানে যে আসক্তি হইয়া থাকে, শুদ্ধজ্ঞানই সেই আসক্তির একমাত্র বিষয় (১)। ভগবল্লীলাজ্ঞান না হইলে তাঁহার গুণাখ্যান ও তৎশ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সম্ভব হয় না। ভগবান্ মধ্যমাকারেও যে অপরিমেয়, সেই গুণের আখ্যানস্বরূপ যশোদাকর্ত্তৃক ভগবদুদরবন্ধন প্রথমে সম্ভব হয় নাই, পরে অপরিমেয় হইলেও ভক্তির নিকট ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন, এই তত্ত্বানুসারে অনায়াসেই বন্ধন করিলেন। এই সমস্ত ভগবল্লীলাকথা কেবল শুদ্ধজ্ঞানোদিত তত্ত্বনিচয়। অতএব ভাবভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ঐক্যবিবেচনায় অশুদ্ধজ্ঞান-সকলকে জ্ঞান বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানের নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে জ্ঞানকাণ্ড বলে না। জ্ঞানকাণ্ড কেবল পূর্ব্বোক্ত অপর চারিপ্রকার জ্ঞান। তাহা ভক্তের পরিত্যাজ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানের উপশাখা

ইহাতে আর একটী সূক্ষ্ম বিচার আছে। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ। জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও আস্বাদন। ভাবভক্তদিগের পক্ষে জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ পূর্ব্বেই সাধনভক্তজীবনে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের অর্থাস্বাদন-দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে। ভাবভক্তজীবনে জ্ঞানের আস্বাদন-অংশ কেবল বর্ত্তমান থাকে। এই আস্বাদন-অংশ মুক্তি-লাভের পরেও নিত্যধামে জাজ্বল্যমান থাকে। বরং জড়বদ্ধাবস্থায় তাহা কিয়ৎপরিমাণে কুণ্ঠিত থাকে। মুক্তজীবের পক্ষে তাহা বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করে। যে পীঠে ভগবদাস্বাদনরূপ জ্ঞানাংশে বিগতকুণ্ঠতা আছে, সেই পীঠকেই পণ্ডিতেরা বৈকুণ্ঠ বলেন। শুদ্ধজ্ঞানের আস্বাদন অর্থাৎ পরেশানুভব, বিরক্তি

জ্ঞানের ত্রিবিধ বিভাগ

---

(১) ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥
পুরীং বদন্তি পৌরীন্দ্রবৈকুণ্ঠাত্রিকনন্দনে।

অর্থাৎ ভক্তির অনুপযোগী বস্তুতে ঔদাসীন্য ও ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্রাগ, ইঁহারা যুগপৎ ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। ইঁহারা একই বস্তু। ভক্তি যে স্থলে বস্তু বলিয়া গৃহীত, সেস্থলে শুদ্ধজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদনুভব ও বিরক্তি তাহার পরিচারকরূপে কার্য্য করে। ভাব-ভক্তি-বিচারে শুদ্ধজ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য স্বতন্ত্র বিষয় নয়। উহারা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফলস্বরূপে উদিত হইয়া ভক্তির সেবা করে (১)। যেস্থলে উহাদের অভাব, সেস্থলে ভাব হয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে, তথাপি যে ভাবলক্ষণ উদিত হয়, সে ভাবাভাস বা কপট রতিমাত্র। তাহা চতুর্থ ধারায় বিচারিত হইবে। **(ক্রমশঃ)**

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন পরিচয়

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত। কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে দ্বাদশটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন, অকিঞ্চন, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি নামভেদ অনেকস্থলে কীর্ত্তিত হয়। আবার নির্ব্বিশেষবাদীর অনুচর-স্বরূপে পঞ্চদেবোপাসকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্টগণের মধ্যে বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরও অভাব নাই। শেষোক্ত পঞ্চোপাসকী নির্ব্বিশেষ মত পোষণ করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বাস হইতে চ্যুত।

বৈষ্ণবগণ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও স্থূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুইটী প্রবল বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চন আশ্রয়ে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাবমার্গানুসরণে ভাগবত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-মতে শ্রীভাগবতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত

---

(১) অসেবয়ারং প্রকৃতেগুর্ণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন মষ্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে॥ ভাঃ ৩।২৫।২৭

হইলেও উভয়েই শ্রীভগবদ্ভক্ত। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয়মতেই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৬৯ সংখ্যায় শ্রীপ্রভুর উক্তি,—

এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

পঞ্চরাত্র কাহাকে বলে ও তাহার অর্থ কি ?

পঞ্চরাত্র শব্দে পাঁচটী জ্ঞান বিষয়ক প্রণালী। 'রা' ধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চরাত্র বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাই পঞ্চরাত্র। জ্ঞান-বচনই রাত্র। জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

(নারদ পঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

প্রথম সাত্ত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয় নির্গুণ জ্ঞান, তৃতীয় সর্ব্বপর জ্ঞান, চতুর্থ রাজসিক জ্ঞান এবং পঞ্চম তামস জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে এবং তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরামানুজীয় অর্থ-পঞ্চক

শ্রীরামানুজ শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্পুর বদররাজ। ইহার শিষ্য পিল্লাই লোকাচার্য্য। ইনি অর্থপঞ্চক নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই সজ্জন-তোষণী পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধিস্বরূপ—এই পঞ্চ স্বরূপ জ্ঞানের অন্তর্গত পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি অর্থ কথিত।

শ্রীমাধ্বমতে ভেদ-পঞ্চক

শ্রীমাধ্বগণের মতে বস্তু বিষয়ে পঞ্চভেদ জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চ জ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চ বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ জ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ—পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চ শুদ্ধজ্ঞানও পঞ্চরাত্র। নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুগত আগম-শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকীগণ পঞ্চরাত্র আখ্যা দেন।

সাত প্রকার পঞ্চরাত্র মধ্যে পাঁচ প্রকার সাত্ত্বিক

পঞ্চরাত্র সাতটী। ১। ব্রাহ্ম, ২। শৈব, ৩। কৌমার, ৪। বাশিষ্ঠ, ৫। কাপিল, ৬। গৌতমীয় ও ৭। নারদীয়। ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পাঁচটী পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয়—এই পাঁচটী সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—এই পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চন হইয়া থাকে।

অর্চ্চনীয় পাঞ্চরাত্রিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক ভাগবত অনুষ্ঠান পৃথক্

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্রবিহিত, তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠান প্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। যোগ্য-ব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদিপঞ্চরাত্র ও বৈদিক সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠানভেদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

অর্চ্চনপর বৈষ্ণব ত্রিবিধ ও তাঁহাদের লক্ষণ

অর্চ্চনপর বৈষ্ণবগণের অধিকার ভাগবতগণের ন্যায় তিনপ্রকার শাস্ত্রে কথিত আছে। অর্চ্চনপর কনিষ্ঠ বৈষ্ণব লক্ষণে শাস্ত্র বলেন,—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণং।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥ (পাদ্মোত্তরখণ্ড)

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-চিহ্ন ধারণ এবং ললাটাদি ঊর্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির পুণ্ড্র ধারণ করিয়া যিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস লক্ষণে অবগত আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণুমন্দির চিহ্নের নমস্করণরূপ অনুষ্ঠানে জীবের বৈষ্ণবত্ব কথিত হয়। অর্চ্চনপর মধ্যম বৈষ্ণব লক্ষণে শাস্ত্র বলেন,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥ (ঐ)

হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যবোধক নাম, বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুযাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব, পরম ঐকান্তিক মহাভাগবত হইবার যোগ্য হন অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণবাখ্যা লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বে সজ্জনতোষণীতে আলোচিত হইয়াছে। অর্চ্চনপর **উত্তম বৈষ্ণব লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥ (ঐ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট মধ্যম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, নয় প্রকার ইজ্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অর্থপঞ্চকে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে মহাভাগবত বলিয়া কথিত হন। তিনি সেই কালে, পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ হন।

শ্রীগুরুর লক্ষণ

এজন্য গুরুলক্ষণে শাস্ত্র-বচনসমূহ হরিভক্তিবিলাসে এরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯ ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষনুগ্রহং।
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৬ ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্র-বাক্য)

অধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪ ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বাক্য)

তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।
দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ॥
অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২ ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী-বাক্য)

ধীমানননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥

[মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ মনুষ্যমাত্রের গুরু, ইনি সমুদয় লোকের মধ্যে হরির ন্যায় পূজনীয়।

সর্ব্বকালজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবেত্তা ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রতি মন্ত্র প্রদানাদিদ্বারা অনুগ্রহ করিবেন।

অর্থাৎ—যিনি আত্মবিষয়কজ্ঞানশীল, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রের অর্থসমূহে সুপণ্ডিত, মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রসংহার করিতে সমর্থ, তিনি উত্তম ব্রাহ্মণ।

তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহস্থ গুরু নামে অভিহিত।

তিনি দেবতার উপাসক, শান্ত এবং বিষয়সকলে স্পৃহাশূন্য।

অর্থাৎ তাঁহার বংশে কখনও পাতিত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয় নাই, তিনি স্বয়ং শুদ্ধ, নিজোচিত আচারবিষয়ে তৎপর, আশ্রমযুক্ত, ক্রোধরহিত, বেদজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা।

তিনি বুদ্ধিমান্, স্থিরবুদ্ধি, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক, বিবেচনাশীল, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎ-প্রতিমাসকলের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ ও শিষ্যবৎসল।]

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০, ৪১ ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

[অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও সহস্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না। যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও বিষ্ণুপূজায় তৎপর, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব।] (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

পরেশানুভূতি

জীববৃন্দের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আহৃত জ্ঞান এক নহে—সকলগুলিই যে পরিমাণে এক হইবে, তাহাও নহে; এক স্তরের জ্ঞান যে অপর স্তরকে সাহায্য করিবে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহাও নহে। এক ভূমিকায় আহৃত জ্ঞান অপর ভূমিকায় আহৃত জ্ঞানের বিচারে নিতান্ত হেয়, অকিঞ্চিৎকর এবং কার্য্যের ব্যাঘাতকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যে স্তরের জ্ঞান লাভ হইলে তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই—যে জ্ঞানের নিকট অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞান ধিক্কৃত হয়, তাহা লাভের জন্য যত্ন হইলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে। এই জ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান-রূপে পরিচিত।

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ উত্তমা ভক্তির সংজ্ঞায় "জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" প্রভৃতি উক্তিতে যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যে জ্ঞানকে 'বিষের ভাণ্ড' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এই জ্ঞান নহে; যে জ্ঞান-জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বস্তুতঃপক্ষে অজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইতে যত্নপর, সেই জ্ঞানকে তাঁহারাই নিরাস করিয়াছেন। সেই জ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান নহে, পর-সম্বন্ধবিনাশকর কুজ্ঞান মাত্র।

বিভিন্ন স্তরে আহৃত জ্ঞান প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত—(১) ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান, (২) নৈতিকজ্ঞান, (৩) ঈশ্বর-জ্ঞান, (৪) ব্রহ্মজ্ঞান ও (৫) শুদ্ধ-জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-নিচয় বাহ্যজগতের ভাবসকল স্নায়বীয়-শিরাদ্বারা মস্তিষ্কে বহন করে। অন্তরেন্দ্রিয়রূপ মন তাহার প্রথম বৃত্তিদ্বারা ঐ ভাবসকল বাহ্যজগৎ হইতে আহরণ করে; দ্বিতীয় বৃত্তিদ্বারা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে; তৃতীয় বৃত্তিদ্বারা তাহাদের সম্মিলন ও বিয়োগক্রমে কল্পনা-বিভাবনাদি কার্য্য করায়; চতুর্থ বৃত্তিদ্বারা ঐ সকল ভাবের জাতি নিরূপণ-পূর্ব্বক সংখ্যালঘু করে এবং সংমিশ্রিত কোন লঘুভাবকে পুনরায় বিভক্ত করিয়া সংখ্যার আধিক্য করে। মনের পঞ্চম বৃত্তিদ্বারা সংসজ্জিত ভাবসকল হইতে যুক্ত অর্থ নিঃসৃত হয়; ইহার নাম 'যুক্তি'। এই যুক্তিদ্বারা সমস্ত মানস ও জড়বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। এই যুক্তি কেবল মনের বৃত্তি বলিয়া বাক্য ও মনের অতীত তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ। সুতরাং পরেশানুভূতি তাহার এলাকার বহির্ভূত।

ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞানের সাহায্যে জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচারদ্বারা নৈতিক-জ্ঞানের

উদয় হইয়া থাকে। চিত্ত-প্রসাদ-বিষয়ে প্রীতি ও তৎপ্রতিকূল-বিষয়ে বিদ্বেষ —জ্ঞানের বিষয়; ঐ সকল ঘটনা লইয়া যুক্তিমূলে নীতিশাস্ত্র কল্পিত হয়। তাহাতে ভোগপর প্রীতির উন্নতি ও তদ্বিপরীত দ্বেষ খর্ব্ব করিবার উপদেশ আছে। মানবপ্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি আছে বলিয়া কেবল নৈতিক-জ্ঞান মানবকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। নৈতিকজ্ঞানে নামমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের বিচার এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির কথা থাকিলেও নিত্যানন্দধামের পরেশানুভব সম্বন্ধে তাহা নিস্তব্ধ।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর গঠন, পরস্পরের সম্বন্ধ, গ্রহাদির শৃঙ্খলিতভাবে যথানিয়মে কার্য্য, পরস্পরের অভাব-নির্ব্বাহের সংযোগ ও উন্নতির বিধান আলোচনা করিয়া মানব-মনীষা যুক্তিবলে স্থির করে যে,—জগৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না; কোন এক প্রধান জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি জগতের পূজ্য ও সর্ব্বশক্তিমান্। কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের ভোগ-সুখের সুবিধা করিয়া দিবেন। এই সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ সম্বন্ধে আবার কেহ বলেন যে, তিনি নিজ উচ্চ-স্বভাববশতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধির যাবতীয় উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কিছু আশা করেন না; সুতরাং তাঁহার পূজাদির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই। কোন কোন সেশ্বরবাদী বলেন, কর্ত্তব্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি সুখ লাভ হইয়া থাকে, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে নরক-প্রাপ্তি ঘটে। এই ঈশ্বরজ্ঞান—কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান ও সমস্ত কর্ম্মমিশ্র; বস্তুতঃ ইহাতেও নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপবোধ নাই। পরেশানুভূতি ইহারও অনেক উপরে।

পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরজ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া জ্ঞানের অধিকতর উন্নতি-লাভের জন্য যুক্তিকে পুনরায় পেষণ করিতে থাকে; কিন্তু যুক্তির দৌড় ঐ পর্য্যন্তই। পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত যুক্তি উপায়ান্তর না দেখিয়া বেদান্ত-শব্দমালার লক্ষণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যতিরেক চিন্তা প্রসব করে। বস্তুতঃ প্রাপ্য বস্তুর আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ প্রভৃতি আছে; কিন্তু নিষ্পেষণে উন্মত্তা যুক্তিবলে —তাহা নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। এইপ্রকারে যুক্তির অনধিকারচর্চ্চার কল্পনামূলে নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্ম হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানেও যে পরেশানুভূতি-লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহা এখন সহজেই উপলব্ধির বিষয় হইতেছে।

জনসাধারণ যে-সকল জ্ঞানে পরেশানুভূতি-লাভের সম্ভাবনা বলিয়া

সাধারণতঃ মনে করেন, পরেশানুভূতি যে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এখন প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য—এই অনুভূতিলাভের সম্ভাবনা আছে কি না? দ্বিতীয়তঃ যদি থাকে, তাহা হইলে তল্লাভের উপায় কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তর—নিশ্চয়ই আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় স্বয়ং বলিয়াছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-চতুষ্টয়ের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক "আমি স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস, ভগবৎসেবাই আমার একমাত্র কার্য্য" এই শুদ্ধজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া সততযুক্তাবস্থায় প্রীতির সহিত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিলে পরেশ-সূর্য্যের সৎ বা নিত্য-বুদ্ধিযোগরূপ কিরণ পাওয়া যায়; তাঁহার রশ্মিতেই পরেশানুভূতি হইয়া থাকে। অস্থির বা চঞ্চল হইলে চলিবে না। এই পরেশানুভূতির জন্য চাই—ধীরতা, চিত্তের স্থিরতা ও ভগবৎকরুণা-রশ্মির প্রতীক্ষা; কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে চলিবে না বা অষ্টাঙ্গ-যোগাদি কৃত্রিম উপায়ে চিত্ত স্থির করিবার যত্নেও কোন সুফল ফলিবে না, চাই—সতত যুক্ত-অবস্থায় ভজন।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীগিরিরাজ

জয় জয় গিরিরাজ।
শ্রীরাধিকা কহে তোমা' 'হরিদাসবর্য্য'॥
কন্দরে কন্দরে লীলামৃত সদা ঝরে।
কত মধু-কেলি করে ব্রজযুবদ্বন্দ্ব॥
গিরিপথে দানলীলা, সরঃতীরে পুষ্পখেলা।
দিনকর-পূজাছলে মিলন-মাধুর্য্য॥
মানসীতে নৌ-বিহার প্রেমের চাতুর্য্য।
কুঞ্জে কুঞ্জে সুরতের অবদানতূর্য্য॥

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড পরম মোহন।
লীলাছলে যেথা হয় প্রেমের প্লাবন॥
দেবরাজ-দর্প চূর্ণ করিয়া গোপাল।
গোপদত্ত অন্নকূট খাইল সকল॥
সেইকালে তব মূর্ত্তি আপনে ধরিয়া।
সেব্য-সেবক তত্ত্বেতে তোমারে স্থাপিলা॥
সেইহেতু তুলসীতে ভাগীদার তুমি।
মহাপ্রভু রঘুদ্বারে শিখাল আপনি॥
মুনি-ঋষি সদা ইচ্ছে তোমাতে আশ্রয়।
নিকটেতে বাস যাচে রঘু মহাশয়॥
মহিমা বর্ণিতে তব কেবা অধিকারী।
পাদপদ্ম-সেবনাশা হৃদয়েতে ধরি॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

পরতত্ত্ব বিলাসবান্

তত্ত্বানুসন্ধিৎসুকেই শাস্ত্র ও মহাজনগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র ও তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি কুত্রাপি প্রশংসনীয় নহেন। তত্ত্বানুশীলনকারীই ক্রমশঃ অভিজ্ঞতালাভ করিয়া পরাবর যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ তথা তদ্‌বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে তত্ত্বজ্ঞান-পোষকতার অনুপাতে আনন্দোপলব্ধিরূপ সৌভাগ্য-সিন্ধুর সুশীতল-সলিলস্পর্শের সৌখ্য-সম্পদ লাভ করিয়া থাকেন।

তত্ত্বানুশীলনে আত্মনিয়োগকারিগণের মধ্যে সর্ব্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তিই উপনিষদাদির নির্দ্দেশ্য অসীম, অনন্ত, বিভু, বৈচিত্র্যবিলাসহীন কেবল চেতন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ধিক্কৃত মায়াবৈভবের কুৎসিত অনুরাগে বীতস্পৃহ হইয়াই জ্ঞানী-সম্প্রদায় জ্ঞানানুশীলনে গৌরবানুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞান-পথাবলম্বী ও ভক্তিপথাবলম্বীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপায়কালে ভক্তিযোগী অতিসহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্ব্বক ফলকালে

নির্ভয়ে তাঁহাকে লাভ করেন। জ্ঞানযোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক চিন্তায় যে কষ্ট, তাহার ভোগভাগী হইয়া থাকেন। ব্যতিরেক চিন্তা অর্থাৎ সহজ প্রতীতির বিপরীত চিন্তা—জীবের পক্ষে সুতরাং দুঃখজনক ফলকালেও তাহাতে নির্ভরতা নাই; যেহেতু সাধন-সময় অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই নিজ নিজ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে চরম গতিও তাঁহাদের পক্ষে অসুখজনক।

জীব নিত্য-চিন্ময় বস্তু; জীব যদি অব্যক্ত অবস্থায় লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থায় নাশ হয়। যদি তাহার স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীত স্বরূপ যে অহংগ্রহাদি-বুদ্ধি তাহার পরিত্যাগকালেও কষ্ট হয়। সেই জীব দেহবিশিষ্ট হইয়া উপায়কালে বা ফলকালে অব্যক্ত ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপ ফলই লাভ করে। বস্তুতঃ জীব চৈতন্যস্বরূপ ও চিদ্‌দেহবিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত-ভাবকে কেবল জীবের স্বরূপ-বিরোধী ও দুঃখজনক ভাব বলিয়া জানিতে হইবে। চিদ্‌বৈচিত্র্য-বিলাসানুশীলনপর-ভক্তিযোগই জীবের পরম মঙ্গলজনক ও পরম সুখকর। ভক্তিকে অনাদর করিয়া জ্ঞানযোগ স্বাধীন হইতে গেলে সর্ব্বত্রই মহাকুফল উৎপন্ন করিয়া থাকে।

তত্ত্বানুশীলনের পরিণতিতে আমরা যে তত্ত্বের সম্মুখীন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, সেই পরাৎপর সচ্চিদানন্দঘন, সর্ব্বাংশী, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর তত্ত্বের পরম চমৎকারিতার বিষয় সমস্ত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি শাস্ত্র নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়াও তাঁহার মাধুর্য্য-মহিমা বর্ণনে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম-মহিমা, তাঁহার রূপ-মহিমা, গুণ-মহিমা, লীলা-মহিমা এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্য-মহিমা অসমোর্দ্ধ, অচিন্ত্য, চিদ্‌বিচিত্রতায় পরিপূরিত। তাঁহার বিকশিত নীল কমলতুল্য দেহকান্তি, রক্তকমল-সদৃশ নয়নযুগল, চঞ্চল শিখিপুচ্ছময় শিরোভূষণ, কুণ্ডল-শোভিত দেদীপ্যমান গণ্ডযুগল, নৃত্যবিদ্যাজনিত মদভরে অলস্পতিযুক্ত, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ভাবভূষিত, সহাস্য বদনশালী সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার লীলাকল্লোলবারিধি ত্রিজগন্মানসাকর্ষি সেই পুরুষরত্নের পাদপঙ্কজপ্রান্ত নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্নমালার দ্যুতিদ্বারা নিত্যকাল নিরাজিত হইতেছে।

সেই পরাৎপরতত্ত্বের সেবার সৌন্দর্য্যেরও তুলনা নাই। সর্ব্বসহিষ্ণু, দেহাভিমান-পরিনির্ম্মুক্ত ঐকান্তিক স্নিগ্ধভক্ত বিচিত্রমন্দিরমধ্যে সুরম্য দিব্যসিংহাসনে সুখে অবস্থিত অদ্বিতীয়াধিপত্যযুক্ত ব্রহ্ম-শঙ্কর-সুরেন্দ্র-মুনীন্দ্র-ধ্যেয় শ্রীভগবৎ পাদপদ্মযুগলের নিরন্তর নব-নব উপচারাদিদ্বারা সেবা করিয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। প্রত্যূষে প্রবোধন-সময়ে উপযুক্ত

মন্দ মন্দ উচ্চারিত স্তুতিবাক্যসমূহ এবং ললিত-গীত-বাদ্যাদিদ্বারা সুখনিদ্রিত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীহরিকে জাগরিত করিয়া সময়োচিত নানাবিধ রত্নময় অলঙ্কার, বসন, দিব্যগন্ধ, অঙ্গরাগ, রম্যধূপ, দীপ, সুমধুর অন্নপানীয়, পূজন, শয়ন, বীজন, নৃত্য, গীতাদিদ্বারা ইষ্ট-সুখবিধানে তৎপরতাময়ী বিলাস-বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া জগৎ সমক্ষে সেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার কালোচিত সুখময়ী সেবা অপর এক অভিনব চমৎকারিতার মহোৎসব-স্বরূপ।

ভক্ত গ্রীষ্মকালে সলিলবিহার, বায়ুসেবন, চন্দন লেপন, প্রভৃত বিজনক্রিয়া, রত্নমাল্য, স্নিগ্ধভোগ্যসমূহ এবং চন্দ্রকিরণ সংস্পর্শাদিদ্বারা প্রাণকান্তের সেবা করিয়া থাকেন। বর্ষাকালে গূঢ়তর হর্ম্মমধ্যে বিবাস, ঈষদুষ্ণ নির্ম্মল জলদ্বারা স্নপন, ঘৃতপক্ক গোধূমচূর্ণ, সুমিষ্ট ভোজ্য-প্রদান। শরৎ ও হেমন্তকালে বহ্নি ও নবোদিত সূর্য্যকিরণ সেবন, তুলাময় বস্ত্র, নবান্ন, উষ্ণজলাভিষেক, উত্তম বস্ত্রালঙ্কার প্রদান, শীত ও বসন্তকালে কুসুমিত কাননমধ্যে বিহার, মধু প্রভৃতি পানীয় প্রদান, পুষ্পরাশি এবং বিলাস-মাল্যাদি বিভূষণে বিভূষিত করিয়া স্বীয় প্রাণকোটী-সর্ব্বস্বের সেবায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া সেবার বিলাস-বৈচিত্র্যদ্বারা সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বিচিত্র বিলাসময় নিখিল জনসেব্য শ্রীহরির পরম মঙ্গলময়ী সেবা জয়যুক্ত হউন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গের প্রভাব

একদা পবিত্র নির্ম্মলা নদীর তীরে অশোক-নগরীতে প্রশান্ত ও অশান্ত নামে দুই বন্ধু বাস করিত। প্রশান্ত জন-কল্যাণকামী, অশান্ত নিজস্বার্থ-প্রয়াসী। দুই বন্ধু শৈশবকাল হইতে শান্তিনিকেতন স্কুলে পাঠ পড়িত। স্কুল হইতে ফিরিবার সময় প্রতিদিন নদীর তীর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিত। উভয়ে খুব মনযোগ-সহকারে পাঠ পড়িত। অন্য কোন দুঃসঙ্গে বৃথা কাল নষ্ট করিত না। একদিন অপরাহ্নে স্কুল হইতে ফিরিবার সময় নদীর তীরে বটবৃক্ষ তলদেশে উপবিষ্ট ও কীর্ত্তনরত এক সাধুর দর্শন পাইল। মহাত্মা শ্রীহরিগুণগানে মত্ত থাকায় বাহ্যস্মৃতি আদৌ ছিল না,

তাহার জন্য বালকদের সহিত কথোপকথনে বিলম্ব হইয়াছিল। উহারা হরি-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত অবস্থান করিতেছিল। সাধুজীর ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বালকদ্বয় মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিল। তখন সাধুজী উহাদিগকে "হরি তোমাদের কল্যাণ করুন" এইরূপ বলিলেন। বালকদ্বয় এইরূপ আশীর্ব্বচন শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—প্রভো! আমাদের শৈশবকাল হইতে কি কি শিক্ষার বিষয় আছে। আপনি কৃপা করিয়া বলুন।

সাধুজী বালকদের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন—বৎসগণ! তোমাদের শৈশবকাল হইতে যথার্থ বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর বালকগণের প্রতি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন আমি তোমাদের সেই শিক্ষা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
যথাহি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেব সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥ ভাঃ ৭।৬।১

প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়স হইতেই ইহজগতের ভোগসুখার্থ অন্য প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-স্বরূপ ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ, জগতের মধ্যে মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ। অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর হইয়াও পরমার্থপ্রদ। অল্প সময়ও যদি কেহ ভগবানে ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করে তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এই মনুষ্যজন্মে মানবের শ্রীবিষ্ণুসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য; যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্ব-ভূতের প্রিয়, আত্মা, সুহৃদ্ ও ঈশ্বর, বিশ্বাধার, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বপালক, সর্ব্বসংহর্ত্তা, আদিদেব। সেই বিশ্বাত্মা বিশ্বস্রষ্টাকে সাধুসন্তগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, যথা—

বিষ্ণুং জিষ্ণুং মহাবিষ্ণুং প্রভবিষ্ণুং মহেশ্বরম্।
অনেকরূপদৈত্যান্তং নমামি পুরুষোত্তমম্॥
ওঁ শান্তাকারং ভুজগ শয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥

এই ধ্যানান্তে শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম উচ্চারণে তাঁহার অনন্ত গুণ, অনন্ত মহিমা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত লীলা কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত-ভাগবত মহাযোগিগণ জগজ্জীবের মঙ্গল বিস্তার করিয়াছেন। আদিযুগ হইতে দ্বাদশ মহাজন, যথা,—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥ (ভাঃ ৬।৩।২০)

চৌদ্দপরমভাগবত, যথা,—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক ব্যাসাম্বরীষ শুক শৌনক ভীষ্ম দালভ্যান।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন পুণ্যানিমান পরমভাগবতান্ স্মরামি।

ইহাঁরা সকলে ভক্তিযোগের দ্বারা পরতত্ত্ব অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ দিব্য সচ্চিদানন্দঘন নিত্যানন্দময় সনাতন পুরুষের দর্শন করিয়া, তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া জগতে প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাঁহারা পরমদয়াশীল হইয়া ভগবদিচ্ছায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিয়া জগজ্জীবের উদ্ধার ও হিতসাধন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জানাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, অনাদির আদি, সর্ব্বকারণের কারণরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ষড়্‌বিধবিলাস, ষড়্‌বিধ অবতাররূপে ও অনন্তশক্তি-সমন্বিত কালবিক্রমে অন্তঃপুর জগৎ গোলোক, মধ্যপুর জগৎ বৈকুণ্ঠ ও বাহ্য জগৎ অনন্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড এই ত্রিবিধ জগতে আদি, মধ, অন্তরূপে স্বপ্রকাশ থাকিয়া পরব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞানময়রূপ, সর্ব্বানন্দরূপ, সর্ব্বশান্তিময়রূপ, রসময়রূপ, সর্ব্বগুণময়রূপ, মঙ্গলময়রূপ, সর্ব্বলীলাময়রূপ, সর্ব্বশক্তিময়রূপ, সর্ব্বসেচ্ছাময়রূপ, শব্দব্রহ্মময়রূপ, সর্ব্ববর্ণময়রূপ, সর্ব্বসংখ্যাময়রূপ, সমষ্টিরূপ ও ব্যষ্টিরূপ লইয়া সর্ব্বক্ষণ প্রতীতিভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞানরূপে বিরাজিত। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রৌতপন্থায় সেই বিজ্ঞানময় ভগবানকে লাভ করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া সাধুজী বালকদ্বয়কে বলিলেন,—"তোমরা অদ্য গৃহে গমন কর; আগামীকল্য তোমরা আমাকে এখানে দর্শন পাইবে।" দুইবন্ধু সাধুর নিকটে শ্রীহরির গুণগাথাময় অমৃতবচন শ্রবণ করিয়া গৃহে ফিরিবার কথা ভুলিয়াছিল। উভয়ে সাধুজীর চরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিল,—প্রভো! আগামীকল্য আসিয়া আপনার নিকট বাস্তবশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রবণ করিব। বালকগণ প্রস্থান করিলে সাধুজী স্নান-সন্ধ্যা-আহ্নিক, তর্পণাদি করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

পরদিবস প্রশান্ত অশান্তকে সঙ্গে লইয়া জাগতিক জড়বিদ্যা শিক্ষালয়ে শান্তিনিকেতন স্কুলে পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন শেষ করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় দুই বন্ধু নির্ম্মলা নদীর তীরে সর্ব্বজ্ঞ সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণামান্তে চরণধূলি শিরে ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিল। সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস্য! তোমাদের কুশল তো? বালকদ্বয় বলিল,—আপনার কৃপায় আমাদের আর অকল্যাণ থাকিতে পারিবে না। সাধুবাবা বালকদ্বয়ের আর্য্যবরূপ সরলতা ও নিষ্কপটতা দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা আজ কি বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? অশান্ত বলিল,—প্রভো। প্রশান্তের গতকল্যের জিজ্ঞাসা বিষয় আজ বলুন। আমরা উভয়েই আপনার নিকট প্রকৃত জন-হিতকর কথাগুলি শুনিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। প্রহ্লাদ দেবর্ষি শ্রীনারদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া অসুরপিতা ত্রিভুবনের একচ্ছত্র সম্রাট্ হিরণ্যকশিপুর নিকট হইতে প্রাণঘাতী নির্ম্মম নির্য্যাতন হইতে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ভক্তকে জগতে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। সেই হরিকে কিরূপে আশ্রয় করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই বাস্তবশিক্ষা দিন।

তদুত্তরে সাধুজী বলিলেন,—বালকগণ! গতকাল তোমাদিগকে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীহরির অনন্ত শক্তির বিক্রমে চিন্ময় গোলোক, বৈকুণ্ঠ জগৎ উহার ছায়া মায়িক জগৎ নিত্যকাল প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়াছি। অদ্য তোমাদিগকে শক্তিমান্ ও শক্তি সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।" শক্তি শক্তিমান্ ছাড়া নহেন, শক্তিমান্ শক্তি ছাড়া নহেন। শ্রীভগবানের পরিচয়ে অচিন্ত্যশক্তি ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতিঙ্গনা॥

যাঁহার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, ও সমগ্র বৈরাগ্য বিদ্যমান্, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ই হলেন ভগবান্। এইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির মধ্যে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বান্তর্যামিত্ব, সর্ব্বাকর্ষিত্ব, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব রূপ অচিন্ত্যশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

শক্তিগণকে যিনি পরিচালনা বা উপভোগ করেন তিনিই শক্তিমান্। উপরোক্ত শক্তিগণ যাঁহার ইচ্ছাপূরণে বা প্রীতিবিধানে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ্যারূপে চালিত হইতেছেন—তিনিই শক্তি। সর্ব্বশক্তিগণ শক্তিমানের প্রীতিবিধানের জন্য অনরন্ধা শক্তি, হ্লাদিনী শক্তি, সন্ধিনী শক্তি ও সম্বিৎ শক্তি হইতে গোলোক, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, মথুরা, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ-জগতের অপ্রাকৃত দেশ, কাল, পাত্র, স্থাবর ও জঙ্গমসমূহ প্রকাশ করিয়া প্রভু ঈশ্বরের প্রীতিবিধান করিবার জন্য নিত্যকাল চেষ্টিত আছেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

মূর্খ কে ?

পার্থিব জগতের আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণ সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খ ব্যক্তিকে পণ্ডিতের উচ্চাসনে বসাইয়া প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবমাননা করিয়া থাকেন। জড়ীয় 'উপাধি'ধারী ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তিই ইহ জগতে পাণ্ডিত্যের চরম শিখরে আরোহণ করিয়া থাকেন। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে 'প্রভু' হইবার জন্য ভগবদ্বিমুখের কতই না আনন্দ হয়! ক্ষণিক জড়সুখের নিমিত্ত বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আত্মস্বরূপ বিস্মরণপূর্ব্বক পণ্ডিতমূর্খগণ অন্তিমকালে মূর্খ মক্ষিকার গুড় ভক্ষণের ন্যায় অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

জগতে সুন্দর রূপের ন্যায় জড় পাণ্ডিত্যও অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু কি রূপবান্, কি পণ্ডিতগণ—কেহ যদি কৃষ্ণভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাদৃশ রূপ বা পাণ্ডিত্যদ্বারা জগতের কাহারও ত' দূরের কথা, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের নিজেদেরই যথার্থরূপে কোন উপকার সাধিত হয় না। কৃষ্ণভক্তি-লাভই সকল বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের চরম সীমা। সেই কৃষ্ণভক্তিলাভই যদি না হয়, তাহা হইলে পাণ্ডিত্যাদি অর্জ্জনের জন্য বৃথা কালক্ষেপ করিয়া কি লাভ? যে বিদ্যা কৃষ্ণে মতি উদয় করাইতে অক্ষম, তদ্দ্বারা কেবলমাত্র জড়মোহই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ বৈষম্য-দোষদুষ্ট নহেন। তাঁহার নিকট ভাষানিপুণ পণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞানরহিত অজ্ঞ—উভয়ই সমান। এতদুভয়ের মধ্যে যাঁহার কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ বিদ্যমান, কৃষ্ণের অধিক দয়া তাঁহার উপর অবশ্যই বর্ষিত হয়। শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত ভাষায় দোষ দেখাইয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিতে গিয়া ভক্তিহীন পণ্ডিত-ক্রবগণ স্বীয় মূঢ়তাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাদৃশ ভক্তদ্বেষী অপরাধী পণ্ডিত-ক্রবগণের মূর্খতা পদে পদে প্রতিপাদন করিয়া সরস্বতীপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের 'পাণ্ডিত্য-গৌরব' খর্ব্ব করেন। অন্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বোধাভাবের ফলেই তাঁহারা ভোগময় জড় পাণ্ডিত্যের করাল কবলে পতিত হইয়া নিজেদের পতন ডাকিয়া আনেন।

সহজিয়া তথা অক্ষজজ্ঞানীরা প্রকৃতপ্রস্তাবে অত্যন্ত মূর্খ। শাস্ত্রের সার বা তাৎপর্য্যোপলব্ধির অভাব হইলেই 'মূর্খ' সংজ্ঞা লাভ হয়। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে "মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ" অর্থাৎ দেহাদিতে 'অহংমম'-ভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকেই 'মূর্খ' বলা হইয়াছে। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন, —"স্থূল-সূক্ষ্মদেহে ও গৃহে অস্মিতাবুদ্ধি বা আমিত্বের আরোপই মূর্খতা।" মূর্খতাবশতঃ দেহ ও মনোধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

সাধারণ ভোগপর অপরা বিদ্যার সহিত ভক্তিপ্রাপিকা পরাবিদ্যার সমত্ব স্থাপন করিলে কখনই জীবের ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। প্রকৃত সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ না করিলে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্মের আক্রমণ জীবকে ভজনপথ হইতে বিচ্যুত করায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বাস্তবিকই অত্যন্ত মূর্খ। সহজিয়াগণ নিজেদের 'ভজনবিজ্ঞ' অভিমানপূর্ব্বক শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিয়া "সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য" প্রভৃতি মহাজনের মঙ্গলময়ী উক্তি হইতে কোটী কোটী যোজন দূরে থাকিয়া অধঃপতিত হন।

বেদসকল যাঁহার চরণ-মকরন্দের যশোরাশি গুণ-কীর্ত্তনে নিরন্তর নিযুক্ত, সেই বেদান্তবেদ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাহার প্রাকৃতবুদ্ধি, অক্ষজজ্ঞানবিশিষ্ট সেই

ব্যক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে অত্যন্ত মূর্খ। যতকাল পর্য্যন্ত জীবের অভিমান বশ্যজগতের ত্রিগুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ততকাল পর্য্যন্ত তাহার পরিচ্ছিন্ন, অনুপাদেয়, পরিবর্ত্তনশীল ও মূর্খতার পরিচায়ক অক্ষজজ্ঞান দূরীভূত হয় না। দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্ত জনগণ গুরুপাদপদ্ম-সেবা হইতে সর্ব্বদাই বঞ্চিত। এমন কি, তাহারা বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র আলোচনারও অধিকারী নন। সদ্বৈদ্যের ন্যায় শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গলের জন্য তাহার অনধিকারিতা-বিষয়ে স্থান-কাল-পাত্রভেদে নানা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। জড় পাণ্ডিত্যের কোন দোষই তাঁহাকে (অপ্রাকৃততত্ত্বকে) স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই শিষ্যের মূর্খতা।

মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ ভগবান্নের নাম ও নামীতে ভেদ দর্শন করিয়া নাম-ভজনের অধিকার হারাইয়া ফেলেন। অপ্রাকৃত-বিচারসম্পন্ন শ্রীগুরুদেব তাহাদিগকে 'পরমমূর্খ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। অক্ষজজ্ঞানাবলম্বনে বেদান্তানুশীলন করিলে জীব কখনও চরম প্রয়োজনীয় বস্তু কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে সক্ষম হন না।

আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণ মানব-জন্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত নিম্নোক্ত উপদেশাবলী স্মরণপূর্ব্বক ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইবে,—

"দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায়! নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব??
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর-শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে সাধের দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব, আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-বাসরে

দীনার অর্ঘ্য

মাঘী শ্রীকৃষ্ণ-তৃতীয়া পুনঃ বর্ষ পরে।
আসিলেন স্বর্ণরথে নগরে নগরে॥
প্রচারিতে বার্ত্তা—তব আবির্ভাব-কথা।
শুনি' উল্লসিত ধরা, সুখী তৃণ-লতা॥
নৃত্য করে সুরাসুর শুনিয়া ভারতী।
তব আবির্ভাবে ধন্য আজিকার তিথি॥
হের নবারুণ রাগে ধরণী নন্দিত।
প্রথম প্রভাতী গানে প্রকৃতি বন্দিত॥
পুলকের সমারোহে সপ্তসিন্ধু মাতে।
সাজিল তৃতীয়া তিথি জয়মাল্য হাতে॥
প্রেমের দেউলে হেরি পুষ্প-বেদিকায়।
সমাসীন গুরুদেবে শ্রীব্যাসপূজায়॥
লভিল আশ্বাস কত পীড়িত অজ্ঞান।
যুগান্তে জাগিল যেন নিদ্রিত পাষাণ॥
যতি-বাস পরিধানে সৌম্য দরশন।
প্রেমাবেশে নৃত্যশীল ও দু'টী চরণ॥
নামসুধা-পাত্র হেরি শ্রীকরে শোভন।
গলেতে তুলসী-মালা ললাটে চন্দন॥
শুনি নাকি বেদশাস্ত্র বাখানে তোমারে।
পরম-রহস্যময়, ব্যাখ্যা করি কি সাহসে ??
শুনিয়াছি স্তুতি তব করে সুরপুর।
জেনেছি তোমারে শুধু প্রাণের ঠাকুর॥
অপ্রাকৃত তত্ত্ব তুমি, তব গুণ-গাথা।
লিখিমাত্র বুঝি নাই, কিবা মর্ম্মকথা॥

ভক্ত-সমাবেশে যথা গুরুপূজাকালে।
শূন্য উপচারে আমি ভাসি আঁখিজলে॥
গতানুগতিক পথে যেতে আনমনে।
সহসা থামিনু মুঞি বন্ধু আহ্বানে॥
দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত বৃথা অন্বেষণে।
বুঝি নাই কত বেলা গেল অকারণে॥
বুঝি নাই কত গেল, কি রহিল বাকী।
গুরুপূজা-আয়োজনে কত রহি ফাঁকি॥
তব পদপ্রান্তে আজি ওগো অন্তর্যামী।
রিক্ত-হৃদয় লয়ে আসিয়াছি আমি॥
শ্রীগুরুপূজার আজিকার উৎসবে।
অর্ঘ্য দিতে এল যারা ; পিছে যেবা রবে॥
তব বরদানে সবে ওগো দয়াময়।
একপথে যাত্রা তবে হোক সমন্বয়॥
'পরহিত-ব্রতচারী' তব পরিচয়।
ভারত উদাত্ত-কণ্ঠে গাহে তব জয়॥
দিগন্ত ব্যাপিয়া তাই শুন মহাশয়।
ধ্বনিছে সুকীর্ত্তি তব কৃষ্ণ-কথাময়॥
সর্ব্বতীর্থ ফল ধরে ও দু'টী চরণ।
তব প্রিয়-পাশে তাই করিয়া শ্রবণ॥
লভিনু সান্ত্বনা, শুন ওগো দয়াময়।
তামসী নিশান্তে যেন প্রভাত উদয়॥
সপার্ষদে শোভিতেছ ওহে গুণধাম।
সবার পিছনে রহি করিনু প্রণাম॥
হয় যে অকুতোভয় পেলে যেই পদ।
চিত্ত মম মাগে সেই অমূল্য সম্পদ॥

—প্রণতা **শ্রীমতী গিরিবালা দেবী**

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

কাটিয়াহাট (উত্তর ২৪ পরগণা), তাং ১২।২।১৯৭৭

আজ "সনাতন-ধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলনের" চতুর্থ দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য সুযোগ দিয়েছেন যাঁরা, সর্ব্বাগ্রে সেই সনাতন-ধর্ম-সংস্কৃতি-সঙ্ঘের সভ্যগণকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কারণ ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করা, শ্রবণ করা, অনুমোদন করা সবটাই সৌভাগ্যের কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে একটা শ্লোক দেখতে পাই; সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেছেন,—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্রুদ্রুহোঽপি হি॥ (ভাঃ ১১।২।১২)

অর্থাৎ এই সনাতন-ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম যদি কেউ শ্রবণ করেন, অনুপঠন করেন, যদি কেউ ধ্যান করেন, মনে মনে আদর করেন, তাহলে সদ্য সদ্য পবিত্রতা লাভ করেন। শুধু এই কয়জন কি পবিত্রতা লাভ করবেন? না—এর থেকে আরও কয়জন অধিক আছেন। "দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি"—তিনি যদি দেবদ্রোহী হন, বিশ্বনিন্দুক হন, তাহলেও সনাতন ধর্ম্ম তাকে পবিত্র করবেন, সে ক্ষমতা রাখেন। আমাদের আহ্বায়কমণ্ডলী বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের "সনাতন-ধর্ম-সংস্কৃতি-সম্মেলন" নামকরণ করেছেন। নামকরণ দেখে মনে হচ্ছে—আহ্বায়কমণ্ডলী কোন ধর্ম্মের কথা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাইছেন। 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বলতে গেলে বহুকিছু আলোচনা এসে পড়বে। সাধারণতঃ 'ধর্ম্ম'-শব্দে এই মানেই করা হয়েছে আভিধানিক অর্থে—যার যেটা স্বভাব। বস্তুর স্বভাবকে তার ধর্ম্ম বলা হয়েছে। তাহলে 'ধর্ম্ম' কাকে বলে? আমরা যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়াচ্ছি, সে ধর্ম্ম কি কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার? সে ধর্ম্ম কি যার যার ধর্ম্ম। এটা কি কোন dogma, cult-এর কথা? তা নয়। সনাতন ধর্ম্ম বলতে তা বুঝায় না। সনাতন ধর্ম্ম বলতে, কিছুক্ষণ আগে শুনলাম আমরা, জীবাত্মার ধর্ম্ম। শুধু মানুষের ধর্ম্ম নয়, জীবের ধর্ম্ম নয়, নিখিল বিশ্বের জীবাত্মার ধর্ম্ম। তাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমরা এখানে বহু ধরণের শ্রোতা বসে আছি। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, মতাবলম্বী আমরা সভায় উপস্থিত হয়েছি। সনাতন ধর্ম্মকথাই আলোচনা, অনুশীলন করব বলে এখানে উপস্থিত হয়েছি। সাধারণতঃ লৌকিক জগতে

—ব্যবহারিক জগতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে যে আচরণ, যে আলোচনা চলছে সেটা কি জাতীয় ধর্ম্ম? ভালভাবে বিচার করলে দেখতে পাই,—আমরা খাওয়া, থাকা, পরা নিয়েই চলেছি বর্ত্তমানে। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম—এই দু'টাই আমাদের প্রধান লক্ষিতব্য বিষয় হয়েছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম অনুশীলন করবার জন্য আহ্বায়কমণ্ডলী আমাদিগকে এখানে আহ্বান করেছেন, তাহারা তাহার নামকরণ করেছেন—সনাতন ধর্ম্ম। সে আলোচনার বর্ত্তমানে দুনিয়ায় অভাব হয়ে পড়েছে। এ ধারণা কেউই দিতে পারছেন না যে, আমাদের সার্ব্বকালিক কল্যাণ, পরমমঙ্গল কিসের দ্বারা লাভ করতে পারব? সনাতন আর্য্য-ঋষি-অধ্যুসিত এই ভারতভূমি; এখানে আমরা জন্মগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছি, ঋষিগণের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা হয়েছে। কিন্তু এত সুযোগ-সুবিধা পেয়েও আমরা যদি সেটা আচার, আচরণ, অনুশীলন ইত্যাদি করতে দূরে পশ্চাৎপদ হই, তাহলে বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। শাস্ত্রে বেদের ধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম, গীতা, রামায়ণ, মহাভারতের ধর্ম্ম-বিশ্লেষিত হয়েছে।

শ্রীভাগবত আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই আমরা,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।"

'ধর্ম্ম' কাকে বলছেন? 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'—যার মধ্যে থেকে কপটতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। নিষ্কপট ধর্ম্ম, সরল ধর্ম্ম—তাকে ধর্ম্ম বলা হয়েছে। নির্ম্মৎসরগণের যে স্বভাব, তাকে বলেছেন সনাতন ধর্ম্ম। ঋষিগণের ভিতরে ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি নাই। এইজন্যই তাঁরা পরমনির্ম্মৎসর। শুদ্ধ চেতন-জীবাত্মায় ঈর্ষা, হিংসা-বৃত্তি নাই—উহা নির্ম্মল। তাকেই বলেছেন সনাতন ধর্ম্ম। ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন জীব। এই জীব-সৃষ্টির রহস্য সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিবৃত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে—তারই কিছু কিছু পরমসত্য বিভিন্ন ধর্ম্মমতে নিয়ে তারাও তাদের ধর্ম্মের কথা বলতে চেয়েছেন, বুঝাতে চেয়েছেন। সেই মূল-পরমসত্য ঋষিগণই বিবৃত করেছেন। আমি একথা কেন বল্‌ছি এর প্রমাণরূপে আপনাদের কাছে জানাতে পারি, —সনাতন ধর্ম্ম থেকেই সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে। পৃথিবীতে যত চিন্তাধারা, এবং মুনি-ঋষিগণ তাঁদের যে ভাবধারা প্রচার করেছেন, সনাতন ধর্ম্ম থেকেই তাঁরা নিয়েছেন। কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম-বিরোধী নীতিও জগতে প্রচারিত হয়েছে। যেটা সনাতন শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন নীতিও বাজারে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সনাতন ধর্ম্ম সুপ্রাচীন, আদি-অনাদি,

সেইজন্যই এই ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবে অনন্ত বিশ্বে, অনন্ত দুনিয়ায় সকলেরই আছে। এখন থেকে ৩০০/৩২৫ বর্ষ পূর্ব্বে মুসলিম ধর্ম্মের প্রধান প্রবক্তা, তাঁর নাম শুনেছেন আপনারা, তিনি উপনিষদের অনুবাদ করে প্রচার করেছেন। উপনিষদ্, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; তিনি আরবী, ফার্সী ভাষায় পঞ্চাশখানা নামকরা উপনিষদ্ অনুবাদ করে প্রচার করেছেন। আবার পাশ্চাত্য দার্শনিক জগতেও দেখতে পাই, আমরা (Maxmullar) ম্যাক্সমুলার-এর ইতিহাস। ম্যাক্সমুলারের পূর্ব্বেও এই সকল বেদ এবং অন্যান্য উপনিষদ্ গ্রন্থাদি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। স্বয়ং ম্যাক্সমুলার তিনিও প্রায় এই পঞ্চাশখানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় পৃথিবীতে আছেন, যত চিন্তাশীল মনীষিগণ আছেন, বিদ্বজ্জন আছেন, তাঁরা সবাই সনাতন ধর্ম্মের মূলসূত্র যে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ তার থেকেই তাঁহাদের আকর মত সব সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন ও করছেন, এইটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

সনাতন-শাস্ত্রে যে-সব কথা বিবৃত হয়েছে তার ভিতরে গৌণ এবং মুখ্য—এই দুটো বিচার করে গেছেন ঋষিগণ। গৌণ নীতিটাকে আমরা অনেক সময় মুখ্য বলে ধরছি, আবার মুখ্য নীতিটাকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলে আমাদের জীবন থেকে, চলার পথ থেকে বাদ দিয়ে বসে আছি। এমন ঘটনাও আজ ঘটছে। আর্য্যঋষিগণ জীবসৃষ্টির কথা জানিয়েছেন আমাদের। জীবসৃষ্টির কথা বলতে হচ্ছে, তার কারণ যখন মানব-ধর্ম্মের কথা এসেছে তার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে আমার, তাই সৃষ্টি-রহস্যের কথা আলোচনা করতে হচ্ছে আমাকে। বেদে, উপনিষদে, ভাগবতে, গীতায়, রামায়ণে, মহাভারতে যেভাবে জীবসৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর্য্যশাস্ত্রে সেটী একটী বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী। শাস্ত্র বললেন—

"সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষাঃ সরীসৃপ-পশূন্ খগ-দন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥"

ভগবান্ নিজে সৃষ্টি করেছেন। সেই সৃষ্টির প্রথমে জল ও স্থল; পরে বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতাদি সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় স্তরে সরীসৃপ—Reptiles (উরগ) সৃষ্টি করলেন। তিনি জলচর, স্থলচর, উভচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন।

তারপর তিনি পাখী, পশু সৃষ্টি করলেন। এত সৃষ্টি করেও সেই ভগবান্ মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না কেন?—এদের যে সৃষ্টি করলাম, এদের সঙ্গে আমার মনের মিল হবে না, ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হবে না। তাই তিনি শেষকালে মানবকে সৃষ্টি করলেন। কি দিলেন তাকে?—জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বৈরাগ্য, বিচক্ষণতা সবকিছু দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষকে। এই মানুষই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শেষ সৃষ্টি। ঋষিগণ প্রথমে এইটুকুই বললেন। দার্শনিক জগতে পাশ্চাত্যদর্শন আলোচনা করছি যখন আমরা, তখন দেখি,—ডারউইন সাহেবও একথাটা জানিয়েছেন। তাঁর Evolution Theory নিয়ে আজ বিশ্বের বিদ্বজ্জনগণ আলোচনা করছেন। কিছু কিছু আমারও করছি, শুনছি। ডারউইন সাহেব তাঁর Evolution Theory-তে বলতে চেয়েছেন,—From ape to man। তিনিও এই বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী সৃষ্টির কথাও জানিয়েছেন এবং মনুষ্য সৃষ্টির কথাও জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, মানুষই শেষ সৃষ্টি, এরপরে আর কোন সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই মানুষের আর উন্নতি সম্ভবপর নয়। এই মনুষ্যই হল শেষ চরম। এইখানে পার্থক্য স্থাপন করেছেন সনাতন আর্য্যঋষিগণ। ভগবান্ মানুষ সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সেই মানুষ যদি তার মনুষ্যত্ব বজায় না রাখে, তাহলে তাকে আবার অধঃপতনে নেমে যেতে হয়। এই হল আর্য্যঋষিগণের বিচার ও সিদ্ধান্ত। আবার এই মানুষই দেবত্ব লাভ করে, তাও জানালেন,—Manliness is next to Godliness। কবি এক জায়গায় বললেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" কি বুঝাতে চাইলেন কবি?—মানুষের যে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্বের যে চরম বিকাশ সেইটীর কথা জানাতে চেয়েছেন। কিন্তু মানুষ যে দেবতা হতে পারে না—একথা কবি বুঝাতে চান নাই। Macaulay বললেন —"More than a man you can not be"—মানুষের যে মনুষ্যত্ব, চরম বিকাশ সেইটাই পেতে পার, এই কথা সেখানে জানিয়েছেন। কিন্তু আর্য্য-ঋষিগণ যে বিচার দেখাচ্ছেন, সেটা সুন্দর সুবৈজ্ঞানিক প্রণালী।

আমরা মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছি, কোথা থেকে এলাম আমরা? Origin কে?—বললেন ভগবানই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সেই কথা গীতা, ভাগবতে, বেদ, বেদান্তে, উপনিষদে আমরা পাই।—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম॥

বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রান্তরে বলছেন যে, ভগবান্ থেকে আমরা এসেছি।—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

সেই বিরাট্ পুরুষ ভগবান্ থেকে চারবর্ণ, চার আশ্রম সৃষ্টি হয়েছে। কর্ত্তব্য কি আমাদের? কি কর্ত্তব্য নির্ণয় করেছেন শাস্ত্রে? যিনি আমাদের উপরওয়ালা, তাঁর প্রতি কিছু কর্ত্তব্য রয়েছে আমাদের। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্পণ করব,—এই কর্ত্তব্য। তাই বলছেন,—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

আমরা যদি সেই কর্ত্তব্য পালন না করি, তাহলে আমরা অধঃপতিত হব। কি কর্ত্তব্য?—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

কর্ত্তব্য, দায়িত্ব পালন না করার ফলটা দেখাচ্ছেন এখানে। সুতরাং দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যদি আমি কর্ত্তব্য পালন না করি, তাহলে আমার অধঃপতন—Diversion। মনুষ্যজন্ম লাভ করেও অন্য নীচকুলে চলে যাচ্ছি, আবার এই মনুষ্যজন্মের যদি সদ্ব্যবহার করি তাহলে আমি দেবতা হতে পারি, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি, ভগবানের কাছে থেকে তাঁর নিত্যসেবার অধিকারী-অধিকারিণী হতে পারি। সেটাও আর্য্যঋষিগণ জানিয়েছেন। এ তত্ত্ব বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন।

ভগবান্ সৃষ্টি করলেন,—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা—আচ্ছাদিত চেতন—প্রথম স্তর। তারই মধ্যে রেখেছেন বৃক্ষ, তৃণ থেকে আরম্ভ করে পশু, পাখী সব। দ্বিতীয় স্তরে সংকুচিত চেতন বললেন Reptiles-দের। এর ভিতরে পশু, পাখী সব পড়ছে। তৃতীয় স্তরে মুকুলিত চেতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মানবকে মুকুলিত চেতন বলা হল। যাদের মধ্যে জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ভগবান্ দিয়ে রেখেছেন; বিচার করে তুমি চল, তাহলে তোমার কল্যাণ—তাদের বলা হল মুকুলিত চেতন। চতুর্থ স্তরে যারা তাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন—বিকচিত চেতন। যাঁরা সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে সাধন-ভজন করার উপযোগিতা স্বীকার করেছেন, মেনে নিয়েছেন এবং সেই পথে চলবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন, চলা শুরু করেছেন, তাঁরা হলেন—বিকচিত চেতন জীবাত্মা। প্রথম সারির মনুষ্য থেকে আরও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন তাঁরা। তার পরের স্তর ব্যাখ্যা করেছেন—পূর্ণ বিকচিত চেতন অর্থাৎ মুক্তজীব, নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা। সুতরাং এইভাবে

চেতনতাটাকে ভাগ করা হয়েছে। ভগবান্ এইভাবে জীবসৃষ্টি রহস্যটা দেখাচ্ছেন। অন্য জন্তু, জানোয়ার, পশু, পক্ষী জন্মে আমরা এই চেতনতাটাকে দেখাতে পারছি না। সেইজন্যই বললেন—মনুষ্য জীবন শ্রেষ্ঠ। "দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন" বলেছেন শাস্ত্রে কেন?—আমাদের এর আগে বহু জন্ম গেছে তার একটা সুষ্ঠু তালিকা বা Chart রয়েছে শাস্ত্রে। ৮৪ লক্ষ জন্মের পর মনুষ্য জন্ম পেয়েছি।—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥ (পদ্মপুরাণম্)

এই ৮৪ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করার পরে আমরা আদর্শ গৃহস্থ ঘরে অবিকলাঙ্গ দেহে জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বৈরাগ্য লাভ করে মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। এইটাকে বলছেন—শ্রেষ্ঠ জন্ম, দুর্ল্লভ জন্ম। পেয়ে গেছি যখন তখন এটা সুলভ, কিন্তু বহু বহু জন্মের পরে, লক্ষ লক্ষ জন্মের পরে এটা পেয়েছি বলে—দুর্ল্লভ। এর আর অপব্যবহার করব না—এই প্রতিজ্ঞাই নিতে হয়। সেই প্রতিজ্ঞার কথা শাস্ত্রে বলা আছে। ভগবান্ যখন আমাদের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছেন তখন আমাদের সে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে। সনাতন আর্য্যঋষিগণ সেই প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়েছেন। কবি কোন জায়গায় বলেছেন, আপনারাও শুনেছেন—'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' তাহলে শ্রেষ্ঠ আসন পূর্ব্বে নিয়েছিল, বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারছে না ভারত। সেইজন্য বোধ হয় কথাটা উত্থাপিত হয়েছে। বোধ হয়, সে শ্রেষ্ঠ আসন হারিয়েছে, পুনরায় সে শ্রেষ্ঠ আসন পাবে; সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন কবি।

পাশ্চাত্য দর্শন যদি আমরা আলোচনা করি, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতবাদ যদি আমরা বিচার করি, তাহলে দেখব ভারত শ্রেষ্ঠ চিরকালই আছে—পূর্ব্বেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েই থাকবে। কেন বলছি একথা আমি? কিছুকাল আগে পাশ্চাত্য দেশের এক শ্রেষ্ঠতম মনীষী ধর্ম্ম সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে যে কথাটা বলেছিলেন আমার সে কথাটা মনে পড়ছে। তিনি বললেন—"India guided by God, can lead the world back to sanity." (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)-কর্ত্তৃক
হরিদ্বারে
শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ স্থাপন

কলিকাতা-নিবাসী পরলোকগত পুলিনকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় মহাশয় তাঁহাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ "শ্রীশ্রীরাধারাণী কুঞ্জ"-নামক দ্বিতল-গৃহ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে সমর্পণ করিবার পর তিনি তাঁহাদের হরিদ্বারস্থ "গৌরী-নিবাস"-নামক প্রাচীরবেষ্টিত পুষ্প-ফলোদ্যানসহ দ্বিতল-গৃহ শ্রীসমিতিকে প্রদান করিতে স্বেচ্ছাসম্মতি জ্ঞাপন করেন। হরিদ্বারে শ্রীসমিতির কোন শাখামঠ না থাকায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর "পৃথিবীতে আছে যত



নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীসমিতির পরিচালকমণ্ডলী উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই কার্য্যে মাননীয় প্রদীপবাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্বপ্না রায় মহোদয়া এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ আন্তরিকভাবে সহযোগিতায় আগ্রহী হন ও সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এতদুপলক্ষে মাননীয় প্রদীপবাবুর বিশেষ অনুরোধে শ্রীসমিতির সেবাসচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ও শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

উক্ত সম্পত্তি পরিদর্শন করিয়া আসেন এবং উহা অধিগ্রহণে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মাননীয় প্রদীপবাবু বিগত ২রা বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, ইং ১৬ই এপ্রিল ১৯৮৭, বৃহস্পতিবার তাঁহাদের হরিদ্বারের সন্ন্যাস রোডস্থ (কঙ্খল) সুবৃহৎ দ্বিতল ভবনটী কলিকাতা মহানগরীর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীপূর্ব্বক দান করেন। উক্ত দানকৃত গৃহের পূর্ব্বে শ্রীগঙ্গা প্রবাহিতা। কঙ্খলের অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পরলোকগত পুলিনকৃষ্ণ রায় মহাশয়-কর্তৃক উক্ত "গৌরী-নিবাস" স্থাপিত হয়।

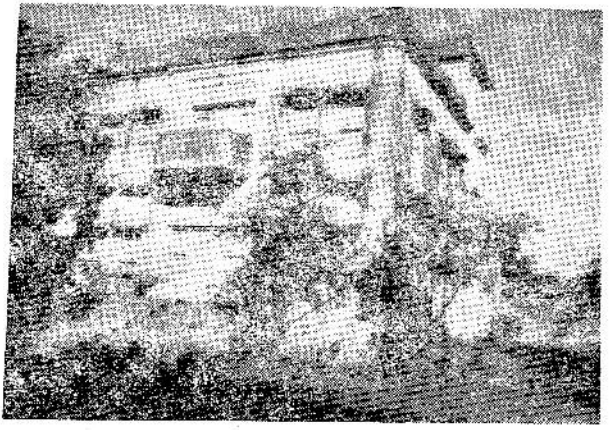

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, ইং ২৪শে মে ১৯৮৭, রবিবার মাননীয় প্রদীপবাবু পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-বন্ধুসহ হরিদ্বারে উপনীত হইয়া শ্রীসমিতিকে উক্ত সম্পত্তি ও বাসভবনের দখল প্রদান করেন। তদবধি তথায় সেবকসূত্রে শ্রীচারুকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমলকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুচরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। উক্ত আশ্রমের নামকরণ করা হয়— **"শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ"**।

আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাদি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিকট ইহাই বিশেষ প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ-বর্ষ

শ্রীপত্রিকার পারমার্থিকতা

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" ৩৯শ বর্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক ৪০শ বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বহু ঘটনা-পরম্পরা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। মানবের স্মৃতি তাহার কতটুকু ধরিয়া রাখিতে সমর্থ? তথাপি চেষ্টার ত্রুটী নাই, ইহাই বিশেষ আশা-উদ্দীপনার বিষয়।

শ্রীগৌড়ীয়ের নিরপেক্ষ-নীতি

বিগত বর্ষে আমরা 'শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে সমাজের বিভিন্ন মতবাদীর ভ্রান্ত ধারণা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ', তাঁহার 'ধর্ম্মসংস্কার ও জাতিভেদপ্রথা', 'শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মহামিলনের যোগসূত্র' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। আজ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, বহ্বীশ্বরবাদী, জীব-ব্রহ্মৈকবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তাদি বিভিন্ন পাষণ্ড-মতসমূহ শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের স্বাভাবিক ভাবধারা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাকৃত সমন্বয়বাদ বা নির্ব্বিশেষবাদকে ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী জানিয়া উহা খণ্ডনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্ব-বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল শব্দপ্রমাণরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী সম্ভব এবং সপ্তজিহ্ব শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য জগদ্‌বাসীকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ স্বরূপ

পরতত্ত্ব এক, অদ্বিতীয় ও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ হইলেও সবিশেষ-প্রতীতিই বলবতী। সেই পরতত্ত্ব অচিন্ত্য-শক্তিবলে স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে প্রকাশিত। শক্তিমান্‌তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইয়াও যুগপৎ ভেদ ও অভেদাত্মক। পরতত্ত্বের ত্রিবিধ শক্তি, —অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ভাব-ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ শ্রীনারায়ণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ। পরব্যোম, গোলোকবৃন্দাবন ও নবদ্বীপধামই তদ্রূপবৈভব।

ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ঔদার্য্য-রসাশ্রিত ভক্তগণের ভজন-বৈশিষ্ট্য

স্বরূপভ্রান্ত জড়াভিমানী বদ্ধজীবগণ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল হইয়া সর্ব্বদা সংসার-দুঃখ ভোগ করে। দাস্যাদি-রসাশ্রিত নিত্যমুক্তগণ পরব্যোমে শ্রীনারায়ণের

সেবামগ্ন। মাধুর্য্যময় ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজরূপে বৈকুণ্ঠের উন্নততম প্রকোষ্ঠদ্বয়ে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে পরিসেবিত হন। গোলোকে মধুররস স্বকীয় এবং বৃন্দাবনে মধুররস পারকীয়। ঔদার্য্যপ্রকোষ্ঠে (নবদ্বীপে) শ্রীভগবান্ দ্বিভুজ ও ষড়্ভুজরূপে পরিকরসহ আচার্য্যস্বরূপে নিত্যবিরাজিত আছেন।

বিপ্রলম্ভ-রসময়বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির শ্রীনাম-প্রেম প্রচার

সেই ঔদার্য্যরসময়-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গৌড়দেশে প্রপঞ্চগত স্বীয় নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিশুকালে বালচাপল্য, পৌগণ্ডে বিদ্যাভ্যাস, কৈশোরে বিবাহ, শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা সমগ্র গৌড়ভূমি পবিত্র করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীল কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক প্রথম ছয় বৎসর পশ্চিম, গৌড়, উৎকল, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার ও ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদসমূহ খণ্ডন করেন। অষ্টাদশ বর্ষকাল পুরীধামে সপার্ষদ অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরূপ-সনাতনাদিদ্বারা বহুস্থানে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচারদ্বারা জগজ্জীবের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্য বিষয়

ঔদার্য্যরসময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ-লাভের বিষয় বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা জীবের অবিদ্যা দূরীভূত হইলে চিত্তদর্পণে বাস্তব স্বরূপ দর্শন হয়। ইহাকে স্বরূপসিদ্ধি বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হইলে জীবের পরমকল্যাণ লাভ হয় না। কর্ম্ম-জ্ঞানাদিদ্বারা জীবের কখনই নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় না, হরিভক্তিদ্বারাই উহা সম্ভব। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে সদ্গুরু-পদাশ্রয় করিয়া জীব শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনুশীলনে যত্নশীল হন। সেই কীর্ত্তনই তাহার শ্রেয়ঃসাধন করে।

মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সৌভাগ্য বর্ণন

মধুররসাশ্রিত জীবগণ চিদ্দেহ—গোপীদেহ লাভ করিয়া মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে কৃষ্ণলীলার উপকরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তাঁহারা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বলিয়া বরণ করেন। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শুদ্ধভক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই পরম প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলাভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত। শ্রীনাম ব্যতীত বদ্ধ ও মুক্তজীবের অন্য কোন গত্যন্তর নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত উপদেশই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমূলক। সেই নাম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীহরি প্রভৃতি মুখ্যনাম-সূচক।

নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণের উপদেশ

দশবিধ নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব দূরীভূত না হইলে জীবের নামে রুচি হয় না। শাস্ত্রে সাধুনিন্দা, গুরুনিন্দা প্রভৃতি বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীনাম গ্রহণের উপদেশ রহিয়াছে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সদ্‌গুরু হইতে শ্রীনাম প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে তাহা গ্রহণ ও অনুশীলনের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীনামগ্রহণকারী প্রাকৃত পাপ-পুণ্য হইতে দূরে থাকিবেন। নামাপরাধ থাকিলে সাধন করিয়াও বাস্তবফল লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ব্যাকুল-চিত্তে নামগ্রহণ করিতে থাকিলে ক্রমশঃ অপরাধ বিদূরিত হয়। শুদ্ধনামোচ্চারণের দ্বারা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত উদিত হয়।

প্রেমদশাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক অনুরাগ

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি নিরপরাধে শুদ্ধনাম করিতে থাকিলে তাঁহার মধ্যে স্বভাবতঃ দৈন্য, দয়া, অমানী ও মানদধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদে শান্ত, দাস্যাদি রসে আকর্ষণ আসে। "যে জীবের যে রসে স্বাভাবিক রুচি, তাহার পক্ষে সেই রসই আশ্রয়ণীয়, কিন্তু মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন কামনা নাই। ঐ অবস্থায় তিনি কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ বা ধর্ম্ম। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক স্বরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশই জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিশেষ শিক্ষা।

শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মই সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ পরমধর্ম্ম

শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের সার—পরমধর্ম্ম। শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনাদিই অব্যবহিতা ভক্তি; শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ভগবানে যে ভক্তি, তাহাই পরম-ধর্ম্ম। মায়াগ্রস্ত জীবগণকে শোক, ভয়, মৃত্যু হইতে রক্ষাপূর্ব্বক ভক্তি-মকরন্দ-পানোন্মত্ত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি স্বয়ং পরমধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। সৌভাগ্যবান্ জীবগণ এই পরমধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অশোক, অভয় ও অমৃতত্ব লাভপূর্ব্বক ভগবৎসেবোন্মত্ততা লাভ করেন।

পরমধর্ম্মের বক্তা ও প্রচারকের বৈশিষ্ট্য

কালবশে জগতে পাষণ্ডগণের প্রাবল্য ঘটিলে তাহাদের দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। ধর্ম্মগ্লানি-দূরীকরণ ও বিশুদ্ধধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য জগতে সাধু-মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে; এমন কি, শ্রীভগবান্‌ও এ কারণে অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরমধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রিয়তম আত্মতুল্য কোন পার্ষদকে জগতে প্রেরণ করেন।

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম শ্রীমন্বাদিদ্বারা বর্ণিত ও প্রচারিত হয়, কিন্তু পরমধর্ম্মের বক্তা ও প্রচারক শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না।

গৌড়ীয়-গগনে ধর্ম্মগ্লানি ও আচার্য্যবর্গ

কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র সপার্ষদে জগতে উদিত হইয়া পরমধর্ম্মের গ্লানি দূর করত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম স্থাপন করেন। তদীয় অপ্রকটের পর পুনঃ ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায় শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। কিছুকাল অতীত হইতে না হইতেই জীবের এই সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, অর্থগৃধ্নু 'গোস্বামী'-নামধারিগণ অন্যাভিলাষ, কুটীনাটী, প্রাকৃত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিবিরোধী ব্যাপারে নিজদিগকে নিযুক্ত করিলেন। ইহারা শ্রীগৌরশিক্ষাসার "শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন"কে সর্ব্বভক্তি-সাধনাঙ্গের মূলাশ্রয়রূপে গ্রহণ না করিয়া, গুহ্য ভজন বা নির্জ্জন-ভজনের ভাণ করিতে লাগিলেন। এরূপ দুঃসময়ে শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল ভগীরথ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার একান্ত সচিবরূপে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত পুনরায় লোক-লোচনের গোচরীভূত করেন।

বিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

বিগতবর্ষে আমরা অদ্বৈতবাদের ভিত্তি, ব্রহ্মানুভূতি ও মায়াবাদের জীবনী প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ-মতবাদ-নিরাসপর প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছি। 'বলিহারি ডক্টরেট বিদ্যা!' নামক সৎ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রতীপজনের অসংযত মগজ ও চিত্তবৃত্তি সংশোধনে যথেষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে। 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও সন্ন্যাস' প্রবন্ধ সম্প্রদায়-বিদ্বেষী ও দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মদ্বেষীর জিহ্বা স্তম্ভনে যথেষ্ট গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। "শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান"—ইতিহাস-ইতিবৃত্তমূলক প্রবন্ধ উপেক্ষা-নীতিদ্বারা ধামাপরাধী ধামবিদ্বেষিগণের বাস্তব কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংদেবের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনাপূর্ব্বক আমাদের বর্ষারম্ভের বক্তব্য সমাপন করিতেছি। "শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥"

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPERS

"SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W.B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W.B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Goswami Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Swami B. V. Acharyya

Dated—28.2.88 Signature of Publisher

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ১১ মধুসূদন, অনিরুদ্ধ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ৩০শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৯৪, ইং ১৩।৪।৮৮ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মাকৃতং শ্রীহরি-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে নবমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১। নমাম সর্ব্বং সর্ব্বেশমনন্তমজমব্যয়ম্।
লোকধাম-ধরাধারমপ্রকাশমভেদিনম্ ॥ ৩৯ ॥

২। নারায়ণমণীয়াংসমশেষাণামণীয়সাম্।
সমস্তানাং গরিষ্ঠং যদ্‌ভূরাদীনাং গরীয়সাম্॥ ৪০ ॥

[লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরগণের সহিত ক্ষীরোদ-সিন্ধুর উত্তরতীরে গমন-পূর্ব্বক ইষ্টবাক্যে জগৎপতি শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন,—]

ব্রহ্মা কহিলেন,—সমস্ত গরীয়ান্ বস্তুর গরীয়ান্, অণীয়ানের অণীয়ান্ নারায়ণ

অভেদী, অপ্রকাশ, জগৎস্থিত প্রভাবশালীদিগের আধার, অজ, অব্যয়, অনন্ত, সর্ব্বেশ, সর্ব্বকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৩৯-৪০ ॥

৩। যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বমুৎপন্নং সৎপুরঃসরম্।
সর্ব্বভূতশ্চ যো দেবঃ পরাণামপি যঃ পরঃ ॥ ৪১ ॥

৪। পরঃ পরস্মাৎ পুরুষং পরমাত্ম-স্বরূপধৃক্।
যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ মুক্তিহেতুর্ম্মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৪২ ॥

৫। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
সঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ ৪৩ ॥

যাঁহাতে সমস্ত, যাঁহা হইতে সৎপুরঃসর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব সর্ব্বভূতময়, যিনি পর-সকলের পর, পরপুরুষ হইতেও পর ও পরমাত্ম-স্বরূপধৃক্, মুমুক্ষু যোগিগণ যে মুক্তিহেতুকে চিন্তা করেন, এবং যে ঈশে সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণ নাই, সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা শুদ্ধ সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন ॥ ৪১-৪৩ ॥

৬। কলাকাষ্ঠানিমেষাদি-কালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥ ৪৪ ॥

৭। প্রোচ্যতে পরমেশো হি যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪৫ ॥

৮। যঃ কারণঞ্চ কার্য্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্।
কার্য্যস্যাপি চ যঃ কার্য্যং প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥ ৪৬ ॥

যে শুদ্ধস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠানিমেষাদি কালসূত্রের গোচরে নাই, সেই শ্রীহরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচারতঃ পরমেশ (লক্ষ্মীপতি) নামে কথিত হন এবং যিনি সর্ব্বদেহীর আত্মা, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কারণ ও কারণেরও কারণ, যিনি কার্য্য ও কার্য্যেরও কার্য্য, সেই শ্রীহরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৪-৪৬ ॥

৯। কার্য্য-কার্য্যস্য যঃ কার্য্যং তৎকার্য্যস্যাপি যঃ স্বয়ম্।
তৎকার্য্য-কার্য্যভূতো যস্তত্তশ্চ প্রণতাঃ স্ম তম্ ॥ ৪৭ ॥

১০। কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণকারণম্।
তৎকারণানাং হেতুং ত্বাং প্রণতাঃ স্মঃ সুরেশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥

১১। ভোক্তারং ভোজ্যভূতঞ্চ স্রষ্টারং সৃজ্যমেব চ।
কার্য্যং কর্ম্মস্বরূপং তং প্রণতাঃ স্ম পরং পদম্॥ ৪৯॥

যিনি কার্য্যকার্য্যের কার্য্য (ভূতসূক্ষ্ম সর্গ), সেই কার্য্যেরও কার্য্য (মহাভূত সর্গ), তৎকার্য্য-কার্য্যভূত (দক্ষাদি সর্গ) এবং তৎপরবর্ত্তীও (উহাদের পুত্র-পৌত্রাদিও) যিনি স্বয়ং, তাঁহার প্রতি আমরা প্রণত হই। কারণেরও কারণ, (ব্রহ্মাণ্ড), তাহার কারণের কারণ (ভূতসূক্ষ্ম), তাহার কারণসকলের হেতু (প্রধানভূত-স্বরূপ) তোমাকে নমস্কার করি। ভোক্তা, ভোজ্যভূত, স্রষ্টা, সৃজ্য, কার্য্য, কর্ম্মস্বরূপ সেই পরমপদে আমরা প্রণত হই॥ ৪৭-৪৯॥

১২। বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
অব্যক্তমবিকারং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৫০॥

১৩। ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যৎ ন বিশেষণ-গোচরম্।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোঃ প্রণমাম সদামলম্॥ ৫১॥

১৪। যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা।
পরং ব্রহ্মস্বরূপং যং প্রণমামস্তমব্যয়ম্॥ ৫২॥

যাহা বিশুদ্ধ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত, অবিকার, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয় ও বিশেষণের গোচর নয়, বিষ্ণুর সদা অমল সেই পরমপদকে আমরা প্রণাম করি। এই বিশ্বশক্তি যাঁহার অংশের কৃপায় সংস্থিতা, যিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম-স্বরূপ, সেই অক্ষয়-অব্যয় শ্রীহরিকে প্রণাম করি॥ ৫০-৫২॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৯ পৃষ্ঠার পর]

চতুর্থ-ধারা

রতিবিচার

জ্ঞানসম্বন্ধে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। এক্ষণে ভাবভক্তির সম্বন্ধে আর যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা বলিব। ভাবভক্তি সাধনভক্তি হইতেই উত্থিত হউক অথবা কৃষ্ণ বা তদ্ভক্তপ্রসাদ হইতেই উত্থিত হউক, কৃষ্ণ-

ভক্তসঙ্গ ব্যতীত পুষ্ট হইতে পারে না (১)। কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধ জন্মিলে সেই অমূল্য রতিধন ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে হইতে অভাব হইয়া পড়ে অথবা ন্যূন-জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতএব প্রীতির সহিত ভক্তসঙ্গ করা ও ভক্তের প্রতি কোন অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করা, ভক্তি-সাধক ও জাতভাব পুরুষের নিতান্ত কর্ত্তব্য, সাধনকালে তদ্দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি এবং ভাবদশায় তৎপুষ্টি অবশ্য সাধিত হয়।

কোন কোন স্থলে এরূপ সন্দেহ হয় যে, যে রতিকে এত অমূল্য ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেল, তাহা ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য পাত্রেও লক্ষিত হয়। ভক্ত-গণের শুদ্ধমতির উপলব্ধি জন্য উক্ত বিষয়-বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা অন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ভজনলিঙ্গকে বিদ্বেষ করিয়া কিছু বলিব না, কিন্তু ভক্তগণের জিজ্ঞাসাক্রমে তাঁহাদের ভক্তিদার্ঢ্যের জন্য যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাতে যদি অগত্যা অন্য সম্প্রদায়ের ভজনপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধবাক্য হয়, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। জীবের ভাগ্যক্রমেই শুদ্ধভক্তিতে রতি হয়। গ্রন্থ-রচনাপূর্ব্বক অপরকে রতিশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদেরই জন্য যখন এই গ্রন্থ প্রণীত হইল, তখন অপর সম্প্রদায়ের লোক যদি ঘটনাক্রমে ইহা পাঠ করেন, তাহাতে আমাদের দোষ নাই। যদি ভাগ্যক্রমে ঐক্য হন, তবে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। যদি ঐক্য না হন, তবে এই গ্রন্থ অন্যের হস্তে অর্পণ করিবেন, আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা।

অভেদব্রহ্মবাদীদিগের মত এই যে, ব্রহ্ম নির্গুণ। কোন সগুণ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা হয় না। জীব সগুণ, অতএব সগুণ উপাসনা বই জীবের আর গতি নাই। এতন্নিবন্ধন জীব প্রথমে সগুণতত্ত্বে কল্পিত কোন কোন মূর্ত্তিকে উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হইলে নির্গুণলক্ষণ ব্রহ্মের প্রতি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুসন্ধানকে নিযুক্ত

---

(১) আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ পাদ্মে।
মৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ ভাঃ ৩।৭।১৯
যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২১৯

করিবেন। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে অভেদব্রহ্মবাদ মতের একজন প্রধানাচার্য্য শ্রীশঙ্কর স্বামী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, বৈরাগ্য, বিবেক, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুতা এই নয়টী সাধনযোগে পুরুষ বিচার করিতে করিতে কর্ত্তব্য জ্ঞানলাভ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহ কিরূপে প্রভূত হয়, তদ্বিচারে বলিয়াছেন যে, সবর্ণাশ্রমধর্ম্ম, তপস্যা ও হরি-তোষণ এই তিনটী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে করিতে পারিলে উক্ত নববিধ সাধনের উপযোগী হওয়া যায়। সগুণ দেবতামাত্রের উপাসনাকে হরিতোষণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃতি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু ইহারাই পঞ্চবিধ সগুণ দেবতা (১)। এই পাঁচটী দেবতার উপাসনাকাণ্ড পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পঞ্চ-উপাসনাপদ্ধতিসম্মত তন্ত্রসকল বিরচিত হইয়াছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐসকল দেবতার উপাসনা করিতে করিতে চিত্তৈকাগ্ররূপ ফল হয়। সেই ফল সাধনক্রমে নির্ব্বিষয়তা লাভ করত নির্ব্বিশেষাভিনিবেশ-লক্ষণজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হয়।

গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকেই একমাত্র বস্তু বলেন। অন্য সকলেই অবস্তু। প্রথম সাধনকালে যে দেবোপাসনা করার বিধান হইল, সে দেবতাও অবস্তু। নির্ব্বিশেষ অবস্থায় সে দেবতা নাই। অতএব সে দেবতা কাল্পনিক। এই মতের অন্তর্গত যে রামকৃষ্ণাদি মূর্ত্তি তাহাও কাল্পনিক। কাল্যাদি প্রকৃতি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু তাহাদের মতে কল্পিত দেবতা। অষ্টাঙ্গযোগী ও পঞ্চোপাসকগণও তাঁহাদের অনুগত এবং চরমে সকলেই ব্রহ্মবাদী ও মুক্তিপক্ষগ। উপাস্য দেবতাকে মিথ্যা ও কল্পিত জানিয়াও তাঁহাদের উপাসনাকালে যে রতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেই তাঁহারা রতি বলিতে চাহেন। উৎসবকালে তাঁহারা কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া নৃত্য করেন। এই সমস্তই

---

(১) তেন তে দেবতা তত্ত্বং পৃষ্ঠা বাদান্ বিতেনিরে।
নানাশাস্ত্রবিদো বিপ্রা মিথঃ সাধনভূষণৈঃ ॥
হরির্দেবং শিবো দৈবং ভাস্করো দৈবমিত্যপি।
কাল এব স্বভাবস্তু কর্ম্মৈবেতি পৃথগ্ জগুঃ ॥
অথ খিন্নঃ স রাজর্ষির্বহুবাদাকুলান্তরঃ।
নিঃশ্বসন্নভবত্তূষ্ণীং মোক্ষমার্গে সসংশয়ঃ ॥
(নারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ৩ অধ্যায়ে)

রতিলক্ষণ বটে, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও নিরুপাধিক রতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা নয় (১)।

পঞ্চবিধ রতি

রতি কত প্রকার? উত্তমরূপে বিচার করিলে পাঁচপ্রকার রতি জগতে লক্ষিত হয়। যথা:—১। শুদ্ধরতি, ২। ছায়ারতি, ৩। প্রতিবিম্বিতরতি, ৪। জড়রতি, ৫। কপটরতি।

শুদ্ধা রতিকে শাস্ত্রে আত্মরতি, ভাগবতী রতি, চিদ্রতি, ভাব এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে। জীব বিশুদ্ধদশায় যে বৃত্তিদ্বারা ভগবত্তত্ত্বের সহিত

শুদ্ধা রতি

যোজিত থাকেন, তাহার নাম রতি। সে সময় আর বিষয়ান্তরে রতি থাকে না। একনিষ্ঠতাই রতির লক্ষণ। আর্দ্রতা, মাস্থণ্য, উল্লাস, রুচি, আসক্তি ও সমুদয় রতিতত্ত্বের অবস্থাভেদমাত্র।

সেই শুদ্ধা রতির কিয়ৎপরিমাণ আবির্ভাবকে ছায়া রতি বলে (২)। তাহার ক্ষুদ্রতানিবন্ধন সে ক্ষুদ্র, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ক্ষুদ্র, কৌতুহলময়ী ও

ছায়া রতি

দুঃখহারিণী। ভক্তদিগের সঙ্গবশতঃ অথবা বৈধ অঙ্গ সাধনকালে ঐ রতির উপলব্ধি হয়। এই ছায়ারতি চঞ্চলা অর্থাৎ স্থায়ী নয়। অতত্ত্ববিৎ লোকদিগেরও ভক্তসঙ্গবশতঃ এই রতি হইয়া থাকে। অনেক ভাগ্যক্রমে এই ছায়া অর্থাৎ শুদ্ধারতির কান্তিরূপা রতি জীব-হৃদয়ে উদিতা হয়। যেহেতু ইহার উদয় হইলে জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল হইয়া থাকে। এই ছায়া রতি বাস্তবিক ভাব নয়, ইহাকে ভাবাভাস বলি। যদি বিশুদ্ধ ভক্তজনের কৃপা হয়, তবে অতি শীঘ্র এই ভাবাভাসও ভাব হইয়া উঠে। কিন্তু ভক্তজনের প্রতি অপরাধ ঘটিলে ছায়া রতি লুপ্ত হইয়া যায়।

---

(১) ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্।
মুমুক্ষুপ্রভৃতিনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি॥
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।৪১-৪৩

(২) কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্ছিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
প্রতিবিম্বস্তথা চ্ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৪৪, ৪৫
ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥

অভেদব্রহ্মবাদীদিগের অথবা তদধীন কল্পিত দেবদেবী উপাসকদিগের হৃদয়ে ভক্তসান্নিধ্য-বশতঃ ভক্তহৃদয়স্থিত রতি প্রতিবিম্বিত হয়। কোন ভক্তের সাত্ত্বিক বিকারের মাধুর্য্য দেখিয়া ঐসকল মুক্তিপক্ষীয় লোকদিগের কীর্ত্তনাদিকালে বা অন্য উৎসবকালে যে সাত্ত্বিকবিকারের অনুকৃতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্বিত রতি। অতএব সগুণ উপাসকদিগের রতিলক্ষণ অনেকটা এরূপেও ঘটিয়া থাকে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, সগুণ উপাসকেরা স্বীয় আচার্য্যদিগের পদ্ধতিক্রমে মুক্তিলাভরূপ অভীষ্ট-সিদ্ধিকে অনেক কষ্টসাধ্য মনে করিয়া কল্পিত দেবতার নিকট সহজ-রতিলক্ষণ প্রকাশদ্বারা হৃদয়-বেদনা বিজ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্যগত ভোগ বা অপবর্গসম্বন্ধীয় যে সৌখ্যাংশ তাহাই তাহাতে ব্যঞ্জিত হয়। ছায়ারতি ও প্রতিবিম্বিত রতি উভয়েই রত্যাভ্যাসমাত্র। শুদ্ধা রতি নয়। শুদ্ধা রতি কেবল ভগবন্নিষ্ঠ অর্থাৎ নিত্যভগবৎস্বরূপকে বিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কল্পিত দেবদেবীসেবীদিগের বিচারে আদৌ জীবের নিত্যতা নাই, অতএব রতির আশ্রয় নাই। ভগবানের স্বরূপগত বিশেষ নাই, যেহেতু চরমে অভেদজ্ঞানই তাহাদের প্রয়োজন, অতএব সেই শুদ্ধা রতির বিষয়ও ঐমতে লক্ষিত হয় না। এতন্নিবন্ধন তাহাদের যে রতি লক্ষিত হয়,

প্রতিবিম্বিত রতি

হরিপ্রিয়ক্রিয়াকালদেশপাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যাত্মযঙ্গিকাদেষা ক্বচিদজ্ঞেষপীক্ষ্যতে ॥
কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্ ॥
হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি ॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থ পূর্ণশশী যথা ॥
ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনকৈর্নিজাতীয়তামপি ॥
গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে।
আভাসতামসৌ কিন্বা ভজনাবেশভাবতাম্ ॥
অতএব ক্বচিত্তেষু নবাভক্তেষু দৃশ্যতে।
ক্ষণমীশ্বরভাবোঽয়ং নৃত্যাদৌ মুক্তিপক্ষগঃ ॥

ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৪৯-৫৬

সে রতি হয় শুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব (১) অথবা জড়রতির রূপান্তর। কোনস্থলে কপটরতিও হইতে পারে। যেস্থলে রতির আশ্রয় যে জীব, তিনি স্বীয় সত্ত্বাকে অনিত্য বলিয়া জানেন এবং বিষয় যে পরমেশ্বর, তিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ-শূন্য, সেস্থলে উপাসকের রতি সুতরাং অনিত্য, ঔপাধিক, কপট, জড়গত বা প্রতিবিম্বস্বরূপ। কোন ঘটনাক্রমে অর্থাৎ আচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াই হউক বা রুচিক্রমেই হউক, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার উপাসকের মনে যদি এরূপ উদয় হয় যে, আমার উপাস্য স্বরূপটী নিত্য ও আমি তাঁহার নিত্য কিঙ্কর, তখন শুদ্ধা রতির আংশিক আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিষ্ণু, শিব ও গণেশ উপাসকদিগের ঐ রতি চৈতন্যোদ্দেশিনী হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয়। সূর্য্যোপাসকদিগের ভর্গচিন্তা হইতে সেই গর্ভস্থ শ্রীনারায়ণে ক্রমশঃ ঐ রতি আশ্রয় লাভ করে। প্রকৃতিপূজকদিগের শক্তি-চিন্তাকে অতিক্রম করত ক্রমশঃ রতি শক্তিমান্ ভগবানকে আশ্রয় করে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অন্য দেবতা উপাসনা করেন, তাঁহারা উপাসনার সাক্ষাৎ বিধিকে কিয়ৎপরিমাণে পরিত্যাগ করত আমারই ভজনা করিয়া থাকেন (২)। তাঁহারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল তত্ত্ব এই যে, রতির আশ্রয়সম্বন্ধে কিছু কষায় ও বিষয়সম্বন্ধে কিছু কষায় থাকায় রতি পূর্ণা হয় না। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে রতির যত পুষ্টি হয়, অনেক জন্মক্রমে আশ্রয় ও বিষয় কষায়শূন্য হইয়া পড়ে। তখন ঐসকল জীবের বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সুতরাং লভ্য হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে সাধুসঙ্গই ঐরতির পুষ্টিজনক ঘটনা।

---

(১) অশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥
দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্॥
কেষাঞ্চিদ্ধি দিভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্ভক্তহৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৪৬-৪৮

(২) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ গীঃ ৯।২২, ২৩, ২৫

জগতে জড়রতির ভূরি ভূরি উদাহরণ মাদকসেবী ও বেশ্যাগত ও নিতান্ত গৃহাসক্ত ও উদারপরায়ণ লোকদিগের জীবনে লক্ষিত হইতেছে। 'লয়লা' মরিলে 'মজনু' বাঁচে না। উর্ব্বশী চলিয়া গেলে যযাতি রাজার প্রাণ-বিয়োগ হয়। জুলিয়েটের জন্য রোমিওর জীবনাশা-ত্যাগ হয়। এইরূপ অনেক উদাহরণ পুস্তকেও দেখা যায়। এ সমস্ত রতির লক্ষণ বটে? এ রতি কি? চিন্ময় জীব জড়বদ্ধ হইয়া আপনাকে জড়াভিমান করিলে, তাহার স্বধর্ম্ম যে ভগবদ্রতি, তাহা আশ্রয়ের সহিত বিকৃতিলাভ করত ভগবদ্রূপ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া জড়কে বিষয়জ্ঞানে তাহাতে স্বীয় লক্ষণ বিস্তৃত করিয়াছে। অভেদবাদ-পক্ষীয় সগুণ উপাসকগণ যে দেবদেবী পূজা করেন, সে-সকল জড়ীয়কল্পনা মাত্র। জড়ীয় কল্পনাগত বিষয়ে জড়রতি যে কার্য্য করে, সেই কার্য্য ঐ কল্পিত দেবদেবী সম্বন্ধেও করিতে থাকে। গুলি-বরের উপন্যাস শুনিয়া তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইয়া যেমত পাঠক ও শ্রোতৃগণ কল্পিত মানবচরিত্র সহানুভূতিসহকারে রতিলক্ষণ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ কল্পিত দেবদেবীর বর্ণিত লীলা স্মরণ করত তৎসেবকগণ রতিলক্ষণ প্রকাশ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? রামায়ণশ্রোতা কোন বৃদ্ধা স্ত্রী রামের বনবাসগমনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, অন্যান্য শ্রোতৃগণ তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে, আমার একটী ছাগ বনমধ্যে গেলে আর পাওয়া যায় নাই, সেই কথা স্মরণে রামের বনগমন শুনিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি। এই স্থলে বিবেচনা করুন, ঈশ্বর-উপাসনা-নামে যত লোক ক্রন্দন করেন, সে সমুদয়ই শুদ্ধা রতি নয়, তাহার মধ্যে অনেকেই জড়রতির কার্য্য করেন। এই জড়রতিও স্থল-বিশেষে শুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব, কল্পিত দেবোপাসক ও ব্রহ্মবাদী দিগের রতিলক্ষণসমূহ ব্যঞ্জিত করে।

জড়রতি

পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার রতিরই কাপট্য সম্ভাবনা আছে। দুষ্টা স্ত্রী স্বামীর সন্দেহ দূর করিবার জন্য কপট জড়রতির উদাহরণ প্রদান করে। নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্ত্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে। আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমীর ন্যায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্য অনেকেই ভাগবতী রতির কাপট্য স্বীকার করত নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প ও কথন

কপটরতি

কখন ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহার হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই (১)।

জগতে এবম্বিধ নানাজাতীয় রতি আছে বলিয়াই যে-সকল লোক ভাগবতী রতির যথাযোগ্য সম্মান না করে, তাহারা শোচ্য ও ক্ষুদ্রাশয়। কোন সাধন করেন নাই, অথচ হঠাৎ ভাগবতী রতি কোন ব্যক্তিতে হইতে পারে। সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে সুসাধন ছিল, কিন্তু কোন বিঘ্নক্রমে রতির উদয় হয় নাই। সেই বিঘ্ন কোন গতিকে স্থগিত হওয়ায় আচ্ছাদিত রতির আচ্ছাদন বিগত হইলে রতি হঠাৎ উদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের পরেশানুভব ও অন্যত্র বৈরাগ্য উদিত হইয়া শুদ্ধা রতির অনুভাব-রূপে দেখা দেয় (২)। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠার পর]

নবেজ্যা-কর্ম্মের সংজ্ঞায় শ্রীল জীবগোস্বামী

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে নবেজ্যা-কর্ম্মের এরূপ সংজ্ঞা উদ্ধার করিয়াছেন,—

অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনং।
নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।
নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যাধৃত পাদ্মোত্তর-বাক্য)

---

(১) তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ভাঃ ২।৩।২৪

(২) সাধনেক্ষ্যাং বিনা যস্মিন্নকর্ম্মাদ্যাব ঈক্ষ্যতে।
বিঘ্নস্থগিতমাত্রোহং প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনম্॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৫৭

১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্রপঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নামসঙ্কীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণবপূজা। হে শুভে! এই নয়টীকে ইজ্যা বলে। এই নবকর্ম্মবিধানে ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা ভগবদর্চ্চন বিধেয় জানিতে হইবে।

অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু

শ্রীল জীবপ্রভু অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় এরূপ লিখিয়াছেন,—

অর্থপঞ্চকবিত্তঞ্চ উপাস্যঃ শ্রীভগবান্, তৎপরমং পদং তদ্দ্রব্যং তন্মন্ত্রঃ জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বং। তচ্চ হয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে—

এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষকৃষ্ণচ্ছূরিতমূর্দ্ধজঃ॥
বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা নীলয়া চিৎস্বরূপয়া।
স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাখ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ॥
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্।
বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্তোদয়ো নব॥ ইত্যাদি।

তৎপরংপদং—স্থানতত্ত্বমতো বক্ষে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ং।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং।
আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥

তদ্দ্রব্যং—দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥
ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশং।
গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্য পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ।
ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ যৎ।
রূপস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকস্বাদুবদ্ভবেৎ॥
তস্মাৎ সাধ্যঃ রসো রসং স্যাদ্ ব্যাপকঃ পরঃ।
রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকমিতি॥

তন্মন্ত্র ঃ—বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥ ইত্যাদি।

জীবাত্মা—মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা।
জায়ন্তে তৎ স্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥
আশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ।
সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥

ইত্যাদ্যপি কিন্তু ভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনা—শাস্ত্রানুসারেণ অপরোপি বিশেষঃ কশ্চিজ্‌জ্ঞেয়ঃ।

[অর্থপঞ্চকজ্ঞাতৃত্ব, যথা—উপাস্য শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ তদীয় দ্রব্য, তদীয় মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই অর্থ-পঞ্চকজ্ঞাতা। এ বিষয় হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পদ্মপত্রসদৃশ বিশালনয়ন-যুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণখচিত কেশপাশবিশিষ্ট। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণকান্তি, চিৎস্বরূপা লীলাদেবীকর্ত্তৃক স্বভাবতঃই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদের নিগুঢ় তত্ত্ব, স্বরূপতঃ গুহ্য, নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটীচন্দ্রসূর্য্যের প্রভাযুক্ত। ঐ স্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বভূতাধার ও সর্ব্ববিধ প্রলয়বর্জ্জিত। ইত্যাদি।

হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করুন্। উক্ত স্থানে সর্ব্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফলপুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সে স্থানে সুগন্ধি সুস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাপি যাহা কিছু অবস্থিত তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রসস্বরূপ। ত্বক্, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু তাহাই হেয়াংশ, আর তাহা সকলই ভৌতিক; অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস-সংযোগেই ভৌতিক বস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! রসই পরম সাধ্য এবং ব্যাপক বস্তু। সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রস-সংযুক্ত, পরন্তু এস্থানে চিন্ময় দ্রব্যসমূহ—সাক্ষাৎরসস্বরূপ।

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্রতত্ত্ব বলা যাইতেছে—হে ব্রহ্মন্! দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র তাঁহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার-সহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা—শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিবিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে।]

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় ইহজন্মেই ব্রাহ্মণতা লাভ হয়

পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে মধ্যম বৈষ্ণবের মন্ত্রগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের পর তাঁহার ব্রাহ্মণতা লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্। (তন্ত্রসাগর-বচন)

[যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।]

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

[মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেতে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না।)]

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতাঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

[এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত।]

"কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥" (মঃ অনুঃ পঃ ১৪৩।৫০)

[জন্ম, সংস্কার, বেদ অধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ নহে; বৃত্তই একমাত্র দ্বিজত্বের কারণ।]

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥" (মঃ অনুঃ পঃ)

[এই সকল আচরিত শুভকর্ম্মদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন।]

সুতরাং ইহজন্মেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারীর ব্রাহ্মণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে মহাভাগবতত্ব জন্মান্তর-সাপেক্ষ, পরন্তু শাস্ত্রসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বলেন না।

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শব্দের শক্তি

আমরা জানি, যাঁহার শক্তি আছে তিনিই শক্তিমান্; সুতরাং যে শব্দ শক্তি সমন্বিত তিনি স্বয়ংই যে শক্তিমান্ তাহাতে আর সন্দেহ কি? জাগতিক শব্দশক্তি সসীম, জড় শব্দের স্বতন্ত্রশক্তি নাই; কারণ তাহা অবচেতন। কিন্তু পরজগতের শব্দের শক্তি অচিন্ত্য। সে জগতের শব্দ মায়া-ব্যবধানরহিত বলিয়া শব্দী হইতে অভিন্ন এবং অপূর্ব্ব শক্তিমত্তাবশতঃ অসাধ্যসাধনে সমর্থ। শাস্ত্র বলেন,—

"নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শব্দব্রহ্মরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। এই শ্রীহরি—শব্দব্রহ্ম নির্গুণ বস্তু বলিয়া গুণজাত জগতের মানুষ আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিতেছি না বা তাঁহার অসীম শক্তি বা মাধুর্য্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত বলিয়া গুণজাত বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি অনুভব করিতে যোগ্যতাবিশিষ্ট। গুণজাতবস্তু গুণাতীত বস্তুর নিকট পৌঁছিতে পারে না; তাই এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের সঙ্গে গুণজাত অনিত্য বস্তুর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আমরা জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা যদি জড় বিষয়ে ব্যস্ত থাকি তাহা হইলে আমাদের চেতনতা লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং গুণজাত বস্তুর সীমানা অতিক্রম করিয়া নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যত্নপর হওয়া উচিত—নিজস্বরূপ ও নিজ আত্মীয় হরিগুরুবৈষ্ণবের বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া উচিত কি না, আমার বন্ধুবর্গ বিচার করিবেন না কি? চেতনের বিকাশ যদি না হইল তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম পাইয়া লাভ কি হইল? তাই বলি, নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের একটী ছাড়া আর রাস্তা নাই; সেই রাস্তা একমাত্র কাণ। জীবন্ত ও জাগ্রত সাধুর শ্রীমুখবিগলিত চেতনময়ী বীর্য্যবতী হরিকথা বা বৈকুণ্ঠ-শব্দ যখন আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আগমন করেন তখন যদি আমরা সেই শব্দরূপী ভগবানকে কর্ণদ্বারে সম্বর্দ্ধনা করি তাহা হইলে এই শব্দরূপী ব্রহ্ম কর্ণদ্বার দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়কালিমা ধ্বংস করত আমাদের হৃদয়ে স্বীয় বিশুদ্ধসত্ত্বাসন রচনা করিবেনই করিবেন।

নির্গুণ বস্তু বা শব্দ স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আসিতে পারেন, তিনি ভুবন-মঙ্গলার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। এই বৈকুণ্ঠশব্দ শ্রৌতপথাবলম্বনে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের বা বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-সরণিতে জগতে আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করেন। সেইজন্য সাধুর সতী চিন্ময়ী কীর্ত্তনরতা জিহ্বাকে শ্রীনাম-জননী বলা হয়। অনেকের ধারণা—এই নির্গুণ বস্তু যখন পরজগৎ হইতে এ জগতে আসেন, তখন তাঁহাকে গুণজাত বস্তুর রূপ গ্রহণ করিয়া এই জগতে আসিতে হয়। কিন্তু তাহাদের এই মনঃকল্পিত অসতী ধারণা যে অভক্তিপ্রসূত ও অশাস্ত্রীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, পরম রূপবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ মায়াধীশ বস্তুকে মায়ার অধীনে আনিবার গুপ্ত চেষ্টা বা ভগবানের অসীম শক্তিমত্তা-বিষয়ে সন্দিগ্ধতা মূর্খতারই জ্ঞাপক। তাই বলিতেছিলাম, স্বেচ্ছাময় শব্দের—নির্গুণ বস্তুর ইহাতে নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। সাধুমুখ-বিগলিত বাণী বা শব্দ চেতনময়ী ও অসীম শক্তিশালী; কিন্তু আমাদের ন্যায় গুণজাত জড়পিণ্ড যে-সকল কথা বলে সেগুলি গুণজাত। এই সকল শব্দ জড়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছুক্ষণ জড়াকাশে থাকিয়া জড়াকাশেই লয়-প্রাপ্ত হয়। এই শব্দ আমাদিগকে নরকে লইয়া যায়। এই সকল শব্দ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য—আমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে—ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, মৈথুনধর্ম্মে রত হওয়া এবং মরিয়া যাওয়াই এজগতের বিষয়। কিন্তু শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে-সকল কথা প্রবেশ হয় সেই সকল কথার এমন অলৌকিকী চিত্তাকর্ষিণী শক্তি আছে যে, সেই শব্দ শ্রুতিপথে একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে মানবের চেতনত্ব প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। এই শব্দ বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে আসিয়া জীবগণকে মায়ামুক্ত ও সেবালুব্ধ করিয়া পুনরায় বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করত বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়—ইহারই নাম শব্দশক্তি। এই শব্দ জীবমাত্রেরই একমাত্র উপাস্য ও অবলম্বনীয়। এই শব্দব্রহ্মের শরণাগত হওয়া ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

এই শব্দের প্রতি উদাসীন হওয়া ইতরব্যোমের শব্দ লইয়া বাহাদুরী করিতে গেলে অসুবিধা হইবে। ভাগ্য ভাল না হইলে এই শব্দমহিমা বুঝা যাইবে না। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহারা হরিকথা শুনিতেছে মনে করিলেও কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শুনিতেছে না; তাই বঞ্চিত হইতেছে। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তাহা হইলেই এ সব কথা আমাদের কাণে যাইবে—আমরা কথা শুনিতে পারিব—ধরিতে বা বুঝিতে পারিব। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—সত্যি সত্যি চেতন হইতে কোথায় চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হইতেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা—মনোযোগ দেওয়া। কারণ জগতে অনুস্বার-বিসর্গ লইয়া মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে। পরব্যোম হইতে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তাহাদের উপলব্ধি হয় না, এমন কি হরিকথা বলার অভিনয় করিয়াও তাহারা দিন দিন বিষয়েই ডুবিয়া যায়। সুতরাং অসাধুসঙ্গ পরিহার-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শাস্ত্র আলোচনাই আবশ্যক। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভ আবির্ভাব-তিথিবাসরে

প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীকেশব গোস্বামী।
তোমার চরণে আজি সাষ্টাঙ্গে প্রণমি॥
জয় শ্রীগোবিন্দ-কৃষ্ণ-তৃতীয়ার জয়।
যে তিথি আলম্বি' মোর প্রভুর উদয়॥
জয় জয় অভিন্ন ব্যাসদেব-অবতার।
জয় আচার্য্যভাস্কর, কৃপার সাগর॥
তব আবির্ভাব-দিনে ভাগবতগণ।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে করিছে অর্চ্চন॥
খোল-করতাল-ঘণ্টা বাজে সর্ব্বক্ষণ।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন গাহে সর্ব্বজন॥
বর্ষে বর্ষে এ তিথিতে শুদ্ধভক্তগণ।
তব পাদপদ্মে করে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান॥
তব পদাশ্রিত মুই ভাবি মনে মনে।
কি করেছি এতকাল নিজের জীবনে॥
প্রতিবর্ষে আসে যবে এ শুভ-বাসর।
আত্ম-বিশ্লেষণে আমি হই তৎপর॥
সেবকের কর্ত্তব্য কিবা করেছি পালন?
মান্য করেছি কত তব অনুশাসন??
সম্মান দিয়েছি কিনা শিক্ষাগুরুগণে?
ঔদ্ধত্য প্রকাশ কি হয়েছে কোন ক্ষণে??
সংখ্যানাম পূরণ কি হয় প্রতিদিন?
শ্রীগুরু-নির্দ্দেশ কি হয় প্রতিপালন??
শ্রীগুরু-প্রসন্ন লাগি' কি কার্য্য করিনু?
স্বেচ্ছাচারী হইয়া কি অসতে মজিনু??

মোর বৈষ্ণবতা সদা আছে কি বজায়।
কত দোষে জর্জ্জরিত, ভাবি আজি তাই॥
আত্মবিশ্লেষণ করি' দেখি আজি হায়!
ভজনের উন্নতি তো কিছু হয় নাই॥
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ক্রমে পুষ্ট হয়।
ইহা মোর বড় দুর্ভাগ্যের পরিচয়॥
তুমি তো ক্ষমার মূর্ত্ত-বিগ্রহ-স্বরূপ।
দূর কর মোর যত অপরাধ ও পাপ॥
তব সেবাকার্য্য-ভার যে করে পালন।
পতনের ভয় তার থাকে না কখন॥
তব নির্দ্দেশ পালনে যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়।
সেই জন অধঃপাতে যায় সুনিশ্চয়॥
নিজ দোষ-ত্রুটী স্মরি' করি অনুতাপ।
কবে মোর শুভবুদ্ধি হইবে জাগ্রত॥
তব আজ্ঞা নির্ব্বিচারে করিতে পালন।
কবে ব্যস্ত রহিব আমি সর্ব্বক্ষণ॥
তুমি মোর পিতামাতা, প্রেমভক্তিদাতা।
তোমার সেবন ছাড়া এ জীবন বৃথা॥
হে গুরু পতিতপাবন, অগতির গতি।
তব সেবা করিবারে দাও গো শকতি॥
তব কৃপা, তব সেবা, তোমার তোষণ।
তব কৃপা বিনা কেহ না জানে কখন॥
তব নিয়মনে যেবা গৌর-সেবা করে।
তাঁর সেবা গৌর গ্রহণ করে প্রীতিভরে॥
'জয় গুরুদেব' বলি' নাচে মোর মন।
তব কৃপা হ'লে পা'ব গৌর-দরশন॥
তব মহিমা-মাহাত্ম্য করিতে কীর্ত্তন।
এ মূর্খ পামরের নাহি কিছু জ্ঞান॥

তোমার অমৃতবাণী যে শুনেছে কাণে।
সেই মত্ত হইয়াছে গৌর-গুণগানে॥
নির্ম্মৎসর সারগ্রাহী শুদ্ধভক্তগণ।
তব গম্ভীর রহস্য বুঝিতে সক্ষম॥
সন্ন্যাসীর নামে 'ভক্তি-বেদান্ত' বিশেষণ।
তব সমিতিতে তুমি ক'রেছ প্রচলন॥
'বেদান্ত-সমিতি' তুমি করিয়া স্থাপন।
শ্রীল বলদেব প্রতি জানা'লে সম্মান॥
সাধুসঙ্গে অবস্থানই নির্জ্জন-ভজন।
শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে ভজন প্রয়োজন॥
ব্যাসপূজা, গুরুপূজা, আচার্য্য-অর্চ্চনা।
একই তত্ত্ব-পূজা বলি' ক'রেছ ঘোষণা।
শঙ্করের ব্যাসপূজা শুধু পূজার ভাণ।
শাস্ত্র-যুক্তি দিয়া তাহা ক'রেছ প্রমাণ॥
শঙ্করের মায়াবাদ করিয়া খণ্ডন।
প্রভুপাদ-মনোঽভীষ্ট ক'রেছ পূরণ॥
গৌর-বাণী প্রচারেতে নবীনত্ব দানি'।
নিখিল ভুবনে তুমি ভক্ত-শিরোমণি॥
তব প্রেষ্ঠ আচার্য্যদেবের আনুগত্যে থাকি'।
তোমার মহিমা যেন গাহি দিবারাতি॥
সর্ব্ব-অমঙ্গল-হরা এ তিথি বাসরে।
প্রাণের প্রণতি মোর জানাই তোমারে॥
তব পদে পুষ্পাঞ্জলি করিয়া অর্পণ।
অহৈতুকী ভক্তি মাগে এই অভাজন।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
ওঁরা গোবিন্দ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
(ইং ৫।২।১৯৮৮)

শ্রীগুরুসেবাভিলাষী
—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম অখণ্ডনীয়

অবিশ্রান্ত তৈলধারার ন্যায় অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ মায়িক জগতে কর্ম্মনদীর স্রোতপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা নিত্য-আশ্রয়স্থল ভগবৎ-পাদপদ্মের সন্ধান পাইতে সক্ষম হয় না। হরিসেবাময়-কর্ম্ম ব্যতীত জীবসকল অন্য যে-কোন কর্ম্ম করুক না কেন, তাহাদের ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। তাই বলা হইয়াছে,—

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

"শতকোটি কল্পেও ভোগ ভিন্ন কর্ম্মক্ষয় হয় না। কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" এই কর্ম্মফল ভোগের জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি-সঙ্কুল সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাই কর্ম্মবন্ধন। মনুষ্যের কর্ম্ম বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে বিমুক্ত হইবার কৃত্রিম চেষ্টা প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গলকারক হইতে পারে না। কর্ম্ম বা হঠযোগ-পথ জীবকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করায়। তাই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের নিমিত্ত যে ইতর অভিলাষ, তাহা ভস্মদ্বারা অগ্নি আচ্ছাদনের ন্যায় শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদ্‌বৃত্তি—কেবলা-ভক্তিকে আচ্ছাদিত করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা মায়িক জগতে সুখ ভোগের যে বাসনা, তাহা ধূলি-সদৃশ। স্বচ্ছ দর্পণে ধূলি আবৃত হইয়া যেরূপ মুখ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেইরূপ জীবের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি প্রতিবন্ধক-স্বরূপে হৃদ্‌গত নিত্যসিদ্ধ কেবলা-ভক্তিকে আবৃত করে। পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া হরিবিমুখ জীবগণ কত জন্মজন্মান্তর যে ভবচক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই; তথাপি তাহাদের কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। মায়াবদ্ধ জীব মনে করে, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্ম-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু ঐ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল, তাহারা

তদ্বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যার রাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অলীক স্বর্গ-সুখের স্বপ্ন দেখিয়া কেবলমাত্র নিজেদের আত্মবঞ্চিত করিয়া থাকেন। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের বাসনা দূরীকরণের চেষ্টা হস্তীস্নানের ন্যায় বৃথা। অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া আরও অধিকতরভাবে প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবর্দ্ধক কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তি না হইয়া উহা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই অখিল-লোকশিক্ষক কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং 'গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন' লীলাদ্বারা জীবের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণস্থ আবর্জ্জনাস্বরূপ ভোগবাসনাময় কর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তাদি প্রকৃতপক্ষে পাপনাশক নহে

যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কর্ম্মকাণ্ডনিরত গৃহব্রতকে পাপ হইতে মোচন করিতে সমর্থ হয় না। চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তাদি—কর্ম্ম এবং পাপ—কর্ম্মেরই ফল। কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তে ফলভোগ অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় ফলভোগদ্বারা কর্ম্ম-বাসনা দূরীভূত করা অসম্ভব। যেরূপ পঙ্কপূর্ণ জলদ্বারা পঙ্ক বিধৌত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল-ভোগ কখনই প্রশমিত হয় না। বংশদণ্ডের মূল রাখিয়া উহা ছেদন করিলে যেরূপ যে-কোন সময়ে বেণুগুল্মের পুনঃপ্রকাশের সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ পাপবীজ ধ্বংস না হইবার ফলে চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা সাময়িক পাপ নাশ হইলেও সুযোগ পাইলেই পাপ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জীবের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা গৃহমেধীর কর্ম্মকাণ্ডদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে মনে করেন, গৃহমেধীয় কর্ম্মজড় স্মৃতি পুনরায় তাহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত করে।

ভগবৎ-সেবাদ্বারা ভোগবাসনাময়ী কর্ম্মের নিরসন

স্বাভাবিকভাবেই মনের মধ্যে এক প্রশ্ন উদিত হয়, জড়ভোগবাসনাময় কর্ম্মের ফল যদি শ্রেয়ঃকর নহে, তবে কি আমরা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব? কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ কি-প্রকারে সম্ভবপর হইবে? তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে "নিয়তং কুরু কর্ম্ম···প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ" (গীতা ৩।৮) শ্লোকে কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ, প্রজাপালন, সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নিত্যকর্ম্ম করিতে থাকিলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত

শুদ্ধ হইয়া আত্মযাথাত্ম্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনায় রত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 'কপটাচারী' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকে 'যজ্ঞ' বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা ব্যতীত অন্য যাবতীয় কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধনেরই নামান্তর। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীঃ ৩।৯)

"হে কৌন্তেয়! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম ব্যতীত এই জীবলোকের কর্ম্মবন্ধন, অতএব বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর।" গীতার অন্যত্রও "যৎ করোষি যদশ্নাসি···মদর্পণম্" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকেই অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন আসিতে পারে, কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ বা সকাম ভক্তরা ত' সমস্ত কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তবে কি তাহাদের কৃষ্ণপ্রাপক দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভ অত্যন্ত সহজে হইবে? তাহার উত্তর এই, কর্ম্মজড় ব্যক্তি বা সকাম ভক্তের যদি সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তবে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে। নতুবা কৃষ্ণভক্তি লাভ ত' দূরের কথা, কর্ম্মের বন্ধনই তাহাদের ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছালমূক কর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগে যথার্থ মঙ্গললাভ কখনও কাহারও হইতে পারে না। কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত কর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগে কোন সুফল লাভ হয় না বলিয়া স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তত্ত্ববাদিগণকে বলিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩)

উপরিউক্ত পয়ারের 'অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্যে' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"কর্ম্মপ্রতিপাদক-শাস্ত্রে কর্ম্ম উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও, চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণদ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা

কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই ; কেন না, (শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গজনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'—লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।"

অভক্তিমূলক কর্ম্ম কখনই ভক্তির কারণ নহে বা হরিবিমুখতাদ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখতা লাভ করা যায় না। হরিসেবা ব্যতীত গৃহমেধীয় কর্ম্ম কখনই জীবকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে না। গৃহমেধিগণ পুনঃ পুনঃ পাপ ও পুণ্যে আবদ্ধ হন। পাঞ্চরাত্রিক হরিসেবাকর্ম্মদ্বারা জীবের ভোগপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। ভক্ত্যভিলাষী-ব্যক্তিগণের লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম হরিসেবার অনুকূল হইলে তবেই ভক্তি লাভ করা সম্ভব হয়। হরিসেবাকর্ম্মই কর্ম্মবন্ধন নিরসনের উৎকৃষ্ট উপায়। তাই দেবর্ষি শ্রীনারদ বসুদেব মহারাজকে বলিয়াছেন ;—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধুনিরূপিতঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৪।৩৫)

"হে বসুদেব! মানবগণ সমস্ত কর্ম্মদ্বারা একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিবেন, এইরূপ যে শাস্ত্রবিধান রহিয়াছে, তাহাই কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মবন্ধন নিরাসের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া সাধুগণ নির্ণয় করিয়াছেন।" এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপাদ মায়াধীশ শ্রীহরির ও তদীয় সেবার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গিয়া বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ (ভাঃ ২।৪।১৭)

"তপস্বিসকল, দানপর ব্যক্তিসকল, যশস্বিব্যক্তিগণ, মনস্বিগণ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল হইলেও, যাঁহাকে অর্পণ না করিলে কিছুতেই মঙ্গললাভ করিতে পারেন না, সেই সুভদ্রশ্রবা ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।"

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহা অপকৃষ্ট এবং ভবসমুদ্র উত্তরণের বাধক-স্বরূপ। যে-সকল অবিবেকী ব্যক্তি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক কর্ম্মকে চরমকল্যাণ-লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্ভক্তিরহিত হইবার ফলে যেখানে নৈষ্কর্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান আদৌ শোভা পায় না, সেখানে সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম ও অকাম্যকর্ম্ম যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তবে ঐ সকল কর্ম্ম কি-প্রকারে শোভা পাইতে পারে ?

একমাত্র শ্রীহরি-প্রীতিমূলক কর্ম্মদ্বারাই জীবের সকলপ্রকার অসুবিধা বিদূরিত হয়। সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিসেবাকর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলে জীবের কেবলা-ভক্তি লভ্য হয়। কেবলা-ভক্তিদ্বারাই জীবের হৃদয়সিংহাসন নির্ম্মল হইয়া শ্রীভগবানের বিশ্রামযোগ্য স্থান হয়। তাই ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।" অতএব আত্মকল্যাণার্থী ব্যক্তিসকলের গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিসেবাময় কর্ম্ম করা ব্যতীত জনম-মরণ-মালা ছিন্ন করিয়া পরপারে পৌঁছিবার অন্য কোন পথই উন্মুক্ত নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গের প্রভাব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩ পৃষ্ঠার পর]

পত্র কমলং গোকুলাখ্য মৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম অনন্তংশে সম্ভবম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা ২য় শ্লোক)

হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী কায় বিস্তার করিয়া বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপিণী আনন্দ বিধান করেন। সন্ধিনী শক্তিসমূহ চিৎসত্তা বিস্তার করিয়া সমস্ত ধাম, স্থাবর-জঙ্গম প্রকাশ করিয়া প্রভু ঈশ্বরের সেবা করেন। সম্বিৎ-শক্তি সমস্ত জগতের দিব্য অপ্রাকৃত বস্তু সত্তায় জ্ঞান বিস্তার করত প্রভু গোবিন্দের সিদ্ধসেবা দান করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি হইতে অনন্ত জীবসমূহ প্রকাশ পাইয়া নিত্যমুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণসেবা প্রেমধন লাভ করিয়া থাকেন। আবার বিমুখ বদ্ধাবস্থায় মায়াতে আবদ্ধ হইয়া স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তিক্রমে বহির্ম্মুখ অবস্থা প্রাপ্ত হন। মায়া গোবিন্দ হইতে শক্তি লাভ করিয়া অনন্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করত গোবিন্দের ইচ্ছাপূরণ করিয়া থাকেন। অতএব শক্তির স্বভাব—শক্তিমানের প্রীতিবিধানদ্বারা আনন্দ লাভ। এইরূপ শক্তিমান্ ও শক্তির পরিচয়ে "কৃষ্ণ, কৃষ্ণতত্ত্ব আর

শক্তিত্রয় জ্ঞান। যাহার হয় তাহার নহে কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥" (চৈঃ চঃ সনাতন শিক্ষা)

প্রহ্লাদ মহারাজ এইরূপ ভগবান্ শ্রীহরির অনন্ত নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য, আমিত্ব নারদের নিকট হইতে তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপ হৃষীকেশের অভয়পদ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ দর্শন ও শিক্ষা হিরণ্যকশিপুর ছিল না বলিয়া মায়িক ত্রিজগতের অধীশ্বর নিজেকে অভিমান করিয়া পুত্র প্রহ্লাদকে এইরূপ প্রাণঘাতক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রহ্লাদ শ্রীহরিকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ রক্ষা পাইয়াছিলেন।

"ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥"

যাঁহারা গুরুদেবের নিকট হইতে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, কৃতজ্ঞতা, সামর্থ্য ও বদান্যতার পরিচয় পাইয়াছেন এবং তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবায় লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বাস্তব সুখ-শান্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন। অশান্ত এইরূপ শ্রবণ করিয়া সাধুজীর নিকটে বলিতে লাগিল—আপনার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। আপনি আগামীকল্য আমাদিগকে জীবের মায়াবদ্ধত্বের কারণ কি, বলিবেন। অদ্য আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। দণ্ডবৎ-প্রণামান্তে দুই বন্ধু গৃহাভিমুখে গমন করিল। সাধুজী সন্ধ্যাহ্নিক-তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সিদ্ধাশ্রমে গমন করিলেন।

তৃতীয় দিবসে প্রশান্ত ও অশান্ত দুই বন্ধু একত্রিত হইয়া সাধুজীর উপদেশ-সমূহ আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যালয়াভিমুখে গমন করিল। তথায় পাঠ্য-বিষয় অধ্যয়ন করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় স্কুল ছুটির পর নদীর তীরে হরিকথা শ্রবণোদ্দেশ্যে সাধুবাবার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও পদধূলি লইয়া উভয়ে নিম্নদেশে অবস্থান করিল। সাধুজী বালকদ্বয়ের উৎসাহ, আগ্রহ দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—বৎস! তোমাদের কৃষ্ণে মতি হউক। বালকদ্বয়ের মধ্যে অশান্ত বলিল—প্রভো, জীবের বদ্ধদশার কারণ কি, তাহা আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক স্পষ্ট করিয়া বলুন। সাধুজী বলিলেন,—

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।'
'স্বরূপার্থৈহীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।

তথা স্থূলৈলিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥'

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই রূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজোস্তম-গুণনিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে পরিচালিত করেন। জীবগণ অশোক-অভয়-অমৃত-আধাররূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যাদ্বারা বহির্ম্মুখতা-দোষে দুষ্ট হইয়া নিজের স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিতপদ হইলে মায়াকর্ত্তৃক স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর লাভ করিয়া এই সংসাররূপ কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। যথা,—জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।

কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভু'লে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র-শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস-প্রভু॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥
(এইরূপ) ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে প্রায় ভক্তিলতা-বীজ॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি'।
তার সম লক্ষ জীবের স্বরূপ বিচারি'॥
"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।"
(শেতাশ্বতর উপনিষৎ)

অর্থাৎ একটী কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতিভাগকে পুনরায় শতধা বিদীর্ণ করিলে যে এক একটী ভাগ হয়, জীব তাহারই ন্যায় অণু-পরিমাণবিশিষ্ট।

ভ্রমণরত জীব কর্ম্মানুযায়ী বিভিন্ন গতি লাভ করে। যথা :—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

জলমধ্যে জন্ম নয় লক্ষবার, বৃক্ষলতা কুড়িলক্ষবার, ক্রিমি-কীট এগার লক্ষবার, পক্ষী-জন্ম দশ লক্ষবার, পশু-জন্ম ত্রিশলক্ষবার ও মানব জন্ম চারলক্ষবার —এইরূপ ৮৪ লক্ষ জন্মচক্রে জীবগণ কর্ম্মভোগে ভ্রমণ করিতেছে।

তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জলচর-স্থলচর-বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ-বৌদ্ধ-শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

অণুশক্তি জীবগণ যতদিন পর্য্যন্ত সৎসঙ্গই লাভ করিবার উপযুক্ততা অর্জ্জন না করিতে পারে, ততদিন মায়ার বৃত্তি তাহাকে শ্রীজগন্নাথের এই জগৎকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি দিয়া বঞ্চিত করে। নিষ্কাম না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই অশান্ত অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি বা সিদ্ধিকামী। কৃষ্ণভক্তিই জীবকে শান্তি দান করে।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া অশান্ত বলিল, "হে ঋষিবর! কৃষ্ণভক্তই একমাত্র শান্ত, তাঁরাই যে জগজ্জীবের একমাত্র কল্যাণকামী তাহা বুঝিলাম।" সন্ধ্যা আগত দেখিয়া প্রশান্ত ঋষিবরকে বলিল—"প্রভো! আগামীকল্য আমাদিগকে মায়াকবল হইতে উদ্ধারের উপায় সম্পর্কে কৃপা করিয়া বলিবেন।" এই বলিয়া উভয়ে ঋষিবরকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া পদধূলি শিরে ধারণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিল। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠার পর]

ভারত সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ও মতবাদ পোষণ করেছেন তিনি। তিনি বলছেন--India guided by God"—কোন্ ভারত? অধ্যাত্ম ভারত, ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পরিচালিত ভারত। কি করতে পারে? Can lead the world —পৃথিবীকে পরিচালনা করতে পারে এই অধ্যাত্ম ভারত, ধার্ম্মিক ভারত। Back to sanity—পৃথিবীর মোড় কিভাবে ঘুরাবে ভারত? বর্ত্তমান দুনিয়াকে, বিশ্বকে পেয়ে বসেছে—ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, রণোন্মাদনায়। এর হাত থেকে ধার্ম্মিক ভারত পৃথিবীর মোর ঘুরাতে পারেন—সে ক্ষমতা রাখেন। তাহলে ভারত সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করছেন না তিনি। দেখা যায়—সারা দুনিয়া, পাশ্চাত্য দেশ তাঁরা তো শ্রেষ্ঠ মত পোষণ করছেন ভারত সম্বন্ধে। কিন্তু আমরা দুর্ভাগা, আমরা পাশ্চাত্য দেশ ও দর্শনের দিকে তাকিয়ে আছি! তাঁরা আমাদের কি দিচ্ছে! আমাদের নিজত্ব হারিয়ে ফেলেছি। আর্য্যঋষিগণের যে অবদান, সে অবদান আমরা চিন্তা করতে শিখিনি, আমরা

মনে করছি—পাশ্চাত্য দেশ বোধ হয় আমাদের কিছু দেবে, সেইটা নিয়ে বোধ হয় আমরা বাঁচব। খুবই দুঃখের কথা—আজ আমাদের দেশের দশজন মনীষী, দশজন ঋষির নাম আমরা করতে শিখিনি, জানিনি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষীর নাম হয়তো আমরা করতে পারি। কেণ্ট, ডারউইন্, টিণ্ডল, হাক্সলি, প্লেটো, গ্যালিলিও প্রভৃতির নাম আমরা অনেক করতে পারি, কিন্তু আমরা আর্য্যঋষিগণের নাম শিখিনি, জানিনি। অথচ পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকগণ আমাদের দেশের ঋষিগণের চিন্তাধারা—বিচারধারা নিয়ে বহু অনুশীলন করেছেন। ঋষিগণেরই বিচারধারা নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে Research চালিয়ে গেছেন। তাঁরা তাঁদের আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি অন্যান্য যে-সমস্ত মনীষীগণ আছেন তাঁরা আর্য্য-ঋষিগণের কার কার শিষ্য, কাদের মতবাদ নিয়ে Research করেছেন, তাঁরা সব পরিচয়গুলো রেখে গেছেন। আমাদের সেগুলি আলোচ্য বিষয় হয় নি আজও—এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা!

ঋষিগণের উপরে কেউ কিছু বলতে পেরেছেন কি? "যাহা নাহি বেদে তাহা নাহি পৃথিবীতে।" বেদের মধ্যে সকলের সবকিছু চিন্তাধারা আবদ্ধ। তার বাহিরে কারও কিছু বলার ক্ষমতা নেই। সনাতন আর্য্যঋষিগণ যে চিন্তাধারাগুলো রেখেছেন আমাদের সামনে, সেগুলো আমাকে বাজিয়ে নিতে হবে, যাচাই করে নিতে হবে, বুঝতে হবে ঠিক ঠিক। বাজিয়ে নেওয়ার অর্থ আমি বলছি না যে, আমরা বেশী জেনে গেছি, বুঝে গেছি। সেটা কিরূপ সত্য, সেই পরমসত্য আমাদের উপলব্ধি করার বিষয়। তার জন্য সাধনার প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সাকার, নিরাকারবাদী সম্বন্ধে একটু Touch করে গেছেন আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়। নিরাকারবাদ আমাদিগকে নাস্তিক করে দিচ্ছে। জগতে যে-সকল নিরাকারবাদী রয়েছেন তাহাদিগকে নাস্তিক বলা হয়েছে। সাকারবাদিগণ আস্তিক—সেই কথা আর্য্যঋষিগণের উক্তির মধ্যে আছে। অথচ আর্য্যঋষিগণ সাকার ও নিরাকার দুইটাকে বিচারক্ষেত্রে সমানভাবে গ্রহণ করেছেন কেন? বৈজ্ঞানিক বিচারের মধ্যে রয়েছে নিরাকার—Negative idea; ঋষিগণও ঐ বিচার রেখেছেন, ক্ষেত্র রয়েছে। আর সাকারবাদ—Positive idea-কেও তাঁরা পাশাপাশি রেখেছেন। আমরা যদি Positive side-এ কিছু স্বীকার না করি, তাহলে নিরাকারবাদ আসে না। সুতরাং আর্য্যঋষিগণ সাকার ও নিরাকার দুটাকে অন্বয়-ব্যতিরেকরূপে বিচার করেছেন।

যদি বলি,—ভগবান্ সাকার, কি নিরাকার? তাঁরা নিজেরা উত্তর রেখেছেন, —ভগবান্ সাকার ও নিরাকার উভয়ই। কিন্তু কিভাবে তিনি সাকার এবং কিভাবে নিরাকার, এটা তাঁরা বিচার করে দেখিয়েছেন। আমাদের সেই বিচার গ্রহণ করতে হবে। সাকার ছাড়া নিরাকারভাবে আমরা কিছু কাল্পনিক বিচার মনের মধ্যে রাখব না। ঋষিগণের বিচারে আমরা অনুপ্রাণিত হব—সেটাই হল আমাদের বিশেষ ধ্যান-ধারণা। কি করে তাঁরা সেইটা প্রমাণ করেছেন। ভগবান্ যদি নিরাকার হন তাহলে এই অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবান্ যদি নিঃশক্তিক হন, তাহলে এই সৃষ্টি আসতে পারে না। সেইটাই ঋষিগণ প্রমাণ করেছেন—নিরাকার থেকে আকারের সম্ভাবনা নেই। কার্য্যকারণবাদ আমাদের স্বীকার করতে হবে।

"Out of nothing everything has been created"—এক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে আজ। শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হল কি করে? শক্তি যদি না থাকে তাহলে 'শক্তিমান্' শব্দ এল কোথা থেকে? শক্তিমানেরই তো শক্তি। আমি শক্তিকে মানি, কিন্তু শক্তিমানকে মানি না, কথাটা যুক্তিবিরুদ্ধ হবে না কি? ভগবান্ যদি Non-entity হন, তাহলে তিনি কি করে অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করবেন? বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, পশু, পাখী, এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, কত বর্ণনা, উপমা বেদে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তাদের ভিতরে আবার স্নেহ, মায়া, মমতা রয়েছে, ভাল-মন্দের বিচার রয়েছে, কোথা থেকে এল—সেই ভগবানের যদি এই ব্যাপার না থাকে! শাস্ত্রকারগণ, ঋষিগণ খুব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর ভিতরে সব শক্তি আছে। শক্তিমান্ তিনি, সৃজনী ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে, তাই তিনি সমস্ত সৃষ্টি করেছেন—তিনিই নিখিল বিশ্বস্রষ্টা। বেদে, উপনিষদে, ভাগবতের সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে বলেছেন,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

'অহমেবাসমেবাগ্রে'—সৃষ্টির আদিতে আমি ছিলাম। তার আগে এই চরাচর জগৎ কিছুই ছিল না। বর্ত্তমানে আমি আছি, পরেও থাকব। 'সদেব সৌম্যমিদমগ্রাসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ' সৃষ্টির পূর্ব্ব থেকে আমি আছি। তার পূর্ব্বে ব্রহ্মাও ছিলেন না; আমরা যে শিবকে দেখছি সে শিবও ছিলেন না। তাঁদের কে সৃষ্টি করেছেন?—ভগবান্। সেই কথাই তো ভগবান্ বলে যাচ্ছেন।

প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ অহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়া-বিমোহিতৌ॥

প্রজাপতিকে, রুদ্রকে আমিই সৃষ্টি করেছি। ব্রহ্মাকে আমি সৃষ্টি করেছি। সেই মন্ত্র আছে বেদের মধ্যে,—নারায়ণাৎ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাৎ রুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাৎ দ্বাদশাদিত্যাঃ।

সুতরাং কে বলছে যে সেই পরব্রহ্ম ভগবানের সৃজনী-শক্তি নাই, তিনি সৃষ্টি করেন নাই। এ অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয় কথা কোথা থেকে আসে। এটা মেনে নিতে পারা যাবে না। ভগবান্ থেকে সবকিছু Generated হচ্ছে। এটা হল তত্ত্বদর্শন। সেই ভগবানই যে সকলের মূল মালিক, সেটা জানিয়েছেন ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাও। ব্রহ্মা বলছেন,—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহম্ হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ (ভাঃ ২।৬।৩২)

আমি সেই ভগবানের আজ্ঞাবাহী হয়ে গৌণ সৃষ্টিকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছি। ব্রহ্মা বলছেন—'হরো হরতি তদ্বশঃ'—শিবও তাঁরই বশে থেকে তাঁরই আজ্ঞা পালন করে প্রলয় ঘটিয়ে যাচ্ছেন। এর উল্টো কথা তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। পার্ব্বতী দেবী প্রশ্ন রাখলেন শিবঠাকুরের কাছে—বল তুমি ও আমি কোথা থেকে জন্মগ্রহণ করলাম, উৎপত্তি লাভ করলাম। শিবঠাকুর বললেন,—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ॥ (স্কন্দপুরাণ)

সেই পরমেশ্বর থেকে তোমার ও আমার উৎপত্তি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

তাহলে ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতা কি ভুল তত্ত্ব পরিবেশন করছেন, ভুল শেখাচ্ছেন আমাদের। নিশ্চয়ই নয়। আকারটা ভগবানের আছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের কি আকার? ভগবানের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নেই অনেকের কাছে আজ শুনছি। কোন্ দিক্ দিয়ে? ভগবান্ সবকিছু আকার গ্রহণ করতে পারেন। তাই তিনি মৎস্যকুলে গেছেন, কূর্ম্মকুলে গেছেন, নৃসিংহ হয়েছেন, বামন হয়েছেন—তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' সেই ভগবান্। ঈশ্বর কাঁকে বলা হয়েছে।—

'কর্ত্তুমর্ত্তুম্ অন্যথাকর্ত্তুম্ ইতি ঈশ্বরঃ।' তাঁর পক্ষে সবটাই সম্ভব। সেই ভগবানকে আমরা জেনে উঠতে, বুঝে উঠতে পারছি না। তিনি কিন্তু দুনিয়ার সব খবর রাখেন—সেই কথাই বেদে-উপনিষদে বলেছেন। এটাই হল রহস্য। আমরা মৎস্যাবতার ভগবানকে, কূর্ম্মাবতার ভগবানকে, বরাহাবতার ভগবানকে প্রণাম করি। কিন্তু যাদের আত্মদর্শন হয়নি আমাদের, সেইরূপ ব্যক্তিরা কি করছি! একটা মাছকে, একটা কচ্ছপকে, একটা শূকরকে কি প্রণাম করি আমরা? কিন্তু ভগবান্ সেই সেই কুলে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর শিক্ষাও অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে জগতে প্রচার করেছেন। এই ক্ষেত্রেতে বলছেন ভগবান্ নিরাকার। কোন বিশেষ আকারে তিনি আবদ্ধ নন—এইভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

আবার 'নিরাকার' শব্দের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা রয়েছে। জল—জলকে যে পাত্রে রাখবেন জল সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে। জলের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নেই।—Shapeless, Colourless, Tasteless, Odourless। ভগবানকেও সেই ধরণেরই বিশেষণগুলো দেওয়া হয়েছে। তাঁর নিজের যে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা, স্বরূপ ও আত্মভাব, সেইগুলো নিয়ে তিনি জগতে আবির্ভূত হন। ঋষিগণ তাহাই জানিয়েছেন। অনেক সময় আমরা সব ভুল করে ফেলি। নিরাকারবাদীদের যে ধারণা, সেটা তারা ঠিক বুঝতে পারছেন না—কিভাবে ভগবান্ নিরাকার। নিরাকার ভাবটীকে প্রমাণ করছেন শাস্ত্র। তিনি অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট; সুতরাং প্রাকৃত আকার নিরস্ত হয়েছে, খণ্ডিত হয়েছে সেখানে। আমরা যেমন প্রাকৃত আকার চিন্তা করি, তেমন আকার নেই ভগবানের। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে যে আকার, সেটা হল মাটিয়া—প্রাকৃত। তবে তাঁর কেমন আকার?—চিন্ময় আকার, চিন্ময়ী মূর্ত্তি, অপ্রাকৃত মূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ তিনি—এই কথা বেদে-উপনিষদে বলছেন। সেই আকারের কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রে। আচ্ছা, তাঁর কি কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নেই?—আছে তো। কি আকার?

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমের কাজলমালা চোখে সেই আকারটা দর্শনের বিষয়ীভূত হয়। কে দেখেন?—সাধু-সন্তগণ দেখেন। 'সদা বিলোকয়ন্তি'—সর্ব্বদা, অহর্নিশ, সর্ব্বক্ষণ দর্শন করেন। দর্শন কখনও বাদ যায় না। কি আকার?—'যঃ শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপম্'—অচিন্ত্যগুণসম্পন্ন শ্যামসুন্দর রূপ; সাধারণ

মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে সে আকার আসে না। তাই বললেন—অচিন্ত্য। তাহলে তাঁর আকার নেই কে বলছেন? তাঁর তো আকার আছে দেখা যাচ্ছে,—বেদে, উপনিষদে বলা আছে। "জ্যোতির্ভ্যন্তরে রূপম্, অতুলং শ্যামসুন্দরম্", "দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্", "পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ", "গূঢ়ং তৎ মনুষ্যালিঙ্গম্"—এসব কথাগুলো বেদে, উপনিষদে বলা আছে। আপনারা এগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। ভগবানের নিত্য আকারের কথা বলা আছে। কি আকার?—নরাকার, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর রূপ তাঁর।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা,　　সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।"

সেইটীই ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রে। সুতরাং তাঁর আকার আছে। সেই ভগবান্ মানুষের মত চেহারা নিয়ে এসেছেন বলে আমরা অনেকে ভুল করছি। ভুল করলে হবে না। আমাদের বিচার করতে হবে, ঐ আকারটা কাঁর? বিচার করলে আমরা দেখব যে, ঐ আকারটা শ্রীভগবানের। মনুষ্যাকার, নরাকার পরব্রহ্ম—ভগবানেরই মৌলিক আকার। তিনি সেইরূপ, একটা আকার দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এটা তো তাঁর স্নেহের পরিচয়, দয়ার পরিচয়।

আমরা ভগবানকে 'মানুষ' কেন বলব এবং মানুষকেই বা 'ভগবান্' কেন বলব। দুটোই ভ্রান্ত ধারণা। ভগবানকে মানুষ বলা যাবে না। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" মানুষ দেবত্ব লাভ করতে পারেন, তাঁর Promotion হতে পারে, অফিসার হতে পারেন তিনি সাধারণ প্রজা থেকে। কিন্তু 'Manliness is next to Supreme Godliness' একথা বলা যাবে না, এটা কোথাও হয় নাই। কেন হবে না? সে তত্ত্বদর্শন জেনে শুনে বিচার করেছেন শাস্ত্র। এটী হতে পারে না কেন?—জীবাত্মাকে বলছেন অণুচৈতন্য, আর পরমাত্মা ভগবানকে বলছেন বৃহচ্চৈতন্য। সুতরাং অংশ কোনদিন পূর্ণ হবে না। ছেলেবেলায় যখন Geometry পড়েছিলাম, আপনারাও সবাই পড়েছেন—"The part equal to the whole which is absurd।"—অংশ কোনদিন পূর্ণের সহিত সমান হয় না। যদি জীবাত্মা অণুচৈতন্য এবং পরমাত্মা বৃহচ্চৈতন্য হয়, তাহলে কি করে সমান হবে? কি করে আমি Identity প্রমাণ করব, কি করে আমি equal in all respect বলব? সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সমান কি করে হবে—অংশ আর পূর্ণ। সেই অঙ্ক কষেছেন আর্য্যঋষিগণ। যদিও তাঁদের অঙ্ক আরও Higher Mathematics।

কি ধরণের? এ জগতে আমরা যে অঙ্ক শিখেছি তাতে ১০ থেকে ১০ বাদ দিলে (১০ — ১০) ০ থাকে। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ যে অঙ্ক কষলেন, সেটা হল অন্য ধরণের।—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

পূর্ণ থেকে যদি পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় তাহলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। আশ্চর্য্য অঙ্ক! এ হল পূর্ণদর্শনের অঙ্ক, আর্য্যঋষিগণের দর্শন, পূর্ণত্বের বিচার। ভগবান্ তাঁর পূর্ণসত্তা নিয়ে এই ভৌম জগতে প্রকটিত হচ্ছেন, আবার পূর্ণসত্তা নিয়ে তিনি তাঁর চিজ্জগতে—স্বীয় ধামে ফিরে যাচ্ছেন। এই দর্শনের কথা ঋষিগণ বিচার করেছেন। সুতরাং আমরা যেন কখনও মানুষকে 'ভগবান্' না বলি বা ভগবানকে 'মানুষ' না বলি। এর মত মারাত্মক দোষ-ত্রুটী আর নাই।

এ দুটো বিচার আর্য্যঋষির শাস্ত্রে, দার্শনিক বিচারে স্থান পেয়েছে। আমরা যেন জড়কে অপ্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতকে জড় না বলি। আর্য্যঋষিগণ দেখাচ্ছেন বিচারটা—কিভাবে এটা সত্য হয়? ভগবান্ যখন জীব সৃষ্টি করলেন, তখন সেই জীবসৃষ্টির মধ্যে তিনি বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য রেখেছেন। সব জীব সমান নয়। ভগবানের ক্ষেত্রেও আমরা সেই জিনিসটা লক্ষ্য করছি।

ভগবান্ যে বিচারটা দেখাচ্ছেন তাহা কিভাবে প্রমাণিত হচ্ছে? শাস্ত্রেও তো এই বিচারগুলো আছে। ঋষিগণ আগে কিছু বলেছেন কি? আদিতে তো ভগবান্ই বলেছেন। তারপরে সেই কথাগুলো ঋষিগণ প্রচার করেছেন। তাঁরা ভগবানের বিচারকে বাদ দিয়ে নূতন কিছু বলেননি। শ্রীভগবানের উপদেশ-নির্দ্দেশই ঋষিগণ জানিয়েছেন শাস্ত্রে। প্রথমে আমরা বিচার করব, জড়কে চেতন বললে কি দোষ হয়? সেখানে উদাহরণ দিলেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে"—'কুণপ' মানে এই জড় শরীর। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—আকাশ, বাতাস, আগুন, মাটি, জল এবং বায়ু, পিত্ত ও কফাত্মক এই যে শরীর, এইটাকে যিনি বা যারা 'আত্মা' বলছেন, তারা হলেন এক বোকা, এক ভ্রান্ত। দ্বিতীয় ভ্রান্ত কে?—"স্বধীঃ কলত্রাদিষু"—

আমরা আত্মীয়-স্বজন কাকে বলছি ? আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিজন যারা, তারাই হল আমার আত্মীয়। কিন্তু আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাঁরা তাঁদের আমি 'আত্মীয়' বলে মেনে নিতে পারছি না। এরা হল দ্বিতীয় ভ্রান্ত। "ভৌম ইজ্যধীঃ"—সাধারণ একটা স্থান, তাকে আমি বললাম—এটা আমার পূজ্য বস্তু। রেললাইনে অনেক পাথর (Rolling stone) আছে, সেই পাথর কিছু এনে একটা গাছের তলায় বসিয়ে দিয়ে পূজা করতে লাগলাম। বললাম, —এই আমার শিব ঠাকুর, শালগ্রাম শিলা। এ হল তৃতীয় ভ্রান্ত। চতুর্থ ভ্রান্ত কে ?—একটা সাধারণ নদীকে গঙ্গা বলে পূজা করতে লাগলাম এবং গঙ্গাজল বলে মাথায় ছিটোতে লাগলাম। তাকে বোকামি বলছে। এদের 'গোখর' বলে গালাগালি দিলেন। এটা আইনের গালাগালি, এ গালাগালি স্বয়ং ভগবান্ দিয়েছেন। তাঁর উপর কেহ নাই, সর্ব্বাপেক্ষা বড় শাসক তিনি। তাঁর শাসন স্বীকার করতে বাধ্য আছি আমরা। তিনি বলছেন গরুর মধ্যে গাধা—অতিশয় নির্ব্বোধ গরুর তৃণবাহী গর্দভ। এই বাস্তবসত্য দর্শনের কথা শ্রীভগবান্ জানিয়েছেন এবং সনাতন আর্য্যঋষিগণ এটা প্রচার করেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সূচী অনুযায়ী শ্রীসমিতি-কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বর্ষে ১৪ই ফাল্গুন ১৩৯৪ (ইং ২৭।২।১৯৮৮) শনিবার হইতে ২০শে ফাল্গুন '৯৪ (ইং ৪।৩।৮৮) শুক্রবার পর্য্যন্ত একসপ্তাহ-ব্যাপী শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ বৎসর ঝড়-বৃষ্টি দুর্যোগ সামান্য কিছু থাকিলেও যাত্রিগণ বিশেষ কষ্ট অনুভব করেন নাই। গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যদেবের প্রখর তেজ প্রকাশের পূর্ব্বেই শ্রীধাম পরিক্রমা সমাপ্ত হওয়ায় যাত্রিগণের কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট হয় নাই। সমিতি-কর্ত্তৃক প্রাথমিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত থাকায় যাত্রিগণ কোনরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। এবার পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের জন্য যাত্রী প্রথমে কিছু কম হইলেও, দুদিন পরে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সংখ্যাধিক্য লাভ করে।

পরিক্রমাকালে যাত্রিগণ শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চামূর্ত্তি ও সঙ্কীর্ত্তনরত

সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের আনুগত্যে শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করেন। সন্ন্যাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া স্থানমাহাত্ম্য ও লীলামাহাত্ম্য বক্তৃতামুখে বুঝাইয়া দেন। এ বৎসরের বিশেষ আকর্ষণ—সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক মহোদয় এবং পরম পূজ্যপাদ জনার্দ্দন মহারাজ পরিক্রমাকালে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থলে, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলীতে (গোদ্রুমে), শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থানে, চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, ঋতুদ্বীপে বক্তৃতা করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ যে গুপ্ত বৃন্দাবন, শ্রীধাম নবদ্বীপে যে সর্ব্বত্রই ব্রজভাব গুপ্তরূপে প্রকাশিত আছে, তাহা বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝাইয়া দেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের সারগর্ভ বক্তৃতা সুধী পাঠকগণের নিকট প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। এ বৎসর শ্রীনৃসিংহপল্লীতে ও শ্রীধাম মায়াপুরে বিরাট্ উৎসব করিয়া শ্রীসমিতি উভয় দিনই ১০,০০০ হইতে ১২,০০০ যাত্রীকে প্রসাদ বিতরণ করেন। যাত্রিগণ হরিকথামৃত পানে মত্ত হইয়া নিজের দেহগেহের কথাও বিস্মৃত হইয়া যান। অনেকেই হরিকথা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য জীবনের চরম কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯ ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৮৮) বৃহস্পতিবার সকলেই যথারীতি উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন ও সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদবিহিত মহাভিষেক দর্শন করেন। এ বৎসর সম্পূর্ণ অভিষেক ও রাত্রিকালীন সভার চলচ্চিত্রের জন্য ফিল্ম করা হইয়াছে। পরদিবস ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।৮৮) শুক্রবার জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়। এই মহোৎসবে আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রায় ১৫,০০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে এই মহদনুষ্ঠানে যোগদানকারী, কায়-মন-বাক্য-অর্থদ্বারা সাহায্যকারী সকলেই সমিতির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যাঁহারা এই মহদনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় সেবা করিয়াছেন সমিতি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি তাঁহারা প্রতি বৎসর এই সেবার দায়িত্ব পালন করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইবেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য

মদীশ্বর প্রভুপাদ ভকতিবিনোদ।
পতিতপাবনপদ কৃষ্ণপ্রেমামোদ॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে নাম গুণের কীর্ত্তন।
পুনঃ পুনঃ চিত্তে মোর হতেছে স্মরণ॥
লিখিব শুনেছি যাহা শ্রীনাম মাহাত্ম্য।
নাম-রূপ-গুণ-লীলা কৃষ্ণের তাদাত্ম্য॥
রসামৃত মূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
সেইরূপ হরিনাম মাধুর্য্যের কূপ॥
কৃষ্ণের নামে ভেদ নাই সেব্য ও ভজন।
নিত্য রূপ-গুণ-লীলা প্রাকট্য সাধন॥
উপায় উপেয় নাম যত্নাগ্রহে ভজে।
কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-যোগে নামরসে মজে॥
নাম হইতে শুদ্ধভক্ত শুদ্ধসত্ত্ব পায়।
ভক্তিলতা ক্রম ধরি বৃন্দাবনে যায়॥
সিদ্ধভাবে লীলোদয় যুগল সেবন।
স্বস্বরূপে সিদ্ধভাবে স্ফুরে ব্রজবন॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি পূর্ণানন্দ তত্ত্ব।
মুক্তকুলে গায় সদা জানি শুদ্ধ সত্ত্ব॥
রসময় শ্রীবিগ্রহ অক্ষয় আকার।
রসরূপে ভক্তচিত্তে করে অধিকার॥
মিশ্র সত্ত্ব রজস্তম সম্বন্ধ না জানে।
নামীতে নামের ভেদ কভু নাহি মানে॥
ক্রমোন্নতি পথ ধরি সদ্গুরু কৃপায়।
নাম-নামী একবস্তু সাধনে মিলায়॥
কীর্ত্তন করিবে সদা অক্ষরাত্ম নাম।
নির্ব্বন্ধিত প্রতি দিন বলে অবিরাম॥

আলস্য ছাড়িয়া নিষ্ঠা অনন্য সাধন।
শ্রদ্ধা রতি বাড়ি হয় রস আস্বাদন॥
রস হইতে নাম নহে নাম হইতে রস।
অগ্রে নাম শেষে রস হয়ত সুরস॥
কলিকা হইতে ফুল জানিবে নিশ্চয়।
ফুল হ'তে কভু নহে কলিকা উদয়॥
সকল গঙ্গায় মাত্র এক ঢেউ বয়।
বহুবিধ তরঙ্গের অবগতি নয়॥
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্রে নাম মহাধন।
নবধা ভক্তির শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বচন॥
ঐকান্তিক ভাবে কর কৃষ্ণনামাশ্রয়।
ভক্তিবিনা কভু কার চিত্ত শুদ্ধি নয়॥
সাধনের ক্রমসিঁড়ি ক্রমে ক্রমে ধর।
শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ভাব উঠি রস লভে নর॥
রসোদয় পূর্ব্বাবস্থা ভাবের বিকাশ।
হ্লাদিনী স্বরূপ ভাব প্রেমেতে প্রকাশ॥
সেই ভাগবতী রস জানে ভাগ্যবান্।
জড়ীয় বিকার তথা নাহি অবস্থান॥
নামাভাস যার তার নহে এ বিচার।
পরম মঙ্গল হয় সাধনে তাহার॥
ক্রমপথ ধরি নামে সর্ব্বস্বার্থ মিলে।
সুদুর্ল্লভ নামে রস পাবে অবহেলে॥
মন্ত্রার্থ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণান্বয়।
শ্রদ্ধাহীনে দিলে নাম অপরাধ হয়॥
সজ্জাতি সৎকুল আর বল বিদ্যাধন।
ইথে নামে অধিকারী নহে কদাচন॥
লিখেছেন প্রভু মোর নাম চিন্তামণি।
যাতে কৃষ্ণ নাম তত্ত্ব সিদ্ধান্তের খনি॥

"ভজনে অনর্থ নামে যেই ক্ষণে যায়।
চিৎস্বরূপে নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায়॥
নাম সে অমৃত ধারা নাহি ছাড়ে আর।
নাম রসে জীব জিহ্বা নাচে অনিবার॥
নাম নাচে, জীব নাচে, নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায়, মায়া করে পলায়ন॥
অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥
সাবধানে ক্রম ধর যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি শুদ্ধ বুদ্ধি পাও॥"
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্রে শুদ্ধ নামাশ্রয়।
ভজন-প্রণালী বিজ্ঞে অনুভূত হয়॥
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শিক্ষাষ্টক আর।
শ্রীরূপ বর্ণিলা নাম মাহাত্ম্য অপার॥
সতের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয়।
রতি প্রেম অনুক্রমে কৃষ্ণ-সেবা পায়॥
চিত্ত কর্ণ রসায়ন কৃষ্ণগত প্রাণ।
পরম বৈকুণ্ঠসুখ লভে ভাগ্যবান্॥
ভাগবত শ্লোকে দেখ রূপানুগক্রম।
শ্রদ্ধোদয়ে সাধুসঙ্গ ভজন বিক্রম॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে শ্রদ্ধা নিষ্ঠা হয়।
রুচ্যাসক্তি ভাব প্রেম নাম ক্রমোদয়॥
শ্রদ্ধা করি নাম ভজে সাধুকৃপা পাঞা।
ইতরে বিরাগ নিত্য স্বরূপ বুঝিয়া॥
ইহাকেই বলি ভক্তি পথ অনুক্রম।
ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধি যদি ধরে ক্রম॥
দেবপূজ্য নামাশ্রয়ী পবিত্র করুণ।
গর্ব্বিত উৎপথগামী নহে কদাচন॥

অকপট স্পৃহা শূন্য সরল ধীমান্।
সর্ব্বভূতে হিতৈষী সে মুক্ত অভিমান॥
বহু নামাশ্রয়ী জন বহু বল তাঁর।
স্বল্প নামাশ্রয়ী নহে সমান তাঁহার॥
ঐকান্তিক ভজে নাম-কৃষ্ণে সেবা করে।
নাম ছাড়ি লীলা সাধিলেই সেই মরে॥
শাস্ত্রযুক্তি না বুঝিয়া কোমল শ্রদ্ধায়।
নামের ভজনে সেই মধ্যমতা পায়॥
মধ্যম শ্রদ্ধায় শাস্ত্র যুক্তি কিছু জানি।
নামশাস্ত্র নামযুক্তি বিনা নাহি মানি॥
নামের ভজন লভে দৃঢ় শ্রদ্ধা নামে।
উত্তমতা পায় নাম ভজে সর্ব্ব যামে॥
কপটতা বলে যেই চলে বিশৃঙ্খলে।
রাগানুগ-রূপানুগ দম্ভের সম্বলে॥
লোভমূলা শাস্ত্রযুক্তি নাম দাতা গুরু।
বৈধ বলি ছাড়িলেই অনর্থের শুরু॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবপ্রধান॥
উত্তম-মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের ক্রম এই শাস্ত্র অনুভব॥
যার যত নামে রতি ভজন চতুর।
নাম পরায়ণ সেই বৈষ্ণব ঠাকুর॥
তাঁহার দর্শনে অন্যে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
বহু বল সুমহৎ বৈষ্ণবের তম॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম স্বনুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ১৩ ত্রিবিক্রম, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ | ৩১শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৯৫, ইং ১৪।৫।৮৮ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মাদি-কৃতং শ্রীহরি-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে নবমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১৫। যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ।
জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৩ ॥

১৬। যদ্‌যোগিনঃ সদোদ্‌যুক্তাঃ পুণ্য-পাপক্ষয়েঽক্ষয়ম্।
পশ্যন্তি প্রণবে চিন্ত্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৪ ॥

১৭। শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিকাঃ।
ভবন্ত্যভূতপূর্ব্বস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ, মুনিগণ, আমি বা শঙ্কর কেহই যাহাকে জানেন না, তাহাই পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ। সদোদ্‌যুক্ত যোগিগণ পুণ্য-পাপক্ষয়ে

প্রণবে চিন্তনীয় যে অক্ষয় বস্তুকে অবলোকন করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যে অভূতপূর্ব্ব দেহের শক্তিসমূহ হইতে ব্রহ্মা-শিবাদি উদ্ভূত হন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ ॥ ৫৩-৫৫ ॥

১৮। সর্ব্বেশ সর্ব্বভূতাত্মন্ সর্ব্ব সর্ব্বাশ্রয়াচ্যুত।
প্রসীদ বিষ্ণো ভক্তানাং ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ৫৬ ॥

১৯। ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ব্রহ্মণস্ত্রিদশাস্ততঃ।
প্রণম্যোচুঃ প্রসীদেতি ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ৫৭ ॥

২০। যন্নায়ং চতুর্ম্মুখো ব্রহ্মা জানাতি পরমং পদম্।
তন্নতাঃ স্ম জগদ্ধাম তব সর্ব্বগতাচ্যুত ॥ ৫৮ ॥

হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বভূতাত্মন্! সর্ব্ব সর্ব্বাশ্রয়াচ্যুত বিষ্ণো! প্রসন্ন হও, আমরা তোমার ভক্ত; আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ত্রিদশগণ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভগবন্! প্রসন্ন হও, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। হে সর্ব্বগতাচ্যুত! এই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যাহা জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে আমরা প্রণত হইলাম ॥ ৫৬-৫৮ ॥

২১। আদ্যো যজ্ঞপুমানীড্যো যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
তং নতাঃ স্ম জগৎস্রষ্টুঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্ ॥ ৬০ ॥

২২। ভগবন্ ভূতভব্যেশ জগন্মূর্ত্তিধরাব্যয়ঃ।
প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সর্ব্বেষাং দেহি দর্শনম্ ॥ ৬১ ॥

দেবর্ষিগণ বলিলেন,—যিনি আদ্য, যজ্ঞপুরুষ, স্তবনীয় সকলের পূর্ব্বজ, জগৎস্রষ্টারও স্রষ্টা এবং অবিশেষণ, তাঁহার প্রতি প্রণত হই। হে ভগবন্! ভূত-ভব্যেশ! জগন্মূর্ত্তিধর অব্যয়! প্রসন্ন হও, সমস্ত প্রণতগণকে দর্শন দাও ॥ ৬০-৬১ ॥

২৩। এষ ব্রহ্মা তথৈবায়ং সহ রুদ্রৈস্ত্রিলোচনঃ।
সর্ব্বাদিত্যৈঃ সমং পূষা পাবকোঽয়ং সহাগ্নিভিঃ ॥ ৬২ ॥

২৪। অশ্বিনৌ বসবশ্চেমে সর্ব্বে চৈতে মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যা বিশ্বে তথা দেবা দেবেন্দ্রশ্চায়মীশ্বরঃ ॥ ৬৩ ॥

২৫। প্রণামপ্রবণা নাথ দৈত্যসৈন্য-পরাজিতাঃ।
শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তাঃ সমস্তা দেবতাগণাঃ ॥ ৬৪ ॥

হে নাথ! এই ব্রহ্মা, রুদ্রগণসহ এই ত্রিলোচন, সর্ব্বাদিত্যসহ সূর্য্য,

সকলাগ্নি সহিত এই পাবক, অশ্বিনীদ্বয়, বসুগণ, সমস্ত মরুৎ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, দেবগণ এই দেবেন্দ্র—দৈত্যসৈন্য-পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণাম-নত হইয়া তোমার শরণাগত হইতেছেন ॥ ৬২-৬৪ ॥

২৬। বেদ্যাবেদ্যঞ্চ সর্ব্বাত্মন্ ত্বন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ।
ত্বামত্র শরণং বিষ্ণো প্রযাতা দৈত্য-নির্জ্জিতাঃ ॥ ৭১ ॥

২৭। বয়ং প্রসীদ সর্ব্বাত্মন্ তেজসাপ্যায়য়স্ব নঃ।
তাবদার্ত্তিস্তথা বাঞ্ছা তাবন্মোহস্তথাসুখম্ ॥ ৭২ ॥

২৮। যাবন্নায়াতি শরণং ত্বামশেষাঘ-নশনম্।
তৎপ্রসাদং প্রসন্নাত্মন্ প্রপন্নানাং কুরুষ্ব নঃ।
তেজসাং নাথ সর্ব্বেষাং স্বশক্ত্যাপ্যায়নং কুরু ॥ ৭৩ ॥

হে সর্ব্বাত্মন্! বেদ্যাবেদ্যময় অখিল জগতে তুমি পরিব্যাপ্ত। হে বিষ্ণো! আমরা দৈত্যদ্বারা পরাজিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে পরমাত্মন্! প্রসন্ন হও; তোমার তেজদ্বারা আমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত কর। আর্ত্তি, বাঞ্ছা, মোহ ও অসুখ সেই পর্য্যন্ত, যে-পর্য্যন্ত অশেষ-পাপনাশন তোমার শরণাপন্ন না হওয়া যায়। অতএব হে প্রসন্নাত্মন্! প্রপন্ন আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর; হে নাথ! স্বশক্তিদ্বারা সকলের তেজ বর্দ্ধন কর ॥ ৭১-৭৩ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫০ পৃষ্ঠার পর]

ষষ্ঠ-বৃষ্টি (প্রথম-ধারা)

প্রেমভক্তিবিচার

প্রেমভক্তির বিচার ভেদ

এখন প্রেমভক্তি-বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভাব বা রতি সান্দ্রতা অর্থাৎ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই প্রেম বলে (১)। প্রেম উদিত হইলে অন্তঃকরণ সম্যক্ মাসৃণ্য বা আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ভগবানে অনন্যমমতা জন্মে। রতির বিলাসযোগ্যতা উদিত হইলেই তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায়। রতিতে মমতা ছিল, কিন্তু

প্রেমভক্তি

(১) সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১

ঐ মমতা অনন্যভাব লাভ করে নাই (১)। শুদ্ধা রতি ভগবান্‌কেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, তাহাতে ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চিত হয়। যখন এই অবস্থা উদিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধ রূপের বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। রসোপযোগী যে রতি তাহাই প্রেম। প্রথমে যে রতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমাঙ্কুর শুদ্ধরতি বটে, কিন্তু তাহাতে রসোপযোগিতা হয় নাই, যেহেতু কৃষ্ণে অনন্যমমতা তাহাতে লক্ষিত হয় নাই (২)। প্রেমাবস্থাপ্রাপ্তরতিই স্থায়ীভাব। স্থায়ীভাব না হইলে রস কে হইবে? প্রেম বলিতে প্রেমের আরম্ভমাত্র বুঝিতে হইবে? প্রেম দুইপ্রকার; যথা :—

স্থায়ী ভাব

যেস্থলে ভাব, অন্তরঙ্গ অঙ্গসকলের অনুসেবা করিতে করিতে পরমোৎকর্ষ-পদে আরূঢ় হয়, তখন সে ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া অভিহিত হয় (৩)। ভাবের অন্তরঙ্গ অঙ্গসকল পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীহরির স্বরূপসঙ্গক্রমে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাকে প্রসাদোত্থ বলে।

দ্বিবিধ ভাবোত্থ প্রেম

ভাবোত্থ প্রেম দুইপ্রকার; যথা :—

১। বৈধভাবোত্থ প্রেম (৪), ২। রাগানুগভাবোত্থ প্রেম (৫)।

অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার। কেবল ভগবৎসঙ্গবলেই সেই প্রসাদ

---

(১) অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ পঞ্চরাত্রে।

(২) ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ভীষ্মমুখৈর্যত্র তু সঙ্গতা।
মমতাদ্যমমত্বেন বর্জ্জিতেত্যত্র যোজনা ॥
ভাবোত্থোঽতিপ্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি সা দ্বিধা ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।৩,৪

(৩) ভাব এবান্তরঙ্গাণামঙ্গানামনুসেবয়া।
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষো ভাবোত্থঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।৫

(৪) যথা একাদশে তল্লক্ষণানি—ভাঃ ১১।২।৪০
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

(৫) ন পতিং কাময়েৎ কঞ্চিদ্‌ব্রহ্মচর্য্যস্থিতা সদা।
তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বরাননা ॥
শ্রীকৃষ্ণগাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা।
অস্মিন্নন্তরে সিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তরা ॥ পাদ্মে।

জন্মে। প্রেমপ্রাপ্ত পুরুষের প্রসাদে ভাব পর্য্যন্তই উদিত হয়, পরে কৃষ্ণ-সঙ্গক্রমে বা ভাবাঙ্গ অনুসেবনদ্বারা প্রেমও উৎপন্ন হয়।

প্রসাদোত্থ প্রেম দ্বিবিধ ; যথা :—

দ্বিবিধ প্রসাদোত্থ প্রেম

১। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম, ২। কেবল প্রেম।

বিধিমার্গানুসারে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাই মহিমজ্ঞানযুক্ত (১)। তাহাকে কেহ কেহ স্নেহভক্তি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন (২)। সেই প্রেমদ্বারাই জীবের সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভাদি সিদ্ধ হয়। মুক্ত হইয়াও জীব সেই সেই ভাবে ভগবৎসেবা করেন।

মহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম

রাগাশ্রিত সাধনক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলত্ব লাভ করে (৩)। প্রায় শব্দার্থ এই যে, যদি রাগানুগ সাধনকালে বৈধাংশে আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও প্রেম কেবল হয় না। যদি রাগানুগসাধনভক্তিতে কেবল অভ্যাসবশতঃই বৈধাংশ থাকে অর্থাৎ তাহাতে আসক্তিবুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধিকালে কেবলপ্রেম উদিত হয়।

কেবলপ্রেম

প্রেমোদয় হইলে জীবন সার্থক হয়। জীব সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করে (৪)। সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ জীবের পক্ষে নাই। মোক্ষ প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ববিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে মোক্ষ একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়। বিধি সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রেমই সর্ব্বার্থ-শিরোমণি

মোক্ষ ক্ষুদ্র অবান্তর ফলমাত্র

---

(১) মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্। ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৪

(২) মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্ব্বতোঽধিকঃ।
স্নেহভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা ॥ পঞ্চরাত্রে।

(৩) রাগানুগাশ্রিতামাত্র প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ। ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৪
মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্ম্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশংকরী ॥ পঞ্চরাত্রে।

(৪) ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৭

দ্বিতীয়-ধারা

প্রেমোদয়ক্রমবিচার

এবম্ভূত পরমপুরুষার্থস্বরূপ প্রেমের সাধন হইতে সাধ্যাবস্থা পর্য্যন্ত উদয়ক্রম জানা কর্ত্তব্য। প্রেমের উদয়ক্রম নয়টী অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়; যথা :—

প্রেমের নববিধ উদয়ক্রম

১। শ্রদ্ধা, ২। সাধুসঙ্গ, ৩। ভজনক্রিয়া, ৪। অনর্থ-নিবৃত্তি, ৫। নিষ্ঠা, ৬। রুচি, ৭। আসক্তি, ৮। ভাব, ৯। প্রেম (১)।

নীতিশূন্য জীবন পশুবৎ। তাহাতে যে বুদ্ধিশক্তিদ্বারা পদার্থবিজ্ঞান ও শিল্পাদি উন্নতিক্রমে ইন্দ্রিয়সুখসমৃদ্ধি হয়, তাহা আসুরিক। সমস্তই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর। নৈতিকজীবন নীতিবদ্ধ হইলেও পরলোকে ঈশ্বরভাবাভাবে ক্ষুদ্র এবং জীবের অযোগ্য। সেশ্বরনৈতিকজীবনে পরলোকচিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তা থাকিলেও সেই জীবনে উহা অশুদ্ধ, ক্ষুদ্র ও অতৃপ্তিকর। জীব তাহাতে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। অভেদবাদীর জীবন নিতান্ত হেয় ও কুপথগত। ভক্তজীবনই একমাত্র অবলম্বনীয় (২)। পরমেশ্বরই সর্ব্বময়, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা। তাঁহাতে পরমানুরাগই ভাল। আর যত কিছু ভাল আছে, সমস্তই সেই অনুরাগের অধীন। নিজ চেষ্টারূপ কর্ম্ম ও নিজ বুদ্ধিরূপ জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরিমেয়। তদ্দ্বারা সেই পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করা যায় না। নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য। জীব নিত্য ভগবদ্দাস। জড়সঙ্গই জীবের অধোগতি। অযোগ্যতানিবন্ধন এই জড়সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য এই দুর্দ্দশার হেতু। জীবই নিজ বন্ধনের হেতুকর্ত্তা। ভগবান্ তাহার প্রযোজককর্ত্তা। জগৎ মিথ্যা নয়। সত্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ

---

(১) আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫,১৬

(২) প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ গীঃ ৬।৪৫-৪৭

অযোগ্য জীবের দণ্ডের জন্য কারাগার। ভগবান্ দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

১। শ্রদ্ধা

জীবের নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করত তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলার অমৃত দান করিবেন, এজন্য ভগবান্ সর্ব্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যলীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎস্নেহের প্রতিফলন। ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ।

এবম্ভূত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। আমরা বিস্তৃতরূপে লিখিলাম, কিন্তু সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভগবদ্বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। ভগবত্তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিজের ক্ষুদ্রতাতে বিশ্বাস যেই ক্ষণে উদিত হয়, সেই ক্ষণেই পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। বিশ্বাসতত্ত্বকে বিভাগ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসসমূহ ভগবত্তত্ত্বে একান্ত

ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তেষু চাপ্যহম্॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ গীঃ ৯।২৯-৩৩

শিবঃ প্রচেতসং প্রতি—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥ ভাঃ ৪।২৪।২৯
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ভাঃ ১১।১৪।২০
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ ভাঃ ১।২।১২

বিশ্বাসের ভিতর নিহিত আছে। পরমানন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই বিশ্বাসকে ভক্তিলতাবীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তদিগের জীবনচরিত্র অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্রবিচার করত কাহারও শ্রদ্ধা হইয়াছে। সাধুসঙ্গ ও সাধুগণের উপদেশক্রমে অনেকের শ্রদ্ধা হইয়াছে। কাহার কাহারও স্বধর্ম্মাচরণক্রমে কর্ম্মের ফলের প্রতি ঘৃণাপূর্ব্বক ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধোদয় সুকৃতি সাপেক্ষ

কাহার কাহারও জ্ঞানফলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জুগুপ্সাজাত হইলে শ্রদ্ধা উদিত হয়। কাহারও কাহারও আকস্মিকী শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। অতএব শ্রদ্ধা উদয়ের কোন নিশ্চিত বিধি পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা যে ভক্তিলতার বীজ সেও বিধির অতীত তত্ত্ব। অতএব কথিত হইয়াছে যে, ভাগ্যবান্ জীবেরই শ্রদ্ধা উদিত হয়। কর্ম্মাধিকার পরিসমাপ্তি ও শ্রদ্ধোদয় যুগপৎ ঘটিয়া থাকে (১)।

শ্রদ্ধা উদিত হইল। জীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি নিসর্গ বশতঃ অনর্থের একান্ত বশীভূত। তখন তিনি কি করিলে অনর্থ দূর করিতে পারেন,

২। সাধুসঙ্গ

ইহা বিচার করিয়া বিগত অনর্থ সাধুপুরুষদিগের পদাশ্রয় অবলম্বন করেন। তখন সাধুসঙ্গজন্য লালায়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ করেন। ইহাই প্রেম-প্রাদুর্ভাবের প্রথম চিহ্ন (২)।

লব্ধসাধুসঙ্গ পুরুষ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিনাম, রূপ, গুণ, লীলা,

৩। ভজনক্রিয়া

স্মরণ প্রভৃতি ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার বৈধভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অনর্থমূল যে ইন্দ্রিয়ার্থ ও বাসনা, তাহারা ভক্তির অনুগত হইয়া পড়ে। অনর্থ দেহগত থাকিলেও বাসনাকে পরিত্যাগ করে। ভজনক্রিয়া প্রেমলাভের দ্বিতীয় ক্রম (৩)।

---

(১) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভাঃ ১১।২০।৯

(২) সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ভাঃ ৩।২৫।২৫

(৩) শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ ভাঃ ১।২।১৬-১৭

বিষয়াসক্তি, পাপাচরণ, হিংসা, লোভাদি ক্রমশঃ ভগবদনুশীলনক্রমে খর্ব্বিত হইয়া জীবকে নির্লোভ করে। ইহাকে অনর্থনিবৃত্তিরূপ তৃতীয় ক্রম বলে।

৪। অনর্থনিবৃত্তি

নির্লোভ হইলে অন্য নিষ্ঠা দূর হয়। শ্রদ্ধা তখন ভগবন্নিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অনর্থ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধা একনিষ্ঠ হইতে পারে না। অনর্থ যত নিবৃত্ত হয়, শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা হইয়া পড়ে। নিষ্ঠা প্রেমলাভের চতুর্থ ক্রম।

৫। নিষ্ঠা

নিষ্ঠা হইয়াছে, ভগবদনুশীলন অধিকতর যত্নের সহিত হইতেছে। সাধুসঙ্গ আরও অধিক যত্নের সহিত হইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়াক্রমে অনর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা উল্লাস লাভ করে। উল্লাস-ভাবপ্রাপ্ত নিষ্ঠার নাম রুচি (১)। রুচিই পঞ্চম ক্রম। কৃষ্ণে রুচি হইলে সর্ব্বত্র অরুচি হইতে থাকে।

৬। রুচি

রুচি অধিক আগ্রহতা লাভ করিলে অধিকতর অনর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম আসক্তি হয়। আসক্তি পর্য্যন্তই সাধন। সাধন সম্পূর্ণ হইল। আসক্তি পূর্ণতা লাভ করিল। তখন জীব কৃতকৃত্য হইয়া গেল। আসক্তি প্রেমোদয়ের ষষ্ঠ ক্রম (২)।

৭। আসক্তি

আসক্তি পূর্ণ হইলে তাহার নাম ভাব, রতি বা প্রেমাঙ্কুর হয়। আসক্তিও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় নাই। ভাব শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা লাভ করে। তখন চিত্তের মাসৃণ্য উৎপাদন করে। ইহাই প্রেমের সপ্তম ক্রম (৩)। ভাব অনন্যমমতা লাভ করিলে প্রেম হয়। ইহাই রসোপযোগী স্থায়ীভাব।

৮। ভাব, স্থায়ীভাব,
৯। প্রেম

---

(১) এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥

(২) তত্রাস্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ।
প্রিয়শ্রবস্যাঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ১।৫।২৫-২৬

(৩) ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরের্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা। ভাঃ ১।৫।২৮
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেতস্যেতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ভাঃ ১।২।১৯
"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

সাধকভক্তগণ সর্ব্বদা নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। তাঁহারা কল্য কি ভাবে ছিলেন, অদ্যই বা কি উন্নতি হইল? কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়া যদি দেখেন যে, ক্রমগতি-অনুসারে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, তবে কোন অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই অপরাধকে নির্দ্দেশ করত তাহাকে পরিহার করিবেন ও সাধুসঙ্গদ্বারা তৎকৃত ক্ষত শোধন করিবেন। অনুক্ষণ অনুশীলন ও শ্রীকৃষ্ণকে আবেদন করিয়া পুনরায় ঐ অপরাধ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন। যাঁহাদের ক্রমোন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের অলক্ষিত ব্যাঘাতক্রমে উন্নতির অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে। অতএব হে সাধকগণ! এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হউন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

ষোড়শ অধিবেশন

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনটী শ্লোকে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই তিনটী বিষয় আলোচনা করেছেন। মহাপ্রভু বলেছেন,—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—'প্রয়োজন'।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সম্বন্ধবিচারে আমরা জানতে পারি যে, সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ বহু ব্যক্তির সহিত কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধ। সম্বন্ধ নির্ণীত হবার পর অভিধেয় বিচার অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ক্রিয়া, এবং সেই ক্রিয়ার ফল প্রয়োজন। এই তিনটী তত্ত্বই ভগবান্‌কে আশ্রয় করে আছে।

বেদশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত বেদপ্রতিপাদ্য এই ত্রিতত্ত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধবিচারে সেই অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ের আলোচনা এবং অভিধেয় বিচারে তাঁর প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজন বিচারে প্রেমভক্তির প্রাপ্তিকে বিচার করেছেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে যে শ্লোকটী আছে, তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত। সেই সেই ভাগবত তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ। ভাগবতনিষ্ঠ জনগণই অভিধেয়বিচারে সুনিপুণ। আর 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' অর্থাৎ প্রেমভক্তিই একমাত্র লভ্য পদার্থ। 'সর্ব্ববেদান্তসারং'—ভাগবত-গ্রন্থকেই সকল বেদান্তের সার অর্থাৎ 'শ্রুতিসার বলা হচ্ছে। বেদান্ত বলতে গেলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে বেদের অন্ত—'চরম' বুঝায়। আর সাধারণতঃ উপনিষদ্‌গুলি—শ্রুতিমৌলি বেদান্ত। সেই বেদান্তের সার হচ্ছেন ভাগবত-গ্রন্থ। তাতে কি আছে? 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণং'—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ একই বস্তু, ভাগবত সেই ভগবদভিন্নবিগ্রহ।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তিন প্রকার ভাষায় সেই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে বলা হয়। কিন্তু ভাষা ভিন্ন হলেও বস্তুটি এক। এই কথা ভাগবতে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রুতি বললেন,—'অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি'—যেটা শুনা যায় নি, সেটী যা থেকে শুনা যায়।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

যিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই সদ্বস্তু—সত্যবস্তু। হে সৌম্য! অগ্রে একটী মাত্র জিনিষ ছিলেন। তাঁ থেকেই অন্য সব প্রকটিত হয়েছে। তিনি জ্ঞানময়—চেতনময় পদার্থ। অচেতন-মিশ্র বিচার তাঁতে নেই। তিনি

অনন্ত—যাঁর অন্ত নেই, সান্ত পদার্থ সমূহের পূর্ণতা যাঁতে আছে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই জীব সকলের উদ্ভব।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্প্যতে॥

সেই অনন্ত বহু অসংখ্য সান্ত সমষ্টি। তাহলে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় জীব-সকল। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যিনি, যাঁকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ বলা হয়, সেটীতে কোন পৃথক্ বিচার নেই। ভাষায় তিন হলেও বস্তুটি এক। যাঁরা পৃথক্ বিচার করেন, তাঁদের বিচারে ব্রহ্মা, আত্মা পৃথক্ বলে নির্ণীত হয়। যেমন জীবাত্মা—ক্ষুদ্রাত্মা, আর বৃহদাত্মা—পরমাত্মা; কিন্তু উভয়ের লক্ষণ এক। ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণাক্রান্ত। তাহলে 'আত্ম' শব্দের অর্থ কি? আত্ম-শব্দে জীব বলে বুঝায় অর্থাৎ সান্ত পদার্থ। ব্রহ্ম বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম। অর্থাৎ বৃহৎ ও আত্মপালনকারী বলে তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। যদি আত্মাকে পৃথক্ জ্ঞান করা যায়, তবে বৃহৎ নন তিনি, ইহাই সাব্যস্ত হয়। উভয়ের লক্ষণ এক, তাতে ভেদ নেই। কিন্তু বৃহত্ত্ব ও অণুত্বে ভেদ স্বীকৃত হয়। শ্রুতি উন্মাদের ন্যায় শব্দ লেখেন নি। প্রত্যেক শব্দের বৈশিষ্ট্য আছে। কেউ যদি বলেন, অদ্বয়জ্ঞানের কথা এরূপ ব্যাখ্যা করি না, তাতে ভাগবত বলছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।"

'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' এই দুইটী শব্দ একই লক্ষণাত্মক। 'ব্রহ্ম' বলতে বৃহৎ ও পালক, আর 'আত্ম' শব্দে যাহা বৃহৎ নহে বা পালক নহে, তাহলে ক্ষুদ্র, পাল্য—ইহাই বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দের বৃহত্ত্ব বোঝার জন্য 'আত্ম' শব্দ। 'আত্ম' শব্দ পৃথক্ হলে আর লক্ষণ এক হলে আত্মলক্ষণে জীবশব্দ তাঁর অংশবিশেষ বুঝায়। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে একটী সূত্র আছে—

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি
দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।"

তাতে বলছেন—'একে'—আথর্ব্বনিক, অথর্ব্ব যাঁদের আলোচ্য, তাঁদের মধ্যে একজন বলছেন। আমরা পড়েছি—

"ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ"

'ব্রহ্মদাসাঃ'—ব্রহ্ম ও ভৃত্যগণ, 'ব্রহ্মদাশাঃ'—ব্রহ্ম ও ধীবরগণ, 'ব্রহ্মমে কিতবাঃ—ব্রহ্ম এবং কিতবগণ। এগুলি অথর্ব্ববেদে আছে। তাতে 'কিতব'

অর্থে ছলনাকারী জুয়োড় বলা হয়েছে। ব্রহ্মের জুয়োড় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ কৈতবযুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ইত্যাদি। ব্রহ্মদাস, ব্রহ্মদাশ ও ব্রহ্মকিতব এই তিনপ্রকার বলা হল। কতকগুলি ভৃত্য, কতকগুলি কৈবর্ত্ত ও কতকগুলি ছলনাকারী কিতব। তাতে জীবপরত্ব সুনির্দ্দিষ্ট হচ্ছে। ব্রহ্মসূত্রে আছে, আথর্ব্বন সূত্রের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণ। একমাত্র 'ব্রহ্ম'কে এক লক্ষণ, ব্রহ্ম নহে যে আত্মা, সেই আত্মাকে ভিন্ন লক্ষণ কেহ মনে না করেন, এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত 'যদ্‌ব্রহ্মৈকত্বলক্ষণং'—এই কথা বললেন। ব্রহ্মসূত্রে 'অংশো নানোপদেশাৎ'—এই সূত্রে যে দাস-দাশ-কিতব বলে কথা আছে, তাতে জানা যাচ্ছে—ব্রহ্ম ও ভৃত্য, আর ব্রহ্মকে যারা কপটতাদ্বারা বিচার করে, তারা। এগুলি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণের পরিচয়—সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মা সমলক্ষণবিশিষ্ট।

বস্তুটি অদ্বিতীয়। তাহলে এই জিনিষগুলি আপনা থেকেই বস্তু নহে, পরন্তু বস্তুর শক্তি বলেই বিচারিত হয়। শক্তির দ্বারাই শক্তিমদ্বস্তুর পরিচয় হয়। আবার শক্তিমানের দ্বারা শক্তি পরিচিত হন। তাহলে উপাস্য উপাসক ভেদ হচ্ছে। শ্রুতি বলেন,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

এই সকল শ্রুতিবাক্যেও আমরা জানি যে,—ব্রহ্ম ও আত্মা পৃথক্। বৃহৎ এবং বৃহৎ নহে,—এই দুইটী বস্তু একপর্য্যায় হলে আর এক-লক্ষণাক্রান্ত কথা বলার দরকার হত না। বস্তুটি অদ্বিতীয় হলেও তাঁর অংশের নানাত্ব স্বীকৃত। অংশ ও অংশী—এরূপ বিচার আছে। শক্তির দ্বারাই বস্তুর বিচার হউক। বস্তুটি অখণ্ড, ব্রহ্মবস্তু খণ্ডিত হবার যোগ্য নয়। খণ্ডিত হলে শক্তি হয়ে যায়। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিচারই হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচারে শক্তিবিচার আপনা থেকেই আসে। বস্তু অদ্বিতীয় হলে তন্নিষ্ঠবিচারে সেব্য-সেবক বিচার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। বহিরঙ্গা শক্তি কিছু অন্তরঙ্গা শক্তি নহে। বহিরঙ্গা শক্তিবিচারে সেব্য-সেবকভাবের বিপর্য্যয়। অন্তরঙ্গা শক্তি শক্তিমত্তত্ত্বের সহিত নিত্যানন্দময় স্বভাববিশিষ্ট।

'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'—একমাত্র কৈবল্য—অব্যভিচারিণী প্রেমভক্তিই প্রয়োজন। প্রয়োজনতত্ত্বে সাধনভক্তি ও ভাবভক্তির বিচার নহে। প্রেমের

দ্বারা যে সেবা, সেই কেবলা ভক্তি—অব্যভিচারিণী ভক্তি—প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

যিনি গুরু এবং উপাস্যদেবে তদাত্মক—'ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ' বিচার করেন, তাঁর একলক্ষণ বিচার হয়। সেবকের ও সেব্যের কার্য্য পৃথক্ হলে অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত হয়। সেবকের ক্রিয়া আলাদা, সেব্যের সেবক-গ্রহণ আলাদা, এরকম ধরণের কথা নয়। অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানের ব্যভিচার নেই। সেব্য-সেবকের একটাই কাজ। প্রভু ভৃত্যের যে সেবা গ্রহণ করেন, তাহা উভয়ে সমতাৎপর্য্যপর হলেই সম্ভব হয়। অদ্বয়জ্ঞান না হলে সেবা হয় না। ইনি এক দিকে গতিশীল, উনি অন্যদিকে—এরকম বিচার নয়। বর্ত্তমানে আমাদের চিত্তবৃত্তি ভগবানকে ছেড়ে মায়ার প্রভু হবার বাসনা বিপরীত গতিবিশিষ্ট; কিন্তু মায়ার প্রভু হবার বাসনা ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাস্যই একমাত্র প্রয়োজনীয়। এটিই লভ্য—প্রেমা। যাতে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তাতেই প্রীতি—এতে কোন বৈষম্য নেই। এখানেই অদ্বয়জ্ঞান।

"ঈশাদপেতস্য"—'ঈশ্বর' পদার্থ হতে 'দাস' পদার্থের ভেদ উপস্থিত হলেই অসুবিধা। প্রভুর মনোঽভীষ্টপূর্ত্তি ছাড়া যখন দাসের অন্য কার্য্য হয়েছে, তখনই তার দুর্ব্বুদ্ধি এসে গেল। 'বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ'—"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি"—এই বিচারটার বিপর্য্যয় উপস্থিত হল। যেটা উল্টে যায়, তার যে স্বভাব তার ব্যত্যয় হলে গোলমাল হয়ে গেল। কৃষ্ণস্মৃতি বিপর্য্যয় হতেই অস্মৃতি। তাতে বলছেন—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হতেই ভয়। অভয়ই ভক্তির ফল। আমাকে প্রভু রক্ষা করবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নেই। তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, তিনিই বড়, তাঁর অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা করবেন—আর অন্য রক্ষক আমার নেই (বৃহত্ত্বাৎ, বৃংহণত্ত্বাৎ) এইটি ভক্তির বিচার। যখন অন্যের নিকট থেকে ভীতি আসছে, তখনই জানতে হবে, তার দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্যপথ আছে, এটাই ব্যভিচার। অস্মৃতি আসার দরুণ গুরুদেবকে সেবা করার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হয়েছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচালনা-ফলে জড়ভোগ আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ করায়। ভীতি হতেই স্মৃতিনাশ।

"স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

আমার নিত্য চেতনময়, আনন্দময় ও জ্ঞানময় প্রভু তিনি; আমি তাঁর

নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, একথা ভুলে তাঁর আনন্দবিধানের পরিবর্ত্তে নিজে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। জড়ে মগ্ন হয়ে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটীর বিনাশ হওয়াই প্রয়োজন মনে করছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্যপ্রভাবে আনন্দের জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বসূত্রে এই যে অমঙ্গল এসে পড়ছে, তা বিনষ্ট হওয়া দরকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী পদার্থের মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্মাত্মৈকলক্ষণ না হলে ভেদ এসে উপস্থিত হল। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয় পদার্থ সেরূপ ভেদজাতীয় হলে অদ্বয়জ্ঞানের বিনিময়ে জড়ভোগাত্মক চিন্তা দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা এল। তাকে শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করব না; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব মায়া বা বিকারবাদ নহে। তাহলে ব্রহ্ম হতে পৃথক্ আর একটী বস্তু-কল্পনায় ব্রহ্মজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনিষটা ভীতিকারক ক্ষণভঙ্গুর দ্বিতীয় বস্তু বিশ্ব হয়ে গেল। বিশ্বে ভয় আছে। যে কাল পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজবস্তু ত্যাগ করে অক্ষজবস্তুর সেবা বা ভোগ করতে দৌড়াই, ভক্তিমান না হয়ে নিজেকে সেব্য জ্ঞান করি, তৎকাল পর্য্যন্তই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষণ আছে—এটা ছেড়ে দিলেই ভেদ বিচার এসে যায়—ব্যভিচার অভক্তি এসে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর বস্তু হতে আমি পৃথক্, এই বুদ্ধি হলেই সর্ব্বনাশ হল, ভক্তিরাহিত্য এসে ভোগী বা ত্যাগী হয়ে পড়লাম। পরমেশ্বর ভোগ্য পদার্থ নন, তিনি সেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ। অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। (ক্রমশঃ)

হরিভক্ত্যাশ্রয়ই কর্ত্তব্য

প্রত্যেকেরই একটা না একটা কর্ত্তব্য আছে। যে যে অভিমানে অবস্থিত, তাহার সেই রকম ধরণের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হয়। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে,—পুত্র পিতার সেবাকে, স্বামী স্ত্রীর সেবাকে, স্বাধীনতালাভেচ্ছু ব্যক্তি দেশ সেবাকে, বিষয়ী বিষয়ের সেবাকে, জ্ঞানী জ্ঞানালোচনাকেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু যেখানে চেতনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, বিশুদ্ধ চেতন যেখানে পূর্ণ বিশুদ্ধ চেতনের সেবা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উন্মত্ত হইয়াছে সেখানে পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা ছাড়া অণুচেতন জীবগণের অন্য কোন কৃত্য দেখা যায় না। কোমলহৃদয়া চপলস্বভাবা আমাদের ভাবী জননীগণের হৃদয়ে পুত্রস্নেহ বা পতিভক্তি থাকিলেও যেমন তাহা স্নেহের পাত্র পুত্র এবং

ভক্তির পাত্র পতির অভাবে শিশুকালে প্রকাশ পায় না, চেতনের বৃত্তি পরানুরাগও সেইরূপ জীবের একমাত্র সেব্যপাত্র হরিগুরু-বৈষ্ণবসঙ্গের অভাবে জাগরিত না হওয়ায় কৃষ্ণদাস অভিমানের পরিবর্ত্তে অন্য অভিমানানুযায়ী জীবগণ নিত্য নূতন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আপনাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলে। এমতাবস্থায় শান্ত, প্রকৃতিস্থ সাধুর সঙ্গ না করিলে আমাদের আর উপায় কোথায়?

যেখানে চেতন চেতনের সেবা করিতেছে—যেখানে বৃহচ্চেতনের প্রতি খণ্ডচেতনের অনুরাগ বা প্রীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেইখানেই ভক্তির প্রকাশের কথা উঠিলে তাহা বিড়ম্বনাই জানিতে হইবে। এই ভক্তিতে পূর্ণানন্দ বিরাজিত আছে। তাই ভক্তির অপর একটী নাম অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতবস্তু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করিতে সামর্থ বলিয়া শ্রীভক্তিদেবী এই আখ্যায় অ্যাখ্যাত হইয়াছেন। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট জীবমাত্রেই আনন্দরসময়ধাম শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলিয়া সকলেই আনন্দ প্রয়াসী। কিন্তু এই প্রহেলিকাময় প্রাপঞ্চিক মরজগতে আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-প্রপীড়িত ও অনাত্তিসাগরে নিমগ্ন ভব মহাব্যাধিগ্রস্ত মায়ামুগ্ধ বদ্ধ জীব আমরা সুখ পাইতেছি না বলিয়া অবিমিশ্র চিরশান্তির আশায় লালায়িত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছি। তাই সুখাভিলাষী আতুর আমাদের হৃদয়ে বিভিন্ন মার্গের ধর্ম্মকথা স্থান পাইয়া আমাদিগকে নানা অস্থায়ী কর্ত্তব্যের অনুগত ও অধীন করাইতেছে। তাই আমরা কেহ কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ যোগ, কেহ নানা দেবদেবী উপাসনা, আবার কেহবা মাতা-পিতার সেবা বা স্বজন-বান্ধবগণের প্রীতি উৎপাদন করা, স্বদেশ সেবানুষ্ঠান কার্য্যকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া সেগুলিকে আমাদের কর্ত্তব্য, বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতেছি। কিন্তু ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা হইতে উত্থিত এই চেষ্টা হইতে ঐ সকল অনুষ্ঠান সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যে উহা কিঞ্চিন্মাত্রও জীবের আত্মমঙ্গলকর না হইয়া বৃথাশ্রমেই পর্য্যবসিত হইতেছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই সর্ব্ববেদান্তসার, কৃপাময়, সর্ব্বজীববন্ধু শ্রীমদ্‌ভাগবত নির্ভীককণ্ঠে বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মঃ অনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

এ জগৎ পাপপুণ্যে ভরা। ইহা জড় হওয়ায়—প্রাকৃত হওয়ায় এখানে পাপপুণ্যাতীত ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত চেতনবৃত্তি ভক্তির কথা নাই। তাই এ জগতের প্রায় শতকরা শতজনই বিষয়ী—ভোগী বা ত্যাগী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥"

যাহারা পাপী তাহারা দুঃখে কষ্টে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ভোগ করিতেছে, আর যাহারা পুণ্যবান্ তাহারা মহামায়ার কপট কৃপা লাভ করত ধনজনাদি প্রচুর পরিমাণে পাইয়া অনিত্য সুখভোগে মত্ত হইয়া অহঙ্কার করিতেছে। কিন্তু ন্যায্য কথা বলিতে গেলে ধনীই হউন বা দরিদ্রই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, রাজাই হউন বা প্রজাই হউন, পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন, বালকই হউন বা বৃদ্ধই হউন এ জগতে কেহই প্রকৃত সুখী নহেন; এমন কি ধনজন পাণ্ডিত্যালঙ্কারে বিভূষিত হইলেও জীবের আশার শেষ নাই—প্রকৃত অবিমিশ্র আনন্দের এককণা লাভ করা ত' দূরের কথা, তাহার কোটাংশের এক অংশেরও মুখদর্শন করিবার সৌভাগ্যও তাহার হয় না। যে ভক্তিসুখের নিকট ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছীকৃত, কৈবল্যসুখ নরকতুল্য, চিদাত্মায় অনুভবনীয় যে সেবানন্দ নিত্য নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণসুখবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মোল্লাসে তরঙ্গায়িত হইতেছে তাহার অতুল মহিমা সেবাসুখমগ্ন বৈষ্ণবগণই জানেন। সেকথা বলিবার সামর্থ্য আমার ন্যায় দুর্ম্মুখের নাই। তবে শ্রৌত-পন্থীসূত্রে বামন হইয়া চাঁদধরার ন্যায় গুরুকৃপালাভের দুরাশা পোষণ করিতেছি মাত্র।

এই সংসার একটী রঙ্গমঞ্চ। এই সংসার রঙ্গমঞ্চে জীবগণ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যেরূপে কর্ম্ম করিয়াছিল সে সেইরূপ ভাবে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ মানব, কেহ পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন অভিনয় করিতেছে। আবার ইহজন্মে যে যেরূপ কার্য্য করিয়া যাইবে ভাবী জন্ম-জন্মান্তরেও সে সেরূপভাবেই স্ব-স্ব ভোগবাসনার উপযোগী দেহ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলগুলি ভোগ করিতে থাকিবে। সুতরাং সময় বুঝিয়া চলা উচিত নহে কি? রৌদ্র থাকিতে শস্য শুকাইয়া রাখা কর্ত্তব্য নয় কি? জীবন থাকিতে থাকিতেই পরজন্মের কথা চিন্তা করা একটু বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে কি? কর্ম্ম করিয়া ফাঁকি দেবার উপায় নাই, একথা যেন আমাদের সতত মনে থাকে। কথায় বলে, 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল'। সুতরাং নিজের জন্য কোন কিছু করিলে যখন কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে তখন অনর্থময় কর্ম্মফলের হস্ত হইতে—বিপজ্জনক স্ত্রী সহবাস-সুখ, পুত্র মুখদর্শনসুখ বা স্বর্গসুখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিজার্থে কর্ম্ম

পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্থে কর্ম্ম করা উচিত নহে কি? এই যে কৃষ্ণার্থে কর্ম্ম বা কৃষ্ণসুখার্থে চেষ্টা, ইহা কর্ম্ম নহে—ভক্তি। তাই বলি, এইজগতে কর্ম্ম ছাড়িয়া ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয় বা মঙ্গল-সরণী নহে কি? ঋতু-সমাগমে ঋতু চিহ্নসকল যেমন আপনা আপনি দেখা দেয়, প্রাক্তন কর্ম্মসকলও সেইরূপ যথাকালে আপনা আপনি দেহধারিগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস একস্থানে বিচরণ করিয়াও দুগ্ধপানকালে যেমন আপন আপন মাতাকে লাভ করিয়া, থাকে, কর্ম্মফল-ভোগ সম্বন্ধেও কতকটা তদ্রূপই। আমরা যে-সকল কর্ম্ম করি সেই সকল কর্ম্মে সাক্ষ্যস্বরূপে সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, পবন, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, পৃথিবী এবং ধর্ম্ম সর্ব্বক্ষণই বিরাজ করিতেছে। ইহাদের চক্ষুর অন্তরালে দুষ্কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম করিবার উপায় ত' নাই—উপরন্তু সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বতঃচক্ষু, পাপপুণ্যফল-দাতা ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বত্র সতত বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। সুতরাং আমরা ফাঁকি দিব কাকে?

আমরা চেতন। কেহ বিশ্বাস করি বা নাই করি আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক, সুতরাং জগৎ-পিতার সেবা ছাড়া—ভগবদ্ভক্তি ছাড়া অমৃতের পুত্র আমাদের আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? তাই বলি, যদিও বর্ত্তমানে আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছি অর্থাৎ আমাদের শ্রেয়োবিষয়ে—সেবা-বিষয়ে রুচি নাই তথাপি এই প্রকৃত কর্ত্তব্য ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা যে একান্ত উচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা কেহ ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারি বা নাই পারি, আমাদের জানিয়া রাখা দরকার বা শুনিয়া রাখা দরকার বা শুনিয়া রাখা উচিত যে চেতন আমাদের পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা ছাড়া—ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না। ইহাই আমাদের প্রথম কথা। কিন্তু এই কথাতে তৃপ্তি না হইয়া যদি কেহ কেহ আরও তৃষ্ণার্ত্ত হন তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করুন, আমরা যে পরমহংস সাধুগণের কৃপালাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, সেই গৌড়ীয় মঠবাসী সাধুগণের দুর্ল্লভ সঙ্গলাভের যত্নপর হউন; ইহাই আমাদের দ্বিতীয় কথা। এতদ্ব্যতীত বন্ধুবর্গের নিকট বলিবার অনেক কথা আমাদের হৃদয়ে আছে। কৃষ্ণেচ্ছা হইলে তাহা ক্রমশঃ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে পারিবে, তবে ভগবানের সেবা ছাড়া—মহাপ্রভুর সেবা ছাড়া—গুরুদেবের সেবা ছাড়া জীবের আর কোন মঙ্গলের রাস্তা নাই—পূর্ব্বোক্ত কথারই এতাদৃশী পুনরুক্তি করিয়া আজ আমরা বিদায় হইতেছি।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৮০ পৃষ্ঠার পর]

মহাজন শাস্ত্রে শিক্ষা ক্রমপথ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে নাম অপরাধ ছাড়ি' ॥
সেরূপ বৈষ্ণব ক্রম করিয়া বিচার।
সেবা-মৈত্রী-দয়া-দীক্ষা-শিক্ষা-ব্যবহার ॥
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তভ্রম হয়।
তাই মহাজনপথ বুদ্ধিমান লয় ॥
নামাশ্রয় ক্রমপথ সদ্‌গুরু যে জন।
শ্রদ্ধাবানে উপদেশ দেন মহাজন ॥
সত্য সত্য জানিয়াছি হরিনাম সার।
গতি পতি হরিনাম অন্য নাহি আর ॥
অন্য যুগে ভিন্নোপায়ে পায় প্রেমধন।
এ কলিতে কিন্তু নহে সম্ভব কখন ॥
কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
শ্রীচৈতন্যবাক্য এই সর্ব্ববেদ সার ॥
সর্ব্ববেদ শাস্ত্রে দেখি নামের মহিমা।
নামবলে লভে জীব মহিমার সীমা ॥
সাধন সে হরিনাম, নাম সাধ্য ধন।
অনায়াসে লভে প্রেম নামাশ্রিত জন ॥
নামগানে স্বল্প মানি অন্য অঙ্গ সাধে।
সর্ব্বফল নাহি পায় নাম অপরাধে ॥
নাম চিন্তামণি জীবে সর্ব্বফল দেয়।
হেন নাম ত্যজি' মূঢ় করে অন্যাশ্রয় ॥
নাম কৃপা করি প্রকাশয় রূপ-গুণ।
আপন ভজনে জীবে করে সুনিপুণ ॥

গোপীদেহ দান করে প্রেমেতে ডুবায়।
শ্রীনাম ভজিয়া পায় যেই যাহা চায়॥
দশ অপরাধ ছাড়ি' নির্জ্জনে বসিয়া।
নিরন্তর করে নাম আদর করিয়া॥
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।
অতি সত্য জানিবে এ গৌরাঙ্গ বচন॥
জয় জয় নামানন্দ মুরারি মুকুন্দ।
বিরমিত ধ্যান পূজা বর্ণাশ্রম দ্বন্দ্ব॥
মধু হৈতে নাম অতি সুমধুর হন।
পরম অমৃত মোর জীবন ভূষণ॥
জয় জয় কৃষ্ণনাম ভুবন মঙ্গল।
নাম-রূপ-গুণ-লীলা অভিন্ন সকল॥
নামের শ্রবণে হয় রূপের উদয়।
রূপের শ্রবণে নামে গুণ প্রকাশয়॥
গুণের শ্রবণে নাম পরিকরময়।
এ চারের শ্রবণে লীলাস্ফূর্ত্তি হয়॥
শুদ্ধ নাম সেবে যেই ক্রমপথ ধরি'।
বিশুদ্ধ সেবক সেই তারে করে হরি॥

কবে কৃষ্ণ কৃপা হবে, আমার দুর্দ্দৈব যাবে,
ঘুচিবে অন্তর অবসাদ।
কৃষ্ণ-রাম নাম গানে, কৃষ্ণ নামামৃত পানে,
পাইব শ্রীকৃষ্ণ সেবাস্বাদ॥
অনুকূল হবে বিধি, পাব কৃষ্ণ গুণনিধি,
সঙ্গে গোপী, শ্রীরাই কিশোরী।
হেরি রূপ অপরূপ, চিদানন্দ রসকূপ,
মত্ত হব সংসার পাশরি'॥
কৃষ্ণ কৃপা আশা করি', আছি কৃষ্ণনাম ধরি',
কবে হবে কৃপা দীন প্রতি।
দিন মোর বৃথা যায়, কৃপা না পাইনু হায়,
নাম মোর একমাত্র গতি॥

—শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ

দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গের প্রভাব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠার পর]

ঋষিবর দুই বন্ধুকে বিদায় দিয়া নদীতে স্নান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক-তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সন্তাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে প্রশান্ত ও অশান্ত উভয়ের চরিত্রে এ কয়দিনে যে কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা লইয়া উভয়ের পিতা-মাতা চিন্তিত হইয়া তাহাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বুঝিলেন,—"আমাদের পুত্র অন্যান্য ছেলের ন্যায় সাধারণ সমালোচনার উপযুক্ত কোন অপ্রত্যাশিত পথে গমনাগমন করিয়া বৃথা কালহরণ করিতেছে না।" বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাহাদের দুই বন্ধু সম্পর্কে এবম্বিধ প্রত্যহ ধর্ম্মচর্চ্চাদি বিষয় অবগত হইয়া ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতে সাধুসঙ্গ অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলিয়া তাহাদের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু উভয়ের পিতামাতার হৃদয়াভ্যন্তরে একটী ভয়ও দানা বাঁধিয়া রহিয়া গেল।

কাল নিয়মে বহিয়া চলিয়াছে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বন্ধুদ্বয় অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহরির অপ্রাকৃত রূপ-গুণ ও লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে কামনা-বাসনারূপ মল হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ কিন্তু বাস্তব। তথাপি এমন সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া যাহারা হেলায় হারায় বা অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে আগ্রহী নহে, তাহারা কোনদিনই বাস্তব কল্যাণ লাভ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন না।

জড়ের মধ্যে জীবনের চিহ্ন যেমন অনুপস্থিত, জড়ের মধ্যে শান্তিও তেমন অবাস্তব। এই প্রকার জড়বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্ররূপী শান্তিনিকেতনে প্রাপ্ত বিদ্যা জীবকে তাই শান্তি দান করিতে অক্ষম। কারণ,—"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব"; অতএব উহা অশান্তির সূতিকাগার। সেখানে সৎশিক্ষা (কৃষ্ণকথা) নাই; শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে, তাহা অবিদ্যা—যাহা জীবকে সত্যবিমুখ হইতে প্ররোচণা দান করে। অতএব বিদ্যার মুকুটস্বরূপ ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া এই সমাজে জীব অশেষ প্রকারে দুর্গতিময় রূপ প্রদর্শন করিয়া ফিরিতেছে। মানুষ তাই প্রকৃত শান্তির নিকট পৌঁছাইতে অক্ষম বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়াছে। তাহারা আজ অসত্যকে সত্য, উচিতকে অনুচিত ও উত্তমকে অধম বলিয়া চলিয়াছে। তাহারা সত্যই ভ্রান্ত আজ। প্রশান্ত ও অশান্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া শান্তিনিকেতনের বিদ্যা-সীমায় গণ্ডীবদ্ধ না থাকিয়া

মনযোগ-সহকারে জীব-তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বাদিতে চিন্তা সন্নিবিষ্ট করিয়া হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

চতুর্থ দিবস। বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠ সমাপন করিয়া অপরাহ্ণে দুই বন্ধু নদীর কূলে সন্তাশ্রমের দিকে চলিল। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে ঋষিবরকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান রহিল। 'কৃষ্ণে মতি হউক'—বলিয়া ঋষিপ্রবর উভয়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া স্নেহের সহিত তাহাদিগকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া তাহারা করযোড়ে বলিল,—"আপনার কথিত জীবের সংসার চক্র ও ঈশ-ভক্তি প্রভাবে জীবের পরম কল্যাণাদি শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, মনে করিতেছি। এখন আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জীবের মুক্তির উপায় সম্পর্কে উপদেশ দানপূর্ব্বক সকল সন্দেহ দূর করুন—এই নিবেদন।"

উত্তরে ঋষিপ্রবর শাস্ত্রবাক্যাদির উদ্ধৃতি দান করিয়া বলিলেন,—"মায়াময় এই প্রকৃতি। 'মায়া' অর্থাৎ সত্ত্ব-রজাদি ত্রিগুণ। ইহার কেন্দ্র বিন্দুই সংসার। যেহেতু মায়া শুধুমাত্র এই জড়া প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ বস্তু-বিষয়ক, এই কারণে শাস্ত্রে ইহার অবরতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা—মায়ার দুই বৃত্তি জগজ্জীবকে শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমলাভে বঞ্চিত করিয়া সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত জীব মায়ার এই প্রকার অভদ্র স্বভাবকে মনে গর্হণ এবং তাহার সঙ্গকে পরিহার করিতে অভ্যস্ত না হয়, ততদিন মায়াও তাহাকে পরিত্যাগ করে না।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ (ভাঃ ১।৭।৪৫)

সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত হইলে জীব সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অন্তর্গত প্রাকৃত বলিয়া অভিমান করে। এই মিথ্যা অভিমান মায়ারই দান। জীব মায়াগ্রস্ত হইয়া চারিপ্রকার অনর্থের (১) অসৎতৃষ্ণা, (২) হৃদয়দৌর্ব্বল্য, (৩) স্বরূপ-বিভ্রম ও (৪) অপরাধের কবলে পড়িয়াছে। অনন্তকাল স্বরূপভ্রান্ত জীব গোবিন্দ-চরণ সেবা ছাড়িয়া থাকার অপরাধহেতু মায়াদেবী তাহাকে এই চারিপ্রকারে দণ্ডদান করিয়া থাকেন।

মায়াদেবী তাঁহার প্রভু শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছায় এই জগতে দেশ-কাল-পাত্র-দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জীবগণকে শাসন করিতেছেন। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময়

ক্ষেত্রে জীব দেহাভিমান দোষে দুষ্ট। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারময় সূক্ষ্মদেহ; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমময় স্থূলদেহ; রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ—এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌রূপ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ দেহের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি লইয়া মোট এই ২৪টী মায়িক তত্ত্বময় জীবদেহ। পুনঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়্‌রিপুদ্বারা ত্রিগুণময় প্রকৃতিতে আত্মবিস্মৃত জীব সর্ব্বদা দ্বিতীয়াভিনিবেশে পতিত হইতেছে। অর্থাৎ ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত না হইয়া মায়িক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপে জীব সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছে। জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, পরিণাম ও বিনাশপ্রাপ্তি এই ছয়প্রকারে বিকারগ্রস্ত হইতেছে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে জীবসমূহ দেব-দেবী, ঋষি-মুনি, দৈত্য-দানব, বিদ্যাধর-চারণ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, ভূত-প্রেত এবং ভূলোকে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক মোট ৮৪ লক্ষ জন্মের কথা বলা হইয়াছে। এ-সকল লোকসমূহে জীব কর্ম্মাধীন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইতেছে।

মায়াদেবী হরিসেবোন্মুখ জীবগণকে ক্লেশদান হইতে সর্ব্বদা বিরত। আর যাহারা হরিবিমুখ, প্রাকৃত অহংকারে চালিত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তা অভিমান করিয়া অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মে চালিত হয়, তাহাদিগকে কালচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে চালিত জীবগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বিবিধ ফললাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র নিবৃত্তিমার্গের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। মনুবাক্য (৫।৫৬) যথা,—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" অর্থাৎ মানবগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক দ্বিবিধ যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তন্মধ্যে নিবৃত্তিই মহাফলদায়িনী। প্রবৃত্তির জন্য জীব-হিংসাদি পশু-প্রবৃত্তির উদ্ভব।

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।৪৭)

অর্থাৎ হস্তহীন পশু প্রভৃতি জীবগণ হস্তযুক্ত মানবাদি জীবগণের, পদহীন তৃণাদি চতুষ্পদ পশুগণের এবং ক্ষুদ্রজীব আবার বৃহৎ প্রাণীগণের খাদ্য। এইরূপে এক জীব অপর জীবের জীবিকা। এতদুভয় সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ দ্বিবিধ কর্ম্ম বৈদিকম্।
প্রবৃত্তেনাবর্ত্ততে নিবৃত্তেন পরমামৃত-সুখম্ ॥"

শাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বীকৃতি আছে। প্রবৃত্তি জীবগণকে সংসারবর্ত্তে নিক্ষেপ করে এবং নিবৃত্তি জীবগণকে সাধুসঙ্গে হরিভজনের প্রবৃত্তি দানমূলে অমৃতলোকের সন্ধান দান করিয়া থাকে।

নিবৃত্তির উদয়ে সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভোগে অশ্রদ্ধা বা বিরাগ জন্মে। শ্রীহরিতে বিশ্বাস এবং ভক্তসঙ্গ তাহাকে দীক্ষা-শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান করে। এই সময় জীব গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবাদ্বারা প্রকৃত আত্মকল্যাণ সাধন করিতে সক্ষমতা অর্জ্জন করেন। এইভাবে ভগবৎকৃপায় চিদ্বল লাভ করিয়া ভজনশীল জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পায়।

গীতায় (৭।১৪) শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন,—

দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

অর্থাৎ আমার মায়া দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু আমাতে যে প্রপত্তি স্বীকার করে, সে-সকল জীব সহজে এই বিরাট্ মায়াসাগর পার হইতে সক্ষম হয়। ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

হে অর্জ্জুন! তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় পার্থিব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব-প্রকার পাপ হইতে রক্ষা করিয়া আমার সেবারূপ মুক্তি দান করিব।

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃনাং পিতৃনাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥"
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ হে রাজন্! যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবই সকলের মূল—এই জ্ঞানে শ্রীমুকুন্দের অভয় পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, মুনি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর সকল মনুষ্যগণের কাহারও নিকট ঋণপাশে বদ্ধ নহেন।

শাস্ত্র বলেন,—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

যে-সকল ব্যক্তি নিজ পিতা জগদীশ্বরের ভজন না করে পরন্তু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃ-দ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

শাস্ত্র বলিতেছেন,—শ্রীমুকুন্দের শরণ লইয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলে, তাঁহাকে অনুক্ষণ ভক্তিভরে হৃদয়ে ধারণ করিলে, ভবভীত জীবসমূহ এই সংসার হইতে অবলীলাক্রমে উদ্ধার পাইবেন।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া সেদিন বন্ধুদ্বয় অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ঋষিবরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমাদের আপনার মুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন, আমাদের এখন কোন্ বিষয় জ্ঞাতব্য রহিল ? আমরা অজ্ঞ ও মূর্খ। আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলিলে কৃতার্থ হইব।" ঋষিবর তাহাদের নির্ম্মল হৃদয় এবং সরলতার পরিচয় লাভ করিয়া খুশী হইয়া বলিলেন,—"হে শ্রদ্ধাবান্ বৎসদ্বয়! তোমাদের আচরণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি তোমাদের ভগবদ্ভক্তি-পথের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণার জন্য সময়ান্তরে (১) সম্বন্ধ (২) অভিধেয় ও (৩) প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।"

অশান্ত ও প্রশান্ত তাহা শ্রবণ করিয়া ঋষিপ্রবরকে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিল। উভয়ে তাঁহার অনুমোদন লইয়া সেদিনের মত গৃহাভিমুখে গমন করিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

জীবের প্রকৃত কর্ম্ম কি ?

এই মায়াময় সংসারে কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন উদিত হইলেই অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম সম্বন্ধেও প্রশ্ন আসিয়া যায়। কাহাকে সৎকর্ম্ম বলে, কাহাকে বিকর্ম্ম বলে ও কাহাকে অকর্ম্ম বলে তাহা স্থিরীকরণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগেরও মোহ উপস্থিত হয়। বদ্ধজীবসকল মানবের প্রকৃত কর্ম্ম কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। কর্ম্মের তত্ত্ব অতীব নিগূঢ় ও অতিশয় দুর্গম। তজ্জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ (গীঃ ৪।১৬)

জীবের সকল কর্ম্মের ফল সমান নহে। বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কর্ম্ম এই তিন শ্রেণী কর্ম্মের ফলও ভিন্ন ভিন্ন। ন্যায়-নীতি-আদর্শবিহীন পাপকর্ম্ম বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্মকেই বিকর্ম্ম বলা হইয়াছে। নরকাসুরাদির মত অন্যায়, দুর্নীতি ও আদর্শবিহীন আচরণ, পরস্ত্রী হরণাদি কর্ম্মই বিকর্ম্ম নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। বিকর্ম্মের ফল সকল সময়েই অশান্তি ও দুঃখদায়ক। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানকেই শাস্ত্র 'অকর্ম্ম' বলিয়া জানাইয়াছেন।

আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতিপালন, মানুষকে পথ্য, ঔষধ, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষাদি প্রদান প্রভৃতি শুভাশুভ কার্য্যসমূহকে শাস্ত্রে গৌণ বা নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়াছেন। অনিত্য বস্তুর উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ কর্ম্মসমূহ সাধিত হইতেছে। তজ্জন্য ইহাদের ফলও অনিত্য ও অশান্তিদায়ক। পরলোকগত পিতামাতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে জগতের লোক গয়ায় গিয়া থাকেন। গয়াতে পিণ্ডদান করিলে মৃতব্যক্তি ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকেন। এই পিণ্ডদান কার্য্য স্বয়ং ভগবান্‌ও জীবজগতের শিক্ষার জন্য আচরণ করিয়াছেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র, কলিতে স্বয়ং শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গয়ায় গিয়া পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই জীবের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। কিন্তু ইহাদ্বারাও জীবের প্রকৃত আত্মকল্যাণ হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মের গতি অতীব দুর্গম। এ সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ (গীঃ ৪।১৭)

এ জগতে বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। জগতের লোক সাধারণতঃ ন্যায়, নীতি ও আদর্শযুক্ত কর্ম্মকেই সৎকর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ইহা কেবল আভিধানিক অর্থ। কিন্তু পারমার্থিক অর্থ পৃথক্। 'সৎ' শব্দের দ্বারা ত্রিকাল সত্য প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত জগতে সকল জড়বস্তুরই ধ্বংস অনিবার্য্য। ধ্বংসশীল ক্ষুদ্র বস্তুর সেবা বা কর্ম্মের ফলও ধ্বংসশীল ও দুঃখদায়ক। কিন্তু চেতনের চেতন, নিত্যের নিত্য, যিনি এক হইয়াও বহুরূপী হইতে পারেন, সেই পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবাই একমাত্র সৎকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। মনুষ্যদিগের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্, যিনি কর্ম্মে ও অকর্ম্মে কর্ম্মদর্শন করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্কাম অর্থাৎ কামনাশূন্য কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্ম্ম কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ অকর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগই তাহার নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান অর্থাৎ

সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্মী নন। অকর্ম্ম ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ (গীঃ ৪।১৮)

বদ্ধ ও মুক্ত-বিচারে দুইপ্রকার জীবের কর্ম্মও দুইপ্রকার। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কর্ম্মই বদ্ধজীবের মুখ্য কর্ম্ম। পরম-মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ অহৈতুকী সেবাই মুক্তজীবের প্রধান কর্ম্ম। জীব ক্ষণকাল কর্ম্মশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিসিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল করিতে থাকে। চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিলেও সেই ব্যক্তি মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের বাসনা করিতে থাকে। তজ্জন্য তাহাকে 'মূঢ়' বা 'মিথ্যাচার' বলা যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (গীঃ ৩।৫)
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (গীঃ ৩।৬)

বদ্ধজীবসকল নিজের সুখের জন্য মায়ামরীচিকার পিছন পিছন বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত ধাবিত হইতে থাকে। মরুভূমির মধ্যে মরীচিকা যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রলোভিত করে এবং সর্ব্বশেষে তাহার প্রাণ বিনাশ করে, তদ্রূপ বদ্ধজীবসমূহ কর্ম্মের মাধ্যমে এই ত্রিপাপ দগ্ধীভূত জগতে শান্তির সন্ধান করিতে করিতে সর্ব্বশেষে অশান্তিকেই বরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ভাগবতে এ সম্বন্ধে নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥ (ভাঃ ১১।৩।১৮)

মায়াবদ্ধজীবের কৃষ্ণ-স্মৃতিজ্ঞান নাই বলিয়া পরমকরুণাময় ভগবান্ জীবের আত্মকল্যাণার্থ বেদ, পুরাণ, গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র এ জগতে প্রদান করিয়াছেন ,—

"মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥"

শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধাত্মক কর্ম্মকেই প্রকৃত কর্ম্ম বলে। শাস্ত্রীয় বিধি

পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি যথেচ্ছভাবে কর্ম্মাচরণ করেন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করিতে পারেন না; তিনি পাপী ও আত্মঘাতী। গীতায় পাওয়া যায়,— যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ (গীঃ ১৬।২৩)

এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে যাঁহারা প্রকৃত সুখ এবং শান্তি লাভের জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদের জীবনের সমস্ত কর্ম্মই ভগবদুদ্দেশ্যেই করিতে হইবে। ভগবদর্পিত কর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বা 'যজ্ঞ' বলে। 'যজ্ঞ' বা নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীঃ ৩।৯)

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবসকলকে সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—যাহা করা হউক, যাহা ভোগ করা হউক, যাহা হবন করা হউক, যাহা তপস্যা করা হউক তৎসমুদয় শ্রীভগবানে অর্পণ করা হউক। যথা,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীঃ ৯।২৭)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভাগবতে বলিয়াছেন,—অকাম, সকাম, মোক্ষকাম ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের তত্তৎ কর্ম্মসমূহ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে পুরুষোত্তম ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় তত্তৎ কর্ম্মিগণ "সৎকর্ম্মী"-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভাগবতে আরও বলিতেছেন, ভগবানে কর্ম্মার্পণ না করিলে, তপস্যাপরায়ণ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্ম্মিগণ, প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিগণ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্ত্তৃগণ, মনস্বী বা যোগিগণ, জপপরায়ণ ব্যক্তিগণ অথবা সদাচারিগণের কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। যথা,—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।

ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

(ভাঃ ২।৪।১৭)

প্রাণ-বুদ্ধি-অর্থ ও বাক্যদ্বারা পরের উপকার করিতে হইবে। ভাগবতে ইহা প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রজে প্রখর নিদাঘ রবি-কিরণে

বৃক্ষগণ স্বকীয় ছায়াদ্বারা ছত্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীসকলকে বলিয়াছেন,—ব্রজের বৃক্ষসকল স্বয়ং বাত-বর্ষা-রৌদ্র সহ্য করিয়া ব্রজবাসীসকলের জন্য ছায়া প্রদান করিয়া থাকে। সজ্জনগণের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ কখনও বিমুখ হইয়া নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, পুষ্পাদি গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম এবং পল্লবাদির অঙ্কুর প্রদানে সকলের অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকে। ইহলোকে প্রাণ, ধন, বুদ্ধি, এবং বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা প্রাণিগণের মঙ্গল-সাধনই জীবের একমাত্র 'সৎকর্ম্ম' বলিতে হইবে। যথা,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ (ভাঃ ১০।২২।৩৫)

শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল লৌকিক কর্ম্মকেও জীবের প্রকৃত কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এ জগতে সাধারণ মানবকুল যে-সকল লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহা সৎকর্ম্ম মধ্যে গণিত হয় না। কিন্তু ভক্ত্যভিলাষী ব্যক্তিগণ সেইসমস্ত লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়াসমূহ যাহাতে হরিসেবানুকূল হয় সেইরূপ শাস্ত্রীয় নীতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মসমূহের শুদ্ধিতা আনয়ন করিয়া থাকেন। যথা,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

উপসংহারে জীবের প্রকৃত কর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হইবে যে, এই অনিত্য ও মায়াময় সংসারে শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ্। সেই প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অহৈতুকী সেবাই সর্ব্বজীবের একমাত্র প্রধান কর্ত্তব্য। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"—ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও দৈত্য-বালকগণকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥ (ভাঃ ৭।৬।২)
জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ-প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

———

একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

বাঁকুড়া হইতে শ্রীদুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-কর্ত্তৃক লিখিত "মহাভারতের ভারত"-শীর্ষক পুস্তিকাটির সম্বন্ধে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল পর্য্যটক মহারাজের প্রতিবাদ-পত্র সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়' পাঠ করিয়া তাহা যুক্তিযুক্ত জানিলাম। শ্রীল মহারাজজী আমাকে ঐ পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া কিছু লিখিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ পালন আমার কর্ত্তব্য-বিধায় আমি শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও পুস্তিকাটি পাঠ করিলাম ও তাহাতে কতকগুলি অশাস্ত্রীয় অসামঞ্জস্য বাক্য ও ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল। এজন্য ঐ পুস্তিকাটির একটী সমালোচনা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

(১) পুস্তিকাটির "নিবেদনে" ১ম কলমে লেখক লিখিয়াছেন—"মহাভারতের ভারত'এ মহাভারতকালের ভারতকে দেখাতে চেয়েছি।" আবার ঐ লেখক পুস্তিকাটির শেষ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ৯৮ পৃষ্ঠায় শেষ কলমে লিখিয়াছেন—"তাই আজও আমরা বলতে পারি এই ভারত বেদের ভারত 'মহাভারতের ভারত'।"—এক্ষণে লেখক মহাভারতের ভারত বলিতে 'মহাভারতকালের ভারত' অর্থ করিয়াছেন। তাই তাঁরই ভাষানুযায়ী বেদের ভারত বলিতে বেদের কালের ভারত—এইরূপই অর্থ দাঁড়ায়। লেখক পুস্তিকার শেষ লাইনে বেদের কালের ভারত বলিতে মহাভারতকালের ভারতকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বেদের কাল মহাভারতকালের বহুপূর্ব্বে। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়কে দ্বার করিয়া বেদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেদ দ্বাপর যুগেও প্রকাশিত ছিলেন। দ্বাপরের শেষে বেদ-বাণী অদৃশ্যপ্রায় হইলে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের উদ্ধার ও বিভাগ করেন এবং বেদার্থ সহজ বোধগম্য করিবার জন্য মহাভারত, পুরাণাদির প্রকাশ করেন। বেদব্যাস বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রকাশক কর্ত্তা, কিন্তু স্রষ্টা নহেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগেই ব্রাহ্মণগণ বেদ-চতুষ্টয় কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। **তাই 'বেদের কালের ভারত' বলিতে 'মহাভারতকালের ভারত' বুঝাইবে না।**

কৃষ্ণ যে কেবলমাত্র মহাভারতের কালেই ছিলেন, তৎপূর্ব্বে ছিলেন না—ইহা হইতে পারে না। বেদে রাধাকৃষ্ণের বহু কথা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রমাণ এস্থলে যথেষ্ট মনে করি। যথা,—

"স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্ত তে।
বিভূতিরস্তু সূনৃতা। (ঋক্ ১।৩০।৫, সাম ১৬০০, অথর্ব্ব ২০।৪৫।২)

[হে বীর রাধানাথ! স্তুতিভাজন তোমার এইরূপ স্তোত্র, তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হউক্।]

ঋক্ পরিশিষ্টে—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বতি।" শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল ও দ্যুতিমান্। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজ-জনসমূহে সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।]

বেদে আরও অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। বেদ পড়িলেই তাহা জানা যাইবে। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেও তৎপূর্ব্বে সত্যযুগেও তিনি ভজননিষ্ঠ ভক্তের নিকট পরমোপাস্যরূপে আরাধিত হইতেন। সত্যযুগে ভক্ত প্রহ্লাদের ভগবৎস্তুতি; যথা,—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১ম অং ১৯শ অঃ ৬৫)

অর্থাৎ (প্রহ্লাদ কহিলেন)—হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে গো-ব্রাহ্মণহিতকারিন্, আপনাকে নমস্কার; জগন্মঙ্গলকারিন্, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার!"

লেখক "মহাভারতের ভারত" পুস্তিকা লিখিতে গিয়া মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উদ্ধৃতি-প্রসঙ্গ হয়ত অবগত হইতে পারেন নাই। তাই এস্থলে শ্রীগীতার একটী শ্লোক আলোচনা করিলেই শ্রীকৃষ্ণ যে পরমপুরুষ ও সর্ব্বজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যথা,—

শ্রীভগবানুবাচ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন),—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ (গীতা ৪।৫)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমারও তোমার বহু জন্ম বিগত হইয়াছে; আমি সেই সমস্তই জ্ঞাত আছি, কিন্তু তুমি সে-সকল জান না।

ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্বকালের পরমোপাস্য কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরান্তে লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মানুষ নহেন —সচ্চিদানন্দময় ভগবান্।

'বেদের-ভারত'-শব্দটি লিখিতে গেলে বেদকে অবশ্যই মানিতে হইবে।

বেদ মানিব, আর বেদোক্ত পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মানিব না—ইহা কি হইতে পারে ? ঐ লেখক 'বেদের ভারত'-কথাটি লিখিয়াছেন, কিন্তু বেদের কালের ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তিনি ঋগ্‌বেদে শ্রীকৃষ্ণলীলার বীজ যে নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে কৃষ্ণ উপাসনার বহু উদাহরণে যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বযুগের বিদ্যমানতা স্বীকৃত, তাহা বুঝিতে পারিতেন, আশা করি।

(২) লেখক ঐ পুস্তিকার ৫৬ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে লিখিয়াছেন,—"লোকে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, কিন্তু দুর্য্যোধন পাপী। বেদব্যাস এরকমভাবে এক কথায় মহাভারতের কোন পুরুষ বা নারীর পরিচয় দেন নি।" ইহার উত্তরে বলা যায় যে,—বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার পরিচয় মহাভারতে বহু শ্লোকের মধ্যেই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ মহাভারতের একটী শ্লোক এস্থলে বিবৃত করিতেছি।—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩০ ধৃত মহাভারত-বাক্য)

অর্থাৎ—[কৃষি ভূ-বাচক অর্থাৎ সত্তা-বাচক, ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষি শব্দে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ পরং ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।] শ্রীবেদব্যাস-লিখিত এমন শ্লোক থাকা সত্ত্বেও কি লেখক শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতে অস্বীকার করিবেন ?

পুস্তিকার ৬২ পৃষ্ঠায় লেখকের ভাষায় সঞ্জয় কালজয়ী মহাপণ্ডিত সত্যদ্রষ্টা। পুস্তিকার ৭০ পৃষ্ঠায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের উক্তি—"পাণ্ডবেরা ধার্ম্মিক, শক্তিশালী ও আদর্শ চরিত্র। তাই তারা বীর। আপনার পুত্রেরা দুষ্ট চিত্ত, খল, সর্ব্বদা পাপে লিপ্ত, নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও হীনকার্য্যকারী। তাই তারা ক্ষয় পেয়ে যাবে।" আবার লেখক ৮৮ পৃষ্ঠায় দুর্য্যোধনের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"পাণ্ডবেরা আপনার ভাই, প্রিয়, অনুগত ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন। তথাপি আপনি বিনা কারণে জন্মাবধি তাদের উপর বিদ্বেষ করে আস্‌ছেন। পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপথে রয়েছেন। ধর্ম্মাচারী পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাকে আপনি অভিন্ন বলে জানবেন।" এক্ষণে লেখকের লেখনীতেই সঞ্জয় ও কৃষ্ণের গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলিতে পাণ্ডবেরা ধার্ম্মিক ও দুর্য্যোধনেরা অধার্ম্মিক—এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৫ পৃষ্ঠার পর]

এইগুলো বিশ্লেষণ করেছেন উপাখ্যান দিয়ে। উপনিষদে উপাখ্যান আছে। আপনারা জানেন সে উপাখ্যান। আমি শুধু একটু Touch করে যাব।—

একসময় দেবতাগণের পক্ষ থেকে ইন্দ্র এবং অসুরকুলের পক্ষ থেকে বিরোচন ব্রহ্মতত্ত্ব জানবার জন্য গেলেন। ব্রহ্মার উপাসনা করছেন তারা খুব কঠোরভাবে। অনেককাল বাদে ব্রহ্মা এসে দর্শন দিয়ে বললেন,—কি বাছা! কি তোমাদেই চাই? তারা বলল,—আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব জানবার জন্য এসেছি। তখন ব্রহ্মা তাদের ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য পরীক্ষা করছেন। বললেন—দেখ এই জড় শরীরটা হল আত্মা। এই জেনে বিরোচন তার দেশে ফিরে গেলেন এবং জড়বাদ প্রচার করলেন যে—এই জড় শরীরটা হল আত্মা। আর তার যে সঙ্গী ইন্দ্র তিনি ব্রহ্মার পাদপদ্ম তপস্যা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মা আবার এসে বলল,—কি হে বাছা! তুমি এখনও বসে আছ, তোমার সঙ্গী তো চলে গেল। না প্রভু আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মদর্শন ঠিক ঠিক করে বলুন। তখন তিনি বললেন,—অণ্ডময় কোষই ব্রহ্ম। এই বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। ইন্দ্র আবার তপস্যা করতে বসলেন। বহুকাল বাদে ব্রহ্মা পুনরায় হাজির হয়ে বললেন,—কি হে! তুমি এখনও বসে আছ। ইন্দ্র বলল,—হে প্রভু! আপনি যে তত্ত্ব বললেন তাহা আমার অন্তরে দোলা দিচ্ছে না, অন্তরে তো দাগা বুলাচ্ছে না। আপনি আমাকে ঠিক ঠিক তত্ত্বদর্শন বলুন। আমার পরীক্ষা কি শেষ হয় নাই? তারপরে শেষের দিকে ব্রহ্মা বললেন,—এই জড় শরীরটা আত্মা নয়, আর অণ্ডময় কোষও আত্মা নয়। আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে। আত্মা অজ, অমর। ভগবান্ যেমন শুদ্ধ সনাতন বস্তু জীবাত্মাও তেমন শুদ্ধ সনাতন বস্তু। তাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করলেন। সেইকথা তিনি দেবসভায় গিয়ে প্রচার করলেন। নিরাকারবাদ ও সাকারবাদ এই ভাবেই এসেছে জগতে। নিরাকারবাদী যারা তারা হলেন ঐ বিরোচনের দল এবং সাকারবাদী যাঁরা তাঁরা হলেন দৈবীভাবাপন্ন। সেই কথা গীতা, ভাগবতে, বেদে, উপনিষদে বলা আছে।—

দ্বৌ ভূতৌ স্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।

এই তো তত্ত্বদর্শন। ভগবানকে যারা স্বীকার করলেন, মানলেন তারা হলেন আস্তিক্যদর্শী, আস্তিক্যবাদ নিয়ে তারা চলেছেন। আর যারা তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করছেন না, তাঁকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নির্গুণ ইত্যাদি বলে খারিজ করে দিতে চাচ্ছে, দুনিয়া থেকে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে তারা হল নাস্তিক। এই তো সংজ্ঞা। এখন প্রশ্ন হতে পারে জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে নিরাকারবাদ আছে তার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে? আমি প্রথমে আর্য্যঋষিগণের মতবাদ বলি, তারপর অন্যান্যগুলো আলোচনা করব।

আর্য্যঋষিগণ সাকার ও নিরাকারবাদকে পাশাপাশি রেখে বুঝাতে চাইলেন। উপনিষদের একটী শ্লোক বলব—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃনোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্রং পুরুষং মহান্তম্॥

সেই মহান্ পুরুষ যে ভগবান্ তাঁকে প্রণাম করছেন বেদে। 'অপাণিপাদো' —তাঁর সাধারণ হাত-পা নেই, কিন্তু তিনি ভক্তের উপাহৃত সব দ্রব্য গ্রহণ করেন। আবার ভক্তের জন্য তিনি কষ্টকর পরিশ্রম স্বীকার করে পায়ে হেঁটেও চলেন। সেই ভগবান্ সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন ১৫০০ মাইল হেঁটে। আপনারা সবাই জানেন সাক্ষীগোপালের ইতিহাস। তাঁর পা নেই তো তিনি কি করে চললেন। তাহলে তাঁর পা আছে। যদি তাঁর হাত না থাকে তাহলে ব্রজগোপীগণ, ব্রজবাসিগণ যখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করছিলেন তখন তিনি কিভাবে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব নিচ্ছিলেন। তাঁর হাত যদি নেই তবে তিনি ভক্তের দ্রব্য গ্রহণ করেন কি করে? অতএব তাঁর হাতও আছে। যদি ভগবানের হাত-পা না থাকে তাহলে "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে"—এ কথাগুলো আসবে কি করে? এর থেকে প্রমাণিত যে ভগবানের পাও আছে, শ্রীচরণ, শ্রীপাদপদ্ম নিশ্চয় আছে। আছে সত্য, কোথায় প্রমাণ? চলে যান ঋগ্বেদে—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে বিষ্ণোর্য্যৎ পরমং পদম্।" তাঁর শ্রীচরণ, শ্রীপাদপদ্ম আছে। তাঁকেই তো ধ্যান করছেন ভক্ত। তাহলে তাঁর সবই আছে—এই শ্লোকে প্রমাণিত হচ্ছে। 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা'—সেই ভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদাদি নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদি তাঁর রয়েছে। তারদ্বারাই তিনি সর্ব্বকার্য্য সাধন করছেন। 'পশ্যত্যচক্ষুঃ'—সাধারণ চোখ নাই তাঁর, কিন্তু তিনি সব দর্শন করছেন। 'স শৃণোত্যকর্ণঃ'—

সাধারণ কান তাঁর নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত কর্ণবিশিষ্ট তিনি সব শ্রবণ করছেন। 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা'—তিনি দুনিয়ার সব খবর রাখেন, কিন্তু তাঁকে আমরা জেনে উঠতে পারছিনা, বুঝে উঠতে পারছিনা। 'অবাঙ্মনসগোচর', 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।' সেই তত্ত্ব ভগবান্। কিন্তু তিনি দয়া করে আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি দিয়েছেন সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাঁরই সেবায় নিযুক্ত করব—এইটাই তাঁর উপদেশ। যদি বলি পাওয়াই না যায় তবে নিযুক্ত করে কি হবে।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

সেই কথাই বলেছেন। তাও বেদ, উপনিষদ্ জানাচ্ছেন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য'—সেই ভগবান্ যদি কৃপা করে জানান, তাহলে তাঁর তত্ত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারি। তা না হলে আমাদের যে বুদ্ধিবৃত্তি—Talent, Intellectualism কোনটাই কিছু কাজ করবে না। সব Failure। কিন্তু তিনি যদি দয়া করেন, কৃপা করেন তাহলে সবটাই সম্ভব আমাদের পক্ষে। বাচ্চা শিশু ক্রন্দন করছে। মা তাকে কোলে নিতে পারেন, নাও নিতে পারেন। ক্রন্দন তাকে করতে হবে। এটাই হল সাধন, চেষ্টা। পিতামাতা তাকে কোলে নিতে পারেন, নাও নিতে পারেন। কিন্তু নেওয়ারই কারণ থাকে। সেই পরিবেশই সে পায়। ভগবানের করুণা কটাক্ষ লাভ করার জন্য আমাদের ক্রন্দন করতে হবে, সাধন-ভজন করতে হবে, প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেই পরম করুণাময়, প্রেমময় ভগবান্ ইচ্ছা করলে আমাদের কোলে তুলে নিতে পারেন, তাঁর চরণে স্থান দিতে পারেন, আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি, তাঁর সাক্ষাৎ সেবার অধিকারী-অধিকারিণী হতে পারি। সেই কথাই বেদে, উপনিষদে শিক্ষা দিয়েছেন ঋষিগণ। এখানে বলছেন—সেই যে অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ তিনি তাঁর ভক্তকে সত্য সত্যই ভালবাসেন, তাঁকে তো আমরা জেনে, বুঝে উঠতে পারছি না। অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব তিনি—He is second to none। তাঁর সমানও কেউ নাই, উর্দ্ধেও কেউ নাই। তাই উপনিষদে বলছেন,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

'পরাস্য শক্তি'। কে বলে তিনি নিঃশক্তিক? সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্, সেই কথাই তো শাস্ত্রে বলা আছে। আর্য্যঋষিগণের এই হল দর্শন। সাকার ও নিরাকার। নিরাকার মানে প্রাকৃত আকার নেই, কিন্তু অপ্রাকৃত ভাব তাঁর মধ্যে রয়েছে। এইখানে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ এইসবগুলোর Reckoncile করেছেন, মীমাংসা করলেন এখানে।

অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে নিরাকারবাদ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মুসলিম ধর্ম্মের মধ্যে নিরাকারবাদ আছে। তারা নিরাকারবাদ বলছেন, মানেনও অনেকে, আবার অনেকে মানেনও না। সে নিয়েও আমি আলোচনা করব। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভিতরে, Christianityর ভিতরে সেখানেও দেখতে পাওয়া যায় তারা Trinity নিয়ে বিচার করছেন। কিন্তু তাহলেও তাদের মধ্যে দেখা যায় নিরাকারবাদ ও সাকারবাদ দুইই আছে। আমাদের পাশাপাশি দেশের কথা আলোচনা করি—তারা কি বলছেন নিরাকারবাদ সম্বন্ধে। ভগবান্ একেশ্বর, পরমেশ্বর—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরাকারত্বের কথা যখন এসেছে তখন তাঁর কোন্ আকার নিষেধ করা হয়েছে? 'ব্যুৎপর'-একটা শব্দ আছে। 'ব্যুৎ' মানে ভূত, প্রাকৃত, জড়। সেইটা নিরস্ত হয়েছে ভগবানের ক্ষেত্রেতে। আমরা জড়বাদী হতে চাই না। আর্য্যঋষিগণ জড়বাদী নন, ভূতপূজক নন। এ কথা ঋষিগণই বলেছেন। কিন্তু যারা নিরাকার বলছেন তাদের ক্ষেত্রেতেও আবার তাদেরই কোরাণ শরীফের মধ্যে বলা আছে ভগবানের আকার আছে, খোদার এবাদত আছে। 'আলম মিশাল'-নামে যে জায়গাটির কথা বলা আছে সে জায়গাটি হল ভগবানের স্থান—আমরা যাকে বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বন্দাবন বলি। কোরাণ শরীফের মধ্যে 'আলম মিশাল'-শব্দটী ব্যবহার করা হয়েছে। খোদার এবাদত। পয়গম্বর সাহেব তার অধিকার অনুসারে খোদার নিত্যমূর্ত্তি দর্শন করেন এবং নিত্যকাল তাঁর সেবা করেন। শ্রুতিসম্প্রদায়গণ তারা এ জিনিসটা বলতে চেয়েছেন? তাদের মতে এটি রয়েছে। তারা জীবাত্মাকে স্বীকার করেছেন। বদ্ধজীব ও মুক্তজীবের কথা স্বীকার করেছেন। "রু-মুজর্‌রদী, রু-তর্‌কীবী জিসম্।" জিসম্—অপ্রাকৃত। জীবাত্মা অপ্রাকৃত। ভগবান্ জিসম্। 'জিসমানি'-মূর্ত্তি নিষেধ হয় নাই কোরাণে। প্রাকৃত মূর্ত্তি নিরাস করা হয়েছে। অপ্রাকৃত মূর্ত্তি নিরাস করা হয় নাই। ভগবানের, খোদার অপ্রাকৃত মূর্ত্তি আছে। সেই কথা সেখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। সুতরাং

এগুলো বিচারের কথা। এ বিচারগুলো নিয়ে যখন আমরা চলব তখন আর কোন গণ্ডগোল নাই। আর যখনই বিচারছাড়া হব, তখন একজন হিন্দু হিন্দু নন, একজন মুসলমান মুসলমান নয়, একজন খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান নন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ভিতরও এইভাবে সাকার নিরাকারবাদ রয়েছে। তাদেরও সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে সেই একই ধরণের সনাতন ধর্ম্মের কথা বলা হয়েছে। God created man after his own image—একথা Christianity তে স্বীকৃত হয়েছে। মুসলিম ধর্ম্মেও ইহা স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কতকগুলো Theory, সত্যদর্শন প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আছে। এর মধ্যে Common factor আছে। এ না থাকলে ধর্ম্ম বলে সেটা স্বীকৃত হতে পারে না। কিন্তু ভুলবোঝাবুঝি আসে। সেগুলো আমাদের কাটিয়ে নিতে, কাটিয়ে ফেলতে হবে। সনাতন আর্য্যঋষিগণ যেভাবে সেটা বুঝাতে চেয়েছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাদের কোন অকল্যাণ হবে না, আমরা ভুল বুঝব না কাহাকেও। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আজ সেইভাবে বুঝতে চেয়েছেন। সেইভাবে যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাদের অকল্যাণ নাই, পরস্পরের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আসবে না।

ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন আর্য্যঋষিগণ। ভগবান্ নিঃশক্তিক একথা বলা চলবে না। তিনি অনন্ত শক্তিমান্। God শব্দটী আর ঈশ্বর শব্দটী বললে তাতে কিছু পার্থক্য আসে কিনা, আল্লা আর ভগবান্ বললে তাতে কোন পার্থক্য আসে কিনা, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্—এই তিন পদ বললে তাতে কোন পার্থক্য আসে কিনা ঋষিগণ সেটা বুঝিয়েছেন, জানিয়েছেন। সবটা চিন্তাধারার উপর নির্ভর করছে। যদি সেই চরম চিন্তায় আমরা উপনীত না হতে পারি, তাহলে সবই পার্থক্য স্থাপন করা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমি যাকে God বলব ভগবান্ তাঁকে লক্ষ্য নাও করতে পারে। আমি যাকে আল্লা বলব ভগবান্ শব্দে আর্য্যঋষিগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ঋষিগণ তাঁর যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করেছেন, ততদূর পর্য্যন্ত নাও পৌঁছাতে পারে। তাই ঋষিগণের ভাবে অনুপ্রাণিত হতে হবে, তাহলে আমাদের কল্যাণ আছে—সেইটীই হল বক্তব্য বিষয়।

Water, Aqua আর জল—তিন ভাষায় তিনরকম বলা হল বটে, কিন্তু এক বলছি। তার ভিতরেও কিছু পার্থক্য আছে। সেটা Equally non-respect বলা চলবে না। গঙ্গাজল, নদীর জল আর ড্রেনের জল এক নয়। জল বটে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। চিন্তাধারার পার্থক্য আছে। আজ অনেকে

বলছে যে—মশাই! এক জায়গায় সব চিঠি পোষ্ট করে দিলাম, সব এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাবে। কি করে হবে? আমি কলিকাতায় কয়েকখানা চিঠি পোষ্ট করলাম। একখানা বোম্বের ঠিকানা, একখানা দিল্লীর, একখানা মাদ্রাজের--বিভিন্ন ঠিকানার। চিঠিগুলো সব এক জায়গায় যাবে? তাহলে গন্তব্যস্থান কি করে এক হবে? আর যদি একই জায়গার টিকিট কাটা হয় তাহলেও তো এক জায়গায় পৌঁছাতে পারছে না দেখছি। তারও উদাহরণ আছে।—তিন বন্ধু এক জায়গায় টিকিট কেটেছি হাওড়ায় আসব। তার মধ্যে একজন নকশাল—Anarchist, মাঝখানে Arrested হল, নামিয়ে নিয়ে চলে গেল ট্রেন থেকে। দুই বন্ধু যাত্রা করছি। কিছুদূর গিয়ে একজনের এশিয়াটিক্ কলেরা আরম্ভ হয়ে গেল। তাকে নামিয়ে নিয়ে চলে গেল হস্পিটালে। আর একবন্ধু আমি হাওড়া পর্য্যন্ত পৌঁছাইলাম। সেখানে প্লাট্ফরমেতে কলার, আমের খোলা খেয়ে ফেলেছে। জুতো slip করে মাথা ফাটালাম। যাচ্ছিলাম এক জায়গায় বক্তৃতা করতে। বক্তৃতা তো হল না, সভা-সমিতিতে যোগদান করতে পারলাম না তিন বন্ধু। তিনজনের তিন জায়গায় স্থান হল। টিকিট তো কাটা ছিল তিনজনেরই হাওড়া পর্য্যন্ত। টিকিটকাটা থাকলেও যদি তিন বন্ধু হাওড়া পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে না পারি, আর বিভিন্ন জায়গার টিকিট কেটে বসে আছি আমরা, বিভিন্ন চিন্তাধারা, বিভিন্ন Goal—উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সেখানে এক জায়গায় কি করে পৌঁছাইতে পারি আমরা। এগুলো অযৌক্তিক কথা নয় কি? আর্য্যঋষিগণ এগুলো বুঝিয়েছেন।

প্রত্যেকটী শব্দের Volume আছে, শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে। সেই সব শব্দে আর প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় নাই, এমনই শব্দ। কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম 'অপ্রাকৃত' শব্দ। এই শব্দের একটা Synonyms আপনারা বের করুন তো শাস্ত্র থেকে। কোথাও পাবে না। ওর ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সমপর্য্যায়বাচক কোন শব্দ পাওয়া যাবে না যেটা ওর অর্থ Carry করবে। আমরা যে শব্দগুলো উচ্চারণ করছি এখানে, বায়ুবিলোড়নে যে শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে একে বলে শব্দসামান্য। এ শব্দ এখানে উৎপত্তি লাভ করে আর এখানেই লয় হয়। (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

১লা বৈশাখ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২৮শে আষাঢ়, ১৩৯৫ (ইং ১৩।৭।৮৮) বুধবার হইতে ৭ই শ্রাবণ, ১৩৯৫ (ইং ২৩।৭।৮৮) শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবাপূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **২৮শে আষাঢ়** (ইং ১৩।৭।৮৮), বুধবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **২৯শে আষাঢ়** (ইং ১৪।৭।৮৮), বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৩০শে আষাঢ়** (ইং ১৫।৭।৮৮), শুক্রবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** ; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **৩১শে আষাঢ়**, ১৬ই জুলাই শনিবার হইতে **২রা শ্রাবণ**, ১৮ই জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। **৩রা শ্রাবণ** (ইং ১৯।৭।৮৮), মঙ্গলবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ; সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **৪ঠা শ্রাবণ**, ২০শে জুলাই বুধবার হইতে **৬ই শ্রাবণ**, ২২শে জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। **৭ই শ্রাবণ** (ইং ২৩।৭।৮৮), শনিবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **'সাধারণ সম্পাদক'**-এঁর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ১৫ ত্রিবিক্রম, অনিরুদ্ধ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৯৫, ইং ১৫।৬।৮৮ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীধ্রুবকৃতং শ্রীগোবিন্দ-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশেঽধ্যায়ে]

শ্রীধ্রুব উবাচ,—

১। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্॥ ৫৩॥

[জগৎপতি শ্রীগোবিন্দ কৃতাঞ্জলি উত্তানপাদ-তনয়কে শঙ্খপ্রান্তে স্পর্শ করিলে নৃপনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া সর্ব্বভূত-ধাতা অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন,—]

শ্রীধ্রুব কহিলেন,—ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি যাঁহার রূপ, তাঁহার প্রতি প্রণত হই॥ ৫৩॥

২। শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্।
যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে ॥ ৫৪ ॥

যাঁহার রূপ শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে পর সেই গুণসাক্ষী পরমপুরুষকে নমস্কার ॥ ৫৪ ॥

৩। ভূরাদীনাং সমস্তানাং গন্ধাদীনাঞ্চ শাশ্বতঃ।
বুদ্ধ্যাদীনাং প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ ॥ ৫৫ ॥

৪। তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষ-জগতঃ পরম্।
প্রপদ্যে শরণং শুদ্ধং তদ্রূপং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥

যিনি ভূরাদি, গন্ধাদি, বুদ্ধ্যাদি, প্রধান ও পুরুষের পর এবং শাশ্বত, সেই ব্রহ্মভূত, আত্মা, অশেষ জগতের পর, শুদ্ধ, পরমেশ্বর ও তাঁহার অপ্রাকৃত রূপাদির শরণাপন্ন হই ॥ ৫৫-৫৬ ॥

৫। বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্ম-সংজ্ঞিতম্।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥ ৫৭ ॥

বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বহেতু তোমার যে যোগিচিন্ত্য অবিকারি-রূপ ব্রহ্ম-নামে অভিহিত, হে সর্ব্বাত্মন্! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥

৬। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্-দশাঙ্গুলম্ ॥ ৫৮ ॥

৭। তদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম তদ্ভবান্।
ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্তশ্চাপ্যধিপুরুষঃ ॥ ৫৯ ॥

৮। অত্যরিচ্যত সোঽধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধঞ্চ বৈ ভুবঃ।
ত্বত্তো বিশ্বমিদং জাতং ত্বত্তো ভূত-ভবিষ্যতী ॥ ৬০ ॥

হে পুরুষোত্তম! তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াও অতিরিক্তভাবে স্থিত রহিয়াছ। যাহা ভূত ও যাহা ভাব্য, তাহা নিশ্চয়ই তুমি। তোমা হইতেই বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড), স্বরাট্ ব্রহ্মা ও সম্রাট্ (মনু) এবং এই সকলের অধিপুরুষও (অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ) তোমা হইতে সৃষ্ট। অতএব তুমি বিশ্বের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সকল দিকেই অতিরিক্ত-ভাবে রহিয়াছে। এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত, তোমা হইতেই ভূত ভবিষ্যৎ ॥ ৫৮-৬০ ॥

৯। ত্বদ্রূপধারিণশ্চান্তর্ভূতং সর্ব্বমিদং জগৎ।
ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বহুতঃ পৃষদাজ্যং পশুর্দ্বিধা ॥ ৬১ ॥

এই সমস্ত জগৎ ত্বদ্রূপাধার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। যজ্ঞ, সর্ব্বহুত, পৃষদাজ্য (দধিমিশ্রিত ঘৃত) ও দ্বিধা (গ্রাম্য ও বন্য) পশু সমস্ত তোমা হইতে জাত ॥ ৬১ ॥

১০। ত্বত্তো ঋচোঽথ সামানি ত্বত্তশ্ছন্দাংসি জজ্ঞিরে।
ত্বত্তো যজূংষ্যজায়ন্ত ত্বত্তোঽশ্বাশ্চৈকতোদতঃ ॥ ৬২ ॥
১১। গাবস্ত্বত্তঃ সমুদ্ভূতাস্ত্বত্তোঽজা অবয়ো মৃগাঃ।
ত্বন্মুখাদ্ ব্রাহ্মণাস্ত্বত্তো বাহ্বোঃ ক্ষত্রমজায়ত ॥ ৬৩ ॥
১২। বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদ্গতাঃ।
অক্ষ্নোঃ সূর্য্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব ॥ ৬৪ ॥

তোমা হইতে সকল ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজুঃ উৎপন্ন। অশ্ব, একদন্ত গো, অজ, অবয়, মৃগাদি তোমা হইতে জাত। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, বৈশ্য তোমার উরুজ এবং শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমভূত। তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল এবং মন হইতে চন্দ্রমার উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯০ পৃষ্ঠার পর]

তৃতীয়-ধারা

প্রেমাধিকারভেদে নামভজন-বিচার

প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেমমন্দির প্রাপ্ত হন।

প্রেমাধিকারে দ্বিবিধ অবস্থা—প্রেমারুরুক্ষু এবং প্রেমারূঢ়

অতএব প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু অবস্থা এবং প্রেমারূঢ় অবস্থা। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ড কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। আরুরুক্ষু অবস্থায় ভক্তগণ বিবিক্তানন্দী ও

গোষ্ঠ্যানন্দী-ভেদে

দ্বিবিধ। বিবিক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয়। গোষ্ঠ্যানন্দিগণ

সর্ব্বদা প্রচারপ্রিয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয় প্রিয়ভাবে আনন্দভোগ করেন (১)। ভগবৎশ্রবণই প্রেমভক্তের আচার। ভগবন্নামকীর্ত্তনই প্রেম-ভক্তের প্রচার-কার্য্য।

আরুরুক্ষু অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ (২)। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং গীতায় একান্ত শরণাগত-দিগের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। একান্ত শরণাগত না হইলে প্রেমপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, ভাবও উদয় হয় না। প্রেমভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই মাত্র একান্ত শরণাগতের স্বীকার্য্য। যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই ভক্তের বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্যদ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, এইমাত্র একান্তভক্ত বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পালনকর্ত্তা, একথায় আর তাঁহাদের কোনপ্রকার সন্দেহ হয় না। আমি নিতান্ত দীন ও হীন বলিয়া ভক্তগণ সুদৃঢ় সরল বিশ্বাস করেন। আমি কিছুই করিতে পারি না; কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতীত কেহ কিছুই করিতে পারেন না, এটী একান্ত ভক্তের বিশ্বাস (৩)।

শরণাগতের লক্ষণ—ভক্তির অনুকূল স্বীকার ও প্রতিকূল ত্যাগ

---

(১) শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সনাতন প্রভু বলিয়াছেন :—

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১০২, ১০৩

(২) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীঃ ১৮।৬৬

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ভাঃ ১১।১২।১৫

(৩) আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ পাদ্মে

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তস্থৌ মোদতে শরণাগতঃ॥ তত্রৈব

একান্ত শরণাগত ভক্তগণ ভক্তির সমস্ত অঙ্গের মধ্যে শ্রীনামকে অনন্যভাবে আশ্রয় করেন। শ্রীনামের স্মরণ-কীর্ত্তনেই তাঁহাদের অধিক রুচি (১)। ভগবন্নাম যেরূপ বিশুদ্ধ চিন্ময়, সেরূপ অন্য ভজনাঙ্গ সহজে হয় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ঐকান্তিক কৃত্যের মধ্যে নামের স্মরণ-কীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন (২)। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যেহেতু নাম চিন্তামণিতত্ত্ব। কৃষ্ণের চৈতন্যরসবিগ্রহরূপে নামের উদয় হইয়াছে (৩)।

শ্রীনামের অনন্যভাবে আশ্রয় গ্রহণ

নাম-নামী অভেদ

কৃষ্ণস্বরূপ অনুভব ও নামের স্বরূপ অনুভব প্রাপ্ত হইতে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি চিৎস্বরূপ অনুভব করিতে যত্ন করিবেন। যে-পর্য্যন্ত চিত্তত্বের স্বরূপ অনুভূতি না হয়, সে-পর্য্যন্ত সাধক ভজনচতুর হইতে পারেন না। সুতরাং সাধনের যে সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তি তাহা কিরূপে হইতে পারে? চিত্তত্বের স্বরূপজ্ঞানপ্রাপ্তিই ভজনোন্নতির একমাত্র হেতু (৪)। এইস্থানে তদ্বিষয়ে কিছু বিচার করিতেছি।

শ্রীনামের স্বরূপজ্ঞানই ভজনোন্নতির হেতু

জীব চিৎকণ, কৃষ্ণধাম চিজ্জগৎ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, কৃষ্ণভক্তি চিৎপ্রবৃত্তি, কৃষ্ণনাম চিদ্রসবিগ্রহবিশেষ—এই সমস্ত কথা আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি ও শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ দিয়াছি। এখন প্রেমারুরুক্ষু মহাত্মাদিগের সহিত চিত্তত্বের কিছু আলোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদপ্রাপ্তির যত্ন করিব। আমাদের সুকৃতি থাকিলে চিৎসুখ হৃদয়ে উদয় হইবে। চিন্মাত্র উপলব্ধিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদের রুচি হয় না, কেননা তাহাতে চিদ্বস্তুর ক্রিয়াবিলাস নাই (৫)।

---

(১) গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগ-দুঃখ-সংসার-বন্ধনৈঃ।
ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্॥

(২) এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্নরোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছেষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে॥

(৩) নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ পাদ্মে

(৪) জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ তন্ত্রে

(৫) যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ভাঃ ৪।৯।১০

কলিযুগপাবনাবতার বেদকে প্রমাণ বলিয়া তাহাতেই নব প্রমেয় দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে লক্ষিত হয়। জীব চিৎকণ, তাহা বেদপ্রমাণে স্থির হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণকণ বলিয়া জীবের চিৎকণত্ব সিদ্ধ হয় (১)। কৃষ্ণে ও জীবে বস্তুতঃ চিৎস্বরূপত্ব অবশ্য লক্ষিত হয়। ভেদ এই যে, কৃষ্ণ সূর্য্যস্বরূপ এবং জীব তাহার কিরণকণ। কৃষ্ণ মহেশ্বর ; জীব তাঁহার নিত্যদাস। কৃষ্ণধাম পরব্যোম বা গোলোক সাক্ষাৎ চিন্ময়ধাম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈকুণ্ঠ চিজ্জগৎ প্রভৃতি নামে সেই চিন্ময়ধাম অভিহিত হইয়াছে (২)। বাজসনেয় উপনিষদে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (৩)। সেই পরমেশ্বর পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা শক্তির বিষয় শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে (৪)। ভক্তি যে চিদ্রস, তাহা মুণ্ডকে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ, তাহা জানিয়া বিদ্বান্ অতিবাদ—শুষ্ক জ্ঞান ও তর্ক পরিত্যাগ করত আত্ম-ক্রীড় হন (৫)। শুদ্ধজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ধীর পুরুষ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করেন। তাহা যিনি করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি তাঁহাকে না জানিয়া এই লোক পরিত্যাগ করিবেন, তিনি কৃপণ অর্থাৎ শোচ্য। যিনি জ্ঞাত হইয়া যান, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব (৬)।

দশমূল

কৃষ্ণ অর্কস্বরূপ

জীব কিরণকণ

কৃষ্ণস্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময়, ভক্তি চিদ্রস

---

(১) যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ, ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যঃ তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্॥

বৃঃ আঃ ২।১।২০, ৪।৩।৯

(২) দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মুণ্ডক ২২।৭

(৩) সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ঈশোপনিষদি ৮
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং, একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। কঠ ২।২।১৩
"শ্যামং প্রপদ্যে।" ছান্দোগ্য ৮।১৩।১

(৪) পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেঃ ৬।৮

(৫) প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ॥ মুণ্ডক ৩।১।৪

(৬) তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০।

ভক্তির স্বরূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসনের যোগ্য। সেই আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, ধ্যাত ও বিজ্ঞাত হইলেই সকলই বিদিত হয়। সেই আত্মা (কৃষ্ণ) পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, যেহেতু সকলেরই তিনি অন্তর্যামী আত্মা। যত কাম আছে, সে-সকল প্রিয় নয়। আত্মকাম হইতেই সকল বিষয় প্রিয় হয় (১)। অতএব কৃষ্ণের সহিত জীবের যে নিত্যসুখসম্বন্ধ তাহারই নাম প্রেম। প্রেম পূর্ণ চিৎস্বরূপতত্ত্ব।

কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসুখসম্বন্ধই প্রেম

এই দৃশ্যমান জড়জগতের সহিত চিত্তত্ত্বের প্রকৃত সম্পর্ক কি? যথার্থ সম্বন্ধজ্ঞান হইলে ভক্তিরূপে প্রজ্ঞার উদয় হয়। চিত্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। বিশেষ যুক্তি করিতে করিতে স্থির করি যে, চিত্তত্ত্ব জড়তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব। যুক্তিকে পোষণ করিতে করিতে চিদ্রূপ পরমতত্ত্বকে দূরে রাখিয়া একটী অস্ফুট চিদাভাসরূপ অসম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত হই। চিন্মাত্র ব্রহ্মের কল্পনা হইল। তখন ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরবয়ব, গুণশূন্য, প্রেমশূন্য একটী খপুষ্প-প্রতীতির ন্যায় অনির্ব্বচনীয় বস্তুরূপে লক্ষিত হন। আর আমরা সেই চিন্মাত্রের গুণক্রিয়ারূপ নাম জানিতে অক্ষম হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ করি। এইজন্যই জগতে ঐ শুষ্কজ্ঞানদ্বারা জীবের মহা উৎপাত ঘটিয়া থাকে। তাহা ব্যাস-নারদ-সংবাদে জানা যায় (২)।

যুক্তি অকর্ম্মণ্য

শুদ্ধচিদাভাসরূপে প্রতিভাত চিন্মাত্রব্রহ্মে আবদ্ধ থাকিলে আর পরব্রহ্মের চিদ্বিলাস জানিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। ভাই! অগ্রসর হও। চিন্মাত্রপ্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর। তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ডব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার

চিদ্বিলাস

---

(১) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬,৮।

(২) নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ভাঃ ১।৫।১২

অপগতি আর করিবে না (১)। মুণ্ডক বলেন যে, আত্মবিৎ পুরুষগণ প্রকৃতির পরতত্ত্বস্বরূপ হিরণ্ময় অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময় প্রকোষ্ঠে রজোগুণনির্লিপ্ত নিষ্কল অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম বিরাজমান। প্রাকৃত জ্যোতির অতীত কোন অপ্রাকৃত জ্যোতিদ্বারা তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার প্রকাশ। জড়জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি সে চিদ্ধামে আলোক দিবার যোগ্য নয়। চিদ্ধামের যে জড়াতীত চিদালোক, তাহাই সেই ধামের প্রকাশক। সেই আলোকের কুণ্ঠিতপ্রতিফলনস্বরূপ জড়ীয় আলোকদাতা চন্দ্রসূর্য্যাদিকে আমরা আলোকদাতা বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ তাহা নয়। ছান্দোগ্যে ব্রহ্মপুরবর্ণনে এই বিষয় বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে। চিদালোকপ্রকাশিত চিজ্জগৎই এই জড়জগতের আদর্শ। তথায় হেয়মাত্র নাই। উপাদেয়ই তথাকার সুখজনক ব্যাপার। সেই আদর্শের হেয় প্রতিফলনমাত্র এই জড়জগৎ চতুর্দ্দশলোক। সেই আলোকের প্রতিফলিত স্থূলসূর্য্যাদি এবং সূক্ষ্মপ্রতিফলনই মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারগত জড়জ্ঞানালোক। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল সূর্য্যাদিকে জ্যোতিঃ মনে করি। সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-উদ্ভাসিত অষ্টাঙ্গযোগ-প্রণালীদ্বারা জড়জ্ঞানকে বহুমানন করি। এই সমস্তই জড়বদ্ধজীবের নৈসর্গিক কার্য্যবিশেষ। নারদ-উপদেশে দ্বৈপায়ন ঋষি যে আত্মগত সহজসমাধি অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা তিনি পরমপুরুষের নাম-রূপ-গুণ ও লীলা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন (২)। পরা শক্তির ছায়া যে মায়া তাহাকেও পরতত্ত্বের অপাশ্রয়রূপে জানিতে পারিলেন। সেই মায়াময় মোহিত জীবরূপ চিত্তত্ত্বের অনর্থ বুঝিতে পারিলেন। ভক্তিযোগরূপ সহজসমাধিদ্বারা সেই জীবের স্বস্বরূপপ্রাপ্তি হয়, ইহাও অবগত হইয়া ভগবানের চিল্লীলা-প্রকাশক

জড়জগৎ চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলন মাত্র

---

(১) হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ মুণ্ডক ২।২।৯, ১০

(২) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥ ভাঃ ১।৭।৪-৬

সাত্বতসংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। জীবের স্বস্বরূপভ্রম এবং কৃষ্ণস্বরূপভ্রম, ইহাই অনর্থ। সেই অনর্থ হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা এবং তৎক্রমে মায়িকচক্রে কর্ম্মমার্গে প্রবেশ। তন্নিবন্ধন সুখদুঃখময় সংসার। কর্ম্মমার্গের অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানমার্গের সাংখ্য-বিচারদ্বারা অতন্নিরসনরূপ জড়ীয়জ্ঞানজনিত যুক্তির বহির্ম্মুখ চেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যখন শুদ্ধভক্তিযোগের আশ্রয় লওয়া যায়, তখনই জীবের সহজসমাধির দ্বারা শুদ্ধজ্ঞানালোকে সকল তত্ত্ব পরিস্ফুত হয়, জড়সুখাদিতে তুচ্ছজ্ঞান হয় এবং কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তদ্দ্বারাই চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের কৃপা হয়। এই কৃপাবল ব্যতীত অনর্থনাশ এবং আত্মোন্নতি লাভের অন্য উপায় নাই (১)। (ক্রমশঃ)

অনর্থ হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৫ পৃষ্ঠার পর]

ভগবদ্বস্তুর সংজ্ঞা—যে বস্তু নিজের আত্মসংরক্ষণ করতে পারেন, মানুষ যাকে সেবক করতে পারে না, যিনি ভজনীয় বস্তু, সেবক বৈষ্ণব নহেন, তিনি বিষ্ণু, সেব্য বস্তু, সেবক নন। কিন্তু যখনই সেব্য-সেবকবিচারে ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখনই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ এসে যায়। ভগবান্ ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, এটা থেকেই ভীতি আসছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট ; ভগবদতিরিক্ত পদার্থ বিচার এলেই আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি নষ্ট হল। আমি নিত্য ভক্ত, আমার ভজনীয় বস্তুর আনন্দবিধানই আমার ভজন এবং ভজনীয়ের প্রীতিই আমার নিত্যা শুদ্ধা পূর্ণা মুক্তা বৃত্তি, এই তিনটী তখনই ছেড়ে দেওয়া হল। আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হলে তাঁকে ভুলে যাওয়া হল। যখনই 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্য-মীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ'—বিচার আসে, প্রভুপাদপদ্ম আশ্রয়

---

(১) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ মুণ্ডক ৩।২।৩,৪

করবার বুদ্ধি হয়, তখনই ভয় শোক চলে যায়। শোক যায় কখন? যখন প্রভুকে পালকজ্ঞানে, আমাকে তার পাল্য-বিচার আসে। সেইটাই ভক্তি। তা যখন regain করি, পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, তখনই জানি—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ···ইত্যাদি।

আমার প্রভু কেহ নেই, কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিজেকেই কর্ত্তা বলে বিচার করে নিই। উহা 'অনয়া মীয়তে' রাজ্যের কথা। মাপা কার্য্যের যে বিচার, তাতে পরিমিত হওয়ার যোগ্য বস্তুকেই মাপতে পারি, বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। যা বৈকুণ্ঠ নয়, তাকেই মেপে নেবার ধৃষ্টতা করতে পারি। তিনি অধোক্ষজ না হয়ে আমাদের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি ত' আমাদের সেবকই হয়ে গেলেন, প্রভু থাকলেন কিসে? যিনি নিত্যসেবকের নিত্যসেবা সর্ব্বদা গ্রহণে সমর্থ এবং নিত্যসেবককে সেব্য সাজিয়ে বঞ্চনা করেন না এবং নিজে ভৃত্যের কার্য্যে প্রশ্রয় দিয়ে বদ্ধজীবকে সুদৃঢ় রজ্জুতে ওতঃপ্রোত বন্ধন করে অন্যাভিলাষ, ফলভোগে ও ফলত্যাগে প্রধাবিত করান না, তিনিই নিত্যপ্রভু। তাঁর সেবা করলেই সব হবে। ভক্তিযোগ মধ্যস্থানে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে ভক্তি। এ ছেড়েই অভক্তিযোগ, তাতে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ ও কর্ম্মযোগ প্রভৃতির বিচার। তারা ভবভীত ব্যক্তি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাই তাদের প্রয়োজন। অনিত্যবিচার প্রবল হলেই বুভুক্ষা হতে জাত ক্লেশ হতে পরিত্রাণ-চেষ্টাই মুমুক্ষা। সেটা কেবলা ভক্তি নয়। কেবলা ভক্তিই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া, 'একয়া ভক্ত্যা গুরুদেবতাত্মা' এটাই হলো বুধ বা পণ্ডিতের বিচার। নতুবা অপণ্ডিতকে নির্ব্বোধ হয়ে যেতে হয়, ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায়ে নির্ব্বোধ প্রবিষ্ট হয়। ভোগীসম্প্রদায় বিলাসপরায়ণ। তাদের বিচার—চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করব, অপরা বিদ্যার অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, নিরুক্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করে নেবো, প্রত্যক্ষবাদী হয়ে আমি নিজে জানবো বা পরোক্ষবাদী হয়ে অন্যে যাঁরা misguided হচ্ছেন, তাঁদের নিকট শুনবো, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে জ্ঞানমিশ্রা বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির পথে প্রবিষ্ট হব। এই প্রকার অভক্তির পথ ছেড়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিপথই গ্রহণীয়।

মুক্তির জন্য যে ভগবদুপাসনা, তার চেয়ে কপটতা কিছুই নেই। তুমি থাক বা না থাক, আমার সুবিধা হোক, তোমাকে বঞ্চনা করে dismiss করলাম, আমি তুমি এক—এ বিচারগুলি অত্যন্ত কপটতা। 'তত্ত্বমসি'

বাক্যের বিচার এরূপ নয়। 'তৎ' শব্দ পূর্ব্বের ও 'ত্বং' শব্দ পরের কথা। পূর্ব্বশব্দ 'তৎ' ব্রহ্ম এবং পর শব্দ 'ত্বম্' জীবাত্মা। তৎ ত্বম্—পূর্ব্বশব্দে কথিত যে ব্যাপার, পরশব্দে কথিত ব্যাপার তল্লক্ষণাক্রান্ত। 'ওহে জীব, তুমি তৎ ব্রহ্মলক্ষণবিশিষ্ট—ইতর ব্যাপার নহ।' 'তুমি' একথা পরবর্ত্তী সময়ের কথা। তৎ—ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মের অণু হলেও ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত মাত্র, বৃহদ্বস্তু তুমি নহ। ব্রহ্ম এবং আত্মার একতালক্ষণযুক্ত তুমি, এর দ্বারাও স্থিরীকৃত হচ্ছে (অবশ্য আনন্দতীর্থপাদ 'তৎ' শব্দে ষষ্ঠীর পদ করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতেও 'তৎ' তস্য তাঁর তুমি, তিনি সেব্য, তুমি সেবক এই বিচার হচ্ছে।) সেব্য-সেবকভাবরহিত হলেই অনর্থ উপস্থিত হয়, ভয় আসে, তদীয়বিচার বিলুপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি হলেই ভয়শোকমোহাদি দূরীভূত হয়। অক্ষজবস্তুর প্রতি ভক্তি বা সেবার ছলনা ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত। যেটা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রহণের (senscous jurisdiction) মধ্যে আসে, সেটা আমাদেরই তাঁবেদার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন হয়ে পড়ে। ওটা আধ্যক্ষিকের বিচার। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন ভগবান্ হতে পারেন না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

ভগবানে ভক্তি না থাকলে সে বস্তুকে জয় বা তাঁর অভিজ্ঞান লাভ করা যায় না।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম॥"

এ বিচার ছাড়লে বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবিষ্ট হতে পারি না, অনর্থযুক্ত হয়ে থাকি। একমাত্র অব্যভিচারিণী—অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদিরহিত ভক্তি—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যোজ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদিয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

—প্রভৃতি যে বিচার, সেই একা অব্যভিচারিণী ভক্তিগ্রহণ ব্যতীত জড়জগতেরই অধীনতা স্বীকার করতে হচ্ছে; জড়াতীত জগতে যেতে পারছি না। জড়জগতে ভেদজাতীয় বিচারের মধ্যে পরস্পরের যে বৈষম্য বর্ত্তমান, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। জড়ান্তর্গত রূপরসাদি আমাদিগকে গ্রাস করছে। এই রূপরসাদির মালিক কে? এ-সকল কাহার ভোগ্য? এ বিচার না আসা পর্য্যন্ত—আমাদের এই বদ্ধভাব না ছেড়ে দেওয়া পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হচ্ছে না। কৃষ্ণপাদপদ্মকে অধোক্ষজ না জানলে ঐতিহাসিক বা রূপক কৃষ্ণের উপাসনায় কি সুবিধা? অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা করলেই অনর্থ যাবে। 'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগমধোক্ষজে' এটি ব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের বিশেষ উপদেশ। ব্যাসের বেদবিভাগ-পুরাণ-রচনাদি কার্য্যে যে অবসাদ, বুদ্ধিহীনতা ও ভীতি এসে উপস্থিত হয়েছিল, তাতে নারদ অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা উপদেশ করলেন। ভয়নাশিনী বৃত্তি আত্মায় উদিত না হলে, ভীত হওয়ার যোগ্যতা আত্মাতে থাকলে কোন সুবিধা হবে না।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলম্
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

মানুষ যেকাল পর্য্যন্ত না চব্বিশ ঘণ্টা ভগবৎপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত না হবে, সেকাল পর্য্যন্ত মায়াদেবী তাকে গ্রাস করবে, বহুরূপিণী মায়া তার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পদার্থ হবেন। আমি ভোগ করব, **Upper hand** আমার, তাদের **Lower office**—এটা ভোগী কর্ম্মীর বিচার—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদীর নিম্নার্দ্ধের বিচার। অপরোক্ষবাদের উন্নতার্দ্ধে অধোক্ষজের কথা বুঝবার একটু চেষ্টা লক্ষিত হয়। অধোক্ষজ বিচার এলেই সমস্ত অমঙ্গল কেটে যায়।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্ব্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥

—বিচারটি ভাল করে বুঝা দরকার। যিনি নির্ব্বৃত, পরমানন্দে অবস্থান যাঁর, তাঁর হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য্য নেই। সর্ব্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। 'কো নির্ব্বৃতঃ' বিচারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। এমন কোন্ মূঢ় আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ করে ইতরকথায় নিবিষ্ট থাকবেন। ভক্তিপথই কৈবল্যসম্মত পথ। যাঁরা পৃথিবীতে মানুষ হতে পেরেছেন, তাঁদের জন্যই এই ভক্তিপথ। রাজযোগ, হঠযোগ এগুলি বাহ্য কৈতবাশ্রিত লোকের জন্য। হরিসেবাপরায়ণ মনুষ্যদের জন্য উহা নয়। ব্যভিচারিণী যুক্তি ভক্তি নয়। অক্ষজ-পদার্থকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করা, আমি সেব্য, ঈশ্বর সেবক—এই বিচার হতে দুটা সর্ব্বনেশে বিচার এসে উপস্থিত হচ্ছে।

এক প্রকার—স্বর্গ, Paradise, বেহেস্তার সুখ আমি ভোগ করব, ঈশ্বরকে ভোগ করতে দেব না। শতকরা শত ভাগই ঈশ্বর ভোগ করবেন এ বিচার ছেড়ে দিয়ে আমি ভোগ করব। আবার আর এক প্রকার—ত্যাগী হয়ে নিজেই ঈশ্বর হয়ে যাব। অথবা ভোগও করব না, ত্যাগও করব না, ঈশ্বরকে সেবা করবার নামে বঞ্চনা করব, ফল নিজে পাব, ঈশ্বর হয়ে যাব, ঈশ্বর কোন কাজের নয় সাব্যস্ত হবে—এগুলো অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি। সদানন্দযোগীন্দ্র যেমন বলেছেন—"সদসদ্ হতে পৃথক্ অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানসমষ্টির নাম ঈশ্বর।" আমাদের কথা তা নয়। তিনি আর একটী জিনিষ। ভাগবতের এই 'কৈবল্য-সম্মত' কথাটি যাঁরা আলোচনা না করেছেন, তাঁরা কৈবল্যৈক-প্রয়োজন বুঝতে পারবেন না। 'কেবল' শব্দ কি, তা ভক্তের কাছে না বুঝে যাঁরা নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বিগণের নিকট বুঝতে যান, তাঁরা মায়াবাদাশ্রয়ে নির্ব্বোধ। তাঁদের সঙ্গে আলাপ কেন করব? শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার, তাঁর বিচার থেকে চ্যুত হয়ে জড়জগতের লোকের খেয়ালীর বিচারে আমরা মনোযোগ দেবো না। তার থেকে শত যোজন দূরে থাকবো। তাঁদের বিচার বালভাষিত—'পরোক্ষবাদো-বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্'—এই বিচার করব। তাদের কথার জবাব দেওয়াও অপ্রয়োজনীয়। অতি শিশু নির্ব্বোধ জড়জগতের কাম ক্রোধে আচ্ছন্ন বা

এগুলো ছেড়ে দিয়ে যারা একটা কাল্পনিক অবস্থা মনে করে তাতে ব্যস্ত—ordinary economy নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, Transcendental economy হতে বিচ্যুত হয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়, তাদের সঙ্গ দরকার নেই, তাদের সঙ্গ হতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকব। জ্ঞানটা যখন গুণোর্ম্মি-চক্রে আর ঘুরে না, তখনই ভক্তিমার্গে রুচি আসে। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—এতে জ্ঞানকে চালিয়ে দিলে যে মূর্খতা আসে, তা অপনোদনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥"

—এই শ্লোকে অধোক্ষজে ভক্তির বিচার বলছেন। অধোক্ষজ কে? কৃষ্ণই সেই অধোক্ষজ ভজনীয় বস্তু। গুণোর্ম্মিচক্রে যতক্ষণ জ্ঞান ঘুরতে থাকে, প্রতিনিবৃত্ত হয় না, ততক্ষণ ভগবদ্বস্তুই যে কৃষ্ণ, এটি উপলব্ধি হয় না—ভজনীয় বস্তু ভক্ত, ভজনের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। ভক্তিই যে পরম প্রয়োজনীয়, এ বিচার আসে না। (ক্রমশঃ)

আত্মা—অমৃত

আমরা চেতনজীব—আত্মা। আমি স্বয়ংই আত্মা, আমার আত্মা বলিয়া যে একটী কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়, তাহা দেহাত্মবুদ্ধি হইতে হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে। দেহে যখন আমাদের আত্মবুদ্ধি প্রবল হয় এবং যখন দেহকে 'আমি' মনে করিয়া আমরা দেহ-সুখসাধনে ব্যস্ত হই তখন এতাদৃশ ভাব বা ভাষার উদয় হয়। দেহকে 'আমি' মনে করিয়া দেহস্থিত আত্মাকে আমার আত্মা বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এ ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধু-গুরু-কৃপায় এই বিকৃতবুদ্ধি দূরীভূত হইলে স্বরূপোদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে এই জড়দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন, সেই চেতন আত্মাই আমি; আমি নিত্য আর স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ মন অনিত্য ও বিনশ্বর। তাই শ্রীগীতা বলেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে বা হন্যমানে শরীরে ॥”

আত্মা—অবিনাশী, অক্ষোভ্য, অজ, নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, সনাতন ও অমৃত। এই আত্মায় কোন অনুপাদেয়তা নাই, কিন্তু অনাত্ম সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ কালক্ষোভ্য হওয়ায় উহা অনুপাদেয় ও ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার যোগ্য। যাঁহাদের দেহাত্মবোধ ও মানসাত্মবোধ প্রবল, তাঁহাদের স্বরূপজ্ঞানের ও বৈকুণ্ঠপ্রতীতির অভাব হওয়ায় প্রাপঞ্চিক দ্রব্যের সহিত বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীনাম প্রভৃতি চিন্ময় বস্তু এবং চেতনাত্মার সহিত দেহমনের অভিন্নবোধ নানাপ্রকার ক্লেশোৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ কথা আলোচনা করিয়া থাকেন সেই ভাগ্যবান্ জনগণ সাধু-গুরুকৃপায় আত্মানাত্মবিবেক লাভ করিয়া এরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়েন না—জড়ে চেতনবুদ্ধি এবং চেতনে জড়বুদ্ধি তাঁহাদের না থাকায় তাঁহারা বাস্তববস্তুর স্বরূপসন্ধানে ভ্রান্ত হন না। তাই তাঁহাদের অশান্তিও নাই, তাঁহারা শান্ত।

আত্মা বা ‘আমি’-বস্তুটী পূর্ণামৃতস্বরূপ কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হওয়ায় অণুচেতন—অমৃত, মৃত বা মর্ত্ত্য নহেন। সে মায়াতীত বস্তু হইয়াও অতি ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা-হেতু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়া-কবলিত হইয়াছে এবং তদ্ধেতু নিজেকে ত্রিগুণাত্মক এ জগতের কোন বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে। ভগবদিতর দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত অনাত্ম-প্রতীতি হওয়ায় জীবের বদ্ধাভিমান-মাদকতা প্রবল হইয়াছে, তাই সে জগতের পথ অবলম্বন করিয়া—ধর্ম্মার্থকামের ভক্ত হইয়া নিজেকে পরমার্থ বা পারমার্থিকের বিদ্বেষী বলিয়া মনে করিতেছে—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়া তাহাকে প্রকৃত অভিমানে মত্ত করিয়াছে ও করিতেছে। তাই সে আমার জগৎ, আমার পিতা ইত্যাদি অভিমানে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়াছে—নিজেকে নিজে ভুলিয়াছে, শান্তির পথে কণ্টক দিয়া অশান্তিকে বরণ করিতেছে এবং অনাত্ম-বস্তুকে আত্মীয়বোধের প্রাবল্যহেতু নিত্যপূজ্য, প্রাণের দেবতা, হৃদয়ের ধন ও প্রিয়তম বস্তুকে পর মনে করত সেই পরম করুণাময় ভগবানকে নিজদেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনের সেবায় ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। ইহাই তাহার বদ্ধতা, ইহাই তাহার বুদ্ধিভ্রম, ইহারই নাম অনর্থ।

এমতাবস্থায় আমাদের আত্মবিৎ সাধুর সঙ্গ করাই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এমনই আত্মবঞ্চিত ও নির্ব্বোধ যে, বালক যেরূপ না বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকের সহিত কলহ করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করে, আমরাও সেইরূপ সাধুদের সহিত মতভেদ করিয়া পরমার্থে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া আত্মসন্ধান-লাভে পরাঙ্মুখ হইতেছি।

হ্রস্ব-বর্গ-ঘন-প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ ত্রিগুণতাড়িত বদ্ধজীবগণ তুরীয় বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া আত্মসংহারপূর্ব্বক যে পাপ অর্জ্জন করে, তদ্দ্বারা তাহাকে আত্মঘাতী বলা যাইতে পারে কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আত্মা—অবিনাশী; সুতরাং তাহার তাদৃশ চাপল্য ক্ষণিক চাঞ্চল্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও—সে ভুলক্রমে অনাত্মীয়কে আত্মীয় বলিয়া মনে করত তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও বা জগৎকে তাঁহার আবাসস্থল বলিয়া মনে করিলেও সাধুসঙ্গ করিলে তাহার এই ভ্রান্তি অপসারিত হইবেই হইবে।

স্বরূপবিভ্রান্ত জীব ভয়াতুর, শোকাতুর, স্পৃহাশীল, প্রচণ্ড লোভবশ। অভয়চরণারবিন্দের সন্ধান না রাখার দরুণ তাঁহার যে এই বিপত্তি, উহা তাঁহার প্রলাপ-বিকারেই পরিণত হয়; উহা অনাত্মপ্রতীতিরই ধর্ম্ম। ভক্তিবিবেক উদিত না হইলে জীবের স্বরূপের উদ্বোধন হয় না। বিকৃতস্বরূপে তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটে এবং তদনুসারে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—মানব বা জীবমাত্রেই ভগবৎ-প্রকাশের সহিত যুগপৎ ভেদাভেদ ধর্ম্মে অবস্থিত এবং প্রাণিমাত্রেই ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির অন্যতমা তটস্থা শক্তি হইতে প্রকটিত ব্যাপার-বিশেষ। তিনি কালাধীন হইলে তাঁহার কেবল ভেদের উপলব্ধি হয়—ভগবৎসেবাবঞ্চিত হইলে আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান হয় এবং স্বাভাবিকী আনন্দশক্তির প্রভুত্ব ক্ষীণ হইলে তাঁহাকে ত্রিতাপে গ্রাস করে।

ভগবদ্‌বিস্মৃতিই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। সেই দুঃখলাভের একমাত্র অধিকারী—জীবের আত্মপ্রতীতি হইতে জাত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরদ্বয়। তাহাতেই সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে শরীরদ্বয়ের মালিক হইয়া আর তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না—সে নিত্যকাল বিশুদ্ধ পারমার্থিক হইয়া আপনাকে 'গুরুদাস' বলিয়া জানিতে পারে।

তাই বলি, অমৃত হইয়া আমরা নিজেকে মৃত মনে করিতেছি কেন এবং

আমার একমাত্র গন্তব্যসরণি শ্রৌতপথকে—সাধু-গুরু-প্রদর্শিত রাস্তাকে কণ্টকপূর্ণ করিয়া কুপথে পতিত হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি কেন ? আর অসুবিধায় পড়িয়া থাকিয়া কাজ কি ? নৃত্যভিমানী, মানবাভিমানী, জগদ্বাসী-অভিমানী ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিয়া লাভ কি ? সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা, শ্রীগৌড়ীয় পাঠ করা, শ্রীসদীয়াপ্রকাশ পাঠ করা এবং সাধুমুখে হরিকথা শুনাই উচিত নহে কি ? যদি আচার্য্য-ভৃত্যগণের এই সকল কথা আমরা শুনি এবং তদনুসারে জীবনযাপন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই তাহা হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে, আত্মোপলব্ধি হৃদয়ে স্থান পাইবে, গ্রাম্যবার্ত্তায় ভোগপ্রণালীর সুখদুঃখ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং আমরা পুনরায় নিজস্বরূপ ফিরিয়া পাইব—আমরা অশোক, অভয়, অমৃত হইয়া যাইব।

আত্মা—অমৃতের পুত্র—অমৃত, মর্ত্ত্যের তনয় নহেন বা মর্ত্ত্য নহেন। স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীর—দেহ ও মর্ত্ত্যের তনয়। আত্মা অমৃত পান করেন। ভগবদুচ্ছিষ্টে অমৃত, আশ্রিত, ইতর ভোজ্যবস্তুর মধ্যে অনেক মরণযোগ্য ভোগের বিষ বর্ত্তমান। তাহা বরণ না করিয়া শ্রীভাগবতামৃত—শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত অমৃতধারা নিত্য পান করা উচিত। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা আত্মবস্তু—চেতন বস্তু, কৃষ্ণের বস্তু, এ জগতে কাহারও নই এবং এই আত্মা—অমৃত, মৃত নহেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

"হাতী ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল ?"

প্রপূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি কাব্য, দার্শনিক, ধর্ম্ম ও রসিক-জগতে বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত, সম্মানিত ও সমাদৃত। কলিকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুল-কলেজে তজ্জন্য এই গ্রন্থখানি পাঠ্যপুস্তকরূপে বহুদিন হইতে ব্যবস্থিত হইয়া আসিতেছে। গ্রন্থখানি পরাবিদ্যার অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ ইহা বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাভাষাভাষী ব্যক্তি-

গণকে পরম গৌরবান্বিত করিয়াছে। অপ্রাকৃত পণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় এই বাঙ্গালাগ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়া ইহার মাহাত্ম্য অধিকতর ও উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থখানির প্রতি মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থখানি সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হইয়াছে; তজ্জন্য ইতিমধ্যেই কয়েকটী ভাষায় ইহা অনুদিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে এবং বহুভাষায় সঙ্কলনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে শূন্যবাদ, নিরীশ্বরবাদ, মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, সবিশেষবাদ, প্রভৃতি ব্যাদসমূহের বিচারমূলে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও ভক্তির তারতম্য আলোচনামুখে বেদ-বেদান্তের প্রকৃত ও চরম শিক্ষা সুষ্ঠু ও বিশদভাবে বিচারদ্বারা নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য প্রেমভক্তিরই পারতম্য ও স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

অনধিকারী ব্যক্তি ইহা আলোচনা করিতে গিয়া ইহার মহত্ত্ব কখনই অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না। পরন্তু অধঃপতিত ও অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে।

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ (গীঃ ১৮।৬৭)

—শ্লোকটী যেরূপ অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে গীতানুশীলন নিষিদ্ধ;

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

—শ্লোকটীতে যেরূপ প্রাকৃত কামাসক্ত ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত রাসাদি লীলাবিলাস আলোচনা করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এমন কি বিনাশরূপ ফল ঘটিবে বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারিত আছে, তদ্রূপ অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী, বিদ্বেষী এবং অসুরপক্ষেও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অধিকারবর্হিভূত অংশের আলোচনা নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। কামের তরঙ্গায়িত সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি প্রেমের ধারণা করিতে গেলে অবশ্যই প্রেমের উপলব্ধি পায় না; প্রেমকেও কাম বলিয়া ধারণা করিতে বাধ্য হয়, প্রেমকে প্রাকৃত, ঘৃণ্য, নিন্দনীয়, কুৎসিৎ ও ইন্দ্রিয়তর্পণকর কার্য্য বলিয়া বিচার করিয়া অমঙ্গলের আবাহন করিবে। "কাম—অন্ধতম, প্রেম—চিন্ময় ভাস্কর"—ইহা কখনই অনুভব করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাসাদিলীলা আস্বাদনকে এই প্রকার কামাসক্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করেন

নাই। পরম উন্নত কামজয়ী প্রেমিক ভক্তগণ ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর জন্য ইহা নিষিদ্ধ অধ্যায় বলিয়া জানিতে হইবে। অনধিকার-চর্চ্চা করিতে গেলে কুফল ব্যতীত সুফললাভ অসম্ভব।

নিম্নবর্ণিত যোগীবর ও তদাশ্রিত প্রাকৃত বিদ্যাপারঙ্গত ব্যক্তিগণও এই কারণে মহাপ্রভুর সমুদ্রে নিমজ্জনকালীন আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ-প্রকটিত রাসাদি ও জলবিহাররূপ লীলাতে মোহগ্রস্ত হইয়া অনধিকারবশতঃ তাহাকে ঘৃণ্য ও কুৎসিত কামক্রিয়া বলিয়া ধারণা করিয়া বিদ্রোহী হইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি মিথ্যা ও অন্যায় দোষারোপ করত অমঙ্গলের আবাহন করিয়াছেন। পরম মঙ্গলময়ী লীলা ও তাহার নায়ক-নায়িকার শ্রীচরণকমলে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সংগ্রহ করত চিরতরে তাহা হইতে বঞ্চিত ও দুর্ভোগের অধিকারী হইয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ২।১।৩৩ সূত্রটী—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" —বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন। লীলা—লোকবৎ হইলেও তাহা কাম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরম মঙ্গলজনক—শাস্ত্রের এই শিক্ষা তাহাদের মস্তিকে স্থান পায় নাই অথবা বিদ্বেষমূলে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যোগীবর-প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাখানির প্রায় সর্ব্বত্রই অনধিকার-চর্চ্চা, বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কুব্যাখ্যা এবং মহাজনগণের নিন্দায় পরিপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এবম্প্রকার অসার ও মিথ্যা কার্য্যকেই পত্রিকাখানি সমাজ-সংস্কারক ও কল্যাণকর বলিয়া প্রচার করিয়া সমাজের কি-প্রকার ক্ষতিসাধনে চেষ্টারত, তাহা সুবিবেচক পাঠকপাঠিকাবৃন্দ অবশ্যই অনুভব করিবেন।

স্বয়ং ব্রহ্মা যে তত্ত্ব-লীলা জানিতে গিয়া—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।" (ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

—শ্লোকটী উচ্চারণপূর্ব্বক নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন; যে লীলা দর্শন করিতে প্রলুব্ধ হইয়া কামজয়ী স্বয়ং শিব ব্রজগোপীগণের অনুগ্রহ লাভার্থ নিজ পুরুষবেষ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক গোপীপ্রদত্ত বেষ ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী-বর্ণিত সেই লীলাবিলাস সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া মর্ত্তযোগসাধক কিনা ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই এই প্রবন্ধের শিরোণামাটী লিখিত হইল।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রকাশিত একটী শিশু মাসিক-পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যার (আগষ্ট ১৯৮৭) একটী পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় যোগাসনোপবিষ্ট যথেষ্ট স্থূলকায় গুম্ফশ্মশ্রুবিকীর্ণ

মুখমণ্ডলযুক্ত শ্বেতবস্ত্রপরিহিত উপবীতধারী একটী মূর্ত্তি মুদ্রিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিটী প্রস্থে যেরূপ বিশাল, দৈর্ঘ্যে সেইরূপ সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয়; তজ্জন্য কিঞ্চিৎ বামনাকার দেখা যায়। বিপুল বপুখানি ভক্তিচক্ষে না হইলেও ভীতিচক্ষে অবশ্যই আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই। তবে মহাপুরুষের যে-সব লক্ষণ—"ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল এবং পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মাদি দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ"গুলি তাহাতে সন্নিবিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয় না। মুদ্রিত ছবিখানির নীচে লিখিত আছে—

রাজযোগী হরিপদ পরমহংস (গীতারত্ন), মুখ্যসম্পাদক।

পত্রিকাটীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ৩য় পৃষ্ঠার নিম্ন ৪টী পঙ্‌ক্তিতে লিখিত হইয়াছে—"কল্পনার বশে যে-সব রূপ আমাদের দর্শন হচ্ছে সবই মিথ্যা, সবই কল্পনাময়। কল্পনা ব্যতীত কোনও রূপই আমাদের দর্শনযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং দেবদেবীগণের নাম রূপ অথবা জগতের নাম রূপ সকলই কল্পনাময়।"

সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তি স্বীকার করিলে প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত আলেখ্য-মূর্ত্তিটী মিথ্যা এবং তন্নিম্নলিখিত—"রাজযোগী" পদদ্বারা ব্যক্ত অধিকারটী মিথ্যা, এবং বন্ধনীযুক্ত "গীতারত্ন" পদদ্বারা ঘোষিত মহত্ত্বও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এককথায় এগুলি সবই মিথ্যা বা মিথ্যাময়। বাস্তবপক্ষে এই পুস্তিকাটীতে প্রকাশিত যুক্তিপ্রমাণগুলিও মিথ্যাময় বলিলে নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবে না। সম্পাদক মহাশয়দিগের উক্তি ও যুক্তির মিথ্যাত্ব আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের সমালোচনা—প্রবন্ধটীও সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসার, ঈর্ষাপরায়ণ, উদ্দেশ্য-মূলক আসুরিক চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তি ও অনধিকারচর্চ্চা—ইহা সুধী পাঠকগণকে নিবেদন করিব। এই প্রকার দুষ্ট চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট লেখকের আদালতের আইন-অনুসারে অবশ্যই শাস্তি ও দণ্ড হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক মহাশয় বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মের নামে বেদবিরুদ্ধ মতবাদ স্থাপন করিতে গিয়া বেদানুগত্য পরিত্যাগ ও বেদের বিরোধিতা প্রকাশ করিয়াছেন। "বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইল নাস্তিক। বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥" বাক্যটীর সম্পূর্ণ সত্যতা ইঁহার লেখনীতে অনুভূত হইতেছে। আশ্রিত-শাখার মূলদেশ-ছেদনকারী কালিদাসের পাণ্ডিত্যের ন্যায় ইহা কি মহাপাণ্ডিত্য নহে? যোগীবরের বেদানুগত্যটী অসুরগণের দৈববিশ্বাস ব্যতীত কিছুই নহে। যোগীবর (?) আবার "গীতারত্ন"-উপাধিভূষিত। গীতার

১৬।৬ শ্লোকটী নিশ্চয়ই তাঁহার সুবিদিত। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ"—এই অসুর ব্যক্তি কাহারা ? শাস্ত্র তাহার পরিচয় দিতেছেন—

"বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণু-দেবভক্ত নহে পরন্তু তদ্বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাহারা অসুর। তাহারই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকে—"অসত্যং অপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।" (গীঃ ১৬।৮)—এই গীতা-বাক্যে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় বেদোক্ত দেবদেবী ও তাঁহাদের পূজকদের বিরোধিতা করত অসুর-শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ২য় এবং ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'দেবদেবীগণ সকলেই নামরূপের অন্তর্গত কাল্পনিক মূর্ত্তিবিশেষ। দেবদেবীর মূর্ত্তি যারা পূজা করেন তারা আর এক শ্রেণীর আহাম্মক। দেবদেবীগণ কি কোথাও আছেন ? কেহ কি কল্পনা ছাড়া প্রত্যক্ষ জীবন্ত কোন দেবতাকে আজ পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছেন ? কোন দেবতার কি পিতামাতা আছে ? শিব, কালী, গোবিন্দ এদের পিতা-মাতার নাম কি ? পিতামাতা ছাড়া তাঁদের জন্ম হল কাহা হ'তে ? জন্ম না হ'লে দেবতাদের সেই রূপই বা কোথা হ'তে এল ? * * * * তবে শোনা যায় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ এরা সকলেই তো মূর্ত্তি উপাসনা করেছিলেন। কিন্তু এদের যে ভগবৎদর্শন হয়েছিল তার কি কোন প্রমাণ আছে ? রামকৃষ্ণ সারাজীবন মা কালীর উপাসনা করেছিলেন কিন্তু তাতে ভগবৎদর্শন (আত্মদর্শন) হলে তিনি আবার তোতাপুরী হ'তে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন কেন ? বামাক্ষ্যাপাও মা কালীকে পান নাই। তাঁর সামান্য যোগবিভূতি লাভ হয়েছিল মাত্র। রামপ্রসাদ কালীনামে তন্ময় হয়ে কিছু গান গেয়েছিল, কিন্তু তার জন্য তাঁহার যে আত্মদর্শন হয়েছিল তার কোন প্রমাণ আছে কি ?"

সম্পাদক মহাশয় কতদূর বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। নচেৎ বেদের মধ্যে দেব-দেবীর নাম ও তদুদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির বিধান তিনি অবশ্যই দর্শন করিতেন। ঋক্, যজুর্বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে দেবতাদের প্রতি আহুতিদানের ও যজ্ঞভাগ অর্পণের ব্যবস্থাকে কাল্পনিক ও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার সাহস তিনি কোথা হইতে পাইলেন—ইহা চিন্তা করিলে অসুর কংসের দৈববিশ্বাসের বিষয়ই মনে পড়ে। দেবকীর অষ্টম গর্ভ হইতে তাহার মৃত্যু হইবে—এই দৈববাণীকে কংস বিশ্বাস করিয়াই দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কংসের এই বিশ্বাস আসুরিক বিশ্বাস ; বস্তুতঃ

ইহা অবিশ্বাস। কারণ, দৈববাণীকে যদি প্রকৃতই সত্য বলিয়া কংসের বিশ্বাস থাকিত, তবে তাহা কখনই অন্যথা হইবার নহে জানিয়া কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইত না। কংসের বিশ্বাস সেরূপ নহে বলিয়া ঐ দৈববাণীকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই দেবকীবধের মিথ্যা উদ্যোগ করিয়াছিল এবং পরিণামে সত্য কখনই মিথ্যায় পরিণত হয় না বলিয়া দেবকীকে কংস বধ করিতে পারে নাই; পরন্তু অষ্টম গর্ভের সন্তানহস্তে তাহারই বিনাশ হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও সম্পাদক মহাশয় বেদের বর্ণিত দেবদেবীর কথা অবগত হইয়াও দেবদেবীগণকে মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে ও তত্তৎ উপাসনা ও উপাসকদিগকেও উড়াইয়া দিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই আসুরিক চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক নহে কি? ইহাই কি বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদের দৃষ্টান্ত নহে?

যোগীবরের বেদাধিকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তিনি বন্ধনীযুক্ত 'গীতারত্ন' বলিয়া তাঁহার আত্মপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং গীতার শ্লোকে তাঁহার অবশ্যই অধিকার থাকিবে—ইহা আশা করা যায়। "কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥" (গীঃ ৪।১২)—শ্লোকটীতে দেবতা ও দেবপূজাকে কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে? না সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে? শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের উক্তি :—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ-সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ (১১।৫)
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ (১১।২১)
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ (ঐ ২২)

সম্পাদক মহাশয় এই সমস্ত শ্লোককে বা এই গীতা শাস্ত্রকেও কি মিথ্যা বলিয়া অথবা ইহা মহাভারত, বেদ নহে বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? তিনি বেদে বিশ্বাসী, ভাল কথা। বেদ গর্ভোদশায়ীর নিঃশ্বসিত বাণী, আর গীতোপনিষৎকে শাস্ত্রবিদ্‌গণ গর্ভোদশায়ীর মূলকারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া বেদাপেক্ষাও শ্রীগীতার মাহাত্ম্যাধিক্যে বিশ্বাসী। ইহা কি তিনি স্বীকার করিতে নারাজ?

সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রকার অসৎ, মিথ্যা ও কুশিক্ষায় শিক্ষিত ভক্ত

ও স্তাবকবৃন্দ তাঁহাকে আত্মদর্শী সাজাইয়া তাঁহার এই বেদবিরুদ্ধ শিক্ষাকে আত্মদর্শন ও বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ সমুজ্জ্বল ও শক্তিসম্পন্ন পরমসত্যের নির্ভীক প্রচার বলিয়া সম্পাদকের বিরচ্যমান জীবনী বা চরিতামৃত (?) কত না আস্ফালন করিতেছেন, তাহা সুধীসমাজ দর্শন করিয়া "অধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ"—বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতেছেন।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত পত্রিকার প্রথম কয়েকখানিতে নিজ নাম "ব্রহ্মচারী হরিপদ চক্রবর্ত্তী" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রচ্ছদপটের পশ্চাদ্ভাগের মুদ্রণ হইতে অনুমান হয় যে, তিনি Court হইতে affidavit করিয়া "ব্রহ্মচারী" এবং "চক্রবর্ত্তী"—এই দুইটী পদ পরিবর্ত্তন করাইয়া তৎস্থলে যথাক্রমে "রাজযোগী" এবং "পরমহংস" হইয়াছেন। ইহাও সুধী পাঠকগণের বিবেচ্য বিষয়।

সম্পাদক মহাশয় নিজেকে 'রাজযোগী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যোগবলম্বন করত আত্মদর্শন করুন্—ইহাতে কাহার আপত্তি ? কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে বা তত্তৎপন্থাবলম্বীকে তিনি মিথ্যা বলিয়া নস্যাৎ করিতে ইচ্ছা করিলে কেহই তাহা স্বীকার করিবেন না বা তাহা সত্য হইবে না। আত্মদর্শনকারীর অধিকারে এরূপ পরিচয় স্থান পায় নাই। এরূপ আত্মদর্শন তাই মিথ্যাবাদে পরিণত হইয়া থাকে। অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া আত্মদর্শনকামী যোগী এইপ্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

'যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতমুহুঃ'—বাক্য হইতে যোগপথে মোহগ্রস্ত হইবার বিপদের কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইপ্রকার যোগী ভক্তি বা ভক্তের বিচার করিতে গেলে অনধিকারবশতঃ অবশ্যই মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আলোচ্য সম্পাদক মহাশয়ও এইরূপ অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়াই মহামোহ ও অপরাধব্যঞ্জক উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।—ব্রাহ্মণ কখনও হরিনাম করিতে পারে না, হরিনাম গ্রহণ কেবলমাত্র শূদ্রেরই কর্ত্তব্য—বলিয়া তিনি কি পাগলামি প্রকাশ করিয়াছেন, সুধী ব্যক্তিগণ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। ইহাতে তাঁহার পিতৃদেবকেও অবহেলা ও অবমাননা প্রকাশ পাইল না কি ? তাঁহার পিতৃদেব শ্রীহরির নামের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন বলিয়াই কি পুত্রের নাম "হরিপদ" রাখেন নাই ? সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পিতৃদত্ত নামটীও কি এক্ষণে পরিত্যাগ করিবেন ? সম্পাদক তাঁহার পত্রিকার ১ বর্ষ, ১১শ সংখ্যার ১০ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"নিমাইয়ের ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম হয়েছিল। সুতরাং হরিনাম করা তার

স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। গৌরীয় বৈষ্ণব সমাজ বলেছিলেন যে, নিমাই হরি নাম প্রচার করেছিলেন, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। কারণ, নিমাই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। ব্রহ্মমন্ত্র বা ওঁকার মন্ত্রের সাধনই ছিল তাঁর বংশের ধর্ম্ম। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের নাম (হরিনাম) করতে পারেন না।"

সম্পাদকের এই উক্তিকে সুধীগণ পাগলামি বলিবেন, না—শয়তানী বলিবেন, তাহা তাঁহাদের বিবেচনাধীন। সম্পাদকের বাক্যানুসারেই ইহা কি প্রতিপন্ন হয় না যে, সম্পাদকের "হরিপদ" নামটী কোন ব্রাহ্মণেই গ্রহণ করেন না, কেবলমাত্র শূদ্রগণই তাঁহার নাম লইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার পিতৃদেবকে তিনি কি শূদ্র বলিবেন? তিনি নিজকে কি শূদ্রজাত বলিতে চাহেন? ব্রাহ্মণগণ কি তাঁহাকে "হরিপদ" না বলিয়া "ফরিপদ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন? অধিকন্তু ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন বলিয়া তাঁহাকে কি শূদ্র বলিতে হইবে? শিবও পঞ্চমুখে "রাম রাম" জপ করিতেছেন বলিয়া সম্পাদকের বিচারে তাঁহাকে কি শূদ্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? শ্রীনারদ ঋষি বীণাসংযোগে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকেও কি সম্পাদক মহাশয় শূদ্র বলিতে ইচ্ছুক? আমরা সম্পাদক মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণকে হরিনাম করিতে নাই বা হরিনাম কেবল শূদ্রেরই কর্ত্তব্য—এরূপ কোন শাস্ত্রবাক্য যোগ্যবরকে প্রমাণস্বরূপে দেখাইয়া তাঁহার বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে অনুরোধ করি। নচেৎ তিনি তাঁহার বাক্য প্রত্যাহার করত ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

সাধুসঙ্গে

শ্রীকেদার-বদ্রীনাথধাম দর্শন

১৬ই ভাদ্র, ১৩৯৫ (ইং ২/৯/৮৮)

সত্বর যোগাযোগ করুন।

আমি যতিরাজ

আমি ফুজিজামা কখনও ভাবিনা
মাৎসর্য্য বহ্নি বক্ষে ধরি'
নিরন্তর দহনে শীর্ণ তনুখানি
যতিবেশে সদা ফিরি।
হরিদাসে দেয় মান মোরে না চিনিল
আমিও করিমু নৃত্য অজ্ঞে প্রতারিব।
না দিলাম বসন অঙ্গে বসিনু একাসনে,
রাজভোগ ছাড়ি' করি সামান্য ভোজনে ;
বাক্যালাপ সর্ব্বসাথে ত্যজিয়া সম্মান ;
এত করি তবু মোরে না করে প্রধান।
আমা বিনা কেবা গুরু হইবার যোগ্য ?
তাই বলি—সকলেই গুরুর অযোগ্য।
নাহি ভাবি সকলেই মোর গুরুজন ;
"অমানিনা মানদেন" প্রভুর শিক্ষণ।
দুরাশায় কতকাল থাকিব মৌন ধরি' ?
বিস্ফোরণ ঘটাইয়া আপনে প্রচারি।
—বিধবা কি জানে ধর্ম্ম রাষ্ট্রপতি বিনা ;
পতির অনুগ্রহে যতি হইবেক ধন্যা।
দুঃখে বুক ফাটে বলি, কিন্তু দুঃখে নয় ;
মাৎসর্য্য-বহ্নিতে বক্ষ সদা দগ্ধ হয়।
ধন্য আমি যতিরাজ ধন্য মহাজ্ঞানী,
ধন্য আমি গুরুদাস ধন্য মহামানী।

—শ্রীহরিদাস

ইহজগৎ—নিত্য ও অসত্য নহে

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈত-মতবাদের অনুগত বিবর্ত্তবাদিগণ "পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চ অসত্যস্বরূপ" এই বেদান্তবিরোধী বাক্য প্রচারপূর্ব্বক জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের 'শক্তিপরিণামবাদ' অস্বীকারকারী শঙ্করাচার্য্য ভগবদিচ্ছায় প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ জগতে প্রচার করিয়া যে বিবর্ত্তের ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পতিত হইয়া কতই না কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব আত্মবঞ্চনপূর্ব্বক মহামায়ার কারাগারে অশেষ যাতনা ভোগ করেন। বৈষ্ণবপ্রবর শঙ্করাচার্য্য আত্মবিনাশক কেবলাদ্বৈতবাদে বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। "জগতের মিথ্যাপাদকত্ব" কেবলাদ্বৈতবাদ অত্যন্ত নিন্দার্হ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে অসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 'জগতের মিথ্যাত্ব' প্রতিপাদন করিবার প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। তিনি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ (গীতা ১৬।৮)

"অসুরপ্রকৃতি লোকগণ জগৎকে মিথ্যা, নিরাশ্রয়, নিরীশ্বর, পরস্পর সংসর্গোৎপন্ন—অপর কি কথা কেবল কামোৎপন্ন বলিয়া থাকে।" অসুরগণ উপরিউক্ত অসৎ মত প্রচার করিয়া জগতের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও (গীতা ১৬।৯) মলিনচিত্ত, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, হিংস্রকর্ম্মপরায়ণ, অমঙ্গল-স্বরূপ অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে 'জগৎ ধ্বংসের কারণ, বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জীব-প্রতারণাকল্পে ভগবান্ জীবের বিচারধারায় নানা-প্রকার ভ্রান্তি আনাইয়া দেন। মায়ামোহিত বদ্ধজীব তখন অসত্য বস্তুকে 'সত্য' এবং সত্য বস্তুকে 'অসত্য' বলিয়া দর্শন করে, ইহাই ঈশ্বরের অচিন্ত্য প্রভাব।

পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জগতের 'নশ্বর' সংজ্ঞা। জগৎ কালদ্বারা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। একটী প্রবাদবাক্যেও পাওয়া যায়,—"The world is an eternal flux" অর্থাৎ জগৎ একটী নিত্য পরিবর্ত্তনশীল স্রোতপ্রবাহ। পরিবর্ত্তনশীলতা অস্বীকার করিয়া জগৎকে 'নিত্য' বলিলে বেদের অপ্রামাণ্য দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রুতিতে উক্ত 'যতো বা ইমানি ভূতানি' বাক্যের এবং ব্রহ্মপুরাণোক্ত 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শক্তিরেকা' বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত

হয়। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'জগৎ সৃজন, পালন ও বিনাশের' মুখ্যকারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগৎকে 'বিনশ্বর' বলিলে তাহার সৃষ্টি ও ধ্বংস কিরূপে সম্ভব? ভগবদ্বাক্য অবমাননাকারী বিবর্ত্তবাদীর কথনও কি শ্রেয়ঃলাভ হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৩)

উপরিউক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—

"নিত্য-কৃষ্ণদাস নির্ম্মল জীব, কর্ম্মফলভোগপর স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে ভ্রমক্রমে যে 'আমি' বুদ্ধি করেন, ঐ বুদ্ধি—মিথ্যা; উহাই বিবর্ত্তবাদের স্থল। জীবাত্মা 'অনিত্য', কালবশযোগ্য—ব্রহ্মের অজ্ঞানজন্য তাৎকালিক স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর নহেন। বিশ্ব বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তবে কালদ্বারা পরিবর্ত্তনযোগ্য। বিশ্ব-ভোগবুদ্ধিতে জীবের 'বিবর্ত্ত' আছে। এই অচিদ্‌বিশ্বের স্বরূপ—শক্তি-পরিণত। মায়াবাদী জীব-স্বরূপে ও বিশ্বের স্বরূপে, 'বিবর্ত্ত' বিচার করেন; কিন্তু উভয়ই শক্তি-পরিণাম।

"পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া জগৎ অস্বতন্ত্র ও সত্য। দ্বৈত বস্তুমাত্রই ব্রহ্মাধীন বলিয়া জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়। এখানে ব্রহ্ম বলিতে 'পরংব্রহ্ম' শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যেমন বাক্ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রাণাধীন বলিয়া তাহাদিগকে প্রাণাত্মক বলা হয়, তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মাধীন বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া গণ্য করা হয়। ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জগৎ সত্য ও অস্বতন্ত্র।

"কর্ম্মজড় মীমাংসকেরা বলেন,—"দৃষ্টরূপ এই জগৎ স্বতন্ত্র ও নিত্য।" কিন্তু মীমাংসকদের এই ত্রুটীপূর্ণ মতবাদকে বিষ্ণুপুরাণ খণ্ডন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত রহিয়াছে, "পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যেঽস্তি" অর্থাৎ তুমি একমাত্র সত্য বস্তু, অন্য কিছুই নাই।" বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই শ্লোকে নিশ্চিতরূপে "স্বতন্ত্র ও নিত্য" প্রপঞ্চের নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মাত্মক প্রপঞ্চের 'অস্বতন্ত্রত্ব, সত্যত্ব ও অনিত্যত্ব' সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। 'তুমি একমাত্র সত্যবস্তু' এই বাক্যে প্রপঞ্চের 'স্বতন্ত্রতা' নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য বস্তু হওয়ায় ব্রহ্মাত্মক জগৎকে অবশ্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মাত্মক জগৎকে অস্বীকার করিলে ব্রহ্মকে যে জগৎপতি বলা হয়, তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয়। জমির অধিকারী ব্যক্তি যেরূপ 'জমিদার' নামে পরিচিত হন; তদ্রূপ

জগৎও ব্রহ্মের অধীনস্থ বলিয়া ব্রহ্ম 'জগৎপতি' নামে সংজ্ঞিত হন। 'জমি নাই, অথচ তিনি জমিদার' বলা যেমন নিরর্থক, তদ্রূপ 'স্বতন্ত্র প্রপঞ্চের অধিপতি ব্রহ্ম' বলিলে হাস্যাস্পদ হইবে না কি? শাস্ত্রোক্ত জগৎপতির সংজ্ঞা সত্য হওয়ায় জগৎও সত্য।

"প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মশক্তিদ্বারা রচিত, তাহা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। "যদেতদিতি—জ্ঞানাত্মকস্য তবৈতজ্জগৎ ত্বৎসম্বন্ধি-ত্বচ্ছক্তিময়ত্বাদিত্যর্থঃ" —এই শাস্ত্রবাক্যে "ব্রহ্ম জ্ঞানাত্মক; জগৎ তাঁহার শক্তিদ্বারা রচিত, অতএব ত্বদীয়" ইহাই বোধিত হইতেছে। যাঁহারা কর্ম্মজড় অর্থাৎ অপক্কবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা জগৎকে 'নিত্য ও স্বতন্ত্র' বিবেচনা করিয়া ব্যাসদেবের শক্তিপরিণাম-বাদকে অস্বীকার করেন। কর্ম্মজড়দের ধারণা ভ্রমাত্মক হওয়ায় তাঁহাদের কখনও সংসার-বন্ধন ক্ষয় হয় না। জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। 'জ্ঞান' শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে। 'স্বরূপ'-শব্দের অর্থ 'বৃত্তিপ্রদ'। জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম এই জগতের বৃত্তিপ্রদ হওয়ায় জগৎ পরতন্ত্র। তাই শাস্ত্রজ্ঞগণ তথা বুধগণ জগৎকে 'ব্রহ্মের ন্যায় স্বতন্ত্র' এই বুদ্ধি করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনেন নাই।

"প্রপঞ্চ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া তাহার সত্যত্ব অস্বীকার করিলে বেদের অপ্রামাণ্যাপত্তি হয়। 'যতো বা ইমানি' শ্রুতিতে প্রপঞ্চের সত্যত্বই দর্শিত হইয়াছে। প্রপঞ্চকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মপর বেদবাক্যসকল কথিত হইয়াছে। প্রপঞ্চের সত্যত্ব অস্বীকারে উপর্য্যুক্ত বেদবাক্যসকল নির্ব্বিষয় হইয়া 'ঘোটকের অণ্ড প্রসবের' ন্যায় মিথ্যা হয়। তখন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববাদী 'নাস্তিক' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।

"জীব ও প্রকৃতির ন্যায় ঈশ্বর-শক্তি বলিয়া জগৎকে সত্য বলা হয়। কারণ ঈশ্বরের শক্তি সর্ব্বদাই সত্য। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতির সত্যত্ব 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্' শ্রুতিবাক্য হইতে পাওয়া যায়। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং" গীতাবাক্য হইতে জীব ও প্রকৃতির ঈশ্বরশক্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। জগতের ঈশ্বরকার্য্যত্ব "য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ" প্রভৃতি শ্রুতি এবং "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম" গীতাবাক্য হইতে জানা যায়। কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন, "জগৎকে সত্য বলিলে তাঁহার সৃষ্টি-প্রলয়াদি কিরূপে সম্ভবপর হয়?" স্বয়ং ভগবান্ "অনিত্যমসুখং-লোকম্" অর্থাৎ জগৎ অনিত্য সুখাত্মক বলিয়া তাঁহাদের সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। অতএব জগৎ সত্য হইয়াও অনিত্য—সিদ্ধান্তিত কথা। যাঁহার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান থাকে না,

তাহা আকাশকুসুমাদির ন্যায় মিথ্যা। কিন্তু জগতের "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়" আছে বলিয়া তাহার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

"এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া কুসুমের গন্ধের ন্যায় অস্বতন্ত্র। শক্তিযোগহেতু সমর্থ-ব্রহ্মই এই জগৎ এবং তিনি উহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিমান্ হওয়ায় ইহাতে তাঁহার কোন বিকারাপত্তিও হয় না। তিনি এক শক্তির পরিণামে বিশ্বরূপ হইয়াও স্বরূপতঃ অবিকৃতই থাকেন। ব্রহ্ম স্রষ্টা ও সৃষ্ট উভয়ই, অথচ উহাদের অতীত ও অবিকৃত। ব্রহ্ম প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন এবং সংকল্পমাত্রেই স্রষ্টা। প্রকৃতি-মোহাচ্ছন্ন জীব প্রকৃতিকেই জগৎসৃষ্টির মুখ্য কারণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র তাঁহাদের সেই ভুল ভাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাওয়া যায়,—

জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ—মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতি কারণ—যৈছে অজাগল-স্তন॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১)

যদ্যপি সাংখ্য মানে—প্রধান-কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত' নির্ম্মাণে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৬।১৮-১৯)

এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা :—"জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তিসঞ্চার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ—তপ্ত লৌহের উপমা। যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান-শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্য বস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ লৌহরূপ জড়াপ্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদান-প্রতিমা দাহিকা বা তাপপ্রদায়িণী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র।"

অনেকে মনে করেন, "এই জগৎ যেহেতু মায়াময়, অতএব ইহা কুহকরচিত অসৎ বস্তু।" কিন্তু তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ জগৎকে কুহকরচিত বলিলে, "ঋতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্ তথ্যং যথাযথমিতি হলায়ুধঃ" অর্থাৎ পরমেশ্বর সত্যস্বরূপে বস্তুসকল বিধান করিয়াছেন—এই স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে। বিষ্ণুপুরাণেও (১।২২।৫৮) জগৎকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। "ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ। সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ॥ তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্। আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্ম-নাশ-বিকল্পবৎ॥" প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত বাক্য হইতে তাঁহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার কুহকরচিত সবকিছুই যে মিথ্যা, তাহাও বলা যায় না। যেমন "মরুভূমিতে দাড়িম অর্থাৎ ডালিম-বৃক্ষ হয় না এবং বাটিকা বা ছোট কুঁড়েঘর থাকে না" এই বাক্য প্রচলিত থাকিলেও কখনও কখনও দাড়িম ও বাটিকা তথায় দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্রূপ কুহকীরা অনেক দ্রব্য দেশান্তর হইতে আনয়নপূর্ব্বক দেখাইয়া থাকে এবং কখনও কখনও সেই সকল বস্তুকে সেই স্থানে থাকিতেও দেখা যায়। অতএব জগৎ অসত্য, ইহা কিছুতেই বলা যাইবে না।

অনেকে 'জগৎ শুক্তি-রজতের ন্যায়ে ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া মিথ্যা' এই অনুমান করেন। ইহা স্বীকার করিলে জগৎ অধিষ্ঠানশূন্য হইয়া পড়ে। তাই এই ভ্রান্ত মতবাদ স্বয়ং ভগবান্ উপদেশদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—অসাধারণ সত্যসঙ্কল্পাদিযুক্ত পরমেশ্বর ভিন্ন জীবে প্রপঞ্চাত্মক পরিণামের সম্যক্ অবলম্বন নাই। জীবের তাদৃশী শক্তি নাই যে, জীবকে উহার অবলম্বন বলা যাইবে। নামদ্বারা, আকৃতিদ্বারা এবং রূপদ্বারা গ্রাহ্য এই ভূম্যাদি পঞ্চভূতাত্মক দ্বৈত সত্য, যেহেতু উহা ঈশ্বরের শক্তি।" শাস্ত্রে জগৎ কারণত্ব বিষয়ে তাই শুক্তি-রজতাদির পরিবর্ত্তে মৃদ্‌ঘটাদির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। তবে কেন কোথাও কোথাও শুক্তি-রজতাদির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে? তাহা কেবল জগতের অসারত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সংসারে লোকের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ আচার্য্যকর্ত্তৃক বুদ্ধিতে কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব জগৎ অস্বতন্ত্র ও সত্য হইয়াও অনিত্য—ইহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্তিত হইল।

—শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৮ পৃষ্ঠার পর]

পাণিনির যে স্ফোটবাদ তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে এইগুলো হল শব্দ-সামান্য। আর শব্দ ব্রহ্ম—Absolute sound কাকে বলে? অপ্রাকৃত জগৎ থেকে অবতরণ করেন এবং এখানে কার্য্যোদ্ধার করে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাকে বলে শব্দব্রহ্ম, নাদব্রহ্ম। সেটা শব্দসামান্য নয়। সেই শব্দের বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেই শব্দ আর শব্দী দুইই এক—Identical।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

কিন্তু এ জগতের নাম-নামীতে পার্থক্য রয়েছে। আমি 'ঘোড়া ঘোড়া' বললাম, একটা ঘোড়া এখানে ছুটে আসবে না। কিন্তু আমি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ', 'রাম রাম' বলি, ভগবান্ দর্শন দেবেন। এই রকম Identity করা যায়। সবক্ষেত্রে এটা হচ্ছে না। এ জগতের প্রাকৃত শব্দ আর বৈকুণ্ঠবাণী দুটো এক নয়। ভগবান্ অবতরণ করেন, তাই তাঁর অবতার। অবতার মানে তিনি চিজ্জগৎ থেকে আসেন এ জগতে, কার্য্যোদ্ধার করে আবার ফিরে যাচ্ছেন তাঁর স্ব-স্বরূপে। একে বলে অবতরণ। বৈকুণ্ঠবাণীর এইরূপ অবতরণ থাকে বলে তাকে বলে শব্দব্রহ্ম, নাদব্রহ্ম। সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা সবটাকে যেন একাকার করে না ফেলি।

এ জগতের শব্দের আমরা যে অর্থ জেনে রেখেছি সে অর্থ সবসময় ঠিকমত হয় না। উদাহরণস্বরূপ একটা শব্দ ধরুণ যেটা ভাগবতে, বেদে, উপনিষদে আছে, এমন একটা Common শব্দ যেমন 'ব্রাহ্মণ', আর একটা শব্দ 'কৃপণ'। ব্রাহ্মণ শব্দ আর কৃপণ শব্দ দুইটী যে পরস্পর বিরোধী এটা আমাদের কাহারও বোধ হয় জানা নাই। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্র আলোচনা করছেন তাঁরা এর আকাশ-পাতাল তফাৎটা প্রচার করছেন। ঋষিগণ এই শব্দ দুটী নিয়ে বিশেষ Research করেছেন। তাঁরা গীতা, ভাগবতে, রামায়ণে, বেদে, উপনিষদে সর্ব্বত্র এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ কাকে বললেন?—'য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" গার্গিকে বলছেন যাগ্যবল্ক ঋষি—হে গার্গি! অক্ষর পরব্রহ্ম ভগবানকে জেনে যিনি এ জগৎ থেকে চলে যেতে পারছেন, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। আর তার উল্টো শব্দ বলছেন কৃপণ। "য এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"—অক্ষর

পরব্রহ্ম ভগবানকে না জেনে যিনি এ জগৎ থেকে চলে যাচ্ছেন, তিনি হলেন কৃপণ অর্থাৎ অতাত্ত্বিক ব্যক্তি। আত্মকল্যাণ চিন্তা করতে তিনি শিখলেন না, শুধু এ জগতে এলেন আর গেলেন। সুতরাং সাধারণভাবে আমরা যে অর্থ জেনে রেখেছি, বুঝে রেখেছি—শাস্ত্রীয় অর্থ তা নয়, বৈদিক ব্যাখ্যা তা নয়। সেইজন্যই Ontology—তত্ত্ববিজ্ঞান আর Morphology—জড়বিজ্ঞান দুটী জিনিস এসেছে। তত্ত্ববিজ্ঞানের কথা আমাদের আলোচনা করতে বলেছেন ঋষিগণ।

এ জগতে মানুষ যখনই জন্মগ্রহণ করে তখনই তার যে জ্ঞান তার একটা পরিসীমা আছে। সেই অনুসারে সে সবটা জানতে, বুঝতে চেষ্টা করে তার সীমিত জ্ঞানের মধ্য থেকে। কিন্তু সীমিত জ্ঞানের মধ্য থেকে তার সব জানা, বোঝা সম্ভবপর নয়। সেইজন্যই বৈকুণ্ঠবাণীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, তা না হলে সম্ভবপর নয়। আর্য্যঋষিগণের এই হল বিশেষ বিচার। সনাতন আর্য্যঋষিগণ সাকার-নিরাকারত্বের যেমন বিচার করেছেন তেমনই সগুণ-নির্গুণের বিচার করেছেন। গীতায় বললেন—তারা অধিক কষ্ট পায় যারা নির্গুণ, নিরাকার ভাব নিয়ে চলে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় একজন বলেছেন যে নিরাকারত্বের কোন উপাসনা তো হয় না—কথাটা ঠিকই। নিরাকারের আবার ধ্যানধারণা হবে কিভাবে। আকার তাকে নিতেই হবে। নিরাকারের উপাসনা, ধ্যানধারণা হয় না কেন?—ভগবানের আকার আছে, আমাদেরও আকার আছে। আমার সামনে যদি আমার কোন বন্ধু ব্যক্তি আসেন এবং যদি আমি বলি মহাশয় আপনি আকারবান্ মনে হচ্ছে না, আপনার প্রেতাত্মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে আমার বন্ধু সন্তুষ্ট হবেন না। বলবে—দেখলে আমাকে কি রকম গালাগালি দিল। আমি জাজ্বল্যমান্ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছি আর বলে কিনা আমার প্রেতাত্মা দাঁড়িয়ে আছে। যে আকার আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই তাকে কি অস্বীকার করা চলে? এই যে জগৎ সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, একে অস্বীকার করতে পারব কি? চোখে দেখেও বলব না। এটা কি জাতীয় সত্যতা? তা বলা চলবে না।

নাস্তিকের কথা কি রকম আছে জানেন। নাস্তিকের বহু কথা ঋষিগণ সব প্রতিবাদ করেছেন। দুনিয়াতে এমন কথা এসেছে আজ ঐ নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। কেউ নাস্তিক বললেন,—এ জগৎটা আকস্মিক—Accident, This world is an accident. কিন্তু Accident কাকে বলে?

কখনও হঠাৎ যে ঘটনা ঘটে তাকে আমরা Accident বা আকস্মিক বলি। কিন্তু যে পৃথিবী এত সুন্দর, ছন্দায়িত সেই পৃথিবীকে আকস্মিক বলব কেন? সেইজন্য আস্তিক্যদর্শন বললেন,—"When the accident is a frequent feature it must be a law." যেটা Proper rotation-এ চলছে, যার সবকিছু দেখা যাচ্ছে সুবিন্যস্ত, তাকে আমরা আকস্মিক বলতে পারি না, আকস্মিক বলা চলবে না—এটা আইনসিদ্ধ ব্যাপার। এর পিছনে আছেন জগৎস্রষ্টা, জগৎকর্ত্তা মালিক একজন বসে। নাস্তিকগণের তালিকা গীতায় দিয়েছেন ভগবান্। আপনারা গীতার ষোড়শ অধ্যায় "দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ-যোগো" আলোচনা করেছেন। আসুরিক সম্পদ ব্যাখ্যা করেছেন ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥

এই Chart—তালিকা দিয়ে যাচ্ছেন পর পর। ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথা। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় বলেছেন,—'সোঽহং'। আমি ভগবান্ বলে বসে আছেন অনেকে। সেইটাই জাহির করছেন—আমিই ব্রহ্ম, আমিই ভগবান্। এ চিন্তা তো ঋষিগণের চিন্তা নয়। আর্য্যঋষিগণ বলছেন,—আমরা সেই ভগবানের। খোদা-বন্দা সম্পর্ক রয়েছে সেখানে। যেমন হিন্দু-ধর্ম্মের ভিতর একটা Section আছে ব্রহ্মবাদী তারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলছেন, ঠিক সেইরূপ মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতরেও এক Section আছেন যারা বলছেন 'অনল্ হক্' অর্থাৎ আমিই ভগবান্। সেটার দ্বারা কল্যাণ হবে না। খোদা-বন্দা যে সম্পর্ক আছে সেইটাই নিয়ে আমাদের চলতে হবে—এইটীই হল ঋষিগণের দর্শন। ভগবান্ প্রভু এবং আমরা তাঁর সেবক-সেবিকা—এই তত্ত্বদর্শন। আমরা এইটী নিয়ে বিচার করব। ভগবান্ যেখানে যেখানে যে তত্ত্বদর্শন বলেছেন সেইটাই আমরা মানতে বাধ্য আছি। তার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। আমরা কোন্‌টা মানব আর কোন্‌টা মানব না?—শাস্ত্রের যে তত্ত্বসিদ্ধান্ত সেইটাই আমাদের মানতে হবে। উভয়পক্ষের মধ্যে বিচার আরম্ভ হয়েছে, কে Judgement দেবেন?—শাস্ত্র। সেই কথাই শিখিয়েছেন অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ।

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।"
"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

যিনি শাস্ত্রের এই বিচার সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘন করছেন, নিজের খেয়ালখুশীমত কিছু বলতে চাচ্ছেন, কিছু স্থাপন করতে চাচ্ছেন, 'ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি'—তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না, সাধনায় তার সিদ্ধিলাভ হতে পারে না। 'ন সুখম্'—সুখ শান্তিও তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'ন পরাং গতিম্'—পরা গতিও তার লাভ হবে না। তার ইহকাল ও পরকাল দুই-ই ঝরঝরে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলে দিচ্ছেন—ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা যারা বলছেন তারা ভ্রান্ত। 'অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।' আর এক নাস্তিক বললেন যে ভগবান্ বলে কেউ নাই। 'অনীশ্বর'—কেউ স্রষ্টা নাই জগতের। আরও এক নাস্তিক তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে এসে বললেন কি—'অপস্পরসম্ভূতম্'—Atom Molicules Theory—কণাদের বৈশিষ্ট্য দর্শন। অণু-পরমাণুর সংঘাতে এই জগতের সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে। আর এক নাস্তিক বললেন —'কিমন্যৎ কামহেতুকম্'। আচ্ছা স্বীকার করে নিলাম ভগবান্ বলে একজন স্রষ্টা আছেন, কিন্তু তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। তিনি তাঁর কামনা-বাসনা চরিতার্থের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের উপর দোষারোপ করে যাচ্ছেন বরাবর তারা। নাস্তিক চার্ব্বাক তিনি ইহলোক-পরলোক বিশ্বাস করলেন না, মানলেন না। তাই বলে কি ইহলোক-পরলোক নাই? কবিকে এক জায়গায় বলতে শুনলাম,—"কে বলে আকাশে স্বর্গ, পাতালে নরক, এগুলি তো দেখি শুধু কথার ঠমক্। স্বর্গ-নরক নামে যদি কিছু রয়, তবে তার স্থান শুধু মানব হৃদয়।" তাহলে স্বর্গ-নরক বলে কোন স্থান নাই একথা কে বলছে? এজগতে আমরা যদি আইনকানুনগুলো মেনে চলি, পালন করি, তাহলে আমরা পুরস্কৃত হই। তার একটা জায়গা আছে, পুরস্কার দেওয়ার ব্যক্তিও বসে আছেন। আবার এইখানে যদি আমরা আইনকানুন অবজ্ঞা করি, অবহেলা করি, তাহলে তিরস্কার করার, সাজা দেওয়ার লোকও আছেন। তারও একটা জায়গা আছে। নাই কি? এখানে তো জেলখানা, *কয়েদখানা আছে। Undertrial prisoner* যেখানে থাকে তারও তো একটা জায়গা রয়েছে। পারমার্থিক ক্ষেত্রেও সেইরকম যারা আইন লঙ্ঘন করছেন, তাঁদের সাজা দেওয়ার জায়গা নাই এটা কে বলতে চাচ্ছেন? পার-মার্থিক ক্ষেত্রে যারা Rules and regulations মেনে চলছেন, তাদের পুরস্কার দেওয়ার স্থান নাই, ব্যক্তি নাই একথা কে বলছেন?—আছে তো, এটা স্বীকৃত হয়েছে। এটা শুধু সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে তা নয়, অন্যান্য ধর্ম্ম-

সম্প্রদায়ে, বাইবেলে, কোরাণেও স্বীকৃত হয়েছে। তারা Heaven and Hell—স্বর্গ ও নরক দুটীই মেনেছে। আমরা যাকে অবিদ্যা বা মায়া বলছি তারা তাকে Saturn—শয়তান বলছেন। মুসলিমগণ 'বিহিস্ত' মানেন, স্বর্গ-নরকও মানেন। না মানবার কি কারণ আছে? কিন্তু আর্য্যঋষিগণ যে চরম বিচার দেখিয়েছেন, সেই সম্বন্ধে বিশ্লেষণটা হয়ত' তারা করেন নাই। আর্য্যঋষিগণ বিচার দেখিয়েছেন—স্বর্গ থেকেও আর উন্নত স্থান আছে। আমরা শুধু স্বর্গে যাব, স্বর্গে যাব করছি, অনন্ত স্বর্গসুখ চাচ্ছি, কিন্তু স্বর্গের থেকে আরও উচ্চ, ভাল স্থান আছে। স্বর্গে গেলে আবার ফিরে আসতে হয়—এ দর্শন আপনারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। স্বর্গে গেলে চিরদিন থাকা যাচ্ছে না। আমরা কিছু পুণ্যকর্ম্ম করি, তার ফলে স্বর্গে যাই। গীতা, ভাগবতে একথা জানালেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

যখন পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায় তখন আবার এখানে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়। আবার কর্ম্ম-কর্ম্মফল, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক এই করতে হয়। তাহলে যেখানে গেলে বরাবর ফিরে আসতে হয়, সেখানে না যাওয়াই ভাল। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। তারই সন্ধান দিয়েছেন ভগবান্ অর্জ্জুনকে। গীতায় বললেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

যাবে অর্জ্জুন তুমি আমার ধামে। সেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন তোমার হবে না। সেটীই হল আমার স্থান। এখানকার চন্দ্র, সূর্য্য সেখানে আলো দেয় না। কিন্তু সেখানকার চন্দ্র-সূর্য্যের আলোয় এখানকার এরা আলোকিত। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"—এই বলছেন বেদ, উপনিষৎ। সেই কথা গীতা, ভাগবতে বিবৃত হয়েছে।—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো না পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

সেখানেই যেতে হবে আমাদের। সেটাই হল আমাদের স্থান, Climax – চরম। "Heaven is our heritage, earth but a players stage."—এটা বলছেন না তত্ত্বদার্শনিকগণ। তাঁরা বলছেন—"Baikuntha is our

heritage, earth but a players stage." বৈকুণ্ঠ—"বিগতা কুণ্ঠা যস্মাৎ"—যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই, অভাব-অভিযোগ নাই, জন্ম-মৃত্যু নাই, সেই স্থানই হল বৈকুণ্ঠ। সেটাই হল ভগবানের রাজ্য—প্রেমের রাজ্য।

অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে খোদা-বন্দা সম্পর্ক দেখিয়েছেন, শান্ত, দাস্য ভাব দেখিয়েছেন। Christianity তে দেখিয়েছেন দাস্যভাব। যীশুখৃষ্টকে তারা ভগবান্ বলেন নাই—এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। যীশুখৃষ্টকে বললেন ভগবানের পুত্র। ভগবানকে তারা পিতা বলছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা রাখছেন —"God! give us our daily bread, father! give us our daily bread." ভগবানকে যদি পিতা-মাতা বলি তাহলে ভগবানকে খাটিয়ে নেওয়া হয়। কেন?—হে ভগবান্! তুমি আমাদের জন্য খাট, পরিশ্রম স্বীকার কর। "Fatherhood of Godhead" Christianity-তে স্বীকৃত হল। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ কি বলছেন?—"Sonhood of Godhead"—হে ভগবান্! তুমি আমার পুত্র হও, আমরা তোমার পিতা-মাতা হব, তোমার সেবা করব। বাৎসল্য ভাব, সখ্যভাব—Consorthood of Godhead। এ সব দর্শনের কথা আর্য্যঋষিগণ জানিয়েছেন, অন্য দর্শনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সখ্যভাব, বাৎসল্য ভাব, মধুর ভাব এগুলো অন্য ধর্ম্মে নাই। আর্য্যঋষিগণের বিশেষ অবদান, বিশেষ আবিষ্কার এগুলো। সুতরাং ঋষিগণের কাছে আমরা চিরপ্রণতঃ হয়ে থাকব। চিরঋণী হয়ে আছি আমরা তাঁদের কাছে। তাঁরা যা দিয়েছেন তাই ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি আমরা। আমাদের কোন বাহাদুরী নাই। এহেন ঋষিগণের উপর অবিচার হচ্ছে আজ।

বহু বহু দার্শনিক ব্যক্তিকে বলতে শুনি, অনেক বিদ্বজ্জন যারা বর্ত্তমানের নিরীশ্বর শিক্ষার ধারক-বাহক তাদের মুখে শুনতে পাই ঋষিগণ নাকি আমাদের কিছু দেন নাই, আমরা নাকি ঋষিগণের নিকট থেকে কিছু পাই নাই। তাঁরা নাকি রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি জানতেন না। কিন্তু যারা গীতা-ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করেছেন তারা দেখবেন স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ তিনি সান্দীপনি গুরুর গৃহে গিয়েছিলেন। সান্দীপনি গুরু কি উপদেশ করেছিলেন কৃষ্ণকে?—ভগবান্ শিষ্যত্ব স্বীকার করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে তিনি তাঁকে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি একাধারে সবকিছু উপদেশ করেছেন। তাহলে ঋষিগণ এগুলো জানতেন না একথা কে বলছেন? ঋষিগণ সব নীতি জানতেন। সেই নীতিতে যদি আমরা অণুপ্রাণিত হই তাহলে আমাদের কল্যাণ আছে।

আর ঋষিগণ জানতেন না যদি বলি তাহলে আমাদর চরম অকল্যাণ। আমার পিতা-মাতা, গুরুজন কিছু জানেন না, পুত্র-কন্যা হয়ে যদি একথা বলি তাহলে আমাদের কিছু পরিচয় থাকবে কি? আমার অস্তিত্ব থাকবে কি না?—কোন অস্তিত্ব থাকবে না। যখনই আমার পিতা-মাতা অজ্ঞ, আমার মুনি-ঋষিগণ অজ্ঞ তখন আমি তাদের বশংবদ হয়ে আমিও অজ্ঞ। আমি কি করে বিজ্ঞ হতে পারি। এখন থেকে প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চত্য দেশে চিন্তাটি গেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন আর্য্যঋষিগণের এই কথাটা।—"We Think our forefathers and superiors fool, ours wiser sons and daughters will no doubt think us so." আপনারা চিন্তা করবেন গভীরতরভাবে। আমরা যারা বর্ত্তমানে বাহাদুর সাজছি, আমরা সব জেনে গেছি, বুঝে গেছি—সবজান্তা ব্যক্তি তারা বলছেন আমাদের পিতৃপুরুষগণ, মুনি-ঋষিগণ সব বোকা ছিলেন। এই কথা যদি আমি, আমরা আমাদের অধঃস্তন যে সমস্ত পুত্র-কন্যাগণ আছেন সমাজে তাদের শিক্ষা দিই তাহলে সেই সকল সুবিজ্ঞ পুত্র-কন্যাগণ আমাদের উপর ঐ আইনই প্রয়োগ করবে। অতএব, সাবধান! হে ভাবী মনুষ্য সমাজ সাবধান আপনারা। কখনও এ ধরণের শিক্ষা যেন না দিই এবং এ ধরণের আদর্শ যেন আমরা সামনে না রাখি। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখছি—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"—শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। কিন্তু আজকাল দেখতে পাচ্ছি শ্রদ্ধার কেউ ধার ধারই না। অথচ বলা আছে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।' জ্ঞান যারা আমরা কিছু লাভ করেছি, কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করেছি, তাদের ভিতরে ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার, অবহেলা, অশ্রদ্ধা কেন? অশ্রদ্ধার দ্বারা কিছু ভাল জিনিস লাভ হয় কি? ভগবান্ কি শিখিয়েছেন একথা অর্জ্জুনকে গীতায়? —শিখান নাই তো।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

ইহকালেও মঙ্গল নাই, পরকালেও মঙ্গল নাই। অথচ দেখতে পাই যারা কিছু আমরা শিক্ষালাভ করেছি তাদের অহঙ্কারটা পেয়ে বসেছে। কেন? "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"—এই তো নীতিশাস্ত্রের কথা। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি "বিদ্যা দদাতি ঔদ্ধত্য।" লেখাপড়া কিছু শিখলে যেন আমরা উদ্ধত হয়ে পড়ি, সবাইকে—পিতামাতাকে, গুরুজনকে, মুনি-ঋষিগণকে, উপরওয়ালাকে

অস্বীকার করতে শিখি। এই নাকি শিক্ষার ফল, জ্ঞানলাভের ফল! সুতরাং আমাদের শিক্ষালাভ হচ্ছে না, হয়নি—এটা তারই প্রমাণ।

শিক্ষা তো কিছু লাভ করেছি আমরা এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। সেটী কি?—অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নিরীশ্বর শিক্ষা। সেই শিক্ষার প্রভাবই হল এই অবমাননা। ঋষিগণ এটা বিচার করে রেখেছেন আগে থেকে। বহুকাল পূর্ব্বের কথা পাশ্চাত্য দেশ থেকে অনুবাদ হয়ে এসেছে যে কথাটা শুনলে আপনারা বলবেন এটা সেদিনকার কথা—মোটেই নয়। শুনুন তাহলে—"So called examinations are the enimies of education, degrees and diplomas are the armours of a fool. Charactor is the only security of a ture administration; no state ministry, but morality can rule a country." 'No state ministry'—state ministryর দ্বারা দেশ শাসন করা যায় না, দেশ শাসিত হয় না। 'Morality can rule a country'—আদর্শ দেশকে শাসন করতে পারে। আর্য্য-ঋষিগণ ছিলেন ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ। বহুকাল পরে কি ঘটনা ঘটবে তাই তাঁরা বলে রেখেছেন সব। এ সকল বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। আমরা কি চিন্তা করব না? ঋষিগণ যে চিন্তা আমাদের দিয়েছেন, সেই চিন্তায় যদি আমরা অণুপ্রাণিত হই, তাহলে আমাদের কিছু কল্যাণ হবে। আজ আমি এখানেই বক্তব্য সমাপন করছি।—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

গীতা পাঠ

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-আর্ত্তিশীর্ণ-কলেবর,
দীঘল অরুণ আঁখি ভাবে ঢর ঢর,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌরা দক্ষিণ প্রদেশ
আসিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে করিলা প্রবেশ।
ব্যেঙ্কট আচার্য্য দিলা প্রেমের বন্ধন,
তাঁর গৃহে চাতুর্ম্মাস্য করিলা যাপন।

প্রত্যহ কাবেরী স্নান শ্রীরঙ্গ দর্শন,
আচার্য্যের সনে কৃষ্ণকথা আলাপন।
প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য, প্রেমের বিকার,
অপার্থিব আঁখি যুগে করুণা আধার
পাষাণ দ্রাবক দৃষ্টি, কত পাষণ্ডীর
পাষাণ প্রতিম প্রাণে ভকতি দেবীর
পাতিল সুরভি শুভ্র কুসুম আসন,
বহাইল শিলাতলে স্নিগ্ধ প্রস্রবণ।
এই মত চারি মাস বঞ্চিলা তথায়
ভাসায়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র প্রেমের বন্যায়
একদিন গেলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দর্শনে
দেখিলা ব্রাহ্মণ এক মন্দির প্রাঙ্গণে
জনসমাগম হ'তে বসিয়া অন্তরে
একান্তে নিবিষ্ট মনে গীতা পাঠ করে।
গীতা পাঠ করে বিপ্র বাষ্পরুদ্ধ স্বরে,
দুই আঁখি হতে অশ্রু ঝর ঝর ঝরে।
পড়িছে অশুদ্ধ পাঠ শ্রীগীতার শ্লোক,
তাহা শুনি ব্যঙ্গ করে হাসে সব লোক।
ভ্রুক্ষেপ না করে বিপ্র কিন্তু কিছু তায়,
কণ্ঠে প্রেম, চক্ষে অশ্রু, পাঠ করি যায়।
দেখিলা সে দৃশ্য গোরা প্রেম অবতার,
সহজে দয়ার্দ্র চিত্ত দ্রবিল তাঁহার।
দাঁড়াইলা ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া,
মমতা কোমল কণ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া
কহিলেন,—"কহ ভদ্র মোরে না লুকাও
গীতা পাঠে কিসে তুমি এত সুখ পাও।
কিবা অর্থ বুঝিয়াছ কাহার কৃপায়,
কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব তুমি পেয়েছ গীতায়।

প্রতি শ্লোক উচ্চারণে যে আনন্দ তব,
মোরে কৃষ্ণ দেন নাই তার এক লব।”
কহিলা প্রণমি বিপ্র যুড়ি দুই কর
“প্রভুর বদন চাহি প্রফুল্ল অন্তর :—
মূর্খ আমি ভাষাজ্ঞান নাহিক আমার,
শব্দার্থ বুঝিতে মোর নাহি অধিকার।
নিত্য গীতা পাঠ করি গুরুর আজ্ঞায়
কিবা পড়ি, কিবা অর্থ, মনে নাহি ভায়।
কিন্তু পাঠে রত আমি থাকি যতক্ষণ
অপরূপ দৃশ্য এক করি দরশন।
শ্যামরূপে দশদিক করিয়া উজ্জ্বল
অর্জ্জুনের রথে দেখি ভকতবৎসল
বসিয়া আছেন কৃষ্ণ সারথির বেশ,
মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনেরে জ্ঞান উপদেশ
দিতেছেন মধুকণ্ঠ, কি আশ্বাস তায়
অমৃত প্রবাহ ঢালে শিরায় শিরায়।
সেই রূপ সেই কণ্ঠ শ্রবণে নয়নে
প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আত্মসংবরণে
অধীর হইয়া পড়ি, ঝরে আঁখি তাই,
গীতার্থ বুঝিতে আমি শক্তি নাহি রাখি।”
প্রভু কহে,—জানিলাম তুমি ভক্তোত্তম,
গীতাপাঠে অধিকারী তুমি শ্রেষ্ঠতম।
গীতার স্বরূপ অর্থ তোমাতে বিদিত,
তুমি নাহি বুঝ যাহা সে শুধু কল্পিত।
সার্থকতা নাহি তার জানে ভক্তগণ
অতৃপ্ত প্রাণের সে যে অন্ধ আস্ফালন।
এত বলি দিলা প্রভু গাঢ় আলিঙ্গনে,
লুটায়ে পড়িল বিপ্র প্রভুর চরণে।

—শ্রীঅমরনাথ দাস



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ১৭ বামন, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৯৫, ইং ১৬।৭।৮৮ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীধ্রুবকৃতং শ্রীগোবিন্দ-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশেঽধ্যায়ে]

শ্রীধ্রুব উবাচ,—

১৩। প্রাণো নঃ শুষিরাজ্জাতো মুখাদগ্নিরজায়ত।
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত॥ ৬৫॥

১৪। দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ সর্ব্বমভূদিদম্॥ ৬৬॥

হে পুরুষোত্তম! শুষির হইতে আমাদের প্রাণবায়ু জাত। তোমার মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, নাভি হইতে গগন ও শির হইতে সুরলোক সৃষ্ট হইয়াছে। তোমার শ্রোত্র হইতে দিক্‌সকল এবং পদ হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্তই তোমা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে॥ ৬৫-৬৬॥

১৫। ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ।
সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি।
বীজাদঙ্কুর-সম্ভূতো ন্যগ্রোধঃ সুসমুত্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥

১৬। বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ।
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্‌পত্রাদ্ বাথ দৃশ্যতে।
এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং তৎস্থায়ীশ্বর দৃশ্যতে ॥ ৬৮ ॥

সুমহান্ ন্যগ্রোধ যেমন অল্পবীজে ব্যবস্থিত, সংযমকালে বীজভূত তোমাতে অখিল বিশ্ব সেইরূপ থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরসম্ভূত ন্যগ্রোধ সমুত্থিত হইয়া যেরূপ বিস্তার লাভ করে, সৃষ্টিকালে তোমা হইতে জগৎও সেইরূপ হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! কদলী যেমন ত্বক-পত্র ব্যতীত পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিশ্বেরও অন্যত্ব দৃষ্ট হয় না; যেহেতু তুমিই বিশ্বাধার ॥ ৬৭-৬৮ ॥

১৭। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৬৯ ॥

১৮। পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ।
প্রভূতভূতভূতায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৭০ ॥

সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই একাধারে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তি বর্ত্তমান। তুমি প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত। তোমাতে হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতভূত তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রভূত, ভূতভূত ও ভূতানন্দ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৯-৭০ ॥

১৯। ব্যক্তপ্রধানপুরুষ বিরাট্ সম্রাট্ স্বরাট্ তথা।
বিভাব্যতেঽন্তঃকরণৈঃ পুরুষেষ্বক্ষয়ো ভবান্ ॥ ৭১ ॥

২০। সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বরূপধৃক্।
সর্ব্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্ব্বাত্মনেঽস্তু তে ॥ ৭২ ॥

ব্যক্ত, প্রধান, পুরুষ, বিরাট্, স্বরাট্ ও সম্রাটস্বরূপ তুমি পুরুষসকলের (ক্ষেত্রজ্ঞ) মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে বিভাবিত হও। তুমি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূত, সর্ব্বরূপধৃক্ ॥ ৭১-৭২ ॥

২১। সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ সর্ব্বভূতস্থিতো যতঃ।
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদিস্থিতম্ ॥ ৭৩ ॥

২২। সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বসত্ত্ব-সমুদ্ভব।
সর্ব্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্ব্বভূত-মনোরথম্॥ ৭৪ ॥

হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বাত্মক, যেহেতু সর্ব্বভূতস্থিত। তোমাকে আর কি বলিব, হৃদিস্থিত সমুদয়ই তুমি জানিতেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্বসত্ত্ব-সমুদ্ভব সর্ব্বভূতস্বরূপ তুমি সর্ব্বভূত-মনোরথ জানিতেছ॥ ৭৩-৭৪ ॥

২৩। যো মে মনোরথো নাথ সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ।
তপশ্চ তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোঽসি জগৎপতে॥ ৭৫ ॥

২৪। ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বস্যাস্তে ভবান্ হৃদি।
কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্ মনসা যন্ময়েপ্সিতম্॥ ৭৮ ॥

২৫। কিং বা সর্ব্বজগৎশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নে ত্বয়ি দুর্ল্লভম্।
ত্বৎপ্রসাদফলং ভুঙ্‌ক্তে ত্রৈলোক্যং মঘবানপি॥ ৮০ ॥

হে নাথ! আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ। হে জগৎপতে! আমার তপস্যাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম। হে ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ! তুমি সকলেরই হৃদয়ে রহিয়াছ। হে স্বামিন্! আমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা তোমার অজ্ঞাত কি? হে জগৎশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে জগতে দুর্ল্লভই বা কি? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্যের আধিপত্য ভোগ করিতেছেন॥ ৭৫, ৭৮, ৮০ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯ পৃষ্ঠার পর]

বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে সরল বিশ্বাসই সহজসমাধির মূল কারণ। দ্বৈপায়ন ঋষির শুভদিন উদয় হইলে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ও শুষ্কজ্ঞানকাণ্ডের ব্যবস্থার প্রতি সংশয় উপস্থিত হইল। তাঁহার গুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রশ্নমতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন,—হে প্রভো! আপনার কথিত সমস্ত জ্ঞানলাভ আমার হইয়াছে বটে; তথাপি আমার আত্মা কেন পরিতুষ্ট হয় না! হে ব্রহ্মনন্দন! এই অবস্থায় যে

ব্যাস-নারদ-সংবাদ

দুর্ব্বোধ্য অব্যক্ত মূল আছে, তাহা আপনি বলুন। আমি অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি (১)।

তখন শ্রীনারদ গোস্বামী কহিলেন,—হে ব্যাস! তুমি অন্যান্য পুরাণে, বেদান্তসূত্রে, শ্রীমহাভারতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী অর্থ যেরূপ বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছ, সেরূপ ভগবানের নির্ম্মল চিন্ময়লীলার উদয়চেষ্টা কর নাই। তজ্জন্যই তোমার নিজ ক্ষুদ্রতা-নিবন্ধন তুষ্টি লাভ করিতেছ না। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে স্বধর্ম্ম বলিয়া বর্ণাশ্রমের যে অতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহাতে মহাব্যতিক্রম হইয়াছে। ঐরূপ ঔপাধিক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ হরিভজন করে এবং অপক্ক অবস্থায় পতিত হয়, তাহাতেই তাহার কি অভদ্র হইতে পারে? সেই ঔপাধিক স্বধর্ম্ম নিষ্ঠায় থাকিয়া যে হরিভজন না করিল, তাহাতেই বা তাহার কি দুর্ল্লভ অর্থলাভ হইল (২)? এই উপদেশে জানা যায় যে, হরিভজন বিনা অন্য উপায় নাই। একান্ত নামাশ্রয়রূপ হরিভজনে জীবের সমস্ত লাভ হইয়া থাকে (৩)।

কৃষ্ণভক্তিই আত্মার নিত্য সহজধর্ম্ম

শ্রীব্যাসদেব এই ভক্তিযোগের সাহায্যে সহজসমাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই সমাধিকে সহজ-শব্দে অভিহিত করার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণভক্তিই অত্যন্ত সহজ। আত্মার নিত্যধর্ম্ম বলিয়া তাহাকেই জৈবসহজধর্ম্ম বলা যায়। সহজধর্ম্মের প্রক্রিয়া এই।

জীব সে-সময় দেখেন যে, কর্ম্মমার্গদ্বারা আমার কোন নিত্যলাভ হইবে না। অষ্টাদশ অবরকর্ম্ম-যজ্ঞই হউক বা অষ্টাঙ্গ-যোগাদি সূক্ষ্মযোগ যজ্ঞই হউক, ইহাতে আমার নিজ স্বধর্ম্ম যে কৃষ্ণদাস্য তাহা কখনই লাভ হইবে না। আবার লিঙ্গশরীরের চেষ্টারূপ জড়ীয় জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক চিন্মাত্রোদ্দেশক ক্ষুদ্রজ্ঞানেও

---

(১) অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং, তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং, পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্॥ ভাঃ ১।৫।৫

(২) ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ভাঃ ১।৫।১৭

(৩) এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ভাঃ ২।১।১১
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ ভাঃ ৬।৩।২২

আমার নিত্যলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই (১)। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া সাধুগুরুকৃপায় জীব ক্রন্দন করিয়া বলেন,—"হে কৃষ্ণ! হে পতিতপাবন! আমি তোমার নিত্যদাস, সংসারসমুদ্রে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছি; প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে ভবদীয় চরণধূলিতে আশ্রয় দাও (২)। তখন কৃপাময় প্রভু জীবকে স্বচরণে তুলিয়া লইয়া আদর করেন।

শ্রীকৃষ্ণের শরণ

সরল পুলকাশ্রু সহকারে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে ভাবজীবন আসিয়া উদিত হয়। কৃষ্ণ হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়ের সকল অনর্থ দূর করিয়া হৃদয়কে অমল করত তাহাতে স্বীয় প্রেম কৃপাপূর্ব্বক অর্পণ করেন। এই অবস্থায় যাঁহাদের শরণাগতির অভাব হয়, তাঁহারা দম্ভপূর্ব্বক নিজ চেষ্টায় কুটসমাধি-অভ্যাসে হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া প্রেমলাভে বঞ্চিত হন। বিশেষ সতর্কতা সহকারে দৈন্য ও আত্মনিবেদনদ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণকে আনিতে হয়। তখন জড়ীয়যুক্তিচেষ্টা একেবারে দূরীভূত হইয়া আত্মচক্ষু উন্মীলিত হইলে ভগবত্তত্ত্বদর্শন হয়। অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে আদর থাকিলে এই কার্য্যে নির্ব্বন্ধিনী মতি জন্মিয়া নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবোদয় হয়। কুটিল অন্তঃকরণ ব্যক্তির কুমার্গগতিই অবশ্যম্ভাবী (৩)।

সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন

প্রেমাকুরুক্ষু ব্যক্তি সরলভাবে সাধুসঙ্গে কেবল নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া থাকেন। ভক্তির অন্যান্য অঙ্গে তাঁহাদের রুচি হয় না। নামে চিত্তের একাগ্রতা অল্পদিনে সাধিত হইলে অনায়াসে যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহারের ফল উদিত হয়। তত্তদঙ্গ কিছু না করিয়াও নামের কৃপায় চিত্তনিবৃত্তিরোধ-রূপ ফল ঘটিয়া থাকে। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই অপ্রাকৃত জগতের বৈচিত্র্য উদিত হয়। তাহাতে এত সুখ হয় যে, অন্য কোন

চিত্ত নির্ম্মলতার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি

---

(১) পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো, নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক ১।২।১২

(২) অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ শিক্ষাষ্টক

(৩) অকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসেনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্।
কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতীতি॥ অতএব আহ—(ভাঃ ৩।১৯।৩৬)
তং সুখারাধ্যমৃজুভিরন্যশরণৈর্নৃ ভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ১৫৩ অনু

উপায়ে সে সুখের কণাও লাভ করিতে পারা যায় না (১)। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীবের কোন বাঞ্ছনীয় ধন নাই।

নাম চিন্ময় বস্তু। নামের সদৃশ জ্ঞান, নামের সদৃশ ব্রত, নামের সদৃশ ধ্যান, নামের সদৃশ ফল, নামের সদৃশ ত্যাগ, নামের সদৃশ শম, নামের সদৃশ পুণ্য, নামের সদৃশ গতি আর কুত্রাপি নাই। নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি, নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা স্থিতি, নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি, নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি—ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে। নামই জীবের কারণ, নামই জীবের প্রভু, নামই পরমারাধ্য বস্তু। নামই পরম গুরু (২)।

নাম চিন্ময় ও পরমারাধ্য বস্তু

বেদশাস্ত্রে নামের চিন্ময়ত্ব ও সর্ব্বতত্ত্বাধিকত্ব বর্ণন করিয়াছেন (৩)। হে ভগবন্! তোমার নাম বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম বলিয়া আমরা ভজনা করি। নামভজনে কিছুমাত্র নিয়ম নাই, নাম সকল সৎকর্ম্মের অতীত। চিৎস্বরূপ বস্তু। তেজঃস্বরূপ প্রকাশক। সেই নাম হইতে সমস্ত বেদাদির আবির্ভাব হইয়াছে। পরমানন্দস্বরূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ নামকে আমরা সুষ্ঠু ভজনা করিতে পারি। আত্মস্বরূপাপেক্ষা সুজ্ঞেয়! নামই শোভনবিদ্যারূপ, সুতরাং সাধন ও সাধ্যবস্তুরূপে উক্ত।

নামভজনে দেশকালের নিয়ম নাই

---

(১) তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং, কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ভাঃ ১।৫।১৮

(২) ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতম্।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্॥
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ॥
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ॥
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ॥ (আদিপুরাণ)

(৩) ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে, ওঁ তৎসৎ। ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্। নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ। ওঁ তমুত্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন্ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ (শ্রুতিঃ)

আপনি পরম পূজ্য, আপনার পদস্বরূপ। আমরা ভূয়োভূয়ঃ সেই চরণারবিন্দে নমস্কার করি। আত্মশ্রেয়ঃ-সাধনের জন্য পরস্পর এই নামতত্ত্ব লইয়া বিচার করেন এবং ইহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন। আপনার নাম চৈতন্যস্বরূপ জানিয়া তাঁহারা ধারণ করেন। আপনার যশঃকীর্ত্তনস্বরূপ নামগান-শ্রবণে আপন ভক্তগণ সর্ব্বদা গান করেন। তাঁহারা তাহাতে পবিত্র হন। নামই সৎ। সত্যস্বরূপ বেদের মাতা সারভূত সচ্চিদানন্দঘন। "হে বিষ্ণো! তোমায় স্তব করিতে আমরা নামের কৃপায় সমর্থ হই। কেবল তোমার নামই ভজনা করিব।"

নাম হইতে বেদাদি নিঃসৃত

শ্রীমহাপ্রভু নামের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন নিজ শিক্ষাষ্টকে (১)। নামে যেরূপ ভজনক্রম আছে, তাহাও অষ্টশ্লোকে আভাস দিয়াছেন। দশটী নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নামভজন করিতে হইলে 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন। অহৈতুকী ভক্তির সহিত নামভজন করিতে হয়, তাহাও 'ন ধনং ন জনং' শ্লোকে বলিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তি কিরূপ হয়, তাহা "অয়ি নন্দতনুজ" শ্লোকে বলিয়াছেন। ব্রজভজনে যেরূপ সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ-রসে শ্রীমতীর অনুগত হইয়া ভজন করিতে হয়, তাহা শেষ দুই শ্লোকে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের মাহাত্ম্য এত বলিয়াছেন যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে-সকল বলিতে গেলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ন্যায় গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া পড়ে। আমরা নামের মাহাত্ম্য আর না বলিয়া এখন নামের ভজনপ্রণালী কিঞ্চিৎ বলিব।

শিক্ষাষ্টক

নামভজন-প্রণালী ব্যাখ্যাও হইয়াছে

প্রেমাকুরুক্ষু পুরুষগণ নামভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই কয়েকটী কথা স্মরণ করিয়া রাখেন। প্রথমতঃ তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, কৃষ্ণস্বরূপ,

(১) চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ (শিক্ষাষ্টক)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ (শিক্ষাষ্টক)

কৃষ্ণনামের স্বরূপ, কৃষ্ণসেবার স্বরূপ, কৃষ্ণদাসের স্বরূপ নিত্যমুক্ত, চিন্ময়। কৃষ্ণ ও তদীয় ধাম ও লীলাপরিকর সমস্ত চিন্ময় ও মায়াতীত। সেবাসম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রাকৃত নাই। কৃষ্ণের পীঠ, গৃহ, উদ্যান, বন, যমুনা এবং সমস্ত দ্রব্যই চিন্ময়; সুতরাং অপ্রাকৃত। তাঁহারা আরও জানেন যে, এই বিশ্বাস জড়ীয় অন্ধ-বিশ্বাস নয়, এই বিশ্বাস পরমসত্য ও নিত্য। এ জগতে এই সকলের স্বরূপ বস্তুতঃ প্রকাশ পায় না। তত্তদভিমান শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে স্বরূপতঃ নিত্য থাকিতে পারে। এখানে সাধনের ফলই স্বরূপসিদ্ধি। যাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি হয়, তাঁহাদিগের অবিলম্বে কৃষ্ণকৃপায় বস্তুসিদ্ধি হইয়া উঠে। এখানে সেই পরমসিদ্ধ বস্তুর আভাসমাত্র সাধনফলে উদিত হয়। ইহার প্রাথমিক প্রথাই মুক্তি (১)। চরম প্রথা প্রেম। (ক্রমশঃ)

নাম ভজনের পূর্ব্বে নামের স্বরূপজ্ঞান ও নিজের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪ পৃষ্ঠার পর]

নিত্যসেবকের স্বরূপ-জ্ঞান উদয় হচ্ছে না। নিত্য হরিসেবক যদি অভিমান করেন, আমি পুরুষ-স্ত্রী, মূর্খ-বিদ্বান্, রোগী-সুস্থ, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, তা হলে অমঙ্গলের পথই বরণ করা হয়। ভাগবত বলেন—

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্ ।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

দৃষ্ট লৌকিক বিনাশী পদার্থ ভোগ করতে গিয়ে অসুবিধা হয় বলে মানুষ অদৃষ্ট পদার্থের স্তাবক হতে যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণ দৃষ্ট ও ভোগকল্পিত অদৃষ্ট—উভয়কে নশ্বর বলে বিচার করেন। অদৃষ্ট—যা দেখে নি অথচ গল্প করছে অর্থাৎ ভোগ বা ভোগের বিপরীত ভাবটা, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষায় তাৎকালিকতা বা অনিত্যতারূপ নশ্বরতা দেখে থাকেন। ইহাতে সচ্চিদানন্দত্ব কখনই প্রযুক্ত

---

(১) মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ভাঃ ২।১০।৬

হতে পারে না। ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্তও পতিত হবার—অমঙ্গল বরণ করবার যোগ্যতা থাকবে। উহা নিত্য নয়, নশ্বর। আমরা Realist, Idealist নই, বিশ্বকে মিথ্যা বলি না, উহা সত্য কিন্তু নিত্যসত্য নয়, নশ্বর—

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণুঃজ্যি লাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥

—এইরূপ বিচার।

যত্র গুণেষসঙ্গঃ—যখন আমাদের রজঃসত্ত্বতমোগুণের ফুটবল হতে ইচ্ছা থাকবে না, তখনই তাতে অসঙ্গ হবে; কিন্তু যখন বলব রজোগুণের দ্বারা তমঃকে বিনাশ করতে হবে, অমনই রজঃ-সত্ত্ব-তম তিন ভাই এসে মারামারি করবে; যেহেতু তোমরা বলছ রজোদ্বারা তমো ধ্বংস করবে, অথচ সত্ত্বগুণের monopolise করাবে, তাকে ধ্বংস করবে না, এ কিরূপ কথা? আমরা বলব সত্ত্বকেও ধ্বংস করতে হবে; বিশুদ্ধসত্ত্বদ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বগুণকে বিনাশ করতে হবে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

অধোক্ষজ 'বাসুদেব' বস্তুই আমাদের সেব্য হউন। আমরা যেন বলতে পারি—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তিঃসন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

আমাদের শত সহস্র চেষ্টাদ্বারা heaven and earth move করলেও সেই unconquerable জিনিষটি পাব না। As an empericist আমরা অনন্ত-কোটিকাল ধরে জ্ঞান সংগ্রহ করলেও শেষে to infinity বলে গোঁজামিল দেব, series develop করবার সময় নেই বলব। গণিতশাস্ত্রে যে প্রকার গোঁজামিল দিয়ে থাকি, সেই বস্তুতে সেরূপ গোঁজামিল চলবে না। ভক্তি ব্যতীত অন্য গতি নেই। ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়জাত পদার্থবিশেষ জ্ঞান করতে

হবে না। প্রাকৃত পদার্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বিচার আছে। এই প্রকৃতিজাত উপাধিদ্বয়ের অতীত বস্তুই অপ্রাকৃত। আমরা 'অধোক্ষজ' শব্দে Transcendental বলে Hega lian School এর একটা শব্দ বলি, কিন্তু এ দ্বারা অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃতের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হচ্ছে না। যেখানে বৈচিত্র্য বলা হচ্ছে না, সেখানে Transcendental অতি ক্ষুদ্র কথা। আমরা বাস্তবিকই খুব বড় কথা বলতে বসেছি। পরমমুক্ত পুরুষের বিচারই ভক্তি। ভক্তিযোগই কৈবল্যসম্মত পথ।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

গুণাতীত বস্তু বাসুদেবের শরণ গ্রহণ কর। তাঁর ভজন কর। তিনি আপেক্ষিক সত্ত্বগুণের অন্তর্গত বস্তুমাত্র নহেন। তাঁ হতে গুণসকল নির্গত হয়েছে, অভক্ত-সম্প্রদায়কে দূরস্থ করবার জন্য। তাঁ থেকে শিক্ষা লাভ করে যাতে শোধন হতে পারেন, সে রকম বিচার হচ্ছে। অরণং—শরণং, একমাত্র গতি তিনি। শ্রীমদ্ভাগবত সেই অধোক্ষজ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। সন্তঃ—সাধুসকল; কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী এরা সব অনিত্য-বিচারপর অসাধু। সৎকর্ম্মপরায়ণতা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার বিচার—সবই অসৎ, অর্থাৎ এরা চিরদিন একরকম থাকে না, মুক্তিলাভেও এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু ভক্তের তাদৃশ পরিবর্ত্তন বা পতন নেই। ভোগত্যাগাদি বদ্ধবিচারমুক্ত ভক্ত কখনই অভক্তসহ সমপর্য্যায়ে গণিত হতে পারেন না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

—ইত্যাদি শ্লোকে বিমুক্তমানী ও ভক্তের কি সুন্দর বিচার প্রদত্ত হয়েছে;

যার বিরুদ্ধ কথা মনুষ্যজাতি বলতে পারে না। যদি বলে, Balance loose করে বলবে, নিজের ওজন না জেনে। বাস্তবসত্যের কথা আলোচনা হলে অন্যান্য সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক বিচার থেমে যায়। অনর্থযুক্ত জীব বেদান্তের যে অর্থ করছেন, অনর্থমুক্তেরা সে অর্থ স্বীকার করেন না। সেজন্য মুক্তানর্থ ব্যক্তির দ্বারাই উপনিষদের ব্যাখ্যা দরকার। যেমন রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তের ব্যাখ্যা করেছেন। অনর্থযুক্তেরা ভগবান্‌কে অধোক্ষজ বিচার না করে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা পার্থিব নিজ ভোগ্য পদার্থবিশেষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন পদার্থ বিচার করছেন। যেমন দ্বারকায় কৃষ্ণ এলে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দ্বারদেশে গিয়ে কৃষ্ণকে খবর দিতে দ্বারীকে বললেন। ব্রহ্মা মনে করলেন, তিনি ত' একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা; কৃষ্ণ, দ্বারকা সবই তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত। কৃষ্ণ বুঝলেন, ব্রহ্মার অহঙ্কার হয়েছে, তাঁকে (কৃষ্ণকে) তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তখন কৃষ্ণ দ্বারীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন জিজ্ঞাসা করে এস। ব্রহ্মা দ্বারীর নিকট সে কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন—এ আবার কি, আমিই ত' ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মা কে? নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অভাব-দর্শনে ভগবানের হাস্যরসের উদয় হল। কৃষ্ণ ব্রহ্মার মনোভাব জেনে তখনই অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের স্মরণ করলেন। তাঁর স্মরণমাত্রেই অসংখ্য ব্রহ্মা এসে তাঁদের মস্তকস্থ কিরীট-দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে ডাকিয়ে এই ব্যাপার দেখাতে ব্রহ্মা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে গেলেন।

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে॥
দশ বিশ শত সহস্র অযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারও না যায় গণন॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।

সনকপিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্রজ্ঞানে এক কোণে বসে থাকলেন। ব্রহ্মা নিজের ভ্রম বুঝে তখন বলছেন,—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

[যাঁরা বলেন, 'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁরা জানুন, কিন্তু আমি অনেক

উক্তি করতে ইচ্ছা করি না। প্রভো, আমি এই মাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।]

ব্রহ্মা বললেন অন্যে যা বলে বলুক, আমি আর ঐরূপ অবিবেচনার কথার মধ্যে ঢুকব না। তখন থেকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। পদ্মপুরাণে বলেছেন—

শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

আমরা আমাদের গুরুপরম্পরায়ও দেখছি—শ্রীকৃষ্ণব্রহ্ম দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ইত্যাদি। এখনও পর্য্যন্ত সত্যকথা, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করলে জানতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতকে ধ্বংস (?) করার জন্য প্রচুর চেষ্টা চলেছে, কিন্তু তা সফল হয় নি—ভাগবত-সম্প্রদায়কে কেহই বিনাশ করতে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদীদের কেহই এই গ্রন্থখানির টীকা করতে সাহসী হন নি। কেন না, প্রতিবাদ করলেই নিজেদের বিচার-দৌর্ব্বল্য ধরা পড়বে। কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন স্বরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী শ্লোকের টীকা করেছেন; কিন্তু করলেও তা মায়াবাদ-হলাহলপূর্ণ। কেবলাদ্বৈতবাদশ্রী মদ্ভাগবতে সম্পূর্ণ-রূপে নিরাকৃত—সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। মানুষ মনুষ্যের রচিত গ্রন্থ পড়ে দুর্গতি বরণ করছে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের আলোচনা না করে ভ্রমে পড়ছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় না করাই দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয়। এইজন্য বলছিলাম—

সর্ব্ববেদান্তসারং……কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।

আমি বলছিলাম যে, ভাগবতের কৈবল্য পাতঞ্জলির ঈশ্বরসাযুজ্য বা আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসাযুজ্য নয়, ভগবৎসাযুজ্যও নয়। "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"—বিচারে হরি যাদের বধ করেন, তারা যে ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করে, 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' বলতে তা নয়। সুরসকল ভগবদ্ভক্ত। তাঁদের কার্য্য জীবের মঙ্গলের জন্য; মনুষ্যজাতির সেবার ভার দেবতারা নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে Polytheistic Theory আমাদের অনুসরণীয় নয়। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'—এ বিচার যাদের উদিত হয় নি, তারা বিষ্ণুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার জন্য জীবমাত্রই যে নিত্যবৈষ্ণব, এটা বুঝতে পারে না। নিত্য আত্মার অনুভূতিতে সনাতন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য কথা নেই। ভক্তিই আত্মার নিত্য অবস্থা, তা না বুঝে তার সঙ্গে অনিত্য অবস্থার ধর্ম্মকে এক করে বসে। তারা ভক্তিটা অন্যত্র ব্যবহার করে ক্ষুদ্র দেশাত্ম, সমাজাত্ম, গৃহাত্মবোধে গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। 'ভক্তি' শব্দটী

দেশ সমাজাদিতে প্রযুক্ত হতে পারে না। সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। একমাত্র ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ, তাঁতেই সকল জীবাত্মার সর্ব্বতোভাবে ভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। কৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। তাঁর অন্যান্য অবতারে রসের অপূর্ণতা ও স্বল্পতা, কিন্তু পূর্ণ সকল রসের অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁতেই আছে। Dr. Macnical Kennedy এবং তাঁর অনুবর্ত্তি জনগণ বিষয়টা ভাল করে ধরতে পারেন নি। তাঁদের প্রকৃত ভাগবতালোচকের সঙ্গে দেখা হয় নি। কেবল Benares School এর কয়েকটি ও বিশিষ্টাদ্বৈতধারার কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যবোধ ভাগ্যহীন ভগবন্মায়াদ্বারা বিমোহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইজন্য ভাগবত বলেছেন—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

আপনারা জানবেন অতি সহজ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয়টি—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। ইদানীন্তন ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

—এই দশমূলশিক্ষা শ্লোকে বর্ণন করেছেন। এইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা দরকার। অদ্য আমাদের আর সময় নেই। আজ শেষ দিবস বলে আপনাদের অনেকটা সময়কে আক্রমণ করা হলো। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর প্রচারকার্য্যের শেষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, আর ভাগবত-পারম্পর্য্যে অবস্থিত হয়ে শ্রবণ করেছিলেন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম; (শ্রীল প্রভুপাদের দৈন্যোক্তি) কিছু কিছু অস্ফুটভাবে আমাদের কর্ণকুহরেও তা এসে পৌঁছিয়েছিল। আমরা তোতাপাখীর মত তা বলবার কিছু প্রয়াস করছি। আপনারা সুষ্ঠুভাবে সকল কথা শ্রবণ করুন, পাঠ করুন, বিচার করুন—

তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।

বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিস্রোতের পরিচালক যিনি, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর কথা জগতের সর্ব্বত্র আলোচনা হোক, এইটিই আমার প্রার্থনা। জগৎ তাঁর কথা বুঝুক—শ্রীরাধাগোবিন্দগোপীনাথের উপাসক হোক, শ্রীগোপীনাথের উপাসনা হলেই কামাদি যাবে। আপনারা জানেন, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

যে জন্য আমাদের গৌড়ীয় মঠের প্রবর্ত্তন, সেই গোপীনাথের সেবা—পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী, অর্চ্চার বিচার জগৎকে আমরা সুষ্ঠুভাবে দিতেও পারি না, জগৎ নিতেও প্রবৃত্ত নয়। (অর্চ্চার দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাদের সম্মুখে যে অর্চ্চা বিগ্রহ, তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্, আপনারা তাঁকে দর্শন করুন।

মুক্তি

একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন্ স্থানে কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা জানিতে না পারিয়া নিজের ধারণা অনুযায়ী শব্দকে লক্ষ্য করিতে যাইয়া অনেকে কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। 'মুক্তি' শব্দটী শুনিলেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু নামাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই বলিয়াছেন—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রূপানুগ। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর বাক্য তাঁহাদের শিরোধার্য্য। শ্রীরূপপাদ মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন—মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের একবিন্দু এদিকে ওদিকে যান নাই। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন

তাহা অভ্রান্ত। তাঁহার বাক্যে দেখিতে পাই, শুদ্ধ চিন্ময় শ্রীনাম মুক্তকুলেরই উপাস্য; সুতরাং 'মুক্তি'-শব্দটী দোষের নহে। মুক্তি না পাইলে শুদ্ধভজন আরম্ভই হয় না।

পাঠকগণ এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকটী বলিবার সময় এই শ্লোকোক্ত 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' বলিয়াছেন কেন? তিনি ত' মহাপ্রভুর করুণালাভের পূর্ব্বে 'মুক্তি'রই বহুমানন করিতেন, মহাপ্রভুর উপদেশামৃত শ্রবণের পরেই ত' তিনি 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' পদ ব্যবহার করিয়াছিলেন? আবার শ্রীমদ্ভাগবতও (৩।২৯।১৩) বলিয়াছেন—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বাক্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তি একই তাৎপর্য্যপর। উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। উভয়ের উদ্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞানাভাবেই উভয়ের উক্তি বিরুদ্ধভাবাপন্না বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে অর্থে 'মুক্তি'কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীনামকে 'মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়াছেন তাহা—"অনর্থ-নিবৃত্তি"। এই অনর্থনিবৃত্তি না হইলে অপ্রাকৃত-লোকে যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া যে সেবাপরায়ণতার জন্য শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুক্তিস্থলে ভক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত-সেবা অনর্থযুক্ত প্রাকৃত-ধারণায় লভ্যা নহেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মুক্তি সম্বন্ধে ধারণা—ব্রহ্মে বা ভগবানে জীবাত্মার বিলোপ-সাধন। এই বিলোপ-সাধনকে তাহারা সাযুজ্য শব্দে উদ্দিষ্ট করিয়া উহাকেই জীবের সাধনের চরম ফল বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহাদের ধারণায় ঐ সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদি-বৈদান্তিকগণের লক্ষ্য—ব্রহ্ম-সাযুজ্য, পাতঞ্জলানুগগণের লক্ষ্য—ঈশ্বর-সাযুজ্য। শ্রীল সার্ব্বভৌম প্রথমতঃ বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্যই আলোচনা করিয়াছিলেন, তাই যখন মহাপ্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত ভক্তির জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন—ভক্তির মহিমা অবগত হইলেন, তখনই 'মুক্তি'-শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার 'ভক্তিপদে' উক্তিতে অনর্থনির্ম্মুক্তিরূপ মুক্তির পরে যে শুদ্ধাসেবা আরম্ভ হয়, তাহার প্রতিই তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে মায়াবাদিগণের ধারণার সাযুজ্য ভক্তগণ সর্ব্বদাই গর্হন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু 'সাযুজ্য' না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

অনর্থনিবৃত্তিরূপ মুক্তির পরে শুদ্ধসেবায় অধিকার হইলে গৌড়ীয়-গণে গণিত হইবার অধিকার হয়। কৃষ্ণের আনন্দবিধানই এই সেবা। এই সেবার নিকট আত্মসুখকর কোন ধারণাই স্থান পায় না। ঐশ্বর্য্যমার্গের সেবকগণ সার্ষ্টি-সালোক্যাদি যে চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রার্থী, তাহাতেও আত্মপ্রীতির গন্ধ আছে বলিয়া মাধুর্য্যমার্গের সেবকগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীতত্ত্বসূত্রে মুক্তিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্র প্রদান করিয়াছেন—

'অনর্থনিবৃত্তির্মুক্তিঃ স্বপদপ্রাপকত্বাৎ॥'

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'মুক্তি' সম্বন্ধে তিনি যে সুন্দর বিচার দেখাইয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মুক্তি-বিষয়ক অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মুক্তি কহেন। মুক্তিকে পঞ্চপ্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য - এই সকল মুক্তির শ্রেণী। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবল্লোকে বাসের নাম সালোক্য, ভগবৎ-সমীপস্থ হওয়ার নাম সামীপ্য, ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং ভগবানে লয় হওয়ার নাম সাযুজ্য—এই প্রকার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় বিচার করিলে সকলপ্রকার মুক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এ সমুদয়ই ভগবৎ-সন্নিকর্ষ প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ; যেহেতু আনন্দ-চিন্ময় ভগবানকে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থার অনেক প্রকার বিশেষণ থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বরবিমুখতা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধি হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সাযুজ্য ব্যতীত আর কি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়?

"যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্তে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥"

এস্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের সহিত লয়। বাস্তবিক সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে-সকল বৈষ্ণব গোপীভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন

তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্মসাযুজ্য সাধন বলিতে হইবে। অর্থে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল নামের বিবাদমাত্র। তদ্বিষয়ে শাণ্ডিল্যসূত্র, যথা—

'তদৈক্যং নামাত্বৈকত্বমুপাধিযোগাহানাদাদিত্যবৎ।'

পরব্রহ্মের আশ্রয়ের দ্বারা যে ফল হয় তাহাকেই মুক্তি বলি, ঐ মুক্তি কি প্রকার তাহা কঠোপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে ;—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতাদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

এই মুক্তিই জীবকে স্বপদ প্রাপ্তি করায়, এই স্বপদ কঠোপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রের পরেই এই প্রকার বর্ণিত আছে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং
কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

বাস্তবিক এই সকল শ্রুতি ও বিচারের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বপদ যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার তাহা উপলব্ধ হইতেছে। এই ব্যাপারটি বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যেহেতু এই বদ্ধাবস্থায় সকল জীবই (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত) দেশ ও কালের বশীভূত হইয়াছে ; অতএব তদুভয় পদার্থের অতীত অবস্থাকে কেহই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থা হইতে সেই অবস্থা যে উৎকৃষ্ট ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। যাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অনাদর করেন তাঁহাদের বিষয়ে কঠোপনিষদ কহিয়াছেন, যথা—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥

যুক্তি-বিচারের দ্বারা যাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থার নির্ণয় বা পরকালতত্ত্ব বিচার করিতে চাহেন তাঁহারা নির্ব্বোধ। তথাপি কঠোপনিষদে—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যান্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥

মুক্তি-বিষয়ক অধিক বিচার সম্ভব নহে, অতএব যাঁহারা এই অচিন্ত্য অবস্থার বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য তর্ক করিয়া বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পরিশ্রম ফলবান্ হয় না ; বরং নির্ব্বাণ, সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি অবস্থা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহাতেই কখনই মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব নিম্নলিখিত সাধুবাক্যই আমাদের পালনীয়।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাব্যাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

তত্র ব্যাসসূত্রং যথা ;—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। অতএব নিশ্চয় মীমাংসা এই যে জীবের অনর্থনিবৃত্তিই মুক্তি এবং তদ্দ্বারা জীবের স্বপদপ্রাপ্তি হয়।

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তম্—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।

তথা চ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে মুক্তিকথনম্,—

'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শোক-গাথা

কোথা হে আমার প্রভু ভকতিবিনোদ,
পরানন্দ প্রেমময় মূরতি অক্রোধ।
না হেরি তোমারে হায়, হইয়াছি মৃতপ্রায়,
না মানিছে মন মম কিছুতে প্রবোধ॥
ক্রমে ক্রমে দিন যত হ'তেছে অতীত,
অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইতেছে চিত।
দহিতেছে তনু মন, শূন্যময় ত্রিভুবন,
না পাই আনন্দ পান করি নামামৃত॥
সহায়, সম্পত্তি, শান্তি, সুখের আধার,
ধরামাঝে একমাত্র ছিলে হে আমার।
তব পদরজো বলে, কুবিষয় হলাহলে,
রহিয়াও ভক্তিসুখ হইত অপার॥
দুরাচার সর্ব্ব মহাদোষের আকর,
কুগৃহান্ধকূপে ছিনু আমি হে পামর।

অহৈতুকী কৃপা ডোরে,　　আকর্ষিয়া ল'য়ে মোরে,
শ্রীচরণাশ্রয় দিলে সর্ব্ব সুখাকর ॥
মহামূর্খ এ অধমে করুণা করিয়া,
পড়াইলে ভক্তিগ্রন্থ শক্তি সঞ্চারিয়া।
ব্যাখ্যা করি শুদ্ধ ভক্তি,　　নামের অপূর্ব্ব শক্তি,
মরু চিত্তে ভক্তিবীজ দিলে আরোপিয়া ॥
শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলা-রসের বিচার,
বুঝাইলে সূক্ষ্মভাবে কৃপা পারাবার।
লাখবান সম হেম,　　বিবরিয়া গোপীপ্রেম,
রূপানুগ পথে প্রীতি করা'লে আমার ॥
তোমার মহিমা জীবে কি কহিতে পারে,
শেষও কহিয়া শেষ করিবারে নারে।
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তুমি,　　আসিয়া ভারতভূমি,
হরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি শিখালে সবারে ॥
অন্য অভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্মাদি বর্জ্জিত,
বিশুদ্ধ ভকতি ধর্ম্ম গৌর প্রচারিত।
সে ধর্ম্ম বিকৃত করি,　　পরনারী অর্থ হরি,
শিষ্যসনে গুরুগণে নরকে পচিত ॥
নিতাইচাঁদের অতি প্রিয় নাম হাট,
দুর্জ্জনে ঘটা'য়েছিল সে হাটে বিভ্রাট।
ধন-বস্ত্র আদি নিয়া,　　শ্রদ্ধাহীনে নাম দিয়া,
প্রেমাগারে দিয়াছিল কঠিন কপাট ॥
পাশ্চাত্য শিক্ষিত সভ্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণ,
বৈষ্ণবের নামে নাসা করিত কুঞ্চন।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব পথে,　　না চলিত কোন সতে,
উচ্চ রাজকর্ম্মচারী সুসভ্য সজ্জন ॥
এহেন সময়ে তুমি গৌরাঙ্গ নিদেশে,
করুণা করিয়া এই অবনীতে এসে।

উচ্চবংশ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, লভি উচ্চ রাজকর্ম্ম,
সব তুচ্ছ করি মত্ত হ'লে ভক্তিরসে ॥
তোষণী পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশিয়া,
ভক্তির বিজয় ভেরী দিলে বাজাইয়া।
খ্রীষ্টান-যবনগণ, অভক্ত হিন্দুর মন,
তাহা শুনি' ভক্তিমদে উঠিল মাতিয়া ॥
সংস্কৃতানভিজ্ঞ জীবগণের কারণ,
মথিয়া গোস্বামী-গ্রন্থ বেদান্ত দর্শন।
বাঙ্গালা ভাষায় বহু, রসতত্ত্ব গ্রন্থ পঁহু,
প্রচারিয়া প্রেম পথ করিলে সুগম ॥
ভজনরহস্য, হরিনাম চিন্তামণি,
শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম আদি তত্ত্বখনি।
কল্যাণ কল্পতরু, মরীচিমালাতে মরু,
চিত্তমাঝে সুবিরাজে প্রেম মন্দাকিনী ॥
ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া শুদ্ধ ভক্তিধন,
কেহ না জানিত ভক্ত কিম্বা গুরুগণ।
গৌরাঙ্গের শিক্ষা সার, করিলে হে পরচার,
হরিনাম একাধারে সাধ্য ও সাধন ॥
শ্রীগোদ্রুমে নামহট্ট প্রকট করিয়া,
প্রচারিলে হরিনাম দেশে দেশে গিয়া।
সুধামাখা ওজস্বিনী, তোমার বক্তৃতা শুনি,'
উঠিল নামের ধ্বনি ভুবন ভরিয়া ॥
না জানিত কোন জন মায়াপুর নাম,
প্রকাশ করিলে সেই গৌরজন্মস্থান।
যথা গৌর-জন্মোৎসবে, শুদ্ধভক্ত মিলি সবে,
প্রেমে মত্ত হন করি গুণগাথা গান ॥
বিধিও নিষেধাতীত মহাভক্তগণে,
"চরেদবিধি গোচরঃ" পুরাণে বাখানে।

তুমি তাহা দেখিবারে,　　ডোর ও কৌপীন প'রে,
বর্ণাশ্রমাতীত রীতি শিখালে ভুবনে ॥
"কুশলো জড়বচ্চরেৎ" কহে ভাগবতে,
সে মহাপুরাণ বাণী জগতে দেখাতে ।
বাত ব্যাধি ভান করি,　　তুমি সর্ব্ব তিন চারি,
রহিলে জড়ের মত সুখে সমাধিতে ॥
এ অধম দাসাভাসে শকতি সঞ্চার,—
করিয়া যে গীতাবলী করিলে প্রচার ।
সে-সকল গীত শুনি,　　সমাধি কালেও তুমি,
যে সুখী হইতে হেরি হ'ত চমৎকার ॥
এ সুখ সময়ে বিশ্ব আঁধার করিয়া,
গোলোকেতে গেলে গুরো ! হঠাৎ চলিয়া ।
বহু ভাগ্যে তব পদ,　　পেয়েছিনু সুসম্পদ,
পথের কাঙ্গাল এবে তোমা হারাইয়া ॥
সে প্রেম মূরতি, আঁখি আর না হেরিবে,
সে অমিয়বাণী, কাণ আর না শুনিবে ।
ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে,　　শান্তি পা'ব কোথা গিয়ে,
প্রেমামৃত বরষিয়ে কেবা জুড়াইবে ॥
প্রার্থনা করিয়া ছিনু তব শ্রীচরণে,
অপ্রকটকালে সঙ্গে ল'বে এ অধমে ।
চাহিয়াছি যবে যাহা,　　পূর্ণ করিয়াছ তাহা,
এ প্রার্থনা পূর্ণ নাহি কৈলে কি কারণে ॥
নিত্যলীলা মাঝে তুমি করেছ প্রবেশ,
তথা হ'তে এ অনাথে করি কৃপা লেশ ।
লীলামাঝে আকর্ষিয়া,　　অভীপ্সিত সেবা দিয়া,
পূর চির সাধ আর্ত্ততীর্থহৃদয়েশ ॥

—শ্রীসীতানাথ দাস

একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর]

(৩) লেখক পুস্তিকার ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"তাঁর (কৃষ্ণের) অসামান্য কিছু কার্য্যকলাপের উপর বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবত-রচয়িতাগণ বহু প্রক্ষিপ্ত, অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত গল্প রচনা করে তার অনুসরণযোগ্য আদর্শ পুরুষ চরিত্রটিকে ঢাকিয়া দিয়াছেন।"—এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসে যে, ভাগবতাদি গ্রন্থ ও মহাভারত তো শ্রীবেদব্যাসেরই রচনা। লেখক মহাভারতের কাহিনীগুলির উপর ভিত্তি করিয়া পুস্তিকাটি লিখিয়াছেন। তবে কি বলিতে হয়, লেখকের মতে বেদব্যাস মহাভারত বাদে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ গ্রন্থে বহু অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত গল্প লিখিয়াছেন? সৎবস্তু হইতেই সৎবস্তুর উৎপত্তি সম্ভব। লেখক পুস্তিকাটির নিবেদনে লিখিয়াছেন—"মহাভারত চিরকালের। গ্রন্থ-জগতে সূর্য্যের মতো।" মহাভারতের কাহিনীগুলি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মহাভারত-রচয়িতা যে ভাগবতাদি গ্রন্থের কাহিনীগুলি রচনা করিয়াছেন তাহাই বা সত্য হইবে না কেন? পুস্তিকাটিতে নিবেদন লেখার বিপরীত পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, লেখক "রাঢ়ের লোক সংস্কৃতি" ও "বাঁকুড়ার আদি অধিবাসী"-নামে দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তবে কি লেখক বলিবেন যে, তাঁহার ঐ দুইখানি পুস্তক অসত্য ও কল্পনাপ্রসূত এবং পুস্তকদ্বয়ের বাস্তব সত্যতা নাই? তাহা যেমন কল্পনাপ্রসূত, অসত্য ও অবাস্তব হইতে পারে না, তেমনি বেদব্যাসের রচিত মহাভারতের মতই পুরাণাদি এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ চিরকালের। বেদব্যাসের রচিত কোন গ্রন্থই কল্পনাপ্রসূত ও অবাস্তব নহে।

লেখক নিবেদনে লিখিয়াছেন,—"এক একটী চরিত্র নিয়ে এক একটী মহাভারত লেখা যায়।"—ইহাতে বুঝা যায়, লেখক মহাভারতটি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিয়াছেন। লেখক আলোচ্য পুস্তিকাটির ৮২ পৃষ্ঠার শেষ দিকে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ সর্ব্বাংশে একজন মানুষ।" ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"তিনি (কৃষ্ণ) ঈশ্বর নন।" তাই প্রশ্ন জাগে, লেখক মহাভারতের মধ্যে এমন কি দেখিলেন, যে তাহাতে কৃষ্ণকে মানুষ জ্ঞান করিলেন? মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্ব কি লেখক পাঠ করেন নাই? ভীষ্মপর্ব্বে পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত অষ্টাদশটি অধ্যায় লইয়া

গীতাশাস্ত্র কি লেখক মানেন না ? লেখক পুস্তিকাটির নিবেদনে মহাভারতকে গ্রন্থ-জগতে সূর্য্যের মতো বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি সূর্য্যস্বরূপ মহাভারতের অংশ গীতাশাস্ত্রকে সূর্য্যাংশের ন্যায় মান্য করিয়া পাঠ করিলে কৃষ্ণের ভগবত্তা উপলব্ধি করিবেন, আশা করি।

(৪) লেখক পুস্তিকার ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"ভাগবতে, মহাভারতে, হরিবংশে বা বিষ্ণুপুরাণের কোথাও মনে হয় 'রাধা' নামের উল্লেখ নাই। লেখক ঐ ছত্রে 'মনে হয়'—শব্দটি উল্লেখ করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, লেখক ঐ গ্রন্থাদি পড়েন নাই। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থ তিনি পড়িতেন, তাহা হইলে 'মনে হয়' কথাটি—লিখিতেন না। তবে 'ভাগবত' গ্রন্থে 'রাধা' নামের উল্লেখ থাকিলে তিনি তাহা মানিবেন কি ? 'ভাগবত' গ্রন্থে যে রাধা নামের উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে কিছু বিবৃত করিতেছি।—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

[শ্রীরাধাপক্ষীয় সখীগণের উক্তি—এই ললনা-কর্ত্তৃক, ভক্তজন-দুঃখহারী (হরি), ভক্তগণের মনোবাঞ্ছাপূরণে সমর্থ (ঈশ্বর), ভগবান্ (শ্রীনারায়ণ) নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন। তৎফলেই শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ললনাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।]

"নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ॥" (ভাঃ ২।৪।১৪)

[শ্রীশুকদেব কৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে—অসমোর্দ্ধা অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীরাধার সহিত যিনি নিজধামে (গোলোক বৃন্দাবনে) পরব্রহ্মস্বরূপে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।]

(৫) উক্ত পুস্তিকার লেখক ৮৬ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে লিখিয়াছেন,—"মহাভারতে বিদুর ও কৃষ্ণ কালজয়ী পুরুষ।" আবার লেখক পুস্তিকার ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ তো কালের অধীন।" লেখকের লেখায় একবার কৃষ্ণ কালজয়ী পুরুষ হইলেন ; আবার কৃষ্ণ কালের অধীন হইয়া পড়িলেন। এই দুই উক্তি কি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে ? সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট এইরূপ উক্তি কি হাস্যকর হইবে না ?

(৬) লেখক পুস্তিকাটির ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"মানুষ কৃষ্ণকে জনসাধারণ ভগবান্ কৃষ্ণে পরিণত করেছেন।" এস্থলে 'পরিণত করেছেন'—

কথাটি লক্ষণীয়। 'পরিণত করেছেন'—বলিতে নির্ব্বাচন করেছেন বা মনোনীত করেছেন এমন অর্থ হয় না। আবার 'জনসাধারণ' শব্দটির অর্থ 'মুষ্টিমেয় জনসাধারণ' বুঝায় না; বরং 'সমগ্র জনগণ'—এইরূপ অর্থ বুঝায়। জনগণের দ্বারা কৃষ্ণ যদি ভগবানে পরিণত (Convert বা Change) হইলেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ তো আর মানুষ রহিলেন না, ভগবান্ হইয়া গেলেন। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, কোন জমিকে পুকুরে পরিণত করিলে তাহাকে যেমন আর জমি বলা হয় না, পরন্তু পুকুর বলা হয়, তেমনি 'মানুষ কৃষ্ণকে জনসাধারণ ভগবান্ কৃষ্ণে পরিণত করেছেন'—বলিতে ইহাই বুঝায় যে তখন মানুষরূপী কৃষ্ণকে আর মানুষ কৃষ্ণ বলা যাইবে না, পরন্তু 'ভগবান্ কৃষ্ণ' বলিতে হইবে। লেখক তো জনসাধারণের বাহিরে নহেন। আর লেখক নিজের কথাই বা মানিবেন না কেন? সুতরাং কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতে লেখকের আপত্তি থাকা উচিত কি?

আমরা শাস্ত্রে পাই—সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্বই ভগবান্ এবং তিনি অনন্ত গুণের আধার। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ। তিনি হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করিতে পারেন।—এইরূপ অনাদি ও সম্পূর্ণ চিন্ময় সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবানে পরিণত কি জনসাধারণ কাহাকেও করিতে পারেন? তাহা সম্ভব হইলে ত' জনসাধারণকে ভগবানেরও ভগবান্ (?) বলিতে হয়? জনসাধারণকে ভগবানেরও ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করা কোন বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যতীত কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে কি? ভগবান্ কৃষ্ণের নরাকার-বিগ্রহই স্বরূপ। তিনি নিজস্বরূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই জন্মরহিত বস্তুর জন্মাদি স্বীকার স্বরাট্ পুরুষোত্তমের লীলামাত্র। অতএব কৃষ্ণকে কেহ বা কাহারাও ভগবানে পরিণত করেন নাই।

"মহাভারতের ভারত"—পুস্তিকাটি পাঠ করিতে করিতে যে কয়টি বিশেষ বিশেষ বাক্যের দোষদুষ্টতা লক্ষ্য করিলাম, তাহারই প্রতিবাদ শাস্ত্রসম্মতভাবে উল্লেখ করিলাম। পুস্তিকাটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে আরও অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে। লেখক শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে সূক্ষ্মদর্শী পাঠকের ন্যায় মহাভারতের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করিলে মহাভারতের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া সত্যিকারের 'মহাভারতের ভারত' লিখিতে সমর্থ হইতেন ও তাহা সুধী ভক্তসমাজের নিকট সমাদৃত হইত। কিন্তু দুঃখভঞ্জন মহাশয়ের 'মহাভারতের ভারত'-শীর্ষক পুস্তিকাটি যথার্থ শাস্ত্রসম্মত না হওয়ায়

ভক্তবৃন্দের দুঃখদায়ক বা দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা হওয়ায় ও তাঁহার মহিমা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ইহার পঠন-পাঠন ও প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত। অন্যথায় দেশ নাস্তিকতায় কলুষিত হইবে। অতএব সাধু সাবধান!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীপৃথু-মহারাজ ও পৃথিবী-শাসন

[বিষ্ণুপুরাণাবলম্বনে লিখিত]

পরাশর কহিলেন,—অঙ্গের পত্নী সুনীথার একমাত্র পুত্র বেণ। ঋষিগণ প্রজার নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করেন। বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি 'মহারাজ পৃথু' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং প্রজাবর্গের হিতসাধনের নিমিত্ত পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! পরমর্ষিগণ কি-নিমিত্ত বেণরাজার পাণি মন্থন করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা তাহাতে মহাশক্তিশালী পৃথুর জন্ম হয়? পরাশর কহিলেন,—মৃত্যুর সুনীথা নাম্নী যে কন্যা, তাঁহাকে অঙ্গের ভার্য্যারূপে দেওয়া হয়। তাঁহাতেই বেণের জন্ম। মৃত্যুসুতাত্মজ বেণ মাতামহের দোষে স্বভাবতঃই দুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যখন ঋষিগণ-কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীপতি হইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"কেহ যজ্ঞ করিতে পারিবে না, হোম করিতে পারিবে না এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আমিই ত' যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য কে যজ্ঞের ভোক্তা?"

হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া ঐ জগৎপতিকে (?) সম্মানপূর্ব্বক প্রথমে সামমধুর বাক্য বলিয়াছিলেন।—"ভো ভো প্রভো রাজন্! রাজ্য-দেহের উপকারার্থ এবং প্রজাবর্গের পরমহিতার্থ যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা দেবেশ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে দীর্ঘসত্রে পূজা করিব; তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে। হে নৃপ! যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরি আমাদের যজ্ঞে সম্প্রীত হইয়া তোমাকে সর্ব্বকামনা প্রদান করিবেন। যাঁহাদের রাষ্ট্রে যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সংপূজিত হন, সেই রাজগণকে তিনি সর্ব্বেপ্সিত দান করেন।"

বেণ কহিলেন,—"আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছেন ? এই হরি কে, যাঁহাকে 'যজ্ঞেশ্বর' বলা হইতেছে ? ব্রহ্মা, জনার্দ্দন, শম্ভু, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, অগ্নি, বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যে-সকল দেবতা শাপানুগ্রহকারী, তাঁহারা সকলেই নৃপের শরীরস্থ। কারণ রাজা সর্ব্বদেবময়। হে দ্বিজগণ! তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের দন্তব্য, হোতব্য, যষ্টব্য কিছুই নাই। ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষা যেমন স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সেইরূপ আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের ধর্ম্ম।"

ঋষিগণ কহিলেন,—"হে মহারাজ! আজ্ঞা কর, ধর্ম্মসংক্ষয় না হউক, যেহেতু শ্রীহরির পরিণামই এই অখিল জগৎ।" পরমর্ষিগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপিত ও প্রোক্ত হইয়াও রাজা যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনিগণ কোপান্বিত হইয়া পরস্পর বলিয়া উঠিলেন,—"হনন কর, এই পাপকে হনন কর। যে অধমাচার যজ্ঞপুরুষ সর্ব্বদেবেশ্বর অনাদি অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির যোগ্য নহে।"

মুনিগণ এইরূপ কহিয়া, ভগবন্নিন্দনাদি দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপূত কুশদ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা কি ?" তাহারা আতুরভাবে তাঁহাদিগকে কহিল, "অরাজক রাজ্যে চৌরগণ-কর্ত্তৃক পরস্ব-গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। হে মুনিগণ! পরবিত্তাপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের পদরেণুসকল দেখা যাইতেছে।"

মুনিগণ মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির উরু মন্থন করিলেন। তখন মথ্যমান উরু হইতে দগ্ধ স্থূণা (স্তম্ভ বা খুঁটি)-সদৃশ খর্ব্বমুখ অতিহ্রস্বকায় এক পুরুষ উত্থিত হইয়া কহিল, "কি করিব ?" ঋষিগণ কহিলেন,—'নিষীদ' (উপবেশন কর); এজন্য সে 'নিষদ' হইল। পরে তাহার সন্তানগণ বিন্ধ্যশৈল-নিবাসী পাপকর্ম্মোপলক্ষণ নিষাদ হইল। সেই নিষাদরূপে ভূপতির পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা 'বেণকর্ম্মনাশন' নামে খ্যাত।

অনন্তর দ্বিজগণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত মন্থন করিলে তাহাতে প্রতাপবান্ দীপ্যমানবপু পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে পাইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন 'আজগব' নামে দিব্য ধনুঃ, দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল। তিনি জন্মিলে প্রজাগণ সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল। সেই

সুমহাত্মা সৎপুত্রের জন্ম হওয়ায় বেণও পুন্নামক-নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সমুদ্র ও নদীসকল সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণের সহিত পিতামহ ও স্থাবর-জঙ্গমসকল সমাগত হইয়া নরাধিপ 'বৈণ্যকে' স্নান করাইলেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তে চক্রদৃষ্টি করিয়া, পিতামহ পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাঁহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব্ব করিতে পারেন না, তাঁহারই হস্তে বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে।

বিধিবৎ-কর্ম্মকোবিদ্‌গণ মহাতেজা প্রতাপবান্ সেই বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতার অপরঞ্জিত প্রজাগণ তৎকর্ত্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরাগহেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল। তিনি সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তম্ভিত হইত, বনযাত্রাকালে পর্ব্বতসমুদয় পথ দিত; কখনও তাঁহার পতাকা-ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্যশালিনী, সুতরাং চিন্তামাত্রেই অন্নলাভ হইতে লাগিল। গো-সকল সর্ব্বকামদুঘা এবং পুটকে পুটকে মধু সঞ্চিত হইল। তিনি জন্মমাত্রে পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই সূতিতে (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গত সোমযজ্ঞ ভূমিতে) মহামতি সূত ও মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ উভয়কে বলিলেন, তোমরা প্রতাপবান্ বৈণ্য পৃথু-নৃপতির স্তব কর। তোমাদের ইহাই অনুরূপ কর্ম্ম এবং ইনিও স্তোত্রের পাত্র।

তদনন্তর ইহাঁরা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিপ্রসকলকে বলিলেন, অদ্যজাত এই মহীপতির কর্ম্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং ইহাঁর যশও প্রথিত নাই; অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইহাঁর স্তব করিব, বলুন। ঋষিগণ কহিলেন, এই মহাবল চক্রবর্ত্তী নৃপ যেরূপ কর্ম্ম করিবেন এবং ইহাঁর যে-সকল গুণ হইবে, তদ্দ্বারা ইহাঁর স্তব কর। নৃপতি পৃথু তাহা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, লোকে সদ্‌গুণদ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহাঁরা আমার গুণের স্তব করিবেন; অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ বর্ণন করিবেন, আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব। যে-বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জ্জন করিব।

সেই সূত মাগধ ধীমান্ বৈণ্য-পৃথুর ভবিষ্য-কর্ম্মদ্বারা সম্যক্ সুস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন,—"এই নরেশ্বর নৃপ সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান্, প্রিয়ভাষী, মান্যমানয়িতা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্যধর্ম্মরত, সাধুসম্মত, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী এবং

সদ্ব্যবহারে স্থিত। নৃপতি সূতোক্ত এইসকল গুণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্ম্মও করিয়াছিলেন। পৃথিবীপতি এইরূপে বসুধা পালন করত ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ মহৎযজ্ঞদ্বারা যজন করিয়াছিলেন।

অরাজক-কালে সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট হইলে প্রজাগণ ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া সেই পৃথিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমন-কারণ বলিতে লাগিলেন। প্রজাগণ কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রজেশ্বর! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের সমস্ত বৃত্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত্ত প্রজাগণকে জীবনৌষধি দান কর।

পৃথু নৃপতি কুপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনু ও শরসকল গ্রহণপূর্ব্বক বসুধার অনুধাবন করিলেন। বসুন্ধরা শীঘ্র গো-রূপ ধারণপূর্ব্বক পলায়ন ও ত্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেন। ভূতধারিণী দেবী যে-যেস্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই উদ্যতশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন। বসুধা কম্পিতা ও তদ্বাণ হইতে পরিত্রাণলাভেচ্ছু হইয়া পৃথুপরাক্রম পৃথুকে বলিলেন,—হে নরেন্দ্র নৃপ! তুমি কি স্ত্রী-বধে মহাপাপ দেখিতেছ না? তাই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যম করিতেছ?

পৃথুরাজ কহিলেন,—ওহে দুষ্টকারিণি! যেখানে একজন নিধনপ্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ কল্যাণপ্রদ। পৃথিবী কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আধার কে হইবে? পৃথু কহিলেন,—বসুধে! তুমি আমার শাসন-পরাঙ্মুখী, তোমাকে বাণদ্বারা হত করিয়া আমি আত্মযোগবলে এইসকল প্রজা ধারণ করিব।

তখন বসুধা কম্পিতাঙ্গী ও পরমভীতা হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"উপায়ানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়; অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, কর। হে নরনাথ! আমি সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি; যদি ইচ্ছা কর, তবে এইসকল ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে ধর্ম্মভৃতাংবর! প্রজা-হিতার্থ আমাকে বৎস প্রদান কর, তাহাতে আমি বৎসলা হইয়া ক্ষরণ করি। হে বীর! আমাকে চারিদিকে সর্ব্বত্র সমান কর, তাহাতে বনৌষধির বীজভূত ক্ষীর সর্ব্বত্র ধারণ করি। তদনন্তর পৃথুরাজ ধনুঃকোটিদ্বারা শত-সহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈলসকল বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বসৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর

বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষ, কৃষি ও বণিক্‌পথ ছিল না। বৈণ্য হইতেই এ সকল সম্ভব হইয়াছে। ভূমির যে-যেস্থল সম ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস স্থাপন করিলেন।

ওষধিসকল নষ্ট হইলে তখন ফল-মূলমাত্র প্রজাগণের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতিকষ্টে। পৃথিবীনাথ প্রভু পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী দোহন করেন; তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্যসকল জন্মিল। প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই অন্নে জীবনধারণ করিতেছে। প্রাণ-প্রদানহেতু 'পৃথু' ভূমির পিতা হইয়াছিলেন; এজন্য অখিল-ভূতধারিণী 'পৃথিবী'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

তদনন্তর দেব, মুনি, দৈত্য, অদ্রি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্রগ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত বস্তু দোহন করিলেন। তজ্জাতীয়েরাই তাঁহাদের বৎস ও দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা সেই পৃথ্বীই সর্ব্বজগতের ধাত্রী, বিধাত্রী, ধারিণী এবং পোষণী। এতাদৃশ প্রভাবশালী মহাশক্তিশালী মহীপতি বেণপুত্র পৃথু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জন-রঞ্জনহেতু তিনি রাজা হন। যে নর পৃথুরাজের এই জন্ম-কর্ম্মাদি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুষ্কৃতি থাকে না। পৃথু-মহারাজের এই উত্তম জন্ম ও প্রভাব শ্রবণ করিলে সতত সংসার-ক্লেশের উপশম হইয়া থাকে।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

"দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে নরের বেলা !"

এই প্রচলিত বাক্যটীর কদর্থ বদ্ধজীবের পক্ষে বিশেষ রুচিকর। বস্তুতঃ এই বাক্যের সত্যতা অনুধাবন করিবার ক্ষমতা মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সামর্থ্যবান্ পুরুষগণ আপাতঃদৃষ্টিতে অন্যায় বা অপকর্ম্ম করিলেও তাহা দোষাবহ হয় না, পরন্তু অসমর্থ ব্যক্তিপক্ষেই তাহা দূষণীয়—ইহা অতীব সত্য। পরন্তু এই সত্য কথাটী সাম্যবাদের (?) যুগে অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অনধিকারী ব্যক্তিকেও অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করা কি কখনও সঙ্গত হইতে পারে? সকলেই কি একই প্রকার গুণের অধিকারী হইতে পারেন? ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ বিচার নহে কি? প্রচলিত

বাক্যেও দেখা যায়—হাতের পাঁচটী আঙ্গুল সমান হয় না। প্রকৃতির সৃষ্ট কোন ২টী বস্তুর মধ্যে সর্ব্বসাম্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও এবম্বিধ সমতা বর্ত্তমান থাকে না। এমন কি মেসিনের একই ছাঁচে ঢালিয়া নির্ম্মিত বস্তুতেও সর্ব্বদা পার্থক্য ও অসাম্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অসাম্যপর বিশ্বে সাম্যচিন্তা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। এই প্রকার সাম্যচিন্তা হইতে লঘু-গুরু ভেদদর্শন বা তাহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার বা কর্ত্তব্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বক্ষেত্রে—কি ধর্ম্মরাজ্যে, কি শিক্ষাজগতে, কি সমাজক্ষেত্রে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই এই প্রকার সাম্যবাদ (?) প্রকটিত দৃষ্ট হইতেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অধুনা শিক্ষককে ছাত্র উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে না; তাহাকে ঘেরাও করিয়া ছাত্রগণ তাহাদের মতানুবর্ত্তনে বাধ্য করিতেছে। অর্থাৎ শিক্ষকগণের বিচার অনুপযুক্ত, ছাত্রগণের বিচারই উপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে। সমাজক্ষেত্রে পিতা-মাতার প্রতিও ঐ বিচার পরিদৃষ্ট হইতেছে। পিতা-মাতাপেক্ষা পুত্র নিজকে অধিক বুদ্ধিমান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বিবেচনা করিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রেও ইহাই বর্ত্তমানকালে মোক্ষম হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আর ধর্ম্মক্ষেত্রেও যে ইহার ব্যাপকতা প্রকাশ পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শ্রীকৃষ্ণ শতকোটী গোপীদের সঙ্গে রাসাদি লীলা করিয়াও সর্ব্বপূজ্যতম কেন হইবেন ?—আমাদের পক্ষে শতকোটী ত' দূরের কথা, ২।৪ টী স্ত্রী সম্ভোগ করিলেই তাহা কেন অন্যায় বা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে—তাহা বর্ত্তমান সাম্যবাদের যুগে বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে।

এতদুত্তরে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—আমরাও কৃষ্ণের ন্যায় শক্তিমান্ বা সমর্থ হইয়া ২।৪টী কেন শতকোটী স্ত্রীসম্ভোগ করিলে কোনই অন্যায় হইবে না। পরন্তু কৃষ্ণের ন্যায় সমর্থ না হইয়া ঐরূপ কার্য্য অন্যায় বা পাপ বা বিনাশস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব শাস্ত্রকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—আমরা কৃষ্ণের ন্যায় শক্তিমান্ বা সমর্থ নহি, ইহা স্বীকৃত হইলেও আমাদের যে পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ্য আছে তৎপরিমাণ অর্থাৎ তৎসংখ্যক স্ত্রীসম্ভোগ করা দোষণীয় হওয়া অনুচিত। শাস্ত্রে মানবের পক্ষে ইহা কেন নিষিদ্ধ করিয়াছেন ? বর্ত্তমান সাম্যবাদের যুগে ইহাই ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু শাস্ত্রে এই সামর্থ্যের বিচার কিভাবে করিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান যুগে ভোগী মানবকুল ধারণা করিতে অক্ষম। রাবণের ন্যায়

শক্তিমান্ ব্যক্তিতে ঐ অধিকার যখন পরিদৃষ্ট হয় নাই তখন কলির মানবের পক্ষে ঐ অধিকার কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে ?

এই সামর্থ্য প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণপর দক্ষতাকে লক্ষ্য করে নাই। তাহা অতীন্দ্রিয় ব্যাপারকেই লক্ষ্য করিয়াছে। কৃষ্ণ 'আত্মারাম' হইয়াও এইরূপ লীলা করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই আত্মারাম পদটীই ঐ লীলার উপযুক্ততা বা অধিকার বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। যিনি আত্মারাম তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়চরিতার্থপর কোন ক্রিয়াই থাকে না। তজ্জন্যই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম কোনও প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করা মূঢ়তা। 'জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যম্'—শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিচয় নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাটী দিব্যম্ অর্থাৎ অলৌকিকম্ বলিয়াই তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা প্রাকৃত কোনও ব্যাপার নহে অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় কামক্রীড়া নহে বলিয়া জানিতে হইবে। অজের জন্মলীলা যেরূপ বদ্ধজীবের অচিন্ত্য ব্যাপার, তদ্রূপ আত্মারামের স্ত্রীসম্ভোগও অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ব্যাপার। তজ্জন্য আত্মারামের ন্যায় বদ্ধজীবের আচরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলায় কোন প্রাকৃত দোষ বা হেয়ত্ব নাই, পরন্তু তাহা পরম মঙ্গলময় ও মাধুর্য্যময়। সেই কারণেই কামজয়ী শিব ও শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দ তাহা দর্শন করিয়া নিজদের ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই অধিকার বা সামর্থ্য সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় বর্ণিত একটী আখ্যায়িকা নিম্নে বর্ণিত হইল। ইহা পাঠ করিলে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতার কিছু ধারণা লাভ করা যাইতে পারিবে।—

একদা শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার্থ অপেক্ষারতা গোপীগণের সমীপে অধিকরাত্রে সমুপস্থিত হওয়ায় গোপীগণ তাঁহাকে অত্যধিক বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—ভাণ্ডীরবনে আমার গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি অদ্য আগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার পাদপদ্মের পূজা ও প্রণাম করিয়া আসিতে বিলম্ব হইল। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ বিস্মিত হইলেন এবং নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—দুর্ব্বাসা ঋষি পরিপূর্ণতম তোমারও গুরু হন। অহো ইহা আশ্চর্য্য ! তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমাদের মন উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে এবং মধ্যে দীর্ঘ যমুনা নদী, নৌকা ব্যতীত কেমন করিয়া তাহা পার হওয়া যাইবে, এই নিশীথে নৌকাও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে প্রিয়াগণ ! তোমরা নিশ্চয়ই যাও

এবং যমুনা তীরে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিবে—"যদি কৃষ্ণ বালযতি ও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত হন তবে আমাদিগকে পথ প্রদান করুন।" তোমরা এরূপ বলিলে যমুনা স্বতঃই তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ছাপান্নপ্রকার ভোগসামগ্রী লইয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন যমুনাদেবীকে তাহা বলিলেন। যমুনা তৎক্ষণাৎ গোপীগণকে পথপ্রদান করিলেন এবং গোপীগণও অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই পথে ভাণ্ডীরবনে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা দুর্ব্বাসা ঋষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে সমুদায় ভোগসামগ্রী রক্ষা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং সকলেই একই কালে বলিতে লাগিলেন—আপনি আমার আনীত সামগ্রী অগ্রে সেবা করুন। তখন ঋষি-শার্দ্দুল গোপীগণের ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে গোপীগণ! আমি পরমহংস, কৃতকৃত্য ও নিষ্ক্রিয়, অতএব তোমরা নিজ নিজ হস্তে করিয়া নিজ নিজ আনীত দ্রব্য আমার মুখে প্রদান কর। এইরূপ বলিয়া দুর্ব্বাসা মুখব্যাদান করিলেন। গোপীগণ আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ আনীত সেই ছাপান্নপ্রকার সমস্ত ভোগসামগ্রী তাঁহার মুখমধ্যে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধাতুর সমর্থবান্ মুনীশ্বর দুর্ব্বাসাও গোপীগণের সমক্ষে সেই কোটি কোটিভার ভোগসামগ্রী ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে পাত্রসমূহ শূন্য হইয়া গেল। গোপীগণ তাহা দর্শন করিয়া পরস্পর বিস্মিত হইলেন। অনন্তর পূর্ণমনোরথ গোপীগণ প্রণাম-পূর্ব্বক বিস্মিতভাবে বলিতে লাগিলেন—হে মুনিবর! আমরা আগমনকালে যমুনাকে কৃষ্ণকথিত বাক্য বলায় যমুনা অতিক্রম করিয়াছিলাম। এক্ষণে এস্থান হইতে কি-প্রকারে পুনরাবর্ত্তন করিব? আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি আমাদের পথ যাহাতে সুগম হয়, তাহা করুন। দুর্ব্বাসা বলিলেন—তোমরা যমুনাতীরে গিয়া বলিও—"যদি দুর্ব্বাসা কেবল দূর্ব্বারস পান করিয়া পৃথিবীতে প্রাণধারণ করেন এবং ভূতলে ব্রতী ও অন্ন-জলত্যাগী হইয়া থাকেন তবে হে সরিদ্‌বরে! আমাদিগকে পথ প্রদান করুন।" তোমরা ইহা বলিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবে। গোপীগণ যমুনাকে মুনি-কথিত বাক্য বলায় যমুনা তাঁহাদিগকে পথ প্রদান করেন এবং গোপীগণ নদী অতিক্রম করিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে বলিলেন—আমরা দুর্ব্বাসা ঋষির দর্শন পাইয়াছি। কিন্তু তোমাদের উভয়ের

বাক্যেই আমাদের সন্দেহ হইতেছে। তোমরা যেমন গুরু তেমন চেলা—উভয়েই মিথ্যাবাদী—সংশয় নাই। তুমি বাল্যকাল হইতেই আমাদের রসিক উপপতি। তুমি কি-প্রকারে বালক যতি ব্যবহারী ; আর বহুভোজনকারী দুর্ব্বাসা ঋষিই বা কেমন করিয়া কেবলমাত্র দূর্ব্বারস পানকারী ! এই সমস্ত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা সংশয়াপন্ন হইয়াছি।

এতদুত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন,—

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমানঃ সর্ব্বগঃ পরঃ।
সদা বৈষম্যরহিতো নির্গুণোঽহং নঃ সংশয়ঃ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন্ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

অর্থাৎ—আমি সর্ব্বদা নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, সর্ব্বগ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈষম্যরহিত ও নির্গুণ—ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহার কর্ম্মসকল ফল-কামনা শূন্য, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানজাত জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমুদায় কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়াছে। বিজ্ঞগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন। সমস্ত বিষয়ের প্রতিগ্রহ পরিত্যাগী সংযতচিত্ত নিষ্কাম ব্যক্তি কেবলমাত্র দেহযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী ভোগ্য গ্রহণ করিয়া পাপলিপ্ত হন না। পদ্মপত্রের জল যেমন পত্রে লিপ্ত হয় না, ব্রহ্মে সমর্পণ ও ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠাতাও তদ্রূপ কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

অতএব এবম্বিধ অধিকারী ব্যক্তিকে বদ্ধজীবসাম্যে দর্শন করা মূঢ়তা মাত্র ; অধিকারী ও অনধিকারী কখনই সমানভাবে বিচার্য্য হইতে পারে না।

শ্রীল শুকদেব-বর্ণিত গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করিয়া বদ্ধজীবের সংশয় বিদূরিত করিবার জন্যই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্ম-বিনাশকল্পে স্বীয় অংশসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মমর্য্যাদা-সংরক্ষক স্বয়ং অনুষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কি-প্রকারে পরদারাদি-আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতিকূল আচরণ করিলেন ? পরিপূর্ণকাম যদুপতি কৃষ্ণ কি-অভিপ্রায়ে এইরূপ লোকনিন্দিত

কর্ম্ম করিলেন ? এতদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি ছেদন করুন। এতদুত্তরে শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মব্যক্রিমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥

অর্থাৎ—অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হন না (অপবিত্র হন না), সামর্থ্যবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্মমর্য্যাদা-লঙ্ঘন ও স্ত্রীসন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে। ঈশ্বরব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখনও মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থবিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে। সমর্থবান্ পুরুষগণের বাক্য সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ। অতএব, যাহা তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন। অহঙ্কাররহিত সামর্থ্যবান্ পুরুষদিগের কুশল আচরণের দ্বারা ইহলোকে কেন নিজস্ব প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘনের দ্বারাও তাঁহাদের কোন প্রকার অনর্থ উৎপন্ন হয় না। ঈশাধীন নিরহঙ্কার জীবগণেরও পুণ্য-পাপ সম্বন্ধ নাই। পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা ও নিখিল প্রাণীর নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যে পাপ-পুণ্যাদি সম্বন্ধ নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?

সুতরাং মর্ত্ত্য কর্ম্মকালাধীন অসমর্থ মানবকে শ্রীকৃষ্ণ বা সামর্থ্যবান্ পরমমুক্ত আত্মারামগণকে সমানাধিকারী বিবেচনা করা অত্যন্ত মূঢ়তা ও অপরাধ বলিয়া বিবেচনা কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

3·8

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া), তাং—৮।২।১৯৮৫]

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব-তিথিতে গুরুপাদপদ্মের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাই রীতি—সনাতন শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। "বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ।" "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।"—কথাগুলো লেখা আছে শাস্ত্রে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিঘসাশী ভৃত্য—উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য। তাঁর জীবনটাই হয় গুরুসেবাময়। তাঁর চলন-বলন সব কিছু অনুষ্ঠানটাই গুরুসেবাপর। ঠিক সেইভাবেই গুরুদেবতাত্মা শিষ্য বা অন্তেবাসী গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকেন। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভু তাঁর গুরুসেবানিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রদর্শন করেছেন। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের নিকট সেটা আমরা শ্রবণ করেছি। আবার কিছু কিছু স্থলেও দেখবার সুযোগও হয়েছে। গুরুদেবতাত্মা শিষ্য শ্রীগুরুদেব ছাড়া যে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারেন না, তা তাঁর জীবনে লক্ষ্য করেছি। সেইরূপ গুরুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবকরূপে যদি আমরা এ জগতে আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে পারি, তাহলে আমাদের কল্যাণ।

বাচ্চা শিশু তার মাকে ছাড়া আর কাকেও জানে না। যখন সে হাঁটতে, চলতে, ফিরতে শেখেনি সেই অবস্থায় মা-ই হল তার একমাত্র Guardian। সে তাকে চেনে, জানে। যখনই কোন অসুবিধা হয়, বিপদ-আপদ আসে, তখন সে 'মা! মা!' চিৎকার করতে থাকে। গুরুদেবতাত্মা শিষ্য, গুরুর বিঘসাশী ভৃত্য শিষ্যেরও ঠিক সেই একই অবস্থা—সেইকথা জানিয়েছেন, বুঝিয়েছেন শাস্ত্রে। গুরুই যেখানে একমাত্র সম্বল—আশ্রয়, সেই আশ্রয় ছাড়া একজন বিশ্রম্ভ সেবক সে নিজেকে মনে করে—আমি অভিভাবকহীন, আমি আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়। সে মনে করে যে, গুরুদেব যখন আমার উপরে আশীর্ব্বাদ করছেন, শুভেচ্ছা রাখছেন, তখন আমি অকুতোভয়। সাধন-ভজন পথে নিরুপদ্রবে, নিরাপদে সেই ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে যেতে পারেন গুরুনিষ্ঠার দ্বারাই। সেইটীই অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগৎকে আদর্শ দেখিয়েছেন।

আমরা প্রথমেই যে গুর্ব্বষ্টক দৈনন্দিন কীর্ত্তন করি তার মধ্যেও পাওয়া যায়—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ"—সদ্‌গুরুকে সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীহরির স্বরূপ বলে বোঝাচ্ছেন। 'স্বয়ং শ্রীহরি' একথা বললেও অনেক সময় ভুল ধারণা হয়। কেননা স্বয়ং শ্রীহরি—বিষয়-বিগ্রহ, আর গুরুদেবকে বলা হচ্ছে—আশ্রয়-বিগ্রহ। যাঁর আশ্রয়ে থেকে ভগবদ্ভক্তি ও শিক্ষালাভ হয়। সেইজন্য বলছেন "হরিত্ব'—হরির সদ্‌গুণ সদ্‌গুরুতে প্রবেশ করে এটা বোঝাচ্ছেন। "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।" ভগবানের যত সদ্‌গুণ সেই সদ্‌গুণ সদ্‌গুরুতে প্রবেশ করে। সেইকথা শ্রীমদ্ভাগবতেও বলছেন,—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

বৈষ্ণবের এই ২৬টী লক্ষণ সদ্‌গুরুতে সুপ্রকাশিত। সদ্‌গুরু কে?—শাস্ত্র বলছেন—"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য"—ভগবানের অতি প্রিয়জন, শ্রেষ্ঠ জন, খাস কামরার শ্রেষ্ঠ সেবিকা। তাঁকেই বলা হয়েছে সদ্‌গুরু। সেই গুরুকে আমি বন্দনা করি।

গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন গুরু হলেন—Mediator, ভগবানের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকারী। যিনি ভগবানের সহিত সম্পর্ক, সম্বন্ধজ্ঞান করিয়ে দিতে পারেন, তিনি হলেন সদ্‌গুরু। সেখানে শাস্ত্র বিচার করছেন, তিনি কি বিষয়-বিগ্রহ না আশ্রয়-বিগ্রহ, না ভোক্তা-ভগবান্? 'সাক্ষাৎ হরি' বলা হল, অথচ তাঁর কি বিশেষণ হবে? তিনি ভোক্তা, না ভোগ্যা সেটাও বিচার করেছেন। ভোগ্যা যেখানে সেখানে আশ্রয়-বিগ্রহ, শক্তি-জাতীয় তত্ত্ব এবং বিষয়-বিগ্রহ হল ভোক্তা-ভগবান্। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে এটা বলা হল। আবার সেই তত্ত্বকে বলা হচ্ছে যে, তিনি ভগবানকে প্রদান করতে পারেন সাক্ষাৎ-ভাবে। যেখানে বলা হচ্ছে Recommendation-এর কথা—

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

—মহাজন পদাবলীর মধ্যে রয়েছে। গুরুর আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, তাঁর Recommendation ছাড়া ভগবান্ কাকেও নিজত্বে বরণ করছেন না—কথাটা আছে।

গুরুতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, মহান্ত-গুরু, চৈত্যগুরু ইত্যাদি কথাগুলো আছে। সেখানে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর অভেদত্ব বলা হয়েছে। তথাপি শিক্ষাগুরুর থেকে দীক্ষাগুরুর মহিমা-মাহাত্ম্য অধিকভাবে প্রচারিত। শাস্ত্রে এটা বিভিন্নক্ষেত্রে যুক্তিসহ ভালভাবে বুঝানো হয়েছে। শিক্ষাগুরুর যে শ্রেষ্ঠত্ব, সেটা দীক্ষাগুরুকে নিয়েই। দীক্ষাগুরুকে বাদ দিয়ে শিক্ষাগুরুত্ব নয়। ভগবান্ কখনও কখনও গুরুরূপে এ জগতে নিজে আসেন। তিনি সদ্ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন। সেইক্ষেত্রে প্রার্থনা রয়েছে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ যখন গুরুরূপে আসছেন, গুরুর কার্য্য করছেন, সেই ভগবান্‌রূপী গুরুকে প্রণাম করা হচ্ছে। বহুলোকের ধারণা গুরুই স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং তাঁর পায়েতে তুলসী দেওয়া যায়। গুরুর পায়ে তুলসী দেওয়া যায় না—এটাই হল সনাতন ধর্ম্মের রীতি, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত বিচার। কেন?—তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। সমস্ত আশ্রয়-বিগ্রহের মধ্যে সেরা হচ্ছেন "শ্রীরাধাঠাকুরাণী"। তাঁর চরণে তুলসী দেওয়া যাচ্ছে না, তিনি তুলসী গ্রহণ করছেন না। গুরু যদি সখীর অনুগতা সখী হন তাহলে তাঁর পায়ে—শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া যাবে কি করে? হয় না এটা। কিন্তু বহুতর ব্যক্তি যারা তত্ত্বদর্শন বোঝেন না তারা উল্টোপাল্টা বিচার করে ফেলছেন। এটা অপরাধেরই আবাহন করা হয়। গুরুর গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয় সেখানে, যেহেতু গুরু হলেন আশ্রয়-বিগ্রহ—শক্তি।

সদ্‌গুরু শব্দের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে বহুস্থানে দিয়েছেন। সেখানে বলছেন তিনি জগৎকেই শিক্ষা দিচ্ছেন ভগবৎসেবা, নিজসেবা নয়। যদি কোন গুরু বলেন, —'আমি তোর ভগবান্, আমাকেই পূজা কর, তাহলে তোর সব হয়ে যাবে'—তিনি নিশ্চয়ই সদ্‌গুরু নন, তিনি অন্যায়কারী অসদ্‌গুরু। ভগবৎসেবাই হচ্ছে সেখানে আসল জিনিস। সেই বস্তুকে পাওয়ার জন্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ। সেই সদ্‌গুরু কখনই বলবেন না—তুমি গুরুপূজা কর, গুরুপূজা করলে তোমার সব হয়ে যাবে, আর কিছু প্রয়োজন নেই। এটা সদ্ধর্ম্মের বিরোধী কথা। সদ্‌গুরু যিনি, তিনি ভগবৎসেবা প্রচার করবেন, ভগবন্মহিমাই কীর্ত্তন করবেন এবং তিনিও ভগবানেরই বিশ্বাসী ভৃত্য—একথাই জ্ঞাপন করবেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়।" গুরু-পদাশ্রয় করব আমি সকলের প্রথমে তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য। 'সমিৎপাণিঃ'—তাঁর কাছে যেতে হবে হাতজোড় করে। কেন?—তা না হলে আমি কোন উপদেশ-নির্দ্দেশ পাই না, সেইজন্য আমি কিছু জানি না,বুঝি না—সেইভাব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কেমন গুরু?—শ্রোত্রিয় গুরু, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে নিপুণ সেই গুরুর কাছে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ত' বহু ব্যক্তি জানেন, বহুব্যক্তি ত' শাস্ত্র আলোচনা করছেন। জগতে বহু Intellectualist বসে আছেন, বহু Meritওয়ালা লোক আছেন, তাঁরা কি সদ্‌গুরু। তা নয়। অপ্রাকৃত তত্ত্ববিচারে যিনি পারঙ্গত, সেই কথাটা এখানে বলছেন। 'ব্রহ্মনিষ্ঠম্'—অর্থাৎ পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল, ভগবানই তাঁর একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা, সেইভাবে যার বিশ্বাস তিনি হলেন সদ্‌গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখতে পাই ঐ একই জাতীয় কথা। "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।"—সদ্‌গুরুর নিকটে গিয়ে তুমি উত্তমশ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা কর, আত্মকল্যাণজনক প্রশ্ন রাখ, তোমার আত্মার কল্যাণ কিসে হবে, তুমি কে, কোথা থেকে এলে, কোথায় যাবে, কি করছ? ঠিক এ সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া চাই। সেই সব প্রশ্ন কর সেখানে গিয়ে। আর তা না করে বাজারে ধান-চালের দর, বাজার দর যাচাই বা রাজনীতির ক্ষেত্র কেমন, এসব প্রশ্ন করা অবান্তর। জগতের লোক এ সব খবর রাখে, জানে। যে খবর কেউ রাখেন না, জানেন না, সেই খবর সেই সন্ধানের জন্য, আত্মকল্যাণের জন্য সদ্‌গুরুর কাছে অগ্রসর হতে হবে। 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত'—প্রপত্তি স্বীকার কর, তোমার নিজের বাহাদূরী বন্ধ কর। যদি কেউ উপযুক্ত ব্যক্তি বাহাদূরী প্রকাশ করবার—তিনিই সদ্‌গুরু। কিন্তু তিনি নিজের মহিমা খ্যাপন করবেন না, ভগবানের মহিমাই খ্যাপন করবেন। প্রেমময় ভগবান্ কেমন—সেই কথাই তিনি জগজ্জীবকে বুঝাবেন, বলবেন। কে তিনি?—"শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্"—শব্দশাস্ত্রে তাঁর পারঙ্গতি আছে, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ তিনি।

শুধু শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ হলে চলবে না। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম সেটা বলেছেন, বুঝিয়েছেন। 'Devil can quote scriptures'—শয়তানও সনাতন শাস্ত্রের বুলি আওড়াতে পারে। একজন সাধারণ মানুষও বহু শাস্ত্রের Quotation দিয়ে বহু কথা বোঝাতে পারেন। তাহলে সদ্‌গুরুর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্' অর্থাৎ যেমন তাঁর শব্দশাস্ত্রে পারঙ্গতি

গুরুতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, মহান্ত-গুরু, চৈত্যগুরু ইত্যাদি কথাগুলো আছে। সেখানে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর অভেদত্ব বলা হয়েছে। তথাপি শিক্ষাগুরুর থেকে দীক্ষাগুরুর মহিমা-মাহাত্ম্য অধিকভাবে প্রচারিত। শাস্ত্রে এটা বিভিন্নক্ষেত্রে যুক্তিসহ ভালভাবে বুঝানো হয়েছে। শিক্ষাগুরুর যে শ্রেষ্ঠত্ব, সেটা দীক্ষাগুরুকে নিয়েই। দীক্ষাগুরুকে বাদ দিয়ে শিক্ষাগুরুত্ব নয়। ভগবান্ কখনও কখনও গুরুরূপে এ জগতে নিজে আসেন। তিনি সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দিচ্ছেন। সেইক্ষেত্রে প্রার্থনা রয়েছে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ যখন গুরুরূপে আসছেন, গুরুর কার্য্য করছেন, সেই ভগবান্‌রূপী গুরুকে প্রণাম করা হচ্ছে। বহুলোকের ধারণা গুরুই স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং তাঁর পায়েতে তুলসী দেওয়া যায়। গুরুর পায়ে তুলসী দেওয়া যায় না—এটাই হল সনাতন ধর্ম্মের রীতি, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত বিচার। কেন?—তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। সমস্ত আশ্রয়-বিগ্রহের মধ্যে সেরা হচ্ছেন "শ্রীরাধাঠাকুরাণী"। তাঁর চরণে তুলসী দেওয়া যাচ্ছে না, তিনি তুলসী গ্রহণ করছেন না। গুরু যদি সখীর অনুগতা সখী হন তাহলে তাঁর পায়ে—শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া যাবে কি করে? হয় না এটা। কিন্তু বহুতর ব্যক্তি যারা তত্ত্বদর্শন বোঝেন না তারা উল্টোপাল্টা বিচার করে ফেলছেন। এটা অপরাধেরই আবাহন করা হয়। গুরুর গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয় সেখানে, যেহেতু গুরু হলেন আশ্রয়-বিগ্রহ—শক্তি।

সদ্‌গুরু শব্দের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে বহুস্থানে দিয়েছেন। সেখানে বলছেন তিনি জগৎকেই শিক্ষা দিচ্ছেন ভগবৎসেবা, নিজসেবা নয়। যদি কোন গুরু বলেন, —'আমি তোর ভগবান্, আমাকেই পূজা কর, তাহলে তোর সব হয়ে যাবে'—তিনি নিশ্চয়ই সদ্‌গুরু নন, তিনি অন্যায়কারী অসদ্‌গুরু। ভগবৎসেবাই হচ্ছে সেখানে আসল জিনিস। সেই বস্তুকে পাওয়ার জন্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ। সেই সদ্‌গুরু কখনই বলবেন না—তুমি গুরুপূজা কর, গুরুপূজা করলে তোমার সব হয়ে যাবে, আর কিছু প্রয়োজন নেই। এটা সদ্ধর্ম্মের বিরোধী কথা। সদ্‌গুরু যিনি, তিনি ভগবৎসেবা প্রচার করবেন, ভগবন্মহিমাই কীর্ত্তন করবেন এবং তিনিও ভগবানেরই বিশ্বাসী ভৃত্য—একথাই জ্ঞাপন করবেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই চার দোষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা। এর হাত থেকে ত' রেহাই নেই আমাদের। নিজের ভাবকে সংগোপন করে জগতের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে আমি ভাল হতে চাই। এর থেকে দুঃখের বিষয় কি আছে? পড়া দিতে হবে ত' ভগবানের কাছে, সদ্‌গুরুর কাছে। আমার নিজের অন্তরটাকে তুলে ধরতে হবে। যিনি এটা পারেন তিনি সৎশিষ্য, তিনি বাস্তব ছাত্র। 'মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ'—ছাত্রগণ, শিষ্যগণ আশ্রমে বাস করেন, গুরুগৃহে বাস করেন। এ গুরুগৃহে আমরা সবাই বাস করি। যদি কেবল মনে করি—আমরা শুধু ব্রহ্মচারী বা বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীরাই গুরুগৃহে বাস করি, তা নয়। যে মুহূর্ত্তে গৃহস্থ হয়ে আমরা ভাবব যে আমি গুরুগৃহে বাস করি না, তখন থেকেই অধঃপতন। আমি সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশে তাঁদের সঙ্গেই বাস করছি—এ ভাবনা যদি থাকে তাহলে সর্ব্বত্রই আমাদের কল্যাণ। কি গৃহে, কি মঠে এ চিন্তা-ভাবনাটী রাখতে হবে। যখনই আমি ভাবি আমার কেউ নাই এ সংসারে, তখনই ভাবতে হবে গুরু ত' আমার আশ্রয় আছেন, গৌরসুন্দর ত' আমার আশ্রয় আছেন, শ্রীভগবান্ আমার আশ্রয় আছেন। এটা যদি না ভাবতে পারি, ভগবানকে যদি আমার স্মৃতিপথ থেকে সরিয়ে দেই, তাহলে ত' জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা অকৃতকার্য্য হয়ে যাব। শ্রীভগবানকে আমার স্মৃতিপথে রাখা মানেই ভগবানের এবং সদ্‌গুরুর আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ জীবনে পালন করা, সেটা বাস্তবে রূপায়িত করা। একেই বলে স্মরণ।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।"

এ কথার অর্থ হচ্ছে ভগবদ্বাক্য এবং গুরুবাক্য আমি আমার নিজের জীবনে আচরণ করব। উপদেশস্থলে আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি না, বলা উচিত নয়, তবে আমার গুরুবর্গ এই উপদেশ করেছেন—এটা আমি সবসময় বলতে পারি। 'স্বয়ং ভগবান্ শাস্ত্রে এই উপদেশ করেছেন, আপনারা শ্রবণ করুন'—একথা বলা চলবে। এক্ষেত্রে দাম্ভিকতা নাই, অহঙ্কার নাই। এর ভিতরে আছে—অন্তরের স্বাভাবিক দৈন্য; সেইটীই ত' আমাদের শিখবার বিষয়। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করার অধিকার হয় না, যদি আমরা অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করি।—

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই', করহ কীর্ত্তন॥ (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা, পিন—৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ৬ই ভাদ্র (ইং ২৩/৮/৮৮) মঙ্গলবার হইতে ১০ই ভাদ্র (ইং ২৭/৮/৮৮) শনিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা** ও ১৭ই ভাদ্র (ইং ৩/৯/৮৮) শনিবার **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** উপলক্ষে স্বয়ং আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ ও নন্দোৎসবের দিন সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারীর** নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী ঃ—

১৬ই ভাদ্র (ইং ২/৯/৮৮), শুক্রবার—

অধিবাস—সন্ধ্যা ৬ টায়।

কীর্ত্তন—সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

১৭ই ভাদ্র (ইং ৩/৯/৮৮), শনিবার—

মঙ্গলারতি ভোর ৪টায়।

নগর সঙ্কীর্ত্তন, মঙ্গলারতি অন্তে ৮টা পর্য্যন্ত নগর পরিক্রমা।

সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পাঠ সকাল ৮-৩০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত।

ধর্ম্মসভা : সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত রামমঙ্গল, তদনন্তর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

১৮ই ভাদ্র (ইং ৪/৯/৮৮), রবিবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায়।

ভোগারতি—মধ্যাহ্নে

নন্দোৎসব ও প্রসাদ বিতরণ—দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ১৯ শ্রীধর, অনিরুদ্ধ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ৩২শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৯৫, ইং ১৭।৮।৮৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে মার্গশীর্ষ-মাহাত্ম্যে ষোড়শেঽধ্যায়ে]

শ্রীভগবানুবাচ,—

১। শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং লোক-বিশ্রুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো মম সন্তোষ-কারণম্॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! লোকবিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত-নামক পুরাণ প্রতিদিন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সন্তোষ বিধানের জন্য শ্রবণ করিবে॥ ১॥

২। নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলা-দানজং ফলম্॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভাগবত-পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহার ভাগবতের এক

এক অক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কপিলা গাভীদানের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

৩। শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্।
পঠতে শৃণুয়াদ্ যস্তু গোসহস্র-ফলং লভেৎ ॥

যিনি প্রতিদিন ভাগবতের যে-কোন শ্লোকের অর্দ্ধভাগ অথবা শ্লোকের চারিপাদের একপাদ পাঠ কিংবা শ্রবণ করেন, তিনি এক হাজার গোদানের ফল লাভ করেন ॥ ৩ ॥

৪। যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং সুত।
অষ্টাদশ-পুরাণানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥

হে পুত্র! যিনি প্রত্যহ শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

৫। নিত্যং মম কথা যত্র তত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা মম ॥

যে-স্থানে নিত্য আমার কথা কীর্ত্তিত হয়, তথায় বিষ্ণুপার্ষদ বৈষ্ণবগণ অবস্থিতি করেন। যে মানব সর্ব্বদা আমার ভাগবত-শাস্ত্রের পূজার্চ্চন করেন, তিনি কলির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকেন অর্থাৎ তাহার উপর কলি কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

৬। বৈষ্ণবানাস্তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ ॥

যে ব্যক্তি নিজগৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রসকল পূজা করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবগণেরও বন্দনীয় হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

৭। যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতো ভবাম্যহম্ ॥

যে মনুষ্যগণ কলিযুগে নিজগৃহে প্রত্যহ ভাগবত-শাস্ত্রের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কলি হইতে নির্ভয় হইয়া বিচরণ করেন এবং নৃত্য-গীতাদিদ্বারা পরিভ্রমণ করেন; আমি তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকি ॥ ৭ ॥

৮। যাবদ্দিনানি হে পুত্র! শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে।
তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥

হে পুত্র! মনুষ্যের গৃহে যতদিন পর্য্যন্ত ভাগবত-শাস্ত্র থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পিতৃগণ দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও স্বাদুজল পান করিতে থাকেন ॥ ৮ ॥

৯। যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটি-সহস্রাণি মম লোকে বসন্তি তে॥

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে ভক্তিপূর্ব্বক ভাগবত-শাস্ত্র দান করেন, তিনি সহস্রকোটি কল্পকাল অর্থাৎ অনন্তকাল আমার বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন॥ ৯॥

১০। যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ।
প্রীণিতাস্তেশ্চ বিবুধা যাবদাভূত-সংপ্লবম্॥

যিনি সদা নিজগৃহে ভাগবত-শাস্ত্রের পূজা করেন, তিনি এককল্পকাল পর্য্যন্ত দেবতাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন॥ ১০॥

১১। শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-সংগ্রহৈঃ॥

যদি গৃহে ভাগবতের যে-কোন শ্লোকের অর্দ্ধভাগ কিংবা কোন শ্লোকের একপাদ থাকে, তবে তাহাও অতি উত্তম। সুতরাং ঐ ভাগবত ছাড়িয়া অন্য শত শত ও সহস্র সহস্র শাস্ত্র সংগ্রহে কি ফল লাভ হইবে? ১১॥

১২। ন যস্য তিষ্ঠতে শাস্ত্রং গৃহে ভাগবতং কলৌ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যাম্য-পাশাৎ কদাচন॥

কলিযুগে যাহার গৃহে ভাগবত-শাস্ত্র থাকিবে না, সে যম-পাশ হইতে কখনও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না॥ ১২॥

১৩। কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥

কলিযুগে যাহার গৃহে ভাগবত-শাস্ত্র নাই, তাহাকে কিরূপে 'বৈষ্ণব' বুঝিবে? সে ত' চণ্ডাল হইতেও অত্যন্ত নীচ।

১৪। সর্ব্বস্বেনাপি লোকেশ কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্র-সংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবস্তু সদা ভক্ত্যা তুষ্ট্যৈথং মম পুত্রক॥

হে লোকেশ ব্রহ্মা! হে পুত্র! আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মনুষ্যগণের নিজের সর্ব্বস্ব দিয়াও, সদা ভক্তির সহিত বৈষ্ণব-শাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করা উচিত॥ ১৪॥

১৫। যত্র যত্র ভবেৎ পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশৈঃ সহ॥

কলিযুগে যেখানে যেখানে পবিত্র ভাগবত-শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিবে, সেখানে সেখানে আমি সদাই সমস্ত দেবতাগণের সহিত উপস্থিত থাকি॥ ১৫॥

১৬। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদী-নদ-সরাংসি চ।
যজ্ঞাঃ সপ্তপুরী নিত্যং পুণ্যাঃ সর্ব্বে শিলোচ্চয়াঃ॥

কেবল তাহাই নহে, সেখানে গঙ্গাদি নদী, ব্রহ্মপুত্রাদি নদ ও মানসসরোবর-রূপে সমস্ত তীর্থ বাস করে; সম্পূর্ণ যজ্ঞ, মুক্তিদাত্রী অযোধ্যাদি সপ্তপুরী ও পবিত্র পর্ব্বতসমূহও নিবাস করে॥ ১৬॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

চতুর্থ-ধারা

নামভজনপ্রণালী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৮ পৃষ্ঠার পর]

অপ্রাকৃত-তত্ত্বের স্বরূপবোধই স্বরূপসিদ্ধি। ইহার নাম প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেমপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। কৃষ্ণের চিদ্ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় গুণ ও চিন্ময় লীলা প্রেমান্তর্গত প্রয়োজন-বিশেষ। প্রশ্নোপনিষদে ভগবন্নামভজন নির্ণীত হইয়াছে (১)। এই জগতে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অক্ষরাত্মক হইলেও নামবলে অক্ষরাত্মক নামও অপ্রাকৃত কৃষ্ণাবতারবিশেষ (২)।

নাম কৃষ্ণাবতার-স্বরূপ

নামনামি-অভেদ-বিচারে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তিসঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর

---

(১) ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে। তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি। তেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ব্রহ্মণো নাম সত্যম্। (প্রশ্নোপনিষৎ ৫।৭)

(২) "ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।
ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥" (ভগবৎসন্দর্ভঃ)

অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি। তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব। শ্রুতৌ। ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।" (ভগবৎসন্দর্ভঃ ৪৮ অনু)

প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী হরিনামার্থনির্ণয়ে লিখিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে ;—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ (১)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ;—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে॥ তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ। 'শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ। মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাজ্ঞয়া॥' অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে এবং চৈতন্যভাগবতে, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরময় নামমালা গ্রহণ করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী এই ষোল নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। হরি শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্তব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় হরি বলিলে সর্ব্ব পাপ দগ্ধ হয়। ঐ হরিনাম চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহরূপ ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্য্যদ্বারা হরিনাম হইয়াছে। অথবা, স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় হরিনাম। অথবা, অপ্রাকৃত

ষোলনামের অর্থ

---

(১) হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎ কার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥

অথবা সর্ব্বেষাং স্থাবর-জঙ্গমাদীনাং তাপত্রয়ং হরতীতি হরিঃ। বদ্বা, দিব্যসদ্গুণশ্রবণকথনদ্বারা সর্ব্বেষাং বিশ্বাদীনাং মনো হরতীতি। বদ্বা, স্বমাধুর্য্যেন কোটিকন্দর্পলাবণ্যেন সর্ব্বেষামবতারাদীনাং মনো হরতীতি। হরি-শব্দ-সম্বোধনে হে হরে। অথবা ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যৈর্হরেরতি যা মনঃ।
হরা সা কথ্যতে সদ্ভিঃ শ্রীরাধা বৃষভানুজা॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধেতি পরিকীর্ত্তিতা॥

ইত্যাদিনা শ্রীরাধাবাচক হরা-শব্দস্য সম্বোধনে হরে। আগমে—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

বৃহদ্গৌতমীয়ে,—

কৃষ্ণশব্দঃ সৎপুমর্থঃ শক্তিরানন্দরূপিণী।
এতদ্যোগাৎ সবিকারং পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে॥

সদ্‌গুণ-শ্রবণ-কথনদ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন। অথবা, স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য্যদ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন। হরি-শব্দের সম্বোধনে 'হরে'-শব্দ প্রয়োগ। অথবা, ব্রহ্মসংহিতামতে স্বরূপপ্রেমবাৎসল্য দ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা'-শব্দবাচ্য বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নাম সম্বোধনে হরে। কৃষ্ণ-শব্দার্থ আগমমতে—কৃষ্‌ ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ' শব্দ হয় তাহাই আকর্ষক, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। কৃষ্ণ-শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ। আগমে বলিয়াছেন,—হে দেবি! 'রা'-শব্দোচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এইজন্য 'ম'-কাররূপ কপাটযুক্ত রাম-নাম হয়। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তি লীলাধিদেবতা যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্য রমমাণ তিনিই রামশব্দবাচ্য কৃষ্ণ। ভজনক্রিয়াবিচারে প্রত্যেক প্রযুক্ত নামের অর্থ প্রদর্শিত হইবে।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে॥

কৃষ্ণ-শব্দস্য সম্বোধনে কৃষ্ণ।

আগমে,—

রাশব্দোচ্চারণাদ্দেবি বহির্নির্যান্তি পাতকাঃ।
পুনঃ প্রবেশকালে তু মকারস্তু কপাটবৎ॥
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

পুরাণে,—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রাম-পদেনৈব পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

কিঞ্চ, পুরাণে,—

বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিলীলাধিদেবতাম্।
শ্রীরাধাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীরাধায়াশ্চিত্তমাকৃষ্য রমতি ক্রীড়তি ইতি রামঃ। রাম-শব্দস্য সম্বোধনে রাম॥

(শ্রীগোপালগুরুঃ)

এই 'হরেকৃষ্ণে'তি নামাবলী প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ সংখ্যা করিয়া কীর্ত্তন-স্মরণ করেন। কীর্ত্তন-স্মরণকালে নামার্থদ্বারা অপ্রাকৃত স্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন করিতে থাকেন। নিরন্তর অনুশীলন করিতে করিতে অতি শীঘ্র সকল অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। নামাভাসের সহিত নিরন্তর নামজল্পনার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত নাম উদিত হন (১)।

সংখ্যা-নাম

নাম-গ্রহণকারী দ্বিবিধ, অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ। সাধক আবার দুই-প্রকার প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। এতদতিরিক্ত নিত্যসিদ্ধগণ দেহের সম্বন্ধে সিদ্ধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নাম-কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য-লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হইয়া পড়েন। প্রাথমিক সাধকদিগের অবিদ্যাপিত্তো-পতপ্ত রসনায় নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে করিতে নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি বা প্রাত্যহিক অবস্থায় নামে একটু আদর হয়। এ অবস্থায় নামোচ্চারণ রহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ যে পাপবাসনা ও ঐসকলের মূল যে অবিদ্যা-ভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তাহা কেবল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গে

দ্বিবিধ নামগ্রহণকারী

সাধক ও সিদ্ধ

---

(১) স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ (উপদেশামৃতে)

তত্র ভক্তো দ্বিবিধঃ—সাধকঃ সিদ্ধশ্চ। সাধকো দ্বিধা—প্রাথমিকঃ প্রাত্যহিকশ্চ। দেহেন সিদ্ধো নিত্যসিদ্ধঃ। তত্র প্রাথমিকো নিজচিত্তশুদ্ধ্যর্থং জপতি,—হে হরে, মচ্চিত্তং হৃত্বা ভববন্ধনান্মোচয়। ১। হে কৃষ্ণ, মচ্চিত্তমাকৃষ। ২। হে হরে, স্বমাধুর্য্যেন মচ্চিত্তং হর। ৩। হে কৃষ্ণ, স্বভক্তদ্বারা ভজনজ্ঞানদানেন মচ্চিত্তং শোধয়। ৪। হে কৃষ্ণ, নামরূপগুণলীলাদিষু মন্নিষ্ঠাং কুরু। ৫। হে কৃষ্ণ, রুচির্ভবতু মে। ৬। হে হরে নিজসেবাযোগ্যং মাং কুরু। ৭। হে হরে, স্বসেবামাদেশয়। ৮। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং শ্রাবয়। ৯। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং শ্রাবয়। ১০। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১১। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১২। হে রাম, রূপগুণলীলাস্মরণাদিষু মাং যোজয়। ১৩। হে রাম, তত্র মাং নিজসেবাযোগ্যং কুরু। ১৪। হে হরে, মাং স্বাঙ্গীকৃত্য রমস্ব। ১৫। হে হরে, ময়া সহ রমস্ব। ১৬।

পুনঃ পুনঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যসংস্কারেণ নৈসর্গিকঃ প্রাতাহিকঃ সাধকঃ সিদ্ধানুগো মনসি স্যাদিতি। (শ্রীগোপালগুরুঃ)

সদ্ধর্ম্ম শিক্ষাদ্বারাই ঘটিতে পারে (১)। প্রাথমিক অবস্থাটী কাটিয়া গেলে, নৈরন্তর্য্যক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান বা যোগাদির সাহায্য এই বিষয়ে প্রয়োজন নাই। সেই সকল কার্য্য যদি তখন প্রবল থাকে, তবে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহদ্বারা তাহারা নাম-সাধকের উপকার করে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত তদীয় সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যানাশ-প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্ত-বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া চিত্তকে অতি নির্ম্মল করে। সমস্ত বিঘ্নগুলীতে ইহার পরীক্ষা বার বার হইয়াছে।

সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম

নামগ্রহণের সময় নামের স্বরূপ-অর্থ আদরে অনুশীলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ ভজনের ঊর্দ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহুজন্ম অতীত হইয়া যায়।

নামের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা

ভজনে প্রবৃত্তজনগণ দুইভাগে বিভক্ত হন, অর্থাৎ তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারবাহী ও কেহ কেহ সারগ্রাহী। যাহারা ভুক্তিমুক্তিকামী এবং জড়ীয় সংসারে আসক্ত, তাহারা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-চেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত। তাহারা সারবস্তু যে প্রেম, তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং ভারবাহিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও বহুযত্নে ভজনোন্নতি লাভ করে না। সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র প্রেমারূঢ় হন বা সহজ পরমহংস হন। যদি কখন সাধুসঙ্গে ভারবাহী সার-বস্তুতে আদর করিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি অতি শীঘ্র প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন (২)।

ভারবাহী ও সারগ্রাহী

বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধা ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে ভজনাদি করিলে প্রেমোন্মুখী

---

(১) তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জ্জনীয়ো গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্রজো নিরস্যেত মনঃ কষায়ঃ॥ ভাঃ ১১।২৮।২৭
যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা, ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং, যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥ ভাঃ ১।১৮।২২

(২) তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ ভাঃ ২।৭।৪৬

সাধনভক্তি উদিত হয়। শুদ্ধভক্তের কৃপায় সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিলে অল্পেই প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। মিশ্রভক্ত বা ভক্তাভাসের সঙ্গে ভজনশিক্ষা করিলে প্রেম অনেক দূরে থাকেন, একান্ত হইতে পারেন না। এই অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। কুটিলতা আসিয়া হৃদয়কে কপট করে। এই অবস্থার সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারিভাবে বহুজন্ম অতীত করেন। কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা বড়ই কোমল, সর্ব্বদা লৌল্যদ্বারা পরিচালিত। তাঁহাদের সেইপ্রকারই গুরু ও সাধুসঙ্গ হয়। তাঁহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগমমার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চনশিক্ষা হইয়া থাকে। অনেককাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গে নামভজনে প্রবৃত্তি হয় (১)। (ক্রমশঃ)

শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত

শক্তি ও শক্তিমানের একত্র উপাসনাই কর্ত্তব্য

ব্যবহারিক জগতে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বহুকাল বিরোধ চালিয়া আসিতেছে। পৌরাণিক ঐতিহ্যেও তাহা স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব রাজা চন্দ্রহাসের বিবরণে আমরা তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সুষ্ঠু বিচারে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু একজন অনন্ত শক্তির ও অন্যতর একল শক্তিমানের উপাসক। শক্তির উপাসক, শক্তিমানের সেবক না হইয়া থাকিতে পারে না, আর শক্তিমানের সেবক সশক্তিক ভগবানের উপাসক, তাঁহার উপাস্য তত্ত্ব নিঃশক্তিক নহেন। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই সিদ্ধান্তে শক্তিশূন্য

---

(১) ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্ত-দানসমর্থানি। নামতঃ মন্ত্রেষু অধিকসামর্থ্যমলক্ষম্। তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতঃ দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশালিনাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ সংকোচীকরণায় মন্ত্রদীক্ষা এব কর্ত্তব্যা অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেৎ। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪ অনু)

শক্তিমান্ উপাসিত হইতে পারেন না, অথবা শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপেও শক্তির উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? সুতরাং, নির্ম্মল সেবাধর্ম্মে অধিষ্ঠিত শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি ? কিন্তু যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নির্ম্মল সেবাবুদ্ধির ব্যত্যয় অর্থাৎ ভোগবুদ্ধির অভ্যুদয়।

গুণজাত উপাসনা অনিত্য

গুণজাত বৃত্তি যখনই জীবকে অধিকার করিতেছে, তখনই সেবা-বৃত্তির হ্রাস বা লোপ সংসাধনপূর্ব্বক তাহার শক্তিমান্সহ শক্তির সেবা অন্তর্হিত করাইয়া ভোগের আবাহন করায়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থলে রজস্তম আসিয়া লোককে ভোগে প্রবৃত্ত করাইয়া ফেলে। এই অবস্থায় যে ধর্ম্ম তাহা নিত্য ধর্ম্ম নহে, সৌভাগ্যক্রমে ভোগপ্রবৃত্তি ও গুণাধিকার প্রশমিত হইলেই ঐ তাৎকালিক ধর্ম্মের আর অধিকার থাকে না। তখন জীব বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ম্মল সেবাই তাহার বৃত্তি বলিয়া নিত্য ভগবদ্দাস অভিমান করিবেন। এক্ষণে কোন কোন স্থলে ঐ রজস্তমোধিকৃত ভোগীর ধর্ম্মকেই বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এরূপস্থলে যে যে উপাসনায় যথার্থ সেবাবুদ্ধি নাই তৎতন্মূলে স্ব স্ব জাগতিক সুখ-চেষ্টা বিরাজিত।

গৌণ বৈষ্ণব ও গৌণ শাক্ত

ধন, যশ, শত্রুনাশ, লোকবল প্রভৃতি লাভের জন্যই প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজন। লক্ষ্মী, কাত্যায়নী প্রভৃতি শক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট এ পৃথিবীতে থাকাকালে সুবিধার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলি প্রার্থনাই আমাদের সকাম কৃত্য হইয়া পড়ে, তখনই গৌণ বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের যজন। সুতরাং মূলে নিকাম শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রভেদ না থাকিলেও আমরা গুণগত বৃত্তি লইয়া কামনামূলে সত্য হইতে উভয়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা সকলেই যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর নিকাম সেবক, তাহা নহে, অনেকেই ভোগমার্গের বৈষ্ণব ও শাক্ত। যেখানে বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুশক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে ঐ জাগতিক শুভ প্রার্থনার প্রশ্রয় আছে, সেখানে নির্ম্মল সেবা, ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও এবং বৈষ্ণব চিহ্নে চিহ্নিত থাকিলেও এরূপ বিষ্ণুপাসকের গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণ শাক্ত ভিন্ন অন্য পরিচয় নাই।

শক্তিমান্ ব্যতীত কেবল শক্তির কর্ত্তৃত্ব বেদ বিরুদ্ধ

স্বীয় ভোগোপকরণ-সংগ্রহ জন্য বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কেননা ভোগময় জগতে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই শক্তিসঞ্জাত। তাই ভোগাধিকৃত বুদ্ধি শক্তিমান্ বৈকুণ্ঠের দর্শনে অসমর্থ হইয়া ভোগময়ী মায়া শক্তিকেই চিনিতে পারে, শক্তিমানের সংবাদ রাখে না। তাহাতেই বিরোধের সৃষ্টি। নচেৎ, যদি তটস্থ হইয়া বিচার করা যায় যে, শক্তির স্বতন্ত্রাধিষ্ঠান সম্ভবপর কিনা, তখন বেদানুগত হইয়া আমরা দেখিতে পাই, ভগবদন্তরালেই শক্তি আছেন। যেখানে শক্তিমান্ ছাড়িয়া পূর্ব্বে শক্তি ও পরে শক্তিমান্, তাহা বেদ বিরুদ্ধ কপিলমতানুবর্ত্তিতা। তাহারা প্রকৃতিকেই কর্ত্রী করিলেও বেদে তাহার স্বীকার নাই।

শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তির আশ্রয় অসম্ভব

ব্রাহ্মণ, যাঁহার বেদই একমাত্র অবলম্বনীয়, সুষ্ঠুবিচারে শক্তিমান্ অস্বীকার করিয়া শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ শক্তিকে কেবল অচিৎ বলা হয় না। শক্তি তদীয় তত্ত্ব। তদ্‌বস্তু বা তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্ব স্বীকার না করিলে তিনি শুদ্ধ শাক্ত হইতে পারেন না। কেননা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, তিনি কিরূপে সত্ত্ব পরিহার করিয়া রজস্তমের অধীন হইবেন? বরং তিনি ক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নির্গুণতা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমশঃ যথার্থ বৈষ্ণব হইবেন। তিনি স্বয়ং নিত্য ভোগ্য-তত্ত্ব বা শক্তি, সুতরাং তাঁহার কিছুমাত্র ভোগ প্রবণতা থাকিবে না, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবারূপ নিত্যস্বরূপ ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন জড়ভোগার্থে কৃত উপাসনাদিকে তাঁহার আর ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইবে না। তিনি ভক্তি বলিয়া ভুক্তি স্বীকার করিবেন না ও ভক্তিমূলা প্রার্থনাকে ভক্তির সহিত অভিন্ন ভাবিবেন না।

ভোক্তা ভক্ত নহে

মায়ের কাছে আব্দার করিয়া যত পারা যায়, আদায় করিবার যত্নকে মাতৃ-ভক্তি বলা যায় কি? "কারও দুধে চিনি, আমার শাকে বালি" এই ক্ষোভকে যদি ভক্তি বলা যায়, তাহা হইলে জগতে ভক্তের অভাব থাকিত না, আর ভক্ত এত আদরণীয় তত্ত্ব হইত না। নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাবণও মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তনামে অভিহিত হন নাই।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ মহারাজে পার্থক্য

ধ্রুব মহারাজের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বৈষ্ণবানুমোদিত ছিল না, যেহেতু তিনি রাজ্যলোভে ও দুঃখ নিরাকরণমানসে পদ্মপলাশলোচন হরির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। পরে সৌভাগ্যবলে দেবর্ষি নারদের পাদাশ্রয়ে সাধুসঙ্গক্রমে তাঁহার সে দুর্ব্বুদ্ধি দূরীভূত হয়, তখনই তিনি ভক্তাগ্রগণ্য হইলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে কদাপি এরূপ ভোগপ্রবণ, সেবারহিত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের আবাহন দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বৈষ্ণব ও শাক্তের শিবপূজা

সময়ে সময়ে ভোগপর বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্তগণকে শৈবধর্ম্মযাজী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁহারা মোক্ষসাধন-তৎপর হন, তখন তাঁহারা শাঙ্কর শৈবগণের পথ অবলম্বন করেন। যখন তাঁহারা মায়ের নিকট আব্দার করেন, "এ সংসার-গারদে আর আমি থাকিতে পারি না, আমার এ গারদ হইতে উদ্ধার কর," অর্থাৎ যখন ভোগ করিয়া দেখে, অবিমিশ্র সুখভোগ ঘটে না, তৎসহ দুঃখভোগ মিশ্রিত, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকল্পে মোক্ষচেষ্টা প্রবল হয়। আমরা অজ্ঞতাক্রমে উহাকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিয়া লই, কিন্তু ঐরূপ মোক্ষ-প্রবৃত্তিতে শুদ্ধাভক্তির স্থান নাই, তাহাও তাৎকালিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য আধিকারিক দেবতার উপাসনা মাত্র।

নির্ম্মলা ভক্তির লক্ষণ

নির্ম্মলা ভক্তি ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-দুষ্ট নহে। নির্ম্মল বৈষ্ণব বা বিষ্ণুশক্তির আশ্রিতগণ শুদ্ধভক্তি-যাজী। এই সকল বিচার করিলে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ থাকিতে পারে না। যাঁহার যেরূপ প্রাপ্য, তিনি তদ্রূপ ভজন করিবেন, তাহাতে বিবাদের স্থল কোথায়?

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

মায়াবাদ শিশুচিন্তা-প্রসূত

মায়াবাদিগণ যে কেবলাদ্বৈতজ্ঞান বা নির্ব্বিশেষবাদ-স্থাপনের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শিশুকালে তাঁহাদের সেই চিন্তাস্রোত প্রকাশ করিয়া এবং জননীর উপদেশবাক্যে তাহা নিরাস করাইয়া নির্ব্বিশেষবাদ অক্ষজ চিন্তাস্রোতের শিশু-সুলভ চাপল্যের আমোদকর হইলেও উহা যে বিজ্ঞ অধোক্ষজ জ্ঞানিগণের অন্তরে স্বতঃপ্রকাশিত শুদ্ধভক্তির আলোকের নিকট ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোনও সময় শিশু নিমাই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিলেন। জননী শচীদেবী তদ্দর্শনে তিরস্কার করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোরে কিবা দোষ ॥
খই, সন্দেশ, অন্ন যতেক মাটির বিকার।
ইহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ বিচার ॥
মাটি দেহ—মাটি ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি'।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি ॥

নিমাইর উত্তরে শচীদেবী বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহপুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি' যায় পানি ॥

মাতার সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শিশু নিমাই বলিতে লাগিলেন,—

আগে কেন ইহা মাতা না শিখালে মোরে ॥
এবে সে জানিলাম, আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥

শিশুলীলাকালে জননীর সহিত মহাপ্রভুর যে কথোপকথন প্রসঙ্গ উপর্য্যুল্লিখিত হইল তাহাতে চিন্তা ও লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট জিনিষ আসে। শ্রীভগবান্ হইতে সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সৃষ্ট পদার্থের প্রত্যেকটীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া সৃষ্ট বস্তুগুলি কিছুমাত্র নয়—কেবল অবিদ্যায় আবৃত অবস্থায় জগৎ প্রভৃতি দর্শন, বস্তুতঃ জগতের অবিস্থিতি নাই,

শ্রীভগবানের লীলা-বিলাসাদি কিছুমাত্র নাই—এই যে মায়াবাদীর চিন্তা, এই চিন্তাই শচীমাতার বাক্যে নিরস্ত হইয়াছে। 'মৃত্তিকা' শব্দে ভূমি অর্থাৎ যাহা জীবগণের আশ্রয়। সকল জীব ও সকল বস্তুর আশ্রয় শ্রীভগবান্। সেই ভগবানে ভোগবুদ্ধি করিতে হইবে না। যে সকল বস্তু তাঁহার কৃপা-প্রসাদরূপে পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। মুড়িমিশ্রি-সমন্বয়কারী নির্ব্বিশেষবাদীর কথায় কর্ণপাত করিলে ভবব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে হইবে এবং চিৎ জীবাত্মার বিলোপ-সাধনের জন্য প্রয়াস হইবে মাত্র। শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার শক্তি নিত্যা, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্যা—এই সকল বিষয় শচীমাতার বাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরতত্ত্ব জানিবার পিপাসা হইলে গায়ত্রীমাতার শুদ্ধভক্তিরূপ পয়ঃপান করিবার উপদেশই মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ প্রতিকূল-বিষয়ের সহিত অনুকূল বিষয়কেও ভ্রমক্রমে সমজাতীয় জ্ঞান করেন। ঐ প্রকার ধারণা যে প্রাকৃত সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশমাত্র তৎপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাদৃশ মূঢ় নির্ব্বিশেষচিন্তার অকর্ম্মণ্যতা মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের সহজ দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন করিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু শচীমাতার তাড়নে বর্জ্জ্য হাণ্ডীতে উপবেশনপূর্ব্বক মাতাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া শুচি-অশুচি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে একদিকে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচার নিরাস করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, যে-স্থানে ভগবান্ বিরাজ করেন, সেই স্থান অতি পবিত্র। যাহাদের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন নাই তাহারা মনোধর্ম্মের বিচারে ধাবিত হয়, বিষ্ণুর রন্ধনস্থলী কখনও অপবিত্র হয় না, উহা নিত্য পবিত্র; উহার স্পর্শেই সমস্ত বস্তুই শুদ্ধ হয়। অপরদিকে মাতাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া স্নানপূর্ব্বক বিধিভক্তির অনুগত জনগণের বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক শ্বাপদাদিকে আলিঙ্গন প্রদানাদি কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতির সৃজনপূর্ব্বক যে শুচি-অশুচির বিচার করেন, তাহা যে, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মহাপ্রভু মাতার প্রতি স্বীয় উপদেশে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নীলাচলে শ্রীজগদীশ-মন্দিরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এবং বারাণসীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে সুযুক্তির সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মায়াবাদ বালভাষিত উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তৎকালে ঐ দুইজনের ন্যায় কেবলাদ্বৈতবাদ-বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা ভারতে আর কেহই ছিল না।

তাঁহারা মহাপ্রভুর যুক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার সৎসিদ্ধান্ত বরণ-পূর্ব্বক ধন্য হইয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

একটী পাখী

সুদূর প্রান্তরে ঐ গাছের আড়ালে থাকি,
　　কে ডাকিছে উচ্চরবে সুললিত তানে।
কে যেন করুণা করি শুনায়ে প্রভুর কথা,
　　কি যেন অমিয় রাশি ঢেলে দিল কাণে॥
কে গো তুমি কৃপাময় অধমে সদয় হয়ে,
　　কি বোল শুনালে অতি দয়ার্দ্র হৃদয়ে।
এরূপ যতন করি কেহ ত' না শুনাইল,
　　স্মরণ করালে মোরে দিন যায় বয়ে॥
অরুণ উদয় কালে কতদিন ভ্রমিয়াছি,
　　জনপদ হ'তে আসি এ নব প্রান্তরে।
তখন ত' তুমি মোরে বলনি এমন করে,
　　এখন যেমন করে জাগালে অন্তরে॥
"ঠাকুর কৃষ্ণ দিন যায়" কিবা অমিয়ের ধার,
　　কে তোমায় শিখাইল এ অপূর্ব্ব গান।
অতীব আনন্দে তুমি পর উপকার তরে,
　　সদাই বলিছ ইহা খুলি মন-প্রাণ॥
সার্থক জীবন তব পেয়েছিলে ওরে পাখী,
　　ধন্য তব কাকলীর সুমধুর তান।
ধন্য তব জীবে দয়া যাহার তুলনা নাই,
　　ধন্য তব শিক্ষাদাতা পুরুষ মহান্॥
জড়ীয় বিষয়ে মাতি রে পাখী আমরা সবে,
　　নাহি শুনি তোমার এ প্রাণ ভরা ডাক।

মায়া কুহকীর যত অলীক ছলনে ভুলি,
পুনঃ পুনঃ কর্ম্মচক্রে দিতেছিরে পাক ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবার সময় মোদের নাই,
সদা করি মোরা জড়কথা আলাপন ॥
প্রান্তরে বিটপে বসি সদাই ডাকিছ তুমি,
কেহ না শুনিছে তব মধুর নিঃস্বন ॥

—শ্রীপরমানন্দ দাস

প্রশ্নমুখে পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই দামোদর, ৫০১ গৌরাব্দ
১৩৯৪ বাংলা
নিশিগঞ্জ, কোচবিহার।

পরম পূজনীয়—

সর্ব্বপ্রথমে আমার অনন্তকোটী দণ্ডবৎ গ্রহণ করবেন। পরে পত্রের অংশগুলি পড়ে পত্রের উত্তর দিবেন। আমি এর আগে আপনাকে পত্র লিখিয়াছি কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। আমি আশা করি, এই পত্র পাইয়া আপনি উত্তর দিবেন। পূর্ব্বের পত্রে আমার জানার আগ্রহ ছিল—আপনার লিখিত গ্রন্থের উপরে আছে "ওঁ এর ভিতরে রাধাকৃষ্ণ"। রাধাকৃষ্ণকে ওঁ এর ভিতরে উপাসনা করা শ্রেষ্ঠ, না—ওঁ অতীত উপাসনা করা শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নের উত্তর আমি আপনার নিকট জানিতে আগ্রহী। আপনার গ্রন্থে আছে—"কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই।" শব্দব্রহ্ম প্রণব বা ওঁকার অপেক্ষাও "শ্রীকৃষ্ণ" নাম শ্রেষ্ঠ। প্রণব ওঁকার অস্ফুট আর কৃষ্ণনাম স্ফুট। কৃষ্ণনাম—কৃষ্ণের মতই রূপবান্, গুণবান্, লীলাবান্ ও প্রেমময়;—কিন্তু প্রণব তা নয়। কৃষ্ণনাম প্রণবের মত মন্ত্রমাত্র নয়,—ইহা বেদের পরিপক্ক চিন্ময় ফল। জগদ্-গুরু পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, —"নামের প্রথম অবস্থা 'প্রণব' অর্থাৎ ওঁ; আর সম্প্রকাশিত অবস্থায় 'কৃষ্ণ'।"

(১) বেদের পরিপক্ক কি? (২) নামের প্রথম অবস্থা কি? (৩) সম্প্রকাশিত অবস্থায় 'কৃষ্ণ' ইহার তাৎপর্য্য কি? কৃষ্ণনামের আগে কি ওঁ উচ্চারিত হয়?

ইতি—

শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন দাস

গ্রাঃ আশমণির ঘাট, পোঃ নিশিগঞ্জ
জেঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

প্রশ্নের সদুত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বড় বহরকুলি
পোঃ—বাদলা
জেলা—বর্দ্ধমান

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

মাননীয় শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন বাবু! আপনার দুইটী পত্রই আমার হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পত্রটি পূর্ব্বে পাইলেও নানা কারণে এতদিন উত্তর লিখিতে সময় পাই নাই। আবার আপনার দ্বিতীয় পত্রটিও কিছুদিন পূর্ব্বে পাইলেও সময়াভাবে উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। এজন্য আপনি কৃপাপরবশে এই অধমকে নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন—আশা করি। এক্ষণে আমার বিদ্যাবুদ্ধির অযোগ্যতা সত্ত্বেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ও কৃপেচ্ছায় আপনার পত্রদ্বয়ে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে লিখিতে প্রয়াসী হইতেছি। "উদ্ধারের পথ"-গ্রন্থখানি হইতে ও ঐ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের অতিরিক্ত কতকগুলি প্রশ্নের যে অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ উত্তর ঐ গ্রন্থখানির মধ্যেই বর্ণিত আছে। যাহা হউক, আপনার প্রশ্ন ও তাহার উত্তর নিম্নে বিবৃত হইতেছে ;—

প্রশ্ন :—আপনার লিখিত গ্রন্থের মলাটের উপরে আছে—"ওঁ এর ভিতরে রাধাকৃষ্ণ"। রাধাকৃষ্ণকে ওঁ এর ভিতরে উপাসনা করা শ্রেষ্ঠ, না ওঁ অতীত উপাসনা করা শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর :—বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থের মলাটে বা প্রচ্ছদপটে যদি রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন ধরণের ছবি বা বিভিন্ন লীলার ছবি ছাপা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রন্থের মলাটের ছবি অনুযায়ী উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হইবে, না কি গ্রন্থান্তবর্ত্তী বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হইবে ? যদি কোন বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে খামের উপরে একটী পাল্কীর ছবি ছাপা থাকে, তবে কি পাল্কীযোগে বিবাহই প্রকৃত বিবাহ বা শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? সুতরাং খামের উপরের ছবি দেখিয়া খামের ভিতরের সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায় না। তদ্রূপ গ্রন্থের উপরের ছবি দেখিয়া গ্রন্থান্তবর্ত্তী বিষয়বস্তুর সঠিক চিত্র বুঝা যায় না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের পরমোৎকর্ষ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঐ গ্রন্থটি ছাপার সময় মলাটের উপরে ছবি থাকা আবশ্যকবিধায় "ওঁ এর ভিতরে রাধাকৃষ্ণ"-

শীর্ষক ছবিটি দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে পরমোপাস্য বস্তু ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা সম্পর্কে ঐ গ্রন্থেই আলোচনা করা আছে।

বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ জানেন,—"রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা" —এই বাণী অনুসারে ব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহাই বিশুদ্ধ ভজন। শ্রীরাধাকৃষ্ণই উপাস্যতত্ত্বের চরমসীমা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্……" শ্লোকে (৮।১৩) দেহান্তকালে প্রণব উচ্চারণের ফল উল্লিখিত আছে। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ওম্—এই যে একমাত্র অক্ষর, তাহাই ব্রহ্মের প্রতীক হওয়ায় যে ব্রহ্ম, তাহা উচ্চারণ করিতে করিতে এবং তাহার বাচ্য আমাকে অনুস্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া যিনি অর্চ্চিরাদি উত্তরায়ণ-পথে গমন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠা আমার গতি প্রাপ্ত হন।" এক্ষণে প্রণব উচ্চারণে সালোক্য-গতিলাভের কথা ব্যক্ত হওয়ায় উহা মোক্ষমাত্রকামী ব্যক্তিগণের জন্য যোগমিশ্রা ভক্তির উপদেশ। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে কেবলা-ভক্তি বা অনন্যভক্তির দ্বারাই লভ্য হন। কেবলাভক্তিতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণ নাই। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥" (গীঃ ৮।১৪-১৫)

উক্ত শ্লোকে ভগবান্ নির্গুণ শুদ্ধা ভক্তির বর্ণনা করিয়া জানাইয়াছেন যে, শ্রীভগবানে অনন্যচিত্ত ব্যক্তিগণই কেবলাভক্তির অনুষ্ঠান করায় পরমা সংসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীভগবানের লীলা পরিকরত্ব লাভ করিয়া নিত্য-সঙ্গী হন। অতএব, যোগমিশ্ররূপ প্রধানীভূতা ভক্তিতে যে তিনি দুর্ল্লভ তাহা উক্ত শ্লোকদ্বয়ে ব্যতিরেকভাবে জানাইয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত মিশ্রভক্তগণ অপেক্ষা শুদ্ধভক্তগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 'প্রণব' উচ্চারণে সালোক্য গতি হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তগণ অঙ্গীকার করেন না।

"আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্ব-সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
* * *
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥" (চৈঃ চঃ)

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"—এই বাক্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুর রসে ব্রজগোপীগণের পক্ষেই সম্ভব।

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তি-রস॥" (চৈঃ চঃ আদি ১৭/৭৫)

সুতরাং প্রণব-উপাসনায় যোগমিশ্ররূপ প্রধানীভূতা ভক্তি অপেক্ষাও কেবলা বা অনন্যা ভক্তিতে মধুর রসে ব্রজসখীগণের আনুগত্যে ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন :—রাধাকৃষ্ণ কি ওঁ এর ন্যায় ?

উত্তর :—না। রাধাকৃষ্ণ ওঁ এর ন্যায় নহেন। একজন ব্যক্তিকে অপর একজন ব্যক্তির ন্যায় বলিলে দুজন পৃথক্ ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এখানে রাধাকৃষ্ণ এবং ওঁকার পৃথক্ বস্তু নহেন। ওঁকার বা প্রণব সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ ও পরব্রহ্মের বাচক বলিয়া শ্রুতিতে কথিত।

"সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৯)
"প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৯।১৭ শ্লোকে "বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্-সাম-যজুরেব চ"—অর্থাৎ জ্ঞেয় ব্রহ্মের জ্ঞান, কারণ সমস্ত বেদের বীজস্বরূপ ওঁকার বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 'গোপাল-তাপনীতে' উক্ত আছে,—

"তস্মাদোঙ্কার-সম্ভূতো গোপাল বিশ্বসম্ভবঃ।
ক্লীমোঙ্কারস্য চৈকত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।"

ব্রহ্ম যেরূপ বিভু, প্রণবও সেইরূপ বিভু। ছান্দোগ্য-উপনিষদের উপক্রমেও ওঁ—এই বর্ণাত্মক অক্ষরে যুগল সম্মিলিত, এইরূপ উল্লেখ আছে। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। অতএব ওঁকার বা প্রণব পরমেশ্বরের বর্ণরূপী অবতার—পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।

প্রশ্ন :—(ক) বেদের পরিপক্ক কি ? (খ) নামের প্রথম অবস্থা কি ? 'সম্প্রকাশিত অবস্থায় কৃষ্ণ'—ইহার তাৎপর্য্য কি ? (গ) কৃষ্ণ নামের আগে কি ওঁ উচ্চারিত হয় ?

উত্তর :—(ক উক্ত প্রশ্নের উত্তর "উদ্ধারের পথ"-গ্রন্থটিতে শাস্ত্রবচন ও মহাপুরুষের বাণীসহ উল্লিখিত আছে। তথাপি আপনি প্রশ্ন করায় ঐ লেখনীতে আপনার সন্দেহ জাগিয়াছে মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রবচন

ও মহাপুরুষের বাণী ব্যতীত যথাযথ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি? যাহা হউক, এস্থলে আরও কিছু শাস্ত্রবাক্য উত্থাপিত করিতেছি।—

বেদকল্পলতার পরমোৎকৃষ্ট চিন্ময়ফল শ্রীকৃষ্ণনামে সকলের অধিকারের কথা প্রভাসখণ্ডে উল্লিখিত আছে। যথা,—

"মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগম-বল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্॥"

(প্রভাসখণ্ড, হঃ ভঃ বিঃ ১১। ২৩৪ ধৃত)

অর্থাৎ—"এই কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও মধুর; যাবতীয় মঙ্গলের মঙ্গল, নিখিল শ্রুতি-লতিকার সুমধুর প্রপক্ক ফল।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ও পার্ষদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামিপ্রভু শ্রীনাম-মহিমা সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই ষোলনামে সর্ব্বদিক্ বজায় রহিল হে।
সর্ব্বফল সিদ্ধিলাভ এই ষোলনামে হইবে হে॥

* * *

সর্ব্ব অর্থদাতা হরিনাম-মহামন্ত্র।
ফুকারিয়া বলে যত বেদাগম-তন্ত্র॥

* * *

হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা।
কেহ নাহি ত্রিজগতে নামই জীবের ত্রাতা॥

* * *

কলিকালে মহাভাগবত বলি তারে।
কীর্ত্তনে যে হরি ভজে এ ভব-সংসারে॥

* * *

ভক্তির প্রকার যত শাস্ত্রে দেখা যায়।
তার মধ্যে নামাশ্রয় শ্রেষ্ঠ বলি' গায়॥

* * *

সর্ব্ব মঙ্গলের হয় পরম-মঙ্গল।
চিত্তত্ত্ব-স্বরূপ সর্ব্ববেদ-বল্লী-ফল॥" (শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

এমতে শ্রীকৃষ্ণনাম বেদের পরিপক্ক চিন্ময় ফল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে এবং তাই গ্রন্থটিতে উল্লেখ করিয়াছি।

(খ) শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-নিত্যপার্ষদপ্রবর শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বেদের মহাবাক্য প্রণব মন্ত্রজপ কীর্ত্তন বা সাধন এবং কৃষ্ণনাম ভজনের তাৎপর্য্য সম্পর্কে যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি ;—

"বেদের মহাবাক্য প্রণব। প্রণব হইতে বেদশাস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে। উহাই অসম্প্রসারিত ভগবন্নাম। বীজীভূত অবস্থায় উহার অবস্থান। প্রসারিত প্রণবই শ্রীভগবন্নাম। তাহাই কীর্ত্তনীয় ও জপ্য। প্রণবাদির জপ ও গায়ত্রী-মুখে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। অধিকারলব্ধজন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রণব সাধন করিতেন, কিন্তু কলিতে জীবের অধিকার হ্রাস হওয়ায় শ্রীনামের সর্ব্ব-শক্তিমত্তার উপযোগিতা বিশেষরূপে আদরণীয়। যোগশাস্ত্রে পারঙ্গতগণ প্রণবাদির জপ ও কীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগিগণের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিংস্র-জন্তুসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে যষ্টির আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার কালে যদি হিংস্র পশুর হিংসায় পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাদৃশ পন্থার ফলপ্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সেজন্য আক্রমণযোগ্যাবস্থায় যাহাতে অভি-রক্ষিত হইবার অবকাশ পাওয়া যায়, তাহাকেই অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থা বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্, ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া, বিনায়কানী কপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" যাঁহাদের প্রণবাদি জপমুখে সাক্ষাৎ মুকুন্দ-সেবাবিষয়ক সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয় তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু প্রণবোচ্চারণ অধিকার অপেক্ষা করে। অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়েই নাম-কীর্ত্তনাদিতে সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। গীতা বলেন,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" যে-কালে বিঘ্ন কম ছিল, সেকালে প্রণবাদি সাধনে জীবগণের কল্যাণ সাধিত হইত ; কিন্তু কলিপ্রাবল্যে অসমর্থতা, আলস্য, জাড্য প্রভৃতি নানা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রণবোক্ত বেদশাস্ত্রকে কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় যেরূপভাবে গ্রহণ করেন তাহাতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা বিষম দুর্ঘট, অথচ শ্রীনামভজনে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই সেরূপ উৎসাহবিশিষ্ট নহেন।"

নামের প্রথম অবস্থা ওঁকার প্রসঙ্গে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন,—'ওঁ'—ইহা ব্রহ্মের একবাচক পদ বা নাম। 'তৎ'—ইহা ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাম। 'সৎ'—ইহা তৃতীয় নাম। ইহারা অন্যান্য বিষ্ণু নামের (ভগবন্নামের) উপলক্ষণ মাত্র।

পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামিপাদ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—

"সর্ব্ববেদাধিক নাম ইহাতে সংশয়।
যে করে, তাহার কভু মঙ্গল না হয়॥
প্রণব কৃষ্ণের নাম—যাহা হৈতে বেদ।
জন্মিল ব্রহ্মার মুখে বুঝ তত্ত্ব ভেদ॥
ঋক্-যজু-সামার্থব সে কৈল পঠন।
'হরি হরি' যার মুখে শুনি অনুক্ষণ॥" (প্রেমবিবর্ত্ত)

প্রণব পুটিত চতুর্থ্যন্ত মন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে। পরন্তু নাম বা সম্বোধন পদযুক্ত শ্রীনাম কীর্ত্তনীয়। মহামন্ত্রের সকল শব্দই সম্বোধনের পদ ও মাধুর্য্যপর মহামন্ত্রে মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপন দেখা যায়। তাহাতে মন্ত্রের ন্যায় চতুর্থ্যন্ত পদ নাই। ফুলের যেমন কুঁড়ি অবস্থা থাকাকালে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইলে কুড়ি অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক সৌরভ বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ওঁকার শ্রীভগবানের নাম-কলিকা এবং তাহা সম্যক্ বিকশিত অবস্থায় কৃষ্ণনাম। কাজেই কৃষ্ণনামের মাধুর্য্য যে ওঁকার অপেক্ষাও অধিক হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য

"কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে;
কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি সুখ জীবনে?"

আমরা কোথায় ছিলাম, কি জন্য এই সংসারে আসিলাম, কি কাজ করিতেছি,—ইহার দ্বারা কি প্রকৃত সুখী হইতে পারা যাইবে? বর্ত্তমান যে সুখানুভূতি, ইহা বাস্তব সুখ নহে। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—ইহা ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তির অবসর মাত্র।

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥

সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ একা ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছা-মাত্রই তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য বিভিন্নাংশ জীব প্রকটিত হইল। শ্রীভগবান্ যেরূপ নিত্যতত্ত্ব, জীবস্বরূপও তদ্রূপ নিত্য। শ্রীভগবান্ বৃহচ্চৈতন্য, মায়াধীশ আর জীব অনুঅংশ; সুতরাং মায়াবশযোগ্য। ভগবানের শরণাপত্তিই জীবের মায়ার কবল হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। ভগবান্ জীবসমূহকে পরীক্ষার জন্য প্রত্যেককে সামান্য কিছু স্বতন্ত্রতা দিয়া তটস্থা শক্তিতে প্রকটিত করেন। 'তট'-অর্থে জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তিস্থান অর্থাৎ একদিকে ভগবদ্ধাম, অপরদিকে মায়ার ভোগের চাকচিক্যময় সামগ্রী। কিছু সংখ্যক জীব মায়ার ভোগময় সামগ্রীর ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখদায়ক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভগবৎ-সেবানন্দে নিমজ্জিত হন। আর কিছু সংখ্যক জীব মায়ার ভোগময় চাকচিক্য সামগ্রীতে আকৃষ্ট হইয়া ভোগপর-প্রবৃত্তি লইয়া এই সংসারে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঘুরপাক খাইতেছেন। প্রতি জন্মেই পাপকর্ম্মফলে নিকৃষ্ট ও পুণ্যকর্ম্মফলে জীবের স্বর্গাদি বাস ঘটিয়া থাকে,—

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এইভাবে প্রতিজন্মের কর্ম্ম-ফলানুসারে প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ ফলোন্মূলে কৃত কর্ম্মের হিসাব সংরক্ষিত হয়। আমরা বর্ত্তমান যে জন্ম পাইয়াছি, প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী এইরূপে সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে তুলসী-পরিক্রমা, গঙ্গাদি তীর্থস্থান, শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন-প্রণাম, সাধুসেবা ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ হয়। এতদ্দ্বারা সুকৃতি সঞ্চিত হইয়া সাধুসঙ্গ লাভ হয়।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

এইরূপ ক্রমপন্থায় জীবের সংসার-দশার পরিসমাপ্তি হইয়া নিত্য-কৃষ্ণদাস-স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিয়া সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় সিদ্ধস্বরূপ ও অধিকার অনুযায়ী শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ভগবৎসেবানন্দ লাভ করেন। আমরা সকলই যে আনন্দময়ের সন্তান বা অণু-অংশ, তাহা উপলব্ধি হইবে।

শাস্ত্র বলেন,—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। হে বিশ্বমানব! তোমরা শ্রবণ কর—তোমরা সকলই অমৃতের তথা আনন্দময়ের সন্তান। আনন্দময়ের ধাম অর্থাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠধামই তোমাদের নিত্য বাসস্থান; সেখানে ফিরে চল।

এই মায়িক জগতে যতদিন অবস্থান করা যাইবে, ততদিনই দুঃখ পাইতে হইবে। তবে শরণাগত ভজনকারীর কথা পৃথক্। সুতরাং আমাদের প্রকৃত আলয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেইটাই আমাদের জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। গীতায় বলিয়াছেন,—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমাকে প্রাপ্ত হইলে কাহাকেও আর এই অশাশ্বত জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন তাঁহারা সাধারণ ব্যক্তি ন'ন, তাঁহারা মহাত্মা—আমার ভক্ত। সুতরাং শ্রীভগবানে শরণাগতিই চরম আনন্দ। তাহারা ভগবদিচ্ছায় যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই আনন্দলাভ করিবেন। "কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।" গীতায় বলিয়াছেন,—এই জড়জগৎ 'দুঃখালয়ম্'—দুঃখের আলয় এবং ইহা 'অশাশ্বতম্'—অনিত্য।

বর্ত্তমানে আমরা যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-মিশ্রিত প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক শরীর পাইয়াছি ইহা অনিত্য ও অশাশ্বত এবং যে ইন্দ্রিয়গুলি পাইয়াছি, তাহাও অসম্পূর্ণ। সুতরাং এই প্রাকৃত ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু চিন্তা-ভাবনা করি, তাহা দোষযুক্ত—ভ্রমযুক্ত। তাই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংশোধন—বিশুদ্ধি প্রয়োজন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন,—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩৩)

সুতরাং সাধুসঙ্গে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও অনর্থ দূরীভূত হইলে সেই নির্ম্মল ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবৎসেবা সম্ভবপর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানে দেখিতে পাই,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্র-স্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ-সৌরভে শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৬-১৮)

অম্বরীষ মহারাজ পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। তিনি একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্য ভগবৎগুণকীর্ত্তনে, হস্তদ্বয় শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনে, কর্ণ কৃষ্ণকথা শ্রবণে, শ্রীবিগ্রহ দর্শনে চক্ষুদ্বয়, ভগবদ্‌ভক্তের শ্রীচরণ-স্পর্শে অঙ্গ, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণে নাসিকা ও তুলসী আস্বাদনে জিহ্বা, ভগবানের লীলাস্থান-সমূহ পরিক্রমায় পদদ্বয়, শ্রীভগবান্ তথা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে স্বীয় মস্তক, কামনারহিত দাস্যে কামনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে অম্বরীষ মহারাজ একাদশ ইন্দ্রিয়কে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয়মধ্যে ভক্তি সংযুক্ত থাকায় ইন্দ্রিয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইয়াছে অর্থাৎ উহা ভগবৎসেবোন্মুখী হইয়াছে। সুতরাং এইভাবেই আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবৎসেবোন্মুখী করাইতে হইবে। এ বিষয়ে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ জীবনের ঠিক নাই,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

বহু জন্মের পর এই মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে ; সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। যাহা অত্যন্ত দুঃখে লাভ করা হয় তাহাই দুর্ল্লভ, কিন্তু ইহা অনিত্য ; তবে অনিত্য হইলেও ইহা পরমার্থপ্রদ। কেননা মনুষ্য-শরীর ব্যতিরেকে ভগবদ্‌ভজন-সাধন অন্য মনুষ্যেতর জন্মে সম্ভব নহে। অতএব ধীর ব্যক্তির যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরমকল্যাণ-লাভের জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই সম্ভব,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৫৯-৬০)

সাধুসঙ্গক্রমে কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম-কৃত হয়— এইরূপ সুদৃঢ়

নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসযুক্ত শ্রদ্ধার উদয় হয়। এই বিশ্বাসযুক্ত শ্রদ্ধাই ভক্তির প্রথম সোপান। এই শ্রদ্ধাক্রমে শ্রীকৃষ্ণভজনের বিচার জেগে উঠে, তখন জীব সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন। সদ্‌গুরুর নিকট শ্রীভগবানের নাম-মাহাত্ম্য, ধাম-মাহাত্ম্য, ভক্তিতত্ত্বশ্রবণে অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া ক্রমে জ্ঞানলাভ এবং স্বীয় শুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি হইবে। এজন্য শ্রবণের বিশেষ প্রয়োজন। আম্নায়-পরম্পরায় যে বিষয়াশ্রয়-জ্ঞান লাভ হয়, তাহা শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হইয়া নির্ম্মলহৃদয়ে ভগবদনুভূতি প্রকাশ পায়। শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ দূর হয় না।

আতপ চাউল, ঘৃত, সৈন্ধব লবণ, দুধ-কলা খাইয়া হবিষ্য করিলাম—খুব সাত্ত্বিক আহার করিলাম; খোল-করতাল বাজাইয়া খুব কীর্ত্তন করিলাম; খুব জাঁকজমকের সহিত পূজা করা হইল; সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ও পাঠকদ্বারা পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইল। এতসব করিয়া আমরা কতটুকু লাভবান হইলাম, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। এগুলি আচারহীন প্রচার, ইহাতে কোন বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে না।—

প্রাণ আছে তা'র, সেহেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥

উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি দ্বারা মৃতদেহকে সজ্জিত করিয়া লাভ কি হইবে, বরং দুঃখই বৃদ্ধি হইবে। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যার প্রাণ বিয়োগ হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার থাকিলেও কি শোভা বিস্তার করিবে? সে অলঙ্কারের কোনই আদর হয় না। যে-কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য কৃত না হয়, যে-ধর্ম্ম বৈরাগ্যকে উদ্দেশ না করে, আবার যে বৈরাগ্য ভগবৎসেবার অনুকূল না হয়, সেইপ্রকার বৃথা কর্ম্ম বা ধর্ম্ম-বৈরাগ্যানুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায়ও মৃততুল্য,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

তাই আমাদের বর্ত্তমান সমস্ত কিছু জড়ীয় মান-অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ষোলআনার মধ্যে ষোলআনা সদ্‌গুরুর চরণে সমর্পণপূর্ব্বক পরমার্থ সঞ্চয় করিতে হইবে। সাধুর নিকট যাইতে হইবে—পরমার্থ-বিষয়ে শিক্ষালাভের নিমিত্ত। কিন্তু সাধু কে?—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।৬)

যিনি কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তিনিই সাধু। যিনি সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্যদ্বারা মানবের যাবতীয় সংশয় দূরীভূত করিতে সমর্থ, তিনিই সাধু; তাঁহার নিকট আত্মকল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সকল শান্তি—সকল আনন্দের আকর যে ভগবৎ-পাদপদ্ম, তথায় শরণ না লইলে কোনমতেই অশান্তি ও নিরানন্দের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। সুতরাং ইহজগতের সকলপ্রকার মান-অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সরল অন্তঃকরণে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হরিভজনে নিযুক্ত হওয়াই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও সফলতা।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-রহস্য

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য"—এই গীতোক্ত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত জন্মরহিত ও অব্যয়স্বরূপ হইয়াও স্বীয় অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক যুগে যুগে স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হইয়া সাধুগণকে সংরক্ষণ ও অসুরগণকে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন। প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তিনি কখনই এই জগতে আসেন না। জন্ম অর্থাৎ আবির্ভাবের ন্যায় তাঁহার অপ্রাকট্য অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান-লীলাও রহস্যময়। ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন, কর্ম্মরহিত হইয়াও ভক্তগণকে আকর্ষণের জন্য স্বীয় লীলা সম্পাদন করেন, অন্যথা ভগবানের জন্মাদির অবসর কোথায়? মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বদ্ধজীব কর্ম্মফল-ভোগীর ন্যায় সেই অজের জন্ম, স্থিতি ও অপ্রাকট্য দর্শন করে। বস্তুতঃ তিনি নিত্যলীলাময় এবং তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও অপ্রাকট্য সবই অলৌকিক। তাই গীতায় (৪।৯) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

—"হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক জানেন, তিনি দেহাবসানে আমাকে প্রাপ্ত হন, পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।"

পৃথিবীর ভার ও তাহার অপনোদন—প্রপঞ্চে আবদ্ধ। মায়াবদ্ধ জীব নিজ অবিদ্যাগ্রস্ত বিচার অবলম্বনে প্রপঞ্চাবতীর্ণ ভগবত্তনুকেও জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাত্মক মনে করে, কিন্তু তাহাদের তাদৃশ অক্ষজ-দর্শন ঈশবিমুখতা হইতে জাত মাত্র। ঈশ-সেবোন্মুখতা হইলে অক্ষজ দর্শনের অপগমে নিত্য-সত্যের উপলব্ধি ঘটে। নিত্যলীলাময় ভগবানের প্রাপঞ্চিক দর্শনের ন্যায় প্রাকৃত দর্শন নাই। তিনি ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের তুল্য অবস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের মঙ্গলবিধান করেন মাত্র। যে-প্রকার কোন মনুষ্য অভিনয়-কার্য্যে নট-প্রবরী স্বীকার করিয়া অভিনয়ের নায়ক-সজ্জা ও তত্তৎভাবাদি প্রদর্শন করেন এবং অভিনয়ের পরিসমাপ্তিতে তাহার নটবেশ ভাবাদি পরিত্যাগ করেন, সেই প্রকার মায়াবদ্ধ জীবের মঙ্গল বিধানার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে প্রাকট্য সাধন করিয়া পুনরায় নিজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রাপঞ্চিক কালাধীনে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপঞ্চিক দেশ-পাত্ররূপে পরিদৃষ্ট হইয়াও স্বয়ং জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-লয়ের অধীন হন না। অক্ষজ দর্শকের নিকট অক্ষজ দৃশ্যের অন্যতম হইয়া যে স্থিতি-ভঙ্গের লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা পুরুষের নটন-ক্রিয়ার ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণে মর্ত্যবুদ্ধিকারী অক্ষজ ব্যক্তিগণের ভ্রম দূরীকরণার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণই 'দৈত্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তাহাদের স্বভাবে কৃষ্ণকে সংহার করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান। সেইসকল দৈত্য বধদ্বারাই ভগবান্ কৃষ্ণের যুগাবতার-কৃত্য সমাপ্ত হয়। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতির কপট দ্যূতক্রীড়া, বিবিধ তিরস্কার ও দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদিরূপ দুর্ব্যবহারে পাণ্ডুপুত্রগণ কুপিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত পাণ্ডুপুত্রগণকে নিমিত্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উভয়পক্ষে সম্মিলিত দুষ্টরাজগণের সংহার সাধনপূর্ব্বক তাহাদের পাপভারে ক্লিষ্টা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। কলহ-প্রভাবেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ও তৎফলে উভয়পক্ষীয় নিহত যোদ্ধৃগণের সহিত কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণেরও সংহার সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণসেবোন্মুখ ছিলেন, তাঁহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করাইয়া সংহার করেন নাই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সমাপ্তির পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বংশীয় যাদবগণকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। যদুকুলান্বয়গণকে সাধারণ লোকে বহির্দর্শনে কৃষ্ণোপম পূজ্য ও ঈশ্বরজ্ঞানে পাছে তাহাদের সকল দুর্ব্যবহারকেও বহুমানন করে, এইজন্য তিনি প্রপঞ্চে স্বীয় অবতার-লীলা লোকচক্ষে আবৃত করিবার পূর্ব্বেই যাদবগণের পরস্পরের মধ্যে অন্তঃস্থিত ভেদবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

"সখীভেকী"-সম্প্রদায়ের ন্যায় যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে সখী সাজাইয়া নারদাদি ঋষিগণকে "এই রমণী কি-সন্তান প্রসব করিবে"—এইরূপ বাক্যে উপহাস করিলে তাঁহাদের অভিশাপে শাম্ব কুলবিনাশক মুষল প্রসব করিলেন। যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে চূর্ণসমূহের দ্বারা এরকা-নামক তৃণসমূহের সৃষ্টি হইল এবং মৎস্যের উদর হইতে অবশিষ্ট লৌহখণ্ডটি প্রাপ্ত হইয়া জরা-নামক এক ব্যাধ বাণের অগ্রভাগে তাহা সংযোগ করিল। একদিন দৈববশতঃ মতিভ্রষ্ট হইয়া বুদ্ধিবিভ্রংশজনক সুস্বাদু মৈরেয়ক-নামক মদ্য প্রভৃতরূপে পান করিয়া গর্ব্বিতচিত্ত যাদব-বীরগণ প্রভাসক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর যাদবগণের কতিপয় এরকা-নামক তৃণদণ্ড লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করিলেন। জলে চন্দ্রের আলোক পতিত হওয়ায় চন্দ্রবিম্ব দর্শনে জলস্থিত জলচরগণ স্নিগ্ধবস্তুটিকে অন্য জলচর মনে করিয়া যেরূপ একত্রে বাস করিয়াও চন্দ্রলোকের স্বরূপ জানিতে পারে না এবং চন্দ্রবিম্বের অনধিষ্ঠানে তাহার অভাব বোধ করে, তদ্রূপ দ্বারকাবাসী, বিশেষতঃ যাদবগণ একত্র বাস করিয়াও কৃষ্ণের প্রকটলীলা বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। যদুকুল-ধ্বংসের পরে বলদেব সমুদ্র-বেলায় পরম-পুরুষের ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মায় চিত্ত সংযোগ করিয়া মনুষ্যলোক ত্যাগ করিলেন।

শ্রীবলরামের নির্য্যাণলীলা দর্শন করিয়া দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক অশ্বত্থ-তরুর উপরিস্থ হইয়া মৌনভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। জরা-নামক ব্যাধ মৃগভ্রমে মৃগবদনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণে মুষলের অবশিষ্ট লৌহ-খণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত বাণের দ্বারা আঘাত করিল। ইচ্ছাময় বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরা-ব্যাধকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিলে তাঁহার সারথি দারুক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে বাষ্পাকুলিতলোচনে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তদীয় পদযুগলে পতিত হইলেন। যাদবগণের সংহার, বলদেবের নির্য্যাণ ও স্বীয় দশা দারুকের নিকট বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দারুককে কহিলেন,—"হে দারুক! তুমি মদীয় ভক্তিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উদাসীন হইয়া এ সমস্ত লীলা আমার মায়াকল্পিত জানিয়া শান্তিলাভ করিবে, এখন দ্বারকায় ফিরিয়া যাও।" শ্রীকৃষ্ণাদেশে দারুক দুঃখিতচিত্তে দ্বারকায় গমন করিলে ব্রহ্মা, শিব, পার্ব্বতী, মহেন্দ্র-

প্রমুখ দেবগণ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সহিত সনকাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সমাগত হইলেন। সকলের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান-ধারণার বিশুদ্ধ বিষয়ীভূত লোকাভিরাম স্বীয় বিগ্রহ আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজধামে প্রবিষ্ট হইলেন। অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও নিখিল চরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকার্য্যে নিরপেক্ষ কারণস্বরূপ, তথাপি এই মর্ত্ত্যদেহের কোন আবশ্যকতা নাই, আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতিই প্রকৃষ্ট—ইহা প্রদর্শনের জন্য যাদবকুল সংহারের পরে মর্ত্তলোকে নিজবিগ্রহ অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা না করিয়া স্ব-শরীরে নিজধামে গমন করিলেন। যাহাতে অজ্ঞ প্রকৃতিজনের শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চিন্ময় বপুতে প্রাকৃত বুদ্ধি উপস্থিত না হয়, তাই ভাগবতের বক্তা জন্মযোগী শ্রীশুকদেব গোস্বামী বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলাটী শ্রবণ করাইয়া সর্ব্বশেষে কহিলেন,—

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্ম্ গয়ুং সদেহম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩১।১২)

—"হে পরীক্ষিৎ! যিনি যমলোকনীত গুরুপুত্রকে সশরীরে পুনরায় পিতৃ-মাতৃ-সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন, যে শরণাগত-রক্ষক ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যিনি ব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষণে অসমর্থ কি?"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মৌষললীলা ও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥
মহিষী-হরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১১৭-১১৮)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—"শাম্বাদিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিক দেবগণের অধিকার মধ্যেই বিনাশে অযোগ্যহেতু এই 'মৌষললীলা' মায়িক, কিন্তু মায়িক হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলার অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যাপার এবং অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত কার্য্য—এইজন্য ইহাকে নিত্যলীলা বলা হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের

প্রত্যেক প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটি অসুর-মোহনার্থ সাধিত হয়, গোলোকে অপ্রকটলীলার মধ্যে এইরূপ কোনও হিংসা বা বধজনিত রক্তপাত ব্যাপার নাই। বাসুদেবের প্রপঞ্চে প্রতি প্রকটলীলায় এই লীলার প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা নিত্য ও ইহাদ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলা মায়িক ও ইন্দ্রজালবৎ।"

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যদুকুল ধ্বংস ও মৌষললীলার তাৎপর্য্য ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"যে-কাল পর্য্যন্ত যদু-পুঙ্গবগণ কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ থাকেন, বলদেবের সেবা করেন, তৎকালাবধি তাঁহারা কৃষ্ণ ও বলদেবকে মায়িক বিচারে আক্রমণ করিবার পরিবর্ত্তে সেবাই করিয়া থাকেন। আর মাপিয়া লইবার বুদ্ধি প্রবল হইলে দেহ-দেহী বিভক্ত অস্মিতার জন্য নির্ব্বুদ্ধিতারূপ তীক্ষ্ণ শরদ্বারা কৃষ্ণ-বলরামের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কৃষ্ণের উপদেশক্রমে তাঁহাদের সেবোন্মুখ নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট স্বরূপের বিস্তৃতিলীলা প্রকটিত হয়। তখন আবৃত অবস্থায় মায়িক অভিনিবেশমুখে প্রভাস গমন ও তথায় পরস্পর এরকাবিদ্ধ হইবার যোগ্যতা লাভ ঘটে এবং খণ্ডকাল, খণ্ডদেশ ও নিজ নিজ দেহ-দেহী ভেদানুভূতি প্রবল হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে। স্বরূপবিস্মৃতি জীবের পরিবর্ত্তনশীলতা ধর্ম্ম প্রদর্শনের জন্য চিন্ময় কৃষ্ণসেবা পরায়ণগণের সম্বন্ধ-জ্ঞান মায়ার দ্বারা আবৃত হয় এবং বদ্ধজীবকুল সেইসকল কথা আলোচনা করিবার অবকাশ পায়।

স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব স্বশরীরে প্রভাসক্ষেত্র হইতে কুণ্ঠারহিত রাজ্যে গমন করেন। ভগবান্ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যময় বপুতে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তদৈশ্বর্য্য মায়া প্রত্যায়িত নয়নের নিকট দৃশ্য ভোগ্য পদার্থরূপে প্রদর্শিত হয়। তখনই স্বরূপবিস্মৃত জড়রোগগ্রস্ত আত্মসংহারকারী ব্যাধ স্বীয় ভ্রমবশতঃ আত্মহিংসা করিয়া বসে। ভগবানের চিন্ময় সবিশেষ মূর্ত্তি চতুর্ভুজের রাতুল চরণের আবরণকে বিবর্ত্তবাদী অজ্ঞতাশর দ্বারা বিদ্ধ করে, সেইরূপ বিদ্ধ মায়িকভাবে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তু পরিদৃষ্ট হন।

শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে শ্রীগৌরসুন্দর একদিন বলিয়াছিলেন যে,—"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥" ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ ধ্বংস করিবার পিপাসা বিবর্ত্তের রূপ ধারণ করিয়া বদ্ধজীবকে 'মায়াবাদী' করিয়া তোলে। তখন সে বিবর্ত্তবশে আত্মভোগের অধীন হইয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য ভগবদ্বিগ্রহে অজ্ঞান বাণ বিদ্ধ করে।

তাহার ফলে 'নিরাকার' 'নিরঞ্জন' 'নির্ব্বিশিষ্ট' প্রভৃতি কল্পিত ধারণাসমূহ সবিশেষ ভগবদ্দর্শনে বাধা রচনা করিয়াছে দেখিতে পায়।

"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"—শ্লোক বিচার করিলে জানা যায় যে, বিবর্ত্তের অপগমে জীবের মুক্তাবস্থায় ভগবৎকারুণ্য লাভের যোগ্যতা হয়, তখন ভগবদ্‌বিনাশের পরিবর্ত্তে জীবাত্মার বিনাশ হইলেই ব্রহ্মসুখ জলধিতে বিরোধিগণ ডুবিয়া যান। কিন্তু জরাব্যাধ সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর অপেক্ষা উত্তম জীবন লাভ করেন। কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের উপলব্ধিতে যে-সূত্রে অসমর্থ হইয়াছিল, জরাব্যাধ ঠিক সেইরূপভাবে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে নাই। জরাব্যাধ লব্ধবিবর্ত্ত, আর কংস, শিশুপালাদি বিবর্ত্তলাভে অচেষ্ট।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ 'মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়' উপসংহারে (৩২-৩৪ শ্লোকে) মৌষললীলার তাৎপর্য্য বর্ণনে বলিয়াছেন,—

"ভগবান্ অসুরগণকে বিমোহন ও স্বভক্ত ভৃগুসুরগণের বাক্যের যথার্থ সংরক্ষণার্থ স্বীয় মায়াদ্বারা যে দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই দেহেই বাণ সংলগ্ন হইয়াছিল; পরন্তু তাঁহার চতুর্ভুজদেহে তাহা সংলগ্ন হয় নাই। জরাব্যাধ তাঁহারই ভক্ত ভৃগু-ঋষি, এই ভৃগু পূর্ব্বকালে বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পাদপ্রহার দোষ স্খালন করিবার জন্য ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু ভক্ত স্বেচ্ছায় নীচতা স্বীকার করিলেও ভগবান্ তাহা সহ্য করেন না; তাই ভগবান্ আদেশ করিলেন যে, দ্বাপরান্তে যখন তিনি তাঁহার প্রকটলীলা সংগোপন করিবার ইচ্ছা করিবেন, তখন জরাব্যাধরূপী তাঁহার ভক্ত ভৃগু ভগবন্মায়া-সৃষ্ট দেহে শর নিক্ষেপ করিয়া অনুতপ্ত হইলে ব্যাধজন্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারিবেন।

ভক্ত ভৃগুর তোষণ ও অভক্ত অসুরগণের মোহনকল্পে ভগবান্ প্রভাসে এইরূপ মৌষললীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ লীলা মায়িকী। যেহেতু ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন নাই অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্য শিশুর মত মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসূত হন নাই। কিন্তু অচিন্ত্যভাবে সূতিকাগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পৃথিবী ত্যাগকালে দৈত্য-মোহনার্থ ভ্রান্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি অসুরগণকে মোহন করিয়া অন্ধতমে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য স্বয়ং সচ্চিদানন্দ দেহ হইয়াও নিজের মায়ার দ্বারা অপর মায়িক দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই পাতিত করিয়াছিলেন; ইহা কেবল তাঁহার অসুর মোহনের ছলনামাত্র। পরন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকারেই দেহপাতাদি হয় নাই।"

অতএব উপরিউক্ত সমগ্র আলোচনা হইতে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে এই জগতে লীলাপূর্ব্বক অসুরগণকে মোহন করিয়া জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। তাই সকলের নিকট আমার সকরুণ আবেদন,—আপনারা শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে তাঁহার শরণাগত হউন এবং জীবনকে প্রেমময় করিয়া তুলুন।

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর]

আমি যদি অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হতে পারি, তাহলে আমার দ্বারা ভগবন্নাম কীর্ত্তন করা সম্ভব নয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ সবটাই পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম বলতেন,—'স্মরণপন্থী অধোমন্থী'। প্রাকৃতভাব যাদের কাটেনি, অপ্রাকৃতভাবে যারা বিভাবিত নন, তারা যদি স্মরণপথ ধরেন, তাহলে জগতে উৎপাত সৃষ্টি হবে। স্মরণটা বাস্তবে রূপায়িত হবে কখন?—কীর্ত্তন-প্রভাবে। সেই কথাই শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলেছেন, গুরুপাদপদ্মও বলেছেন। অন্যাভিলাষ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা যতদিন পর্য্যন্ত রয়েছে আমাদের হৃদয়ে, ততদিন পর্য্যন্ত লীলা-স্মরণ হয় না। আর সবথেকে প্রধান লক্ষিতব্য বিষয়গুলি হচ্ছে—ভজনবিরোধী যে ভাবগুলি রয়েছে সমাজে-সংসারে, সেই ভাবটাকে অন্তরে অন্তরে ছাড়তে হবে। এটা বিশেষ উপদেশ।—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

সাধু-সজ্জনগণের যে বাণী, সেটা বিশেষ শক্তিশালী। যে কোনও ব্যক্তি যদি সে কথা শ্রবণ করেন, তাহলে তাদের কল্যাণ। বহুকালের সঞ্চিত পাপ-অনর্থ দূরীভূত হতে পারে, প্রকৃত বাস্তব সাধুর কথা যদি শ্রবণ করা যায়।

দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সৎসঙ্গ গ্রহণ কর—কথাটা বলছেন। কিন্তু দুঃসঙ্গ কাকে বলে সেটা ত' আমি জানি না। তাহলে দুঃসঙ্গ কি সেটা আমাকে জানতে, শিখতে, বুঝতে হবে। আবার সৎসঙ্গ কোন্‌টা সেটাও জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। যদি দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গ সম্বন্ধে কোন Concrete idea—বাস্তব ধারণা না থাকে আমাদের তাহলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তজ্জন্য শাস্ত্রের যে বাস্তবসত্য সেটা

আমাদের জানতে হবে। তা না হলে কল্যাণ নাই, সাধন-ভজন সম্ভব নয়।

সাধন-ভজন করব কি করে? খারাপটা জানলাম না, ভালটাও জানলাম না। কোন্‌টাকে ছাড়ি আর কোন্‌টাকে গ্রহণ করি, মুস্কিল ত' সেখানে। বহুমুখী নাস্তিকতা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে আছে। আমি কোন্‌টাকে ছাড়ব আর কোন্‌টাকে গ্রহণ করব, সেটা আমাকে বুঝতে হবে। শিষ্যের শিষ্যত্ব সেইখানেই সুপ্রতিষ্ঠিত যেখানে বলছেন—"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।" আমি ভগবানকে খুব ভক্তি করি কিন্তু গুরুকে ভক্তি করি না বা আমার সতীর্থগণকে অবহেলা, অবজ্ঞা করি, তাদের অসম্মান করি, উপেক্ষা করি—তাহলে হবে আমার গুরুসেবা, কৃষ্ণসেবা?—হবে না ত'। সুতরাং সে কথাটা শাস্ত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, বুঝান হয়েছে। আমি যদি বৈষ্ণবগণকে সম্মান করতে না পারি, সতীর্থগণকে সম্মান দিতে না পারি, তাহলে আমার সাধন-ভজন সুদূরপরাহত। গুরু-বৈষ্ণবগণের সকলের কথা-বাক্য সমান নয়। কেউ হয়ত' একটু কর্কশভাষী, কেউ হয়ত' একটু মৃদুভাষী, কিন্তু তাঁদের অন্তরের যে ভক্তিবৃত্তি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সেইটাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। আমার ভিতরে সেইটুকু আছে কিনা, যদি আমি নিজে যাচাই করি, তাহলে আমার কল্যাণ। অপরের কি হল না হল সেটা আমার দ্রষ্টব্য নয়, আলোচ্যও নয়। আমি যদি আত্মকল্যাণ চাই তাহলে আমার ভিতরে কতটুকু সদ্‌গুণ আছে, সেটা বিচার্য্য। "সর্ব্বত্র সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ।" যার যেটুকু ভাল আছে, সৎবৃত্তি আছে, সেটুকু আমি আমার জীবনে আহরণ করব—এই বৃত্তিটাই সবথেকে কল্যাণকর বৃত্তি।

সদ্‌গুরুর লক্ষণে বলছেন—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—কুসুমের ন্যায় কোমল। সে দুটী ভাবই Simultaneously—যুগপৎভাবে রয়েছে সদ্‌গুরুর মধ্যে, বৈষ্ণবগণের মধ্যে। তাহলে কি করব? যেহেতু একটু কড়া কথা শুনলাম, কিন্তু তার ভিতরে আত্মকল্যাণ রয়েছে, সেটা মেনে নিতে পারি না। সবসময় তোষামোদী কথা শুনতে শুনতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। সুতরাং যখনই একটু সমালোচনাপর কথা আসবে তখনই আর সেটা ভাল লাগে না, ভালভাবে নিতে পারি না। কি কল্যাণ হবে! শিষ্য আমি, শিষ্যত্ব স্বীকার করেছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ঠিক করিনি—শাসন স্বীকার করব গুরু-বৈষ্ণবগণের। সে চিত্তবৃত্তিটা তৈরী হয় নি। ভগবদ্ভজন-সাধন করতে গেলে এ সবগুলো আমাকে বিচার করতে হবে। শাসনটা স্নেহ-শাসন বলে গ্রহণ করতে হবে। এর ভিতরে আমার কল্যাণ নিহিত আছে, সেইভাবে সেই

জিনিসটাকে বিচার করতে হবে। বহু সময় দেখা যায়—গুরু-বৈষ্ণবগণ কারও সম্বন্ধে কোন একটা Statement দিলেন, মন খারাপ হয়ে গেল, না আমি ত' এমন অন্যায় করি নি। তাহলে কেন আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ করা হচ্ছে, অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্র সেখানে বলছেন, আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ শিখিয়েছেন সেখানে 'হ্যাঁ তুমি কোন অন্যায় কর নাই, কথাটা ঠিক; কিন্তু ভবিষ্যতে এইরকম অন্যায় না করে ফেল, সেইজন্য আগেভাগে সাবধান হও।' এ বিচার যদি গ্রহণ করি আমি তাহলে আমার অকল্যাণ নাই। কেন? —স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েরা যায় কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু Whole time guardian হচ্ছেন—সদ্‌গুরু, বৈষ্ণবগণ। তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। জগতের সাধারণ মানুষের যতটুকু দায়িত্ব রয়েছে, তার থেকে শত-সহস্রগুণ অধিক দায়িত্ব গুরু-বৈষ্ণবগণের আছে। সে দায়িত্বটা বুঝতে হবে।

কৃষ্ণ গেছেন গুরুগৃহে। গুরুর আজ্ঞায় কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন—বর্ণনা রয়েছে ভাগবতে। আর তাঁর যারা সতীর্থ আছেন, তাদেরও শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন সমানভাবে। সদ্‌গুরু সন্তুষ্ট হয়েছেন, আশীর্ব্বাদ করেছেন। স্বয়ং ভগবানের গুরুগৃহে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু জগতের শিক্ষার জন্য তাঁকে যেতে হয়েছে।

'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।'

আমি যদি নিজে কর্ম্মাচরণ না করে শিক্ষা দিই, তাহলে জগতের লোক শিক্ষা পায় না। তাই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুগৃহে যাচ্ছেন, কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করছেন আমাদের ন্যায় বোকা হতভাগাদের জন্য। তিনি স্বয়ং ভগবান্, তথাপি গুরু সান্দীপনি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছেন। গুরুর অনুগ্রহ, শুভাশীর্ব্বাদ, শুভেচ্ছা প্রয়োজন—সেইটা দেখাচ্ছেন।

তুষ্টোঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্তিহ পরত্র চ॥

—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি তোমাদের প্রতি, তোমাদের সেবায় সন্তুষ্ট আমি। তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হউক, বৈদিক জ্ঞান তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুক, চির জাগরূক থাকুক—আশীর্ব্বাদ করছেন। সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে শিষ্যের কিনা লাভ হয়, সর্ব্বস্ব লাভ হয়—সেইকথাই বলছেন। না পড়লেও পণ্ডিত হওয়া যায়?—হ্যাঁ।

'গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে॥'

—কথাটা বলেছেন। বহু উদাহরণ আছে। Academic qualification সাধন-ভজনে একান্তই প্রয়োজন নহে। সেখানে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসই প্রধান। যদি ওটা থাকে তাহলে সোনায় সোহাগা। কিন্তু ওটার যেন অপব্যবহার না করা হয়, সেকথাও বলা হয়েছে। বিদ্যা-শিক্ষা অন্যায় নয়। 'বিদ্যা জ্ঞানায় কল্পতে, ন তু ধনায়।' তথাপি বিদ্যাশিক্ষার একটা গৌরব আছে। সে কি গৌরব?—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'—বিদ্যা শিক্ষা করলে বিনয়ী হওয়া যায়, সদ্‌ভাব লাভ করা যায়, দৈন্যভাব আসে—এটা হল উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার প্রভাব। তা না হয়ে যদি উল্টো ফল ফলে, যা বর্ত্তমান সমাজে দেখা যায়, 'বিদ্যা দদাতি ঔদ্ধত্যম্' তখন কি করব, কি বুঝব?—ওটা গুরুমুখী বিদ্যা হয় নি, নাস্তিক্য বিদ্যা শিক্ষা লাভ করা হয়েছে, ওর মধ্যে শুধু আত্মম্ভরিতা প্রকাশিত হয়েছে। সদ্‌গুরুর যে শিক্ষা সে শিক্ষার ভিতরে কল্যাণ নিহিত আছে, সাধারণভাবে আমরা সেটা বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করলে এটা অনুভবের বিষয় হয়। গুরুপাদপদ্মের জীবনটা তাঁর শিক্ষা। পৃথগ্‌ভাবে শিক্ষার ত' প্রয়োজন নাই, পৃথক্ উপদেশের দরকার হচ্ছে না। সাধু-মহাপুরুষের জীবনই হল তাঁর শিক্ষা, তাঁর জীবনটাই হল বাণী। বাণীই হল তাঁর জীবন এবং জীবনীই হল তাঁর বাণী—দুটোই একই তাৎপর্য্যপর, একইভাবে একইসূত্রে গাঁথা। সুতরাং সাধু-মহাত্মার অতিমর্ত্ত্য জীবনী যদি আলোচনা করা যায় তাহলে তাঁর সব শিক্ষা পাওয়া যায়। সেইজন্যই সাধু-মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এটা প্রয়োজন।

গুরুপাদপদ্ম তিনি বহু ক্ষেত্রে বহু বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছেন তাঁর জীবনীতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ বা যারা ভক্তির লাইনে রয়েছেন, তারা অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য স্থাপন করছেন দেখা যায়। কোন জায়গায় তিনি এমনই অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষ কোনদিন শোনে নি, জানে নি। কিন্তু সে ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত, তত্ত্বসিদ্ধান্ত-সম্মত। সে ব্যাখ্যা কেউ আশা করতে পারেন নি, যে এই শ্লোকের এই অর্থ হতে পারে। এটাকে কি বলা হবে?—তাঁর অতিমর্ত্ত্যত্ব। সাধনের ক্ষেত্রেতে সিদ্ধাবস্থায় এমন কতকগুলো জিনিস তাদের অধিগত হয় ভগবৎকৃপা প্রভাবে, যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। ওটাকে অলৌকিকত্ব বলা চলে। এই অলৌকিকত্ব নিত্যসিদ্ধ মহাত্মগণের মধ্যে থাকবে, আসবেই এবং সর্ব্বত্র বৈশিষ্ট্যস্থাপন এটাও মহা-পুরুষের জীবন চরিতের মধ্যে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যা করছে তার থেকে একটা অসম্ভব কিছু তিনি স্থাপন করছেন। নাস্তিকের নাস্তিক্যবাদ

খণ্ডন, ভগবদ্বিরোধীজনকে। তত্ত্বসিদ্ধান্তের দ্বারা সবকিছু অপনোদন—এটা অদ্ভুত ক্ষমতা। যে যুক্তিগুলি কেউ কোনদিন শোনেনি সেই যুক্তিগুলি অবতারণা করলেন তিনি। একটা দুটো যুক্তি দিয়েই সব বুঝিয়ে দিলেন। একজন ডাক্তার, তাঁকে Medical Science এর উদাহরণ দিয়ে; একজন উকিল, তাঁকে আইনের মাধ্যমে তত্ত্বদর্শন বুঝিয়ে দিলেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার, তাঁকে Engineering Theory দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। এই রকম ধরণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সাধু-সজ্জনগণের ভিতরে থাকে। গুরু-পাদপদ্মের ভিতর এগুলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি ওকালতি পাশ করেন নি, কিন্তু বহু উকিল, ব্যারিষ্টারকে তিনি point বুঝিয়ে দিতেন, আইনগুলো দাগিয়ে দিতেন। A. I. R. (All India Report) এ এই আছে, C. W. N. (Calcutta Weekly Notes) এর ভিতরে এই আছে, অমুক পৃষ্ঠায় আছে। আইনের সব Reference দিয়ে দিতেন। এগুলো অলৌকিকত্ব।

এই যে শ্রীমন্দির দেখতে পাচ্ছেন, এটা কোন Engineering plan নিয়ে তৈরী হয়নি। এটা স্বয়ং গুরুপাদপদ্মের নিজস্ব কৃতিত্ব। তিনি নিজেই সব plan দিয়েছেন, সেই অনুসারে হয়েছে। সবগুলোই ঐরকম। সবটার মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। যেটার মধ্যে ওখানে লেখা আছে—

জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপপ্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ॥

একই স্তবের মধ্যে তিনি আশ্রয়-নরহরিকে স্তব করেছেন এবং বিষয়-নরহরি শ্রীনৃসিংহদেবকেও স্তব করেছেন। 'চৈতন্যমুরারিরও' স্তব করেছেন। এখানে মঠ-মন্দির যা হয়েছে তার সব খণ্ডগুলোকে তিনি ভাগ করেছেন। কোনটা সেবকখণ্ড, কোনটা জ্ঞানখণ্ড, কোনটা অর্চ্চনখণ্ড, পূজাখণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। জ্ঞানখণ্ডকে বলেছেন বিষ্ঠাখণ্ড—যেখানে ভক্তগণ পায়খানা করতে যায়।

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড,　　কেবলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে,　　কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জীবন অধঃপাতে যায়॥

নির্ব্বিশেষ কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ যোগ সবগুলিই বিকল — জ্ঞানখণ্ড নাম দিয়েছেন। সবটাই একটা যেন বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা। ভাগবত ব্যাখ্যা করতে বসেছেন, সেখানে সমস্ত রকমের উদাহরণ—ন্যায়ের

উদাহরণ, ষড়্‌দর্শনের বিচার এনে ফেলেছেন। একটা শ্লোককে দুই-দশদিন ধরে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকদিন যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ভিতরে নূতনত্ব,, অভিনবত্ব। পুরাতন কথা বলছেন না। যে কথা একবার বলে গেছেন সেকথা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হচ্ছে না, দ্বিরুক্তি দোষ নাই। অদ্ভুত ব্যাপার! অথচ সেই একই শ্লোক ব্যাখ্যা হচ্ছে রোজই। একবার লক্ষ্য করেছিলাম—বেলঘরিয়ায়, তিনি যখন শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জ্জীর বাসভবনে ভাগবত পাঠ করেছিলেন একমাস। তখন প্রতিদিন তিনি দশম স্কন্ধের প্রথম থেকে আরম্ভ করে একটা অধ্যায় রোজ পাঠ করতেন, ব্যাখ্যা করতেন। একটা অধ্যায়ের ভিতরে দেড়ঘণ্টা থেকে দুঘণ্টা পাঠ করতেন তিনি। যত বড়ই অধ্যায় হোক না কেন, সেই অধ্যায় শেষ করতেন তিনি। কিন্তু তার ভিতরে সমস্ত তত্ত্বদর্শন সব ব্যাখ্যা শেষ হয়ে গেল। তা যিনি একটা শ্লোক দশদিন ব্যাখ্যা করতে পারেন, তিনি একটা অধ্যায় রোজ সমাপ্তও করতে পারেন। তাহলে সব ক্ষমতাই আছে, সবটাই তাঁর পক্ষে সম্ভব।

সদ্‌গুরুর যে বৈশিষ্ট্য, তাঁর মহিমা-মাহাত্ম্য অনন্ত বলছেন। ভগবান্ অনন্তলীল, তাঁর মহিমা ব্যাখ্যা করা স্বয়ং অনন্তদেবেরও সম্ভব হয় নাই। 'অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।' সদ্‌গুরুর মহিমা কি শেষ করা যায় বর্ণনা করে। দু-দশ রাত্রেও শেষ হয় না। রাত্রের পর রাত্র চলে যেতে পারে। ভগবানের যেমন আবির্ভাব-তিরোভাব, ভক্তেরও তেমন আবির্ভাব-তিরোভাব। "আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ।" ভক্ত সম্বন্ধে, সদ্‌গুরু সম্বন্ধে ভুল ধারণা রয়েছে অনেকের। আমরা তাঁদের প্রাকৃত চিন্তাগুলো আলোচনা না করে অপ্রাকৃত ভাবটাই আলোচনা করব। তা না হলে ভুল-ভ্রান্তি অনেক সময় এসে যায়। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি এসে যায়। সেইজন্যই গুরুপাদপদ্ম কোন জায়গায় বক্তৃতায় বলেছেন যে,—গুরু-বৈষ্ণবগণের জীবনী বা তাঁদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা করতে গেলে পার্থিব জগতের অনুষ্ঠানগুলো আলোচনার বিষয় নয়। তাঁদের পারমার্থিক জীবনটাই আমাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। সাধারণভাবে যে-সব প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণ আছেন, সাহিত্যিকগণ আছেন, তারা যে-সব গ্রন্থাদি লিখছেন তার ভিতরে তারা প্রাকৃত ভাবটীকে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু অপ্রাকৃত যে ভাব সে ভাবে বিভাবিত হতে বা জনগণকে সেভাবে উদ্বুদ্ধ করতে তারা কখনও পারেন না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি মরলেন কবে—এই চিন্তা নিয়ে আকুল সব ঐতিহাসিকেরা।

যেহেতু তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেহেতু তাঁকে মরতে হবে বা মারতে হবে। তাই এক জায়গায় মেরে রাখলাম। কোথায়?—না পুরীর পাণ্ডারা তাঁকে পিটিয়ে মেরেছে। আর যে কথাগুলো আছে সে কথাগুলো গায়ে লাগছে না। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কোথায় মরলেন একটা আবিষ্কার করা হল। জড় সাহিত্যিকগণ, জড় ঐতিহাসিকগণ ঠিক এই জাতীয় বহু কথা নিয়ে বিচার করে থাকেন। কিন্তু অতিমর্ত্য মহাপুরুষের জীবনী ঐরকম নয়। তাঁদের আবির্ভাব ও তিরোভাব একই তাৎপর্য্যপর। আবির্ভাবে তাঁদের জগৎকল্যাণ চিন্তা এবং তিরোভাবেও জগৎকল্যাণ চিন্তা। এই ভাবটাকে নিয়ে যেন আমরা কখনও ভুল না করি। যেহেতু তিনি তিরোহিত, সুতরাং তিনি আর আবির্ভূত নন; তাঁর প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না যেহেতু, তা নয়। তিনি তিরোহিত হয়েও চির-আবির্ভূত। সেই ভাবটী নিতে হবে বিচারের মধ্যে আমাদের।

যেমন, ঠাকুর শ্রীবিগ্রহের শয়ন হয়ে গেল। আমরা এখানে দণ্ডবৎ-প্রণাম করছি। অন্যায় হচ্ছে না। কোন সাধারণ মানুষ শুয়ে থাকলে তখন তাকে প্রণাম করা যায় না। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ শয়নে থাকলেও প্রণাম করা যায়, এতে অপরাধ হয় না। কেন?—তিনি নিদ্রিত থেকেও চিরজাগ্রত। তদ্রূপ বৈষ্ণব সদ্‌গুরু নিদ্রিত থেকেও চিরজাগ্রত। সেই কথাই বুঝাচ্ছেন। কখনও দোষ-ত্রুটী হয় না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটী হয়। গুরুদেব অপ্রকট হয়েছেন, সুতরাং তিনি আর নাই, একথা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে ত' আমি নাস্তিক হয়ে গেলাম। তা নয়, তিনি স্বয়ং আবির্ভূত তত্ত্ব এবং তিনি প্রকট আছেন। তিনি এখন আমাদিগকে নিয়মিত করছেন, উপদেশ-নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

একজন বক্তা বলেছেন যে,—গুরুদেব নিত্যকাল আছেন এবং তাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশ নিত্যকাল আছে। "নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,"—কথাটা বুঝতে হবে। গুরুদেব বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ, নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ; সুতরাং তাঁহার নিত্যত্ব ও নিত্য স্থিতি রয়েছে। তাঁর ত' প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই—তাঁর আবির্ভাব-তিরোভাব। তিনি বাহ্যতঃ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও অন্তরে ত' তিনি ঠিকই আছেন। তিরোভাবে তিনি দূরে আছেন—যদি একথা আমরা ভাবি, তাহলে আমরা নাস্তিক হয়ে যাব। তিনি সবসময় আমাদের সামনে আছেন, আমাদের Guide করছেন, নিয়মিত

করছেন—এটা যদি আমরা ভাবতে পারি, তাহলে আমাদের দুর্দ্দৈব, অমঙ্গল নাই—সেই শিক্ষাই তিনি দিয়েছেন।

মায়াবাদ নিরাসে বা খণ্ডনে তিনি বরাবরই খড়্গহস্ত ছিলেন। আর এটা থাকবেই ত'। যেখানে ভক্তিবিরোধী ভাব, সদ্‌গুরু সেটা সহ্য করবেন কি করে? সেটাকে সবসময় তিনি দমন করবেন। যদি কাহারও ভিতরে ভক্তি-শ্রদ্ধার লেশমাত্র আছে দেখেছেন, সেখানে তিনি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বেশ সুন্দর! তুমি সেবা করছ, খুব ভাল হচ্ছে। এরূপ আরও অনেককে শিখাও। ঠিক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলায় যেমন শিক্ষা দিয়েছেন—যিনি বেশী ধূলি, কাঁকর সংগ্রহ করতে পারছেন, তাকে বেশী উৎসাহ দিচ্ছেন, তুমি আরও পাঁচজনকে শিখাও। সদ্‌গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশ এইরূপ। 'অল্প সেবা বহু করি' মানে'—অল্পেই সন্তুষ্ট তিনি। বহু প্রয়োজন আমার—এটা নয়। তিনি আপনভোলা জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে।—

"তুল্যনিন্দা-স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন-কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ যে প্রিয়োনরঃ॥"

"যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ।" কথাটাও আছে। 'আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।"—সেটাও দেখিয়েছেন তিনি। অত্যন্ত মিতভাষী আর মিতাহারী ছিলেন তিনি। ওটাও থাকবে সাধন-ভজনের ক্ষেত্রেতে। ভগবানের সেবার জন্য আমি কষ্ট স্বীকার করব—এ প্রতিজ্ঞা অবশ্যই প্রয়োজন আছে আমাদের।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—

'তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥'

হে ভগবান্! তোমার সেবায় যদি কিছু কষ্ট হচ্ছে আমার, আমি ওটাকে কষ্ট বলে মনে করি না। ওটা আমার সুখ, কেননা ওটা আমার সেবা, আমি ওটাকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। সেবারূপ যে দুঃখ সেটাকে আমি সুখ বলেই মনে করি। তা না হলে ত' সেবা হবে না সেব্যের। সাধনক্ষেত্রে বহুবিষয়ে সদ্‌গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশ রয়েছে। সেগুলি সময়ান্তরে আলোচনা করা যাবে। আপনারা আমার সর্ব্বপ্রকার দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করুন। সেই পরমারাধ্যদেব আমাদের সকলের হৃদয়ে প্রেরণা দান করুন—যাতে করে আমরা সবাই মিলেমিশে ভগবৎকথা, হরিকথা প্রচার করতে পারি এবং তাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করে চলতে পারি। শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গ ও বৈষ্ণবগণের নিকট আশীর্ব্বাদ ও কৃপা প্রার্থনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরনন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম হেতুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫০শ বর্ষ | ২১ হৃষীকেশ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ | ৭ম সংখ্যা
৩১শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৯৫, ইং ১৭।৯।৮৮

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে মার্গশীর্ষ-মাহাত্ম্যে ষোড়শেঽধ্যায়ে]

শ্রীভগবানুবাচ,—

১৭। শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং হি যশোধর্ম্ম-জয়ার্থিনা।
পাপক্ষয়ার্থং লোকেশ মোক্ষার্থং ধর্ম্মবুদ্ধিন॥

হে লোকেশ! যশ, ধর্ম্ম ও বিজয়লাভের জন্য এবং পাপক্ষয় ও মোক্ষলাভের জন্য ধর্ম্মাত্মগণের সর্ব্বদা আমার ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করা কর্ত্তব্য॥ ১৭॥

১৮। শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যম য়ুর'রোগ্য-পুষ্টিদম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্ বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

এই পবিত্র পাবন পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত আয়ুঃ, আরোগ্য ও পুষ্টিদাতা। ইহাঁর শ্রবণে কিংবা পঠনে মানুষ সকল পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়॥ ১৮॥

১৯। ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
সত্যং সত্যং হি লোকেশ তেষাং স্বামী সদা যমঃ॥

হে লোকেশ! যাহারা এই গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত শ্রবণ করে না এবং শুনিয়াও হৃষ্ট হয় না, তাহারা সত্য সত্যই সদা যমের বশীভূত অর্থাৎ যমদণ্ড্য হয়॥ ১৯॥

২০। ন গচ্ছতি যদা মর্ত্ত্যঃ শ্রোতুং ভাগবতং সুত।
একাদশ্যাং বিশেষেণ নাস্তি পাপরতস্ততঃ॥

হে পুত্র! যে মনুষ্য সর্ব্বদা, বিশেষতঃ শ্রীএকাদশীতে ভাগবত শুনিতে যায় না, তাহার সমান আর পাপী নাই॥ ২০॥

২১-২২। শ্লোকং ভাগবতং চাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য বসাম্যহম্॥
সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা পাবনং নৃণাং শ্রীমদ্ভাগবতং যথা॥

যাঁহার গৃহে ভাগবতের একটী শ্লোক, অর্দ্ধশ্লোক কিংবা শ্লোকের একপাদ লিখিত থাকে, তাঁহার গৃহে আমি বাস করি। এই শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ পরম পাবন, সমস্ত আশ্রমে গমন ও সর্ব্বতীর্থে স্নানও সেইরূপ পুণ্যজনক নহে॥ ২১-২২॥

২৩। যত্র যত্র চতুর্বক্ত্র! শ্রীমদ্ভাগবতং ভবেৎ।
গচ্ছামি তত্র তত্রাহং গৌর্যথা সুতবৎসলা॥

হে চতুরানন! যেখানে যেখানে ভাগবত-কথা কীর্ত্তিত হয়, সেখানে সেখানে আমি বৎসপ্রিয়া গাভীর ন্যায় গমন করি, উপস্থিত হই॥ ২৩॥

২৪। মৎকথা-বাচকং নিত্যং মৎকথা-শ্রবণে রতম্।
মৎকথা-প্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্।

যিনি সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করেন, যিনি সদা মৎকথা শ্রবণ করেন এবং যিনি আমার কথায় প্রীত হন, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করি না॥ ২৪॥

২৫। শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠতে হি যঃ।
সাংবৎসরং তস্য পুণ্যং বিলয়ং যাতি পুত্রক॥

হে পুত্র! যে ব্যক্তি পরম-পাবন শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ দেখিয়া নিজ আসন হইতে উত্থিত না হয়, তাহার এক বৎসরের সমস্ত কর্ম্মের পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়॥ ২৫॥

২৬। শ্রীমদ্ভাগবতং দৃষ্ট্বা প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥
সম্মানয়েত তং দৃষ্ট্বা ভবেৎ প্রীতির্ম্মমাতুলা ॥

যিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত দর্শনে উঠিয়া দাঁড়ান এবং অভিবাদনাদিদ্বারা সম্মান প্রদর্শন করেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করি ॥ ২৬ ॥

২৭। দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ প্রক্রমেৎ সম্মুখং হি যঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥

যিনি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্রসর হন, তাঁহার প্রতিপদক্ষেপেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৭ ॥

২৮। উত্থায় প্রণমেদ্ যো বৈ শ্রীমদ্ভাগবতং নরঃ।
ধন-পুত্রাংস্তথা দারান্ ভক্তিঞ্চ প্রদদাম্যহম্ ॥

যিনি শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনে উত্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করেন, আমি তাঁহাকে ধন, স্ত্রী, পুত্র ও মদ্ভক্তি প্রদান করিয়া থাকি ॥ ২৮ ॥

২৯। মহারাজোপচারৈস্তু শ্রীমদ্ভাগবতং সুত।
শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা তেষাং বশ্যো ভবাম্যহম্ ॥

হে পুত্র! যাঁহারা মহারাজোচিত দ্রব্য-সামগ্রীসমূহদ্বারা ভক্তির সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথা শ্রবণ করেন, আমি তাঁহাদিগের বশীভূত হই ॥ ২৯ ॥

৩০-৩১। মমোৎসবেষু সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা মম প্রীত্যৈ চ সুব্রত ॥
বস্ত্রালঙ্করণৈঃ পুষ্পৈর্ধূপ-দীপোপহারকৈঃ।
বশীকৃতো হ্যহং তৈশ্চ সৎস্ত্রিয়া সৎপতির্যথা ॥

হে সুব্রত! যিনি আমার ব্রত-পর্ব্বসমূহের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল উৎসবে আমার প্রীতির নিমিত্ত বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি উপহার অর্পণপূর্ব্বক অত্যুত্তম শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ ভক্তির সহিত শ্রবণ করেন, পতিব্রতা স্ত্রী যেরূপ সচ্চরিত্র স্বামীকে বশীভূত করেন, ঐ ব্যক্তিও তদ্রূপ আমাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকেন ॥ ৩০-৩১ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রথম হইতেই যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষের কৃষ্ণনামে অনন্যশ্রদ্ধা থাকে, তাঁহাদের পক্ষে প্রক্রিয়া পৃথক্। তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় নামতত্ত্ববিদ্-গুরুকে আশ্রয় করেন। (১) নামতত্ত্ববিৎ গুরুর অধিকার শ্রীমহাপ্রভু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। (২) নামতত্ত্বে দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা না থাকিলেও নামতত্ত্বগুরু স্বতঃসিদ্ধ। নামাক্ষর সর্ব্বত্র লাভ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা বিশুদ্ধভক্তগুরুকৃপাতেই উদ্ঘাটিত হয়। গুরুকৃপাতেই নামাভাসদশা দূর হয় এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।

নামতত্ত্ববিৎ গুরুপদাশ্রয়

নামভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী। যেহেতু তাঁহারা নামস্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নামাভাস প্রায় হয় না। তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রেমাকৃকৃক্ষু। কৃষ্ণে প্রেম, শুদ্ধবৈষ্ণবে মৈত্রী, কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবে কৃপা এবং জ্ঞান-লবদুর্ব্বিদগ্ধ ভগবচ্ছক্তীমূর্ত্তিবিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যবহার। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব তারতম্যবিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন। (৩) মধ্যমাধিকারী প্রেমাকৃকৃক্ষু ভক্ত ত্রিবিধ

নামাভাস

---

(১) বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিদতেমোতি যঃ॥
স্বরূপমত্র নামরূপগুণলীলাত্মকং ভগবৎস্বরূপং চিন্ময়ম্।

(২) কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ (শ্রীধরস্বামী)

(৩) অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

বৈষ্ণবের প্রতি ত্রিবিধ ব্যবহারদ্বারা অতিশীঘ্র প্রেমারূঢ় বা উত্তমভক্ত হইয়া উঠেন। (১) মধ্যমাধিকারী ভক্তই সঙ্গযোগ্য পুরুষ।

প্রেমারুরুক্ষু মধ্যমাধিকারী ভক্ত নামসংখ্যা করিতে করিতে রাত্র-দিবসে তিনলক্ষ নাম করেন। নামে এত আনন্দ হয় যে, নাম ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শয়নাদিসময়ে সংখ্যানাম হয় না বলিয়া শেষে অসংখ্য নাম করিতে থাকেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী যেরূপ শ্রীনামের অর্থ করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ ভাবনা করিতে করিতে নরস্বভাবের যে-সকল অনর্থ আছে, তাহার ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃতি হইতে থাকে। (২) নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে কৃষ্ণের চিন্ময়রূপ নামের স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যরূপে উদিত হয়। যত নাম শুদ্ধরূপে উদিত হইয়া রূপসাক্ষাৎকৃতির সহিত ভজন হইতে থাকে, ততই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ চিত্তে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণসকল উদিত হন। নাম-রূপ-গুণ—তিনের ঐক্যে যত বিশুদ্ধ ভজন হইতে থাকে, ততই সহজসমাধিযোগে অমল চিত্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। সংখ্যাযুক্ত বা অসংখ্য নাম জিহ্বায় কীর্ত্তিত হয়, মনশ্চক্ষে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়, চিত্তে কৃষ্ণগুণগণ লক্ষিত হয় এবং সমাধিস্থ আত্মায় কৃষ্ণলীলা আসিয়া প্রস্ফুটিত হয় (৩)। সাধকের পাঁচটী দশা ইহাতে লক্ষিত হয়।

সাধকের পঞ্চবিধ দশা

১। শ্রবণ-দশা, ২। বরণ-দশা, ৩। স্মরণ-দশা, ৪। আপন-দশা, ৫। প্রাপণ-দশা (৪)।

---

(১) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ। (ভাঃ ১১।২।৪৬)
কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদি-শূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা। (উপদেশামৃতে)

(২) যদ্যপি শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদ্যুদয়তে, তদেব নামরূপেণ বাগাদ্যাবিতি স্থিতম্। তস্মান্নামনামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব। (ভগবৎসন্দর্ভ ১০১)

(৩) "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্, শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণ-স্ফূর্ত্তিষেব লীলানাং স্ফুরণং ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬ অনু)

(৪) এবং নামান্বিতো বিদ্বান্ শ্রবণাদিদশাক্রমাৎ।
লভেৎ কৃপাবলান্বিষ্ণোর্বস্তুসিদ্ধিং সতাং পরাম্।

সুযোগ্য গুরুর নিকট যে সাধন ও সাধ্যবিষয় শ্রবণ করা যায়, তৎকালে যে সুখময় দশা হয়, তাহাকে শ্রবণ-দশা বলা যায়। নামাপরাধশূন্য নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে যত কথা আছে (১) এবং নামগ্রহণ করিবার প্রণালী ও যোগ্যতা-সমুদয় শ্রবণদশায় লাভ হয়। তাহাতেই নামের নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি উদিত হয়।

১। শ্রবণ-দশা

যোগ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট নামপ্রেমগ্রথিত মালা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিষ্য পরম-সন্তোষে শ্রীগুরুচরণে শুদ্ধভজনাঙ্গীকাররূপ বরণ গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর নিকট শক্তিসঞ্চার প্রাপ্ত হন, তাহারই নাম বরণদশা।

২। বরণ-দশা

স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি—এই পাঁচটী নামস্মরণের প্রক্রিয়া। নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রম হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণনিত্যলীলা সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ (২) হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই—সহজ পরমহংস।

৩। স্মরণ-দশা

৪। আপন-দশা

পরে কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগমন-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নাম-ভজনের চরম ফল।

৫। প্রাপণ-দশা

সুযোগাদ্দেশিকাদ্ যদ্বৎ সাধ্যস্য সাধনস্য চ।
তত্ত্বাদিশ্রবণং তদ্ধি শ্রবণং কীর্ত্তিতে বুধৈঃ॥
সাধ্য-সাধনয়োঃ শ্রুত্বা তত্ত্বমাত্মনিবেদনম্।
শ্রীগুরোশ্চরণে যত্তু তদেব বরণং স্মৃতম্॥
স্মৃতি-ধ্যান-ধারণা চ ধ্রুবানুস্মৃতিরেব হি।
সমাধিরিতি নামাদেঃ স্মরণং পঞ্চধা স্মৃতম্॥
স্বরূপসিদ্ধিমাপন্নং স্মরণং হ্যাপনং ভবেৎ।
তথাপি বর্ত্ততে দেহং স্থূললিঙ্গস্বরূপকম্॥
যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া লিঙ্গভঙ্গ এব ভবেৎ কিল।
তদা তু বস্তুসম্পত্তিসিদ্ধিরেব সুনির্ম্মলা॥ (শ্রীধ্যানচন্দ্রঃ)

(১) যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৬)

(২) মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

প্রেমারুরুক্ষু সকলেই কি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? উত্তর এই যে, গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থই হউক অথবা সন্ন্যাসই হউক, যে আশ্রম তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়া তিনি ভজন করিবেন। যাহাকে প্রতিকূল দেখিবেন, সেই আশ্রম তিনি তৎকালে পরিত্যাগ করিবেন (১)। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্র আলোচনীয়। তাঁহারা সকলেই সহজপরমহংস। গৃহস্থ-আশ্রমে পূর্ব্বকালে ঋভু প্রভৃতি অনেকের এইরূপ পারমহংস্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে, গৃহস্থ-আশ্রমকে ভজনের প্রতিকূল দেখিয়া শ্রীরামানুজস্বামী, শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী মহোদয়গণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরু-স্বরূপ

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম-বিচার, জ্ঞান-বিচার ও ভক্তি-বিচারে শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদিগণ বস্তুমাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নহেন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিমার্গ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব **অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত** অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যাদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ (ভাঃ ৮।৩।২০)
ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ (ভাঃ ১।৫।২২)

(১) ভয়ং প্রমত্তস্য বনেঽপি স্যাদ্ যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্॥ (ভাঃ ৫।১।১৭)

একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে **পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট**। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ব বিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টী ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান—(১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, (৪) স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, (৫) গদাধরাদি নিজ-শক্তি-তত্ত্ব, (৬) স্বয়ং ভগবান্-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্; কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশস্বরূপ এবং গুরুদেব এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাসতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁর কিঙ্কর।

(চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এই সকল পদ্য কৃষ্ণ এবং গুরুদেব-সম্বন্ধেও আলোচ্য। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন নাই; কিন্তু ভগবদ্‌বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্‌দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত-দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ-দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন।

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবগোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা-সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টি-ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩০।৩৮) হইতে গুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা এই—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্‌তমং ত্বাদ্যঃ গতিং গতাস্ম॥

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্‌তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরু। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্।

প্রাচীনবর্হি-তনয় প্রচেতোগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতোগণ রুদ্র-গীতদ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। প্রচেতোগণ বলিলেন,—"হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গ-প্রভাবে অত্যন্ত দুঃশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে ভিষক্-শ্রেষ্ঠ আদ্যগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি।" এই শ্লোকে প্রচেতোগণ তাঁহাদের গুরু শিবকে ভগবান্ কৃষ্ণের সখা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগ-জনের রাগানুগ-মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নমু মনঃ ॥

(শ্রীলদাস গোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর-পরিচর্য্যা এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম জানিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

—এস্থলে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ-প্রভু বিষ্ণু-তত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণের ঝারি করি', রাধাকুণ্ডের জল পূরি',
দুঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।
সে-সম্বন্ধ নাহি যাঁ'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার ॥

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(গুর্ব্বষ্টক ৭ম শ্লোক)

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক জানিতে হইবে, তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌর-পার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র

গোস্বামী শুদ্ধভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমহাপ্রভু-শেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌর-নির্ম্মাল্যদ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগনের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌর-প্রসাদদ্বারা শ্রীগুরুদেব-প্রমুখ ভক্তগনের ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে।

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'হরিনাম চিন্তামণি'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্য-প্রভু॥

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধন-মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

এ সম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণব-সন্দর্ভ-নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে আমরা পাইয়াছি। এই পত্র-সম্বন্ধে কোনস্থানে লিখিত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ। তত্রস্থ অদৃষ্টচর নবীন মত একটী আমাদের অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়। কতিপয় শুদ্ধ-বৈষ্ণব ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে শ্রীগুরুনিষ্ঠা (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণ জানিতেন না। তাহা এই—"সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন? শিখাইলেন—শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু।"

কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের আশ্বাস-বাণী নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ভক্তিবিরোধী মন্ত্রজীবিগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ-ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দুঃখ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,— কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও, ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হইলে গুরু হন, জানা গেল।

পারমার্থিক-শাস্ত্রে লিখিত আছে,—শ্রীগুরু তিন প্রকার—**শ্রবণ-গুরু, ভজন-শিক্ষা-গুরু** এবং **মন্ত্র-গুরু**। বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু বা শ্রবণ-গুরু অনেকস্থলে ভজন-শিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন।

শিক্ষা-গুরু অনেক হইলে ও আগম-মন্ত্র-শাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত-গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। **তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদি-গণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই স্বীকার করেন না।** শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিনিষ্ঠা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে, যথা রজনীথণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্র-ত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্ব্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদিপরস্পরপৃথগ্ভূতরশ্মি পরমাণুরূপা-বিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষা। ন ক্ষমন্তে ইত্যুভয়ন্তত্রং। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপা-বিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি, তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১৫ সংখ্যা)

শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরু-কৃপা) মহৎ-কৃপা-বিশেষ দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে ঈশ্বর-বস্তুতে বিশেষ-ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন "বন্দে গুরূন্" প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুত্বয়, ভক্তাবতার, প্রকাশ।
শক্তি,—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩২)

—এই মহদ্বাক্য হইতে জানা যায় যে, **শক্তিগত-ভেদ নিত্য।** তাহা ভাষা-বিকাশ-কৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু গুরুতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ—উভয় পাঠকই সহজেই বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন, কিন্তু শ্রীভগবদ্-দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত-ব্যবহার করিলে কৃষ্ণ-প্রসাদ কোন-কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্য-রূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময়বুদ্ধি করিবে। গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছাবান্, যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীব-হিংসাপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মন্ত্রজীবী অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্, অমর্ত্ত্য, অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশ-ভুবন-বন্দ্য

শ্রীভগবৎপার্ষদ্‌বর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুগ বর্ত্তমান এবং ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি স্বরূপ-দামোদর এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব 'মনঃশিক্ষা'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগণভেদী চীৎকার কখনও সুফল উৎপাদন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, পরমপ্রিয়; সুতরাং মুকুন্দ নহেন। শ্রীল প্রভু নরোত্তমদাস তদীয় প্রার্থনায় "নিতাই-পদ-কমল" প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন। তাহাতে তাত্ত্বিক-বৈষ্ণব-মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিদ্‌শক্তি-মূলে নিত্য-বিরাজমান; কেবল সম্বিৎ-শক্তি-পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল-সহজিয়া-মত হইয়া যাইবে। যতীন্দ্র শ্রীমৎ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে।

"শ্রীমহাপ্রভু-শেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।"

এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, স্বার্থান্ধ হইয়া শ্রীগুরু-সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটী উপ-সম্প্রদায়ের নির্জ্জীব-ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপ-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে এই শ্রীগুরুদেব স্বার্থান্ধগণকে নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করুন,—এই আমাদের প্রার্থনা।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত "ফেডারেটেড্ ইণ্ডিয়া"-নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সুশিক্ষিত সম্পাদক মহাশয় অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নামক ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থ-সম্বন্ধে যাহা-লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীশঙ্করের প্রচারিত 'মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বলা হইয়াছে বলিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—কেবলাদ্বৈতবাদ-

বিদ্যালয়ের যে কোনও ছাত্র ঐ কথার খণ্ডন করিতে পারেন। যে যুক্তিদ্বারা তাঁহারা খণ্ডন করিবেন, তাহা উল্লেখ করিলে ভাল হইত। তাহা হইলে সেই বিষয় আলোচনা করিবার আমাদেরও সুবিধা হইত।

বাস্তব-সত্যের অবরোহ বা অবতরণে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে আমরা শ্রীব্যাসদেবের সুসিদ্ধান্তের নিকট অবশ্যই মস্তক অবনত করিব। বিভিন্ন অধিকারীর অধিকার বিবেচনা করিয়া তিনি বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণের চরমতত্ত্ব অবধারণে অসুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি 'ব্রহ্মসূত্র' প্রণয়ন করেন। এই ব্রহ্মসূত্রেও অনেকের পক্ষেই অভীষ্ট ফল প্রসব করিবেন না, বিবেচনা করিয়াই পরমদুঃখী শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-নামক অমল-প্রমাণযুক্ত গ্রন্থরাজ রচনা করেন। এই গ্রন্থরাজ অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের নিকট পাঠ করিলে অবশ্যই জানা যায় যে, বেদের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের শক্তি স্বীকৃত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃত বিগ্রহও স্বীকৃত হইয়াছেন। বেদমতে ঈশ্বর ও জীব—যুগপৎ স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ নিত্য ভিন্ন ও নিত্য অভিন্ন। ফলতঃ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই সিদ্ধান্ত না করিয়া লক্ষণা-বৃত্তির সাহায্যে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন। জীবের চিন্ময় সত্তা বুঝাইবার জন্য 'তত্ত্বমসি'-বাক্যটী বেদের এক প্রদেশে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা বেদের মহাবাক্য নহে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ঐ বাক্যকেই মহাবাক্য ধরিয়াই অন্যান্য মন্ত্রসমূহের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্ত-স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, কপিলাবস্তুর শাক্যসিংহ-প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধবাদ ও শাঙ্কর মায়াবাদে বিশেষ ভেদ নাই। শাক্য-সিংহ বেদবিধি না মানায় বৈদিক আর্য্যগণ তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন।

মায়াবাদিগণ মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও বস্তুতঃ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অস্বীকার করিয়া নাস্তিক্যবাদই প্রচার করিতেছেন। বৌদ্ধগণ বরং মুখেও বেদ না মানিয়া তাঁহারা যে নাস্তিক, তাহা স্পষ্টভাবেই জানান। কিন্তু মায়াবাদিগণ আস্তিক্যের ভান দেখাইয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেন তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় নহে কি? সকলেই জানেন, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

পদ্মপুরাণেও মহাদেব-বাক্যে ঐ জন্যই স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে,—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকে আমরা ভগবদ্ভক্ত শঙ্কর রূপেই জানি। মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার দোষ দেই না। কারণ তিনিও শ্রীভগবানের ইচ্ছায়ই ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবগণের বিমোহন-নিমিত্ত ঐ কার্য্য করিয়াছেন। যথা, পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেবপ্রতি শ্রীভগবানের উক্তি,—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বন্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

যাঁহারা অক্ষজজ্ঞানগরিমায় ভগবত্তত্ত্বকে তাঁহাদের জ্ঞানের অধীন করিতে চাহেন, সেই সকল ব্যক্তিকে বিমোহিত করিবার জন্যই আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদরূপ নাস্তিক্যবাদ প্রচার। ভগবদ্ভক্তগণ মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণ করুন, ইহা কখনও বিষ্ণুভক্ত শঙ্করের ইচ্ছা হইতে পারে না। কারণ তিনিও বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদবাঞ্ছারূপ দুরাশাপ্রসূত অভিমানদ্বারা আচ্ছন্ন হইতে হয়, তৎফলে জীবের সর্ব্বনাশ, শুদ্ধভক্তির বিলোপ ও প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরকে অস্বীকারই করা হয়।

শুদ্ধভক্তগণ জানেন যে, শক্তি-পরিণামবাদই 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁহাতে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত এবং শক্তিসমূহ যাঁহার অধীন, এতাদৃশ শক্তিসমূহের প্রভুই ঈশ্বর। ঈশ্বরে—অনন্তরূপে বিরাজমান নিত্যানিত্য শক্তি, আত্মনাত্মশক্তি প্রভৃতি যুগপৎ অবস্থিতি যে সম্ভব, তাহা অক্ষজজ্ঞানিগণ জড়বদ্ধাবস্থায় বুঝিতে পারেন না। মানব জড় অহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা-কল্পনাদ্বারা বিপুল জ্ঞান করিয়া শক্তিরাহিত্যরূপ যে একটী অবস্থাকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করেন, তাহা চিন্ত্য-শক্তির প্রকারভেদ মাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়া বুঝিতে গেলে বিবর্ত্তবাদের দিকে দৃষ্টি যায়। কিন্তু ঈশ্বরত্বে যে অচিন্ত্য নিত্য শক্তিমত্তা নিহিত, তাহা বুঝিতে পারিলে বহিরঙ্গ-শক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞানগম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়।

কোনও মণিতে এরূপ শক্তি আছে যে, মণি স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও নিজ মণিত্বকে অন্যপ্রকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করে না। স্বর্ণসৃষ্টির পূর্ব্বে মণি যেরূপ ছিল, স্বর্ণ-প্রসবের পরেও তদ্রূপই আছে। স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত করিবার প্রণালী যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন স্বর্ণদ্বারা স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত হয়, কিন্তু প্রস্তুতের পর স্বর্ণটা সমস্তই বিশুদ্ধ অবস্থায়ই পাওয়া যায়। প্রাকৃত বস্তুতে যদি এই প্রকার গুণ দেখা যায়, তাহা হইলে অপ্রাকৃত অচিন্ত্য সচ্চিদানন্দ ভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তি পরিচালনা করিয়া তাদৃশ শক্তিকে গুণময় জগদ্রূপে পরিণত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? বস্তুতঃ ঈশ্বর নিজের অন্যতম শক্তিকে বিকারমত জগদ্রূপে পরিণত করিয়াও নিজ স্বরূপকে বিকাররহিত রাখিতে পারেন, এই নিত্যশক্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান—এই সুসিদ্ধান্ত মানিলে, পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বর বিকারী হইবেন—এই প্রকার জড়চিন্তাস্রোত আমাদিগকে আর গ্রাস করিবে না, আমরা মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ করত বিবর্ত্তবাদ স্থাপনেও প্রয়াসী হইব না এবং মায়াবাদ যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা জানিয়া তৎপ্রতি দূর হইতেই দণ্ডবৎ-বিধানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির চরণ আশ্রয় করিব।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

গোরা-কৃপা

অপার করুণাময়, অনাথতারণ প্রভু, জয় জয় গোরা দীনবন্ধু,
রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথবন্দিত অভয়চরণকৃপাসিন্ধু।
প্রেম ভাব ঘূর্ণিত, আঁখিযুগ পূর্ণিত,
ছলছল জলভারে, ভুজযুগ উদ্ধরে,
বাহ্যে শ্রীরাধাভাব হরিরূপ অন্তরে।
দীনজন দুঃখে, নীরধারা চক্ষে,
পথে যান চলি' প্রভু কিছু নাহি লক্ষ্যে।
উদ্দাম নর্ত্তন, আঁখিনীরে কর্দ্দম,
ধরাতল, ব্রজভাবে মাঝে মাঝে বিভ্রম।

পথি মাঝে দৃশ্যে, পড়ে যত নিঃস্বে,
সবে কৃপা করি' প্রভু তারিলেন বিশ্বে।
তার্কিক ভণ্ড, পাতকী পাষণ্ড,
সবে হরিনাম দানে তরিলেন দণ্ড।
প্রকাশ-আনন্দে, বিচার প্রবন্ধে,
পরাজিত করি' দিলা ভকতি গোবিন্দে।
যাবতীয় বর্ণে, বলিলেন ধর্ম্মে,
হরিনাম পরিমল পান কর কর্ণে।
যাবে শোক-দুঃখ, নিত্য ত্রিলক্ষ,
গাহিবি ত্যজিয়া আশা লভিবারে মোক্ষ।
এই হরিমন্ত্রে, বাঁধি হৃদিযন্ত্রে,
প্রেমরস সরগ্রাম ভকতির তন্ত্রে।
জপ গাহ নিত্য, তোরা হরিভৃত্য,
তবে কেন হরি-ত্যজি' ভজিবি অসত্য।
মায়িক প্রপঞ্চে, বাসনা যে সঞ্চে,
আপন বাসনা বসে আপনা প্রবন্ধে।
ত্যজি' মিছে ছল রে, সদা হরি বল রে,
নামফলে হবে ক্রমে ভজনা প্রবল রে।
কত শত ধৃষ্ট, বলি' রাধাকৃষ্ণ,
প্রভুর কৃপায় হল ভকত গরিষ্ঠ।
পুনরপি মর্ত্ত্যে, পারে যাতে করতে,
সকলে শ্রীহরি-সেবা মায়া পরিবর্ত্তে।
এই কথা নিত্য, কহে মম চিত্ত,
উপায় ভাবিয়া দেখি গোরা কৃপা সত্য।
ভকত নরোত্তম, সীতাপতি-অর্চ্চিত,
শ্রীগোরা মাধব ব্রজচন্দ্র।
সেই নর পৃথিবীতে পশুসম করে বাস,
যেনা ভজে সে পদারবিন্দ॥

—শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়

ক্ষীরসমুদ্র-মন্থন ও লক্ষ্মী প্রভৃতির উদ্ভব

[বিষ্ণুপুরাণাবলম্বনে লিখিত]

একদা শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা-ঋষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানক-পুষ্পের একটী দিব্যমালা দেখিতে পাইলেন। বিপ্র মালাটী অতিশোভন দেখিয়া সেই বিদ্যাধরীর নিকট উহা প্রার্থনা করেন। বিশালাক্ষী বিদ্যাধরাঙ্গনা সাদরে প্রণিপাতপূর্ব্বক মালাটী তাঁহাকে অর্পণ করিলে তিনি উহা গ্রহণ ও মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক মেদিনী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐরাবতস্থিত শচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখিয়া দুর্ব্বাসা-মুনি স্বমস্তক হইতে খুলিয়া উক্ত মালা দেবরাজকে দিলেন।

মদান্ধ উন্মত্ত ঐরাবত শুণ্ডদ্বারা আঘ্রাণ করিয়া সেই মালা ধরণীতলে ফেলিয়া দিলে দুর্ব্বাসা-ঋষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেবরাজকে কহিলেন,—"ঐশ্বর্য্যমত্ত দুরাত্মন্ বাসব! তুমি অতি গর্ব্বিত হইয়াছ যে, আমার দেওয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূতমালাকে তুমি অভিনন্দন করিলে না। তুমি ইহাকে 'প্রসাদ' বলিয়া প্রণিপাত করিলে না এবং মস্তকেও ধারণ করিলে না। রে মূঢ়! তুমি আমার প্রদত্ত এই মালাকে সম্মান করিলে না, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। হে দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর ভয় প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই আমাকে অবমাননা করিতেছ। মহেন্দ্র ত্বরান্বিত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণিপাত-পুরঃসর নিষ্পাপ দুর্ব্বাসা-মুনিকে অনুনয় করিতে থাকিলেও তিনি শক্রকে ক্ষমা করিলেন না।

তদবধি শক্রসহিত ভুবনত্রয় নিঃশ্রীক, অপধ্বস্ত এবং ওষধি ও লতা-বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় না, তাপসগণ তপস্যা করেন না, কোনও ব্যক্তি দানাদি-ধর্ম্মে মনোযোগ করে না। লোভাদিদ্বারা উপহতেন্দ্রিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং স্বল্পবিষয়ে অভিলাষ করিতে লাগিল। যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য, সেইস্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই অনুগামী; যাহারা নিঃশ্রীক, তাহাদের সত্ত্ব কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতীত গুণসকলই বা কোথায় হইতে পারে? গুণ ব্যতিরেকে জীবের বল-শৌর্য্যাদির অভাব হয়, বল-শৌর্য্যাদি-বিবর্জ্জিত ব্যক্তি সকলেরই লঙ্ঘনীয়। প্রথিত ব্যক্তিও লঙ্ঘিত হইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ শ্রীহীন ও সত্ত্ববর্জ্জিত হইলে, দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলোদ্যোগ করিতে লাগিল। লোভাভিভূত সত্ত্ববর্জ্জিত

দৈত্যসকল শ্রীহীন দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ দৈত্যদিগের দ্বারা বিজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহের শরণ লইলেন।

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা পরাবরেশ অসুরদমন প্রণতার্ত্তিহর বিষ্ণুর শরণাগত হও। তিনি তোমাদের শ্রেয়বিধান করিবেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরগণকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদসিন্ধুর উত্তরতীরে গমন করেন। সমস্ত ত্রিদশ-সমবেত পিতামহ ইষ্ট বাক্যে পরাগতি শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। শঙ্খচক্রধর ভগবান্ পরমেশ্বর দেবগণকে দর্শনদান করিলে তাঁহারা কহিলেন,—"হে প্রসন্নাত্মন্! প্রপন্ন আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। হে নাথ! স্বশক্তি লক্ষ্মীদ্বারা সকলের তেজ বর্দ্ধন কর।"

প্রণত অমরগণ-কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া বিশ্বকৃৎ ভগবান্ প্রসন্ন-নয়নে বলিতে লাগিলেন,—"হে দেবসকল! তোমাদের তেজের পুষ্টিসাধন করিব; আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরাব্ধিতে সকল ওষধি আনিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক এবং মন্দরকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া আমার সাহায্যে অমৃত মন্থন কর। সাহায্যের নিমিত্ত দৈত্যদিগকে সামপূর্ব্বক বল যে, "তোমরা সমান ফলভাগী হইবে। সমুদ্র মথিত হইলে যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলবান হইব।" তৎপরে আমি এরূপ করিব যাহাতে দেবদ্বেষিগণ অমৃত না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয়।

দেবদেব এইরূপ বলিলে সুরগণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান্ হইলেন। দেব-দৈত্য-দানবেরা নানা ওষধি আনয়ন করত শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্ম্মলকান্তিবিশিষ্ট ক্ষীরাব্ধিপয়োমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক মন্দরকে মন্থান ও বাসুকিকে নেত্র করিয়া সত্বর অমৃত মন্থন আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবতাসকলকে বাসুকির পূর্ব্বকায়ে নিযুক্ত করিলেন। অসুরেরা সেই ফণীর শ্বাসবহ্নিদ্বারা নষ্টকান্তি হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং তাহার মুখের নিশ্বাস-বায়ুদ্বারা ক্ষিপ্ত মেঘসকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতাসকল আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপী হইয়া ক্ষীরোদ-মধ্যে ভ্রাম্যমান মন্থানাদ্রির অধিষ্ঠান হইলেন। চক্র-গদাধর অন্যরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর একরূপে দৈত্যমধ্যে থাকিয়া সর্পরাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকেশব সুরাসুরের অদৃষ্ট অন্য এক বৃহৎরূপে শৈলের উপরিভাগ আক্রমণ করিয়া

রহিলেন। বিভু হরি তেজদ্বারা নাগরাজকে আপ্যায়িত এবং অন্য তেজদ্বারা দেবগণকে পুষ্ট করিলেন।

তদনন্তর দেব-দানবকর্ত্তৃক ক্ষিরাব্ধি মথ্যমান হইলে প্রথমে হবির্ধাম সুরপূজিতা সুরভি উৎপন্না হইলেন। তখন দেব-দানব আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তল্লোভাকৃষ্টমনা এবং নিষ্পন্দলোচন হইলেন। তদনন্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ "ইহা কি" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মদাঘূর্ণিতলোচনা বারুণী দেবী জন্মিলেন। তৎপরে ক্ষীরোদ হইতে দেবস্ত্রী-নন্দন পারিজাত-তরুগন্ধে জগৎ বাসিত করিতে করিতে উত্থিত হইল। তৎপরে ক্ষীরসিন্ধু হইতে রূপৌদার্য্য-গুণযুক্ত পরমাদ্ভুত অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। তাহার পর শীতাংশু হইলেন, তাঁহাকে মহাদেব গ্রহণ করেন এবং নাগসকল ক্ষীরোদ-সমুত্থিত বিষ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইলেন। তখন দৈত্য-দানবেরা সুস্থমনস্ক এবং মুনিগণের সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর দেদীপ্যমান কান্তিমতী বিকশিত-কমলে স্থিতা ধৃতপঙ্কজ লক্ষ্মীদেবী সেই পয়ঃ হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীসূক্ত তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্ব্বসকল তাঁহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন। ঘৃতাচী প্রমুখ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। গঙ্গাদি সরিৎসকল স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন এবং দিগ্‌গজগণ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইলেন। ক্ষীরোদ রূপধারী হইয়া তাঁহাকে অম্লানপঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা অঙ্গে বিভূষণ করিয়া দিলেন। তিনি স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা ও দিব্যমাল্যাম্বরধরা হইয়া সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে শ্রীহরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন। হরি-বক্ষঃস্থলস্থিতা সেই লক্ষ্মী দেবগণকে অবলোকন করায় তাঁহারা পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

বিষ্ণু-পরাঙ্মুখ বিপ্রচিত্তি-পুরোগম দৈত্যগণ লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পরম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সেই দৈত্যগণ ধন্বন্তরি-হস্তস্থিত কমণ্ডলু ধারণ করিল, তাহাতে অমৃত ছিল। তখন বিভু বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ ও তাহাদিগকে মায়াদ্বারা প্রলোভিত করিয়া সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করত দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন। শক্রাদি সুরগণ অমৃত পানপূর্ব্বক উদ্যতায়ুধ-নিস্ত্রিংশ হইয়া দৈত্য-দিগকে আক্রমণ করিলেন।

অমৃতপানে বলবান দেবগণ-কর্ত্তৃক দৈত্যচমূ বধ্যমান হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেবতাগণ আনন্দিত হইয়া শঙ্খ-

চক্র-গদাভৃৎকে প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সূর্য্য প্রসন্নদীপ্তি হইয়া স্ববর্ত্মে গমন ও জ্যোতির্গণ যথামার্গে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিভাবসু চারুদীপ্তিতে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত ও ত্রিদশশ্রেষ্ঠ শক্রও পুনর্ব্বার শ্রীমান্ হইলেন। শক্র পুনর্ব্বার ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ায় দেবরাজ্যে স্থিত ও সিংহাসনগত হইয়া পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীকে স্তব করিয়াছিলেন,—

"সর্ব্বভূতের জননী, অজসম্ভবা, উন্নিদ্রপদ্মলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে আমি নমস্কার করি। অয়ি লোকপাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা ও সরস্বতী। অয়ি শোভনে! দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা। তুমিই আন্বিক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্য রূপে এই জগৎ পূরিত। দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী গদাভৃৎ দেবদেবের সর্ব্বযজ্ঞময় যোগিচিন্ত্য শরীরে বাস করে? হে দেবি! তুমি পরিত্যাগ করায় সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ইদানীং তোমাদ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইল।

অয়ি মহাভাগে! তোমার দৃষ্টিমাত্রে মনুষ্যদিগের দারা, পুত্র, আগার, সুহৃদ্ ও ধন-ধান্যাদি হইয়া থাকে। দেবি! তোমার দৃষ্টিদৃষ্ট পুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অরিপক্ষক্ষয় ও সুখ কিছুই দুর্ল্লভ নহে। তুমি সর্ব্বভূতের মাতা ও দেবদেব শ্রীহরি পিতা; তোমাদের উভয়ের দ্বারাই সমগ্র চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত।

অয়ি সর্ব্বপাবনি! আমাদের কোষ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না। অয়ি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়ে! আমার পুত্রগণ, সুহৃদ্বর্গ, পশু ও বিভূষণসকল ত্যাগ করিও না। অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ত্ব, সত্য, শৌচ, শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে। তুমি শুভদৃষ্টি করিলে নির্গুণ পুরুষেরাও সদ্যঃ শীলাদি অখিলগুণ, কুল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়। হে দেবি! তুমি যাহাকে নিরীক্ষণ কর, সে শ্লাঘ্য, সে গুণী, সে ধন্য, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমান্, সে শূর এবং বিক্রান্ত। অয়ি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, তাহার শীলাদি সকল গুণ সদ্যই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে পদ্মাক্ষি দেবি! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ করিও না।

সর্ব্বভূতস্থিতা শ্রীদেবী এইরূপে সম্যক্ সংস্তুতা হইয়া, সকল দেবের সাক্ষাতে শতক্রতু ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে শক্র! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলাম, ইষ্টবর গ্রহণ কর; আমি তোমার বরদা হইয়া এখানে আসিয়াছি। ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! যদি আমার বরদা হও, যদি আমি বরলাভের যোগ্য হই, তবে তুমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও না,—এই আমার প্রধান বর প্রার্থনা। অয়ি অজসম্ভবে! আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে তোমার স্তব করিবে তাহাকে তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না। শ্রীদেবী কহিলেন, হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ বাসব! স্তোত্রারাধনে তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে যে বর দিলাম তাহাতে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিব না এবং যে এই স্তোত্রদ্বারা সায়ং ও প্রাতে আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতি আমি পরাঙ্মুখী হইব না। পুরাকালে মহাভাগা শ্রীদেবী স্তোত্রারাধনে তুষ্টা হইয়া দেবরাজকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন।

ভৃগুপত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রীদেবী, দেব-দানবের যত্নে অমৃতমন্থনে পুনর্ব্বার প্রসূতা হন। জগৎস্বামী দেবদেব শ্রীজনার্দ্দন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীদেবীও তদ্রূপ। শ্রীহরি যখন আদিত্য (শ্রীবামনদেব) হইয়াছিলেন, তখন পুনশ্চ শ্রীপদ্ম হইতে উদ্ভূতা হন। যখন ভার্গব রাম হন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন। শ্রীরাঘবত্বে সীতা, শ্রীকৃষ্ণলীলায় রুক্মিনী ও অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মায়া-মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মতনু ত্যাগ করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম শ্রবণ বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে, তাহার গৃহে তাবৎকাল শ্রীহীনতা হয় না। যে গৃহে এই স্তব পঠিত হয়, তথায় কনহাধারা অলক্ষ্মী কদাচ থাকে না। শ্রীদেবী পূর্ব্বে ভৃগুসুতা হইয়া, পরে যেরূপে ক্ষীরাব্ধিতে জন্মিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইল। সকল বিভূতিপ্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রমুখোদ্গত এই লক্ষ্মীস্তব এই পৃথিবীতে যাঁহারা অনুদিন পাঠ করেন, তাঁহাদের কদাচ অনক্ষ্মী থাকে না।

জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণুপত্নী শ্রী নিত্যা; বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, ইনিও সেইরূপ। বিষ্ণু অর্থ, ইনি বাণী। ইনি নীতি, হরি নয়। বিষ্ণু বোধ, ইনি বুদ্ধি; বিষ্ণু ধর্ম্ম, ইনি সৎক্রিয়া; বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি। শ্রী ভূমি, হরি ভূধর; ভগবান্ সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি। শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম; ইনি যজ্ঞ, উনি দক্ষিণা। এই দেবী আজ্যাহুতি, জনার্দ্দন পুরোডাশ। লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগংশ। লক্ষ্মী চিতি, হরি যূপ। শ্রী ইধ্যা, ভগবান্ কুশ। ভগবান্ সামস্বরূপী, কমলালয়া উদ্গীতি। লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ

বাসুদেব হুতাশন। কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তৎপ্রভা। বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা শাশ্বততুষ্টিদা স্বধা। শ্রী আকাশ, সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু অতি বিস্তর অবকাশ। শ্রীধর শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাঁহার কান্তি। লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেষ্টা, হরি সর্ব্বত্রগ বায়ু। গোবিন্দ জলধি, শ্রী তদ্বেলা। লক্ষ্মী ইন্দ্রানী, মধুসূদন দেবেন্দ্র। চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কললালয়া ধূমোর্ণা। শ্রী ঋদ্ধি, দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনেশ্বর। মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী, কেশব স্বয়ং বরুণ। শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি। লক্ষ্মী কাষ্ঠা, উনি নিমেষ। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত, ইনি কলা। লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্ব্বেশ্বর হরি প্রদীপ। জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমসংহিত। শ্রীবিভাবরী, চক্রগদাধরদেব দিবস। বরপ্রদ বিষ্ণু বর, পদ্মবনালয়া বধূ। ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপ-সংস্থিতি। পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা। লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ লোভ। লক্ষ্মী-গোবিন্দই রতি ও রাগ। দেব-তির্য্যঙ্ মনুষ্যদিগের মধ্যে পুরুষ-নামে ভগবান্ শ্রীহরি এবং স্ত্রী-নামে লক্ষ্মী দেবী। উভয় ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

—শ্রীনীলাদ্রিকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

প্রশ্নের সদুত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর]

কলিকালে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন। শাস্ত্র স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন,—

"কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥" (চৈঃ ভাঃ)

"হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥" (চৈঃ চঃ)

"ভক্তি সাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন॥" (চৈঃ চঃ)

"কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥"

এখানে 'প্রচার' শব্দে কেবলমাত্র সংখ্যা রাখিয়া জপের কথা বলা হয় নাই, পরন্তু 'প্রচার' শব্দ সর্ব্বজীবের নিকট কীর্ত্তনের আদেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাই নাম-সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম।

"কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নাম সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎ প্রেম সম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥"

[নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কারণ তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তনই শীঘ্র প্রেম-সম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ। অতএব উহাই ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।] (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৮৫)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম আজ্ঞাটি প্রচার করিবার সময় বলিয়াছেন,—

"কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।
* * * *
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ-ধন-প্রাণ ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥" (চৈঃ ভাঃ)

কলিসন্তরণ-উপনিষদে কথিত হইয়াছে ;—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥"

অর্থাৎ—'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলি কলুষনাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের প্রধান সাতটী ফল বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি কৃষ্ণনামের আনুষঙ্গিক ফল—মুখ্যফল একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীমদ্ভাগবতেরও প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। নামের সম্প্রকাশিত অবস্থায় কৃষ্ণ নামে প্রণব অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব নামের প্রথম অবস্থা ওঁকার অপেক্ষাও সম্প্রকাশিত অবস্থায় 'কৃষ্ণ' শব্দ যে অধিক মাহাত্ম্যযুক্ত, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

(গ) কৃষ্ণনামের আগে ওঁ উচ্চারিত হয় না। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও ভজন করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামই ক্রমশঃ বিকশিত ও পূর্ণ বিকশিত হইয়া রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলারূপে প্রকাশিত হন এবং বস্তুসিদ্ধিকালে স্বরূপ-বিলাস প্রদর্শন করান।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম।
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ॥

*　　*　　*

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজরূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ পাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥"

শ্রীল দ্বিজ চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!"

"হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র জপকারীর কৃষ্ণপ্রেম হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,— "কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি, গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৪০)

অর্থাৎ—"কৃষ্ণসেবা-ব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ হইয়া অর্থাৎ প্রেম লাভ করিয়া দ্রবচিত্ত হন এবং উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষা-শূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান, কখনও নৃত্য করেন।"

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণ নামাষ্টকের ৪র্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

"যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতি নিষ্ঠয়পি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥"

অর্থাৎ "অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়,—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।"

এতদ্‌প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের মূল পুরুষ জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশরত্ন-সমূহের মধ্যে কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি;—"নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনারা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি করতলগত হয়। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজের অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধ-রূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উদিত হইয়া 'নাম' উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান।

'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট।

শ্রীনাম করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপাতেই সব হইবে। শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলনদ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন।

হরিনাম গ্রহণ ছাড়া অন্য Alternative আছে,—ইহা তর্ক পন্থা।"

কৃষ্ণনাম মায়াতীত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত শব্দ যত মধুর হউক, তাহা বারংবার উচ্চারিত হইলে তাহার মাধুর্য্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে। কিন্তু অপ্রাকৃত মধুর নামের ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত পরিলক্ষিত হইবে। শ্রীনাম যত কীর্ত্তিত হইবে, ততই শ্রীনামের মাধুর্য্য অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। তাই অপ্রাকৃত নাম নিরুপাধিক আত্মার আহার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন,—ভগবান্ নিজনামে তাঁহার সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাচ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় না দিয়া বাচকস্বরূপ "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"—এই কথা বলিয়া সংকীর্ত্তনের জয় দিয়াছেন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্তবের উপসংহার করিয়াছেন। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শিবানন্দ সেনের কুক্কুর সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।—

"আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাইয়া করিলা মোচন॥" (চৈঃ চঃ)

এক্ষণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে কুক্কুর খাদ্য খাইতে লাগিল ও ঐ ঘটনার পর কুক্কুরটি অন্তর্হিত হইল। ইহাতে কৃষ্ণনামের আগে ওঁ উচ্চারণের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 'ভজন-প্রণালী' সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নামের আগে 'ওঁ' উচ্চারণ হওয়ার বিষয় উল্লিখিত নাই।

"অন্তর্ম্মুখ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম পায়।
কৃষ্ণনাম প্রভাবেতে কৃষ্ণধামে যায়॥
নাম ত' অখণ্ড রস কলিকা তাহার।
কৃষ্ণ-আদি সংজ্ঞারূপে বিশ্বেতে প্রচার॥
স্বল্পস্ফুট কলিকা সে রূপ মনোহর।
শ্রীগোলোকে বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর॥
সৌরভিত কলিকা সে চতুঃষষ্টিগুণ।
প্রকাশে নামের তত্ত্ব জানেন নিপুণ॥
পূর্ণ প্রস্ফুটিত নাম-কুসুম সুন্দর।
অষ্টকাল নিত্যলীলা প্রকৃতির-পর॥

জীবে নামরূপোদয়ে স্বরূপ-হ্লাদিনী।
সম্বিতের সারযুতা ভক্তি-স্বরূপিনী॥
আবির্ভূত হয়ে নামে প্রস্ফুটিত করি'।
রসের সামগ্রী প্রকাশয়ে সর্ব্বেশ্বরী॥
বিশুদ্ধ চিন্ময় জীব লভিয়া স্বরূপ।
সেই রসে প্রবেশয় এই অপরূপ॥
রসের বিভাব সেই তত্ত্ব আলম্বন।
তদাশ্রয়— ভক্ত, তদ্বিষয়—কৃষ্ণধন॥
নাম করে অবিরত ভক্ত মহাশয়।
কৃপা করি' রূপ-গুণ-লীলার উদয়॥
উদ্দীপন কৃষ্ণরূপ-গুণাদিক যত।
আলম্বন-উদ্দীপন বিভাবে সংযুত॥
বিভাব সম্পূর্ণ হৈলে অনুভাব হয়।
প্রেমের বিকার সব শুদ্ধ প্রেমময়॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক ক্রমে উদিত হইলে।
স্থায়ী ভাব রস হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
সেই রস সর্ব্বসার—সিদ্ধিসার জানি।
পরমপুরুষ অর্থ সর্ব্বশাস্ত্রে মানি॥" (হঃ চিঃ)

আশা করি উপর্য্যুক্ত অবস্থায় আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত
—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং), তাং—২৬।৬।১৯৮৮]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করেছেন। তাঁর বাল্যকাল, পৌগণ্ডকাল এবং কৈশোরকাল ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। বাল্যকাল পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত, পৌগণ্ডকাল দশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং এগার থেকে পনের বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোরকাল। আমরা এখানে পৌগণ্ডকালেরই একটা

ইতিহাস আলোচনা করব। যখন তাঁর বয়স সাত বৎসর তিন মাস, সেই সময় তিনি যে লীলা করেছেন, তার প্রসঙ্গ এখানে বর্ণনা করব। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এটাকে বলা হয়—'গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তন'।

ব্রজবাসিগণ ব্রজের কল্যাণের জন্য ইন্দ্রপূজা করতেন। ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে দিয়ে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা-প্রবর্ত্তন করলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবাসিগণ আধিকারিক দেবদেবীগণের পূজা করতেন—প্রমাণ রয়েছে, যদিও সনাতন শাস্ত্রে দেবতান্তরের উপাসনা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সনাতন ধর্ম্ম একেশ্বর-বাদের কথাই বিশেষভাবে প্রচার করেছেন, তথাপি সেই প্রেমময় ভগবানের ভক্তগোষ্ঠী হিসাবে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী-বিচারে দেবদেবী-গণকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে।

দেবরাজ ইন্দ্রদেব একসময় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পরম-ভজনীয় বস্তু, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ কৃষ্ণের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁকে দুর্ব্বিনীত, বাচাল, বৃদ্ধাভিমানী বলে গালাগালিও দিয়েছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ তারই সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন—এই অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই প্রসঙ্গ পরীক্ষিত মহারাজের নিকট বর্ণনা করছেন।—

যার মাত্র ৭ দিন পরমায়ু, সেই ব্যক্তি ভাগবত-কথা—শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শুনতে বসেছেন রাজকার্য্য ছেড়ে দিয়ে। রাজা বোকা নন, বিশেষ বুদ্ধিমান্। আবার তিনি তত্ত্বদর্শী ও পরম ভক্ত। যদিও তিনি ঋষিগণের কাছে ব্যবস্থা চেয়েছেন—'সাত দিনের মধ্যে আমাকে ভগবান্ পেতে হবে, তারই ব্যবস্থা দিন আপনারা।' ঋষিগণ সেক্ষেত্রে চরম ব্যবস্থা দিয়েছেন—ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ করুন। এই শ্রবণের দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা লাভ হবে, দর্শন লাভ হবে আপনার। সেই ব্যবস্থা পেয়েছেন এবং সেই ব্যবস্থানুসারে তিনি ভাগবত-কথা শুনতে বসেছেন।

তদ্গতচিত্ত রাজা পরীক্ষিতের ভগবৎকথা শ্রবণ করতে করতে তাঁর সংসারের অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা নাই। ভগবানের প্রতি তাঁর চিত্তবৃত্তি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে থেকে তিনি যখন ভাগবত-কথা শ্রবণ করছিলেন তখন তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আহার সব বর্জ্জন করেছিলেন। কখন তক্ষক-সর্প এসে তাঁকে দংশন করেছে, তা তিনি জানতে, বুঝতে পারেন নাই। দেহস্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। প্রাকৃত জগতে আমাদের যে খাওয়া, থাকা, পরা নিয়ে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ঠিক সেই

চিন্তাটা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন এবং ভগবানে তন্ময় হয়েছেন। যদি আমরাও এইরূপ অবস্থা যে কোন ভাবে লাভ করতে পারি, তাহলে আমাদের কল্যাণ। গৃহে, মঠ-মন্দিরে, বৃক্ষতলে—যেখানেই থাকি না কেন এই পরিবেশ যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের বাস্তব কল্যাণ। সেইটাই শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিচ্ছেন জগৎকে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ সব রকম ধরণের আসক্তি বর্জ্জন করে ভগবানে সমস্ত আসক্তি সমর্পণ করেছেন। তাই শুধু শ্রবণাঙ্গ সাধনের দ্বারাই তাঁর ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়েছে। সেইটাই হল উদাহরণ। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, *অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্ত্যঙ্গ যাজনের কথা* ভাগবতে আছে। তন্মধ্যে শ্রবণরূপ ভক্ত্যঙ্গের যাজনদ্বারাই মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানকে লাভ করেছেন। শুকদেব গোস্বামী এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করছেন পরীক্ষিৎ রাজের কাছে।—

শ্রীশুক উবাচ,—ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংবৃতঃ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্॥

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে ব্রজে বাস করতে করতে একদিন দেখতে পেলেন গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করেছেন।

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্॥

সর্ব্বভূতান্তর্যামী, সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ জানতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন এটা ইন্দ্রযাগের আয়োজন হয়েছে। বুঝতে পেরেও তিনি বৃদ্ধ গোপগণের নিকট জিজ্ঞাসা করছেন। নন্দরাজা—কৃষ্ণের পিতাও সেখানে আছেন। বিনয়াবনতভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। 'বিনয়াবনতভাবে' কথাটা বলা আছে। Arrogance নাই সেখানে। হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করছেন। যিনি নিখিল-লোকসাক্ষী, জগতের অখিল লোকশিক্ষক, আদবকায়দা ত' তাঁর সব জানা আছে। তাই Etiquette দোরস্ত ভগবান্ কৃষ্ণ উপর ওয়ালা Guardian-এর সঙ্গে কিরূপ সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতে হবে তা তাঁর জানা আছে—বিনয়াবনতভাবে, হাতযোড় করে, করযোড়ে।

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো বা উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ॥
এতদ্ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ।

কৃষ্ণ পিতার কাছে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করছেন। আপনাদের

এই যে উদ্‌যোগ এটা কোন্ বিষয়ের জন্য? আয়োজন ত' দেখছি বিরাট্, কিসের জন্য? যদি যজ্ঞের জন্য হয় তবে সেই যজ্ঞের ফল কি? দেবতাই বা কে? কোন্ অধিকারী ব্যক্তি কোন্ দ্রব্যদ্বারা এই যজ্ঞ করবেন?—এ সমস্ত বিষয় আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুন। আমার পরম কৌতূহল হচ্ছে। অতএব হে পিতঃ! শ্রবণেচ্ছু আমার নিকট সমস্ত বিষয় বিস্তারিত বলুন।

পিতা কিন্তু ছেলেটাকে ভালভাবেই চেনেন। যে ছেলে প্রশ্ন করছে তাকে, পিতা তাঁর মহিমা-মাহাত্ম্য ভালভাবেই জানেন। আগে হয় ত' জানতেন না, কিন্তু গর্গঋষি এসে যখন ছেলের নামকরণ করেছেন সেই সময়ই জানাজানি হয়ে গেছে। গর্গঋষি বলছেন, দেখ নন্দরাজ তোমার ছেলের নামকরণ করতে এলাম, কিন্তু বসুদেবের পুত্রের নামকরণ সহজসাধ্য হয়েছে আমার পক্ষে। তিনটী নাম দিয়েছি তাকে—(১) বলদেব, (২) বলরাম ও (৩) সঙ্কর্ষণ। এ তিনটী নাম দেওয়া হয়েছে তাঁকে খুব সহজ সরলভাবে।

তোমার ছেলের নামকরণ করতে গিয়ে আমি হিম্‌সিম্ খাচ্ছি। আমি ধ্যানেতে জানতে পারছি,—তোমার এই পুত্র সত্যযুগে ব্রহ্মচারিমূর্ত্তি ধারণ করে—তপস্যামূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জগৎকে তপঃ শিক্ষা দিয়েছেন। ত্রেতাযুগে যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ করে যাগযজ্ঞের দ্বারা সকলে কল্যাণ লাভ করবে—শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার এই ছেলে বর্ত্তমানে কৃষ্ণরূপতা প্রাপ্ত হয়েছেন। আবার তোমার এই ছেলে কলিকালে পীত-গৌররূপ পরিগ্রহ করবেন।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্যগৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এর কি নাম হবে আমি ঠিক চিন্তা করে পাচ্ছি না। আমি যত নূতন নূতন নামগুলো মনে করছি সব নামগুলো একটা নামে চাপা পড়ে যাচ্ছে। কি নাম সেটা?—'কৃষ্ণ' নাম। অন্য কোন নূতন নাম তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। "কৃষ্ণ-নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।" শেষকালে তিনি বললেন,—আমি আর অন্য কোন নাম খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার এই ছেলে পুরাণ-পুরুষ। যাকে তুমি বাচ্চা বলে মনে করছ সে বাচ্চা নয়। সমগ্র জগতের মধ্যে ইনি সবথেকে বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি, বৃদ্ধতম—এর থেকে বৃদ্ধ কেউ নেই। অভিজ্ঞতাও বহুপ্রকার এঁর। এঁর যে পুরানো নাম সেইটা রাখা হল। আমি আর অন্য কোন নাম খুজে না পেয়ে এঁর 'কৃষ্ণ' নামই রাখলাম।

সেই যে কৃষ্ণ, যাঁর নামকরণের শেষে গর্গঋষি বলেছেন,—হে নন্দরাজ!

তোমার এই ছেলের দয়ায়, আশীর্ব্বাদে সমগ্র গোকুলবাসী, ব্রজবাসী ও বিশ্বের সকলেই কল্যাণ লাভ করবেন। পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামে বারবার করে যখন দেবতাগণ পরাজিত হচ্ছিলেন অসুরগণের কাছে, সে সময় তোমার এই ছেলের সাহায্যে, শুভাশীর্ব্বাদে দেবতারা জয়লাভ করেছিলেন। এঁকে যারা ভালবাসবে তাদের সবথেকে বেশী কল্যাণ হবে। স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ তোমার ঘরে এসেছেন। এঁকে আদর-যত্নে পালন-পোষণ করবে, কখনও অযত্ন, অবজ্ঞা করো না। গর্গঋষি এই কথা বলে চলে গেছেন। তারপর থেকে নন্দরাজ ও নন্দগৃহিণী যশোদা বুঝতে চেষ্টা করেছেন—কে তার ঘরে ছেলে হয়ে এসেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ এসেছেন, এ চিন্তাটা মাঝে মাঝে এলেও কিন্তু এ ভাবটা তাঁরা রাখতে পারছেন না। কেন?—বিশুদ্ধবাৎসল্যে ছেলের যে ঐশ্বর্য্য আছে, সেটা বিশ্বাস করার কথা নয়। একথা বিশ্বাস করেছেন বসুদেব-দেবকী। যার জন্যে ভাগবতে বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়,—বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে চার পাঁচটী ক্ষেত্রে তাঁরা হাতযোড় করেছেন পুত্রের কাছে। ঘটনা-পরম্পরা যা ঘটেছে তাতে ঐশ্বর্য্যভাবে আকৃষ্ট বসুদেব-দেবকী পুত্ররূপী কৃষ্ণ-বলদেবের কাছে হাতযোড় করছেন, স্তব-স্তুতি করছেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ বাৎসল্য-স্নেহের কাছে ওসব ভাব পরাজিত। সেখানে নন্দ-যশোদার চিন্তায় হও না কেন তুমি স্বয়ং ভগবান্, যখনই তুমি আমাদের পুত্রত্ব স্বীকার করে এসেছ, তখন Guardian আমরা, দুষ্টুমি করলে শাসন করব আমরা, ছাড়ব না। এটা বিশুদ্ধ বাৎসল্যের লক্ষণ। সেখানে ঐশ্বর্য্যভাব শিথিল। যেখানে বাৎসল্যপ্রেম আছে, সেখানে ঐশ্বর্য্যভাব তাঁদিগকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এই বিশুদ্ধ-বাৎসল্যরসের সাধনা করছেন যাঁরা—সেই নন্দ-যশোদা, তাঁদের ঐ পুত্র বুদ্ধিটা আছে, নারায়ণ বুদ্ধিটা আসছে না। তথাপি মাঝে মাঝে আসে, উঁকিঝুঁকি মারে।

এখানে নন্দ মহারাজ জানেন তার ছেলেটাকে। সেই ছেলেটা যে প্রশ্নগুলো করেছে, তার উত্তর দিতে হবে অনেক যুক্তিসহকারে। ঐ কৃষ্ণরূপ যে পুত্র, তাঁর যুক্তি জানা আছে, তত্ত্বসিদ্ধান্তও ভালরূপ জানে; Logic ভাল পড়া আছে। কি উত্তর দেবেন, নন্দরাজ বুঝে উঠতে পারছেন না। যা-তা উত্তর দিলে এ ছেলে শুনবে না। সেইজন্য তিনি একটু চিন্তা করছেন।

এতগুলো প্রশ্ন করার পর কোন উত্তর না পেয়ে কৃষ্ণ আবার বলছেন,—

"নহি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ।"

বাবা! এতগুলো প্রশ্ন করলাম, একটাও প্রশ্নের উত্তর ত' পেলাম না। কি ব্যাপার বল দেখি, তুমি কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না। পিতাকে মৌন দেখে কৃষ্ণ বলছেন,—যারা সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান-রহিত, মৈত্রী উদাসীন ও বিদ্বেষ ভাবরহিত, এইরূপ সাধুগণ জগতে কোন কর্ম্মই গোপন করেন না। আমি জগতের যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁকে পিতা বলে মেনেছি। আমার পিতা নন্দরাজ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন, সমদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান-রহিত—এ আমার নিজের ও আমার পর, এ আমার শত্রু ও আমার মিত্র—এ ভেদ নাই তাঁর মধ্যে। এইরূপ যে সাধু তিনি ত' জগতে কোন কর্ম্ম গোপন করেন না। বাবা! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন কিছু গোপন করতে যাচ্ছ।

জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ যথা নাবিদুষো ভবেৎ॥

যারা ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন তারা উদাসীন ব্যক্তিকে যদিও শত্রুর ন্যায় বর্জ্জন করেন, তথাপি সুহৃদ্‌জনকে আত্মতুল্য বিশ্বাস করেন। আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ করে পুত্র-কন্যা সন্তানগণকে বিশ্বাস করেন। আমি আপনাদের সুহৃৎ বলে আমার নিকট মন্ত্রণা গোপন সঙ্গত নয়। কৃষ্ণ বলছেন,—আমি ত' তোমাদের সুহৃৎ, তা আমার কাছে তোমাদের মন্ত্রণা গোপন করে কি লাভ হবে? বাবা! তুমি কিছু গোপন করতে চাচ্ছ—মনে হয়। আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম সেগুলোর ত' উত্তর দিচ্ছ না। এতে সন্দেহ হচ্ছে আমার। উত্তর কেন দেবে না তুমি? যা হউক একটা উত্তর ত' তুমি দিতে পার। আমি যখন তোমাদের একান্ত অনুগত সুহৃৎ, আত্মীয়, পরমাত্মীয়, সর্ব্বোপরি সন্তান, তার চেয়ে আর বড় কুটুম কে আছে? আমার কাছে গোপন করা উচিত নয়।

এ কথা শুনেও যখন নন্দরাজ কোন উত্তর দিচ্ছেন না, তখন কৃষ্ণ আবার বলছেন,—জগতের কোন কোন লোক কর্ত্তব্যবিষয়ে ফলাদি অবগত হয়ে কর্ম্মাচরণ করেন, আবার কেহ হয় ত' কর্ম্মের ফলটা না জেনে কর্ম্ম শুরু করেন। বল ত' বাবা কার কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয়?—যারা কর্ম্মের ফলটা জেনে শুনে কর্ম্ম আরম্ভ করেন, তাদের কর্ম্মটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। অতএব আপনাদেরও গতানুগতিকমার্গে না চলে সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে বিচার করে কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। গতানুগতিকমার্গে চলছেন পিতা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ, সেটা কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন। তাই এখানে 'গতানুগতিকমার্গ' কথাটি এসেছে।

'গতানুগতিকমার্গটা' কি ?—আমি বা আমরা কিছু বুঝি না, তবে আরও পাঁচজন করছে, ঐ দেখাদেখি আমরাও কিছু করি—একেই বলে গতানুগতিকমার্গ। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজের

১ম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

গত ৮ই কার্ত্তিক ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, ইং ২৬শে অক্টোবর ১৯৮৭, সোমবার গৌর-চতুর্থী-তিথিতে নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত বরেন্দ্রনগরস্থ পরলোকগত সৌরেন্দ্র নারায়ণ বসু (ইঞ্জিনিয়ার) মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী বসু ও তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীঅনির্ব্বাণ বসুর একান্ত যত্নাগ্রহে তাঁহাদের বাসভবনে শ্রীমৎ ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজের প্রথম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ পুরী মহারাজের আশ্রিত সেবকগণ ও অন্যান্য ভক্তগণের উপস্থিতিতে উক্ত বিরহ-সভা সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী ও তাঁহার পুত্র উক্ত মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।

প্রকাশ থাকে যে, গত ৮ই কার্ত্তিক ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, ইং ৫ই নভেম্বর ১৯৮৬, বুধবার গৌর-চতুর্থী-তিথিতে রাত্রি ৮-২০ মিনিটে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। গত ৯।৮।১৩৯৩ (ইং ২৬।১১।১৯৮৬) তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ কতিপয় সেবকসহ, সপুত্র শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী ও স্থানীয় অপরাপর সেবকগণের বিশেষ অনুরোধে রাণাঘাটস্থ বরেন্দ্রনগরে শুভ পদার্পণ করেন। পরদিবস দ্বিপ্রহরে বিরহসভায় কীর্ত্তনাদি ও সন্ন্যাসি-সেবকগণের বক্তৃতান্তে সভাপতি-মহারাজ পূজ্যপাদ পুরী মহারাজের সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের স্নেহ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ ও সম্পর্কের কথা আলোচনা করিলে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ অভিভূত হন। সভাশেষে দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপ্ত হইলে পূজনীয় পুরী মহারাজের সমাধিস্থানে মহাপ্রসাদ সমর্পিত ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। বলাবাহুল্য, শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী

এই মহোৎসবেরও যাবতীয় সেবার দায়িত্ব বহন করেন। সন্ধ্যায়ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বিরহ-সভায় শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠের (মায়াপুর) প্রতিষ্ঠাতা



শ্রীমদ্ ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ

শ্রীমৎ শান্ত মহারাজের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডি-যতি শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীগৌর-গদাধর আশ্রমের (মায়াপুর) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ রসানন্দ বন মহারাজ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজের শিষ্য—শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী

(শান্তিপুর), শ্রীস্বরূপানন্দ দাসাধিকারী (রাণাঘাট), শ্রীমৎ শান্ত মহারাজের প্রিয়সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ দাস ব্রহ্মচারী (বিনয়), শ্রীপ্রাণগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী, শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী (রাণাঘাট), শ্রীসুন্দরগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী (ফুলিয়া) এবং রাণাঘাটের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ—শ্রীভুবনী ব্যানার্জ্জী (সিদ্ধান্তপাড়া), শ্রীরাধারমণ সরকার (বরেন্দ্রনগর), শ্রীআশুতোষ কুণ্ডু (শ্রীনগর পল্লী) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমৎ পুরী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম—উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা-নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। তিনি অল্পবয়সেই বাগবাজারস্থ (কলিকাতা-৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তিনি "শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী" নাম প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থানপূর্ব্বক বিভিন্ন সেবার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। কখনও কখনও তিনি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের সহিত থাকিয়া বিভিন্নস্থানে প্রচার ও পাঠ-বক্তৃতাদি করিতেন। শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনা ও পাঠ-বক্তৃতাদিতে তাঁহার বিশেষ যত্নাগ্রহ ও অধিকার ছিল। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা তাঁহাকে "ভক্তিবারিধি" উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইং ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের তিরোধান-লীলা প্রকাশের পর, তিনি শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সেবানুগত্যেই অবস্থান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম-বার্ষিক বিরহ-সভায় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ (শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী) ২৩।১২।১৯৩৭ তাং এ "শ্রীল প্রভুপাদ ও চিন্ময় বস্তুর আবির্ভাব-তিরোভাব" সম্বন্ধে যে দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়ের' পাঠকগণ ইহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়া (এপ্রিল ১৯৪০) তিথিতে অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ৩৩।২, বোসপাড়া লেনের (কলিকাতা) ভাড়াবাড়ীতে তাঁহার মঠ ও মিশনের "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" নামকরণ করেন। এই নামকরণ ও প্লাকার্ড ছাপাইবার ব্যাপারে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ হইতে চলিয়া আসিয়া তিনি ১৫বি, গোবিন্দ আঢ্য রোড, চেতলায় (কলিকাতা-২৭) অবস্থান করিতে থাকেন। ১৯৬৭ খৃঃ রাণাঘাটে

জমি সংগ্রহপূর্ব্বক ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠবাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য চালাইতে থাকেন এবং ১৯৭১ সালাত নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ হয়। ঐ সময়ে শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী-নামক কোন সেবকব্রুবের দুর্ব্যবহারে শ্রীপাদ মহারাজ তাঁহার মঠ-মন্দিরের অংশবিশেষ বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। ১৯৭৫ সালে শ্রীসুরেন্দ্র নারায়ণ বসু মহাশয় মহারাজের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহার গৃহের অংশবিশেষ ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ১৯৭৯ সালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও নাবালক পুত্রের দায়িত্বও মহারাজের উপর অর্পণ করেন। দেহরক্ষার পূর্ব্বপর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্যদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ স্নেহ-প্রীতির সুসম্পর্ক ছিল এবং শ্রীসমিতিকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

পরলোকে শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ

অত্যন্ত বেদনা-ভারাক্রান্ত অন্তরে জানাইতেছি যে, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অনুগৃহীত প্রবীণ শিষ্য **শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ** বিগত ১৩ ত্রিবিক্রম, ৩১শে বৈশাখ, কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে গমন করেন। দেহরক্ষাকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল প্রায় ৭০ বৎসর।

শ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের দেহরক্ষাকালে মঠে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ নিকটস্থ এক গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিতেছিলেন। তিনি শ্রীল বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ-সংবাদ শুনিবামাত্র ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গোধূলী-লগ্নে যথারীতি মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। বাবাজী মহারাজকে প্রসাদি মাল্য অর্পণ ও আরতি করিয়া শয়ন-দোলাসহ শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শোভাযাত্রাসহ জাহ্নবী-পুলিনে "শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে" লইয়া যাওয়া হয়। সমাধির স্থান যথারীতি প্রস্তুত হইলে আশ্রমবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে সাত্বত-বিধানানুযায়ী সৎক্রিয়াসার-দীপিকাবলম্বনে

বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ শ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের সমাধিকৃত্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীমৎ বাবাজী মহারাজ ছিলেন একজন নিষ্কপট নিরভিমান বৈষ্ণব। এককথায় তিনি ছিলেন অজাতশত্রু ও সকলের নিকট আনন্দের খোরাক-স্বরূপ। সর্ব্বদাই কপর্দকশূন্য হইয়া নামানন্দে বিভোর থাকিতেন—ইহাও তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই নামানন্দের মধ্যেও তিনি ছিলেন সেবার এক মূর্ত্ত-বিগ্রহ। শ্রীনামগ্রহণ অথবা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অনুকূলে সেবা-ব্যস্ততাই তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। তাঁহার জীবনের শেষপ্রান্তে দেখা যাইত—তিনি কখনও কখনও ভাবে বিভোর হইয়া ৪।৫ দিনও জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু শ্রীহরিবাসর-তিথি (একাদশী) আগত হইলে তাহা তিনি যেন কিভাবে জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন এবং উহার পালনে কোনরূপ বিঘ্ন বা ব্যতিক্রম না ঘটে, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য তীব্রতর। তিনি সকল একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতেন।

শ্রীমৎ বাবাজী মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) যশোহর জেলার গঙ্গানন্দপুর গ্রামে আনুমানিক ১৩২৫ বঙ্গাব্দে আবির্ভূত হন। তিনি কিশোর বয়সেই ত্যক্তাশ্রমীর জীবনে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মচারীকালে তিনি "শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী"-নামে পরিচিত ছিলেন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অর্থাৎ শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক আচার্য্যকেশরী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে বেষাশ্রয় করিয়া "শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ"-নামে পরিচিত হন। ইনিই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক প্রভুবরের নিকট হইতে শেষ বেষাশ্রয় প্রাপ্ত হন।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ২৪।৫।৮৮) মঙ্গলবার, দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে (নবদ্বীপ) বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠেও তাঁহার বিরহ-মহোৎসব হইয়াছিল। বিরহ-সভায় বৈষ্ণবগণ শ্রীমৎ বাবাজী মহারাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। তিনি আজ আমাদের জড় দৃষ্টির অন্তরালে গেলেও তাঁহার জীবন-দীপশিখা যেন আমাদের সংসার রণাঙ্গনে চলার পথে পাথেয়-স্বরূপ হয়—ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা।

—জনৈক বিরহী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২০শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

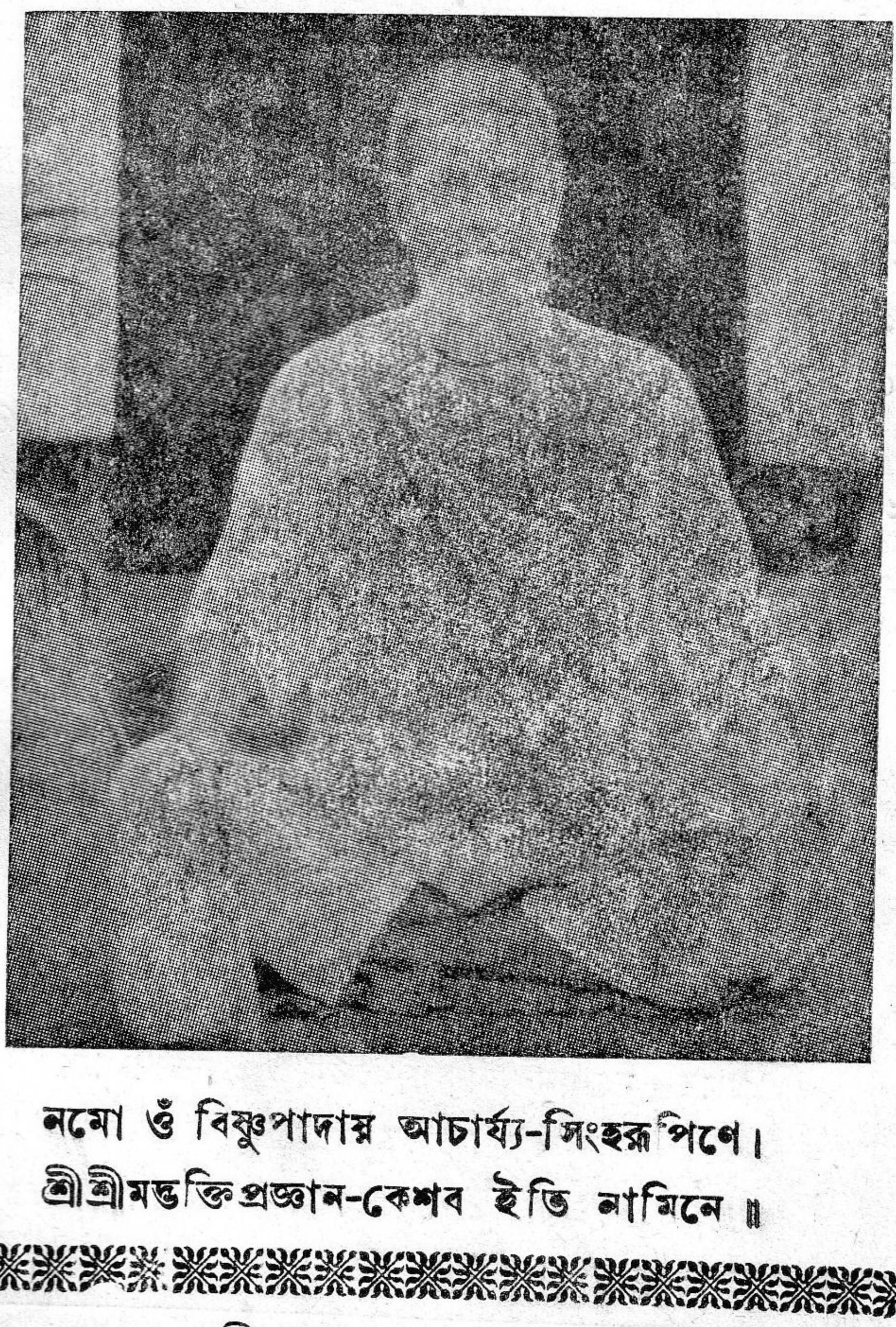

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন—২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ৮ই কার্ত্তিক, '৯৫ (ইং ২৫।১০।৮৮) মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২০শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

ইতি—৩রা ভাদ্র, ১৩৯৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

৮ই কার্ত্তিক (ইং ২৫।১০।৮৮) মঙ্গলবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ সম্পাদক"-এর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ২২ পদ্মনাভ, সঙ্কর্ষণ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৯৫, ইং ১৭।১০।৮৮ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে প্রথমেঽধ্যায়ে]

১। সচ্চিদানন্দ-রূপায় বিশ্বোৎপত্ত্যাদি-হেতবে।
তাপত্রয়-বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নুমঃ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, বিশ্বের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতু এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারণ করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আমরা স্তবমুখে প্রণাম করি॥ ১॥

২। যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥ ২॥

একাকী বনে গমন করায় অনুষ্ঠানহীন যে শুকদেবকে বিরহকাতর ব্যাসদেব 'পুত্র পুত্র' বলিয়া আহ্বান করায় শুকভাবময় বৃক্ষসমূহও প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, যোগবল-প্রভাবে সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত সেই শুকদেব মুনিকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

৩। নৈমিষে সূতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্।
কথামৃত-রসাস্বাদ-কুশলঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

ভগবৎকথামৃত-রসের আস্বাদনে নিপুণ মুনিশ্রেষ্ঠ শৌনক একদা নৈমিষারণ্যে অবস্থিত মহামতি শ্রীসূতকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—॥ ৩ ॥

শৌনক উবাচ,—

৪। শ্রেয়সাং যদ্ভবেচ্ছ্রেয়ঃ পাবনাঞ্চ পাবনম্।
কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং শশ্বৎ সাধনং তদ্ বদাধুনা ॥ ৭ ॥

শ্রীশৌনক কহিলেন,—হে সূত! আপনি আমাকে এইরূপ কোন শাশ্বত সাধনের বিষয় বলুন, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণজনক, পরম পবিত্রকর এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করাইয়া দেয় ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ,—

৫। ভক্ত্যোঘ-বর্দ্ধনং যচ্চ কৃষ্ণ-সন্তোষ-হেতুকম্।
তদহং তেঽভিধাস্যামি সাবধানতয়া শৃণু ॥ ১০ ॥

(শ্রীসূত কহিলেন,—) যাহা ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধিত করে এবং যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার কারণ, আমি তোমাকে সেই সাধন বলিব, সাবধানের সহিত শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

৬। কাল-ব্যাল-মুখগ্রাস-ত্রাস-নির্ণাশ-হেতবে।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীশুকদেব কলিকালে জীবগণের কালরূপী সর্পের মুখগ্রাসরূপ-ভীতিনাশের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

৭। এতস্মাদপরং কিঞ্চিন্মনঃ-শুদ্ধ্যৈ ন বিদ্যতে।
জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যং তদা ভাগবতং লভেৎ ॥ ১২ ॥

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন সাধনা নাই। মানবের জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির উদয় হইলেই এই ভাগবতশাস্ত্র লাভ হয় ॥ ৭ ॥

৮। পরীক্ষিতে কথাং বক্তুং সভায়াং সংস্থিতে শুকে।
সুধা-কুম্ভং গৃহীত্বৈব দেবাস্তত্র সমাগমন্ ॥ ১৩ ॥

যে-সময়ে রাজা পরীক্ষিৎকে এই ভাগবতকথা বলিবার জন্য শ্রীশুকদেব সভায় বিরাজ করিতেছিলেন, তখন দেবতাগণ অমৃতকলস লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। (কোথায় কাঁচ, আর কোথায় মহামূল্য মণি! কোথায় সুধা, আর কোথায় ভাগবতকথা!—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক শ্রীশুকদেব দেবগণের প্রতি হাস্য করিলেন।) ॥ ৮ ॥

৯। অভক্তাংস্তাংশ্চ বিজ্ঞায় ন দদৌ স কথামৃতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতী বার্ত্তা সুরাণামপি দুর্ল্লভা ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকদেব দেবতাগণকে ভক্তিশূন্য জানিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত দান করিলেন না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতী বার্ত্তা দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ ॥ ৯ ॥

১০-১১। রাজ্ঞো মোক্ষং তথা বীক্ষ্য পুরা ধাতাপি বিস্মিতঃ।
সত্যলোকে তুলাং বদ্ধ্বাতোলয়ৎ সাধনান্যজঃ ॥ ১৮ ॥
লঘূন্যনানি জাতানি গৌরবেণ ইদং মহৎ।
তদা ঋষিগণাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ১৯ ॥

পুরাকালে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎকে মুক্ত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হন। তিনি সত্যলোকে তুলাদণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক সাধনসকলকে ওজন করিয়াছিলেন। অন্য সমস্ত সাধন তুলাদণ্ডে হাল্কা হইয়া গেল, কিন্তু নিজের মহত্ত্বের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা ভারী হইলেন। তখন ঋষিগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন ॥ ১০-১১ ॥

১২। মেনিরে ভগবদ্রূপং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
পঠনাচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো বৈকুণ্ঠ-ফলদায়কম্ ॥ ২০ ॥
সপ্তাহেন শ্রুতঞ্চৈতৎ সর্ব্বথা মুক্তিদায়কম্।
সনকাদ্যৈঃ পুরা প্রোক্তং নারদায় দয়াপরৈঃ ॥ ২১ ॥

ঋষিগণ সকলেই বুঝিলেন,—কলিকালে এই ভগবদ্রূপী শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের শ্রবণ-পঠনে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠগতি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ-বিধি-অনুসারে শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই মুক্তি দান করেন। (দেবর্ষি-শ্রীনারদ প্রথমে ইহা ব্রহ্মার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিলেও,) পুরাকালে দয়ালু সনকাদি ঋষিগণ শ্রীনারদ-ঋষির নিকট ইহা বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

পঞ্চম-ধারা

প্রেমারুরুক্ষু-পুরুষদিগের গতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

সাধক গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে যে ভক্তিলতা-বীজ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধালাভ করেন, তাহাতে বিশেষ যত্নসহকারে ফলোৎপাদন করিয়া লইবেন। একটী রূপকদ্বারা এই বিষয়টী শ্রীমহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাপ্তবীজকে (১) সাধক মালী হইয়া নিজ হৃদয়ে রোপণ করিবেন। সাধকের হৃদয়টী এখানে ক্ষেত্রস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষেত্রে বীজ-বপন বা রোপণ করিতে হইলে প্রথমেই ক্ষেত্রকে কর্ষণ, বপন ও রোপণের যোগ্য করা আবশ্যক। ভাগ্যবান্ জীব সদ্‌গুরুর নিকট যে ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছা পরিত্যাগের উপদেশ পাইয়াছেন, তাহার প্রতিপালনে সুন্দররূপ ক্ষেত্র-পরিষ্কার করিবেন। ইহাই সাধুসঙ্গের ফল। তৃণ অপেক্ষা আপনাকে হীন বলিয়া জানিবেন। তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতাগুণে হৃদয়কে অক্ষোভিত করিবেন। স্বয়ং অমানী হইয়া সর্ব্বজীবকে যথাযোগ্য সম্মান

নাম-গ্রহণের অধিকারী

---

(১) ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতীমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি' যায় পাতা॥
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥

করিবেন। এই প্রকার স্বভাব (১) হইলে হরিনাম গ্রহণের অধিকার হয়। এই সাধনই ক্ষেত্র পরিকারের কার্য্য। অশ্ব-বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু তল্লক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে (২) গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, ইহাই যুক্তবৈরাগ্য। ইহাদ্বারাই ভজনের উপকার। শুষ্কবৈরাগ্যে ততদূর উপকার হয় না।

যুক্তবৈরাগ্য

সেই ভক্তিলতা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি জলের সেচনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভক্তিলতার চিন্ময়ধর্ম্ম এই যে, তাহা এই প্রাকৃতজগতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। চৌদ্দলোকময় এই জড়ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিয়া বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমে উঠিয়া পড়ে। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর এই জড়াতিক্রমধর্ম্ম। ভক্তের সামান্য চেষ্টা ও আগ্রহে স্বরূপজ্ঞান আসিয়া ভক্তের আত্মা ও ভক্তিলতাকে জড়াতীত চিন্ময় স্বীয় রাজ্যে নীত করে। ক্রমে পরব্যোমের উপরিভাগ গোলোক-বৃন্দাবনে নীত হয়। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষকে পাইয়া লতা বিস্তারিত হইয়া প্রেমফল ধারণ করে। মালী এখানে

ভক্তিলতা বৃদ্ধির উপায়

নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।
লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥
এই ত' পরমফল পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥ (চৈঃ চৈঃ মধ্য ১৯।১৫১-১৬৪)

(১) তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (শিক্ষাষ্টকে)
বাগ্বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
(উপদেশামৃতে)

(২) ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদ্ভাষনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ॥ (ভাঃ ১১।২০।১৯)

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল নিত্য সেচন করেন। বিরজা পার হইলে লতার আর অবনতির ভয় থাকে না। যে-পর্য্যন্ত ঐ লতাটী প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় এই জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে। জড়াতীত ভূমি লাভ করিলে লতাটী স্বীয় স্বভাব-মহিমাবলে অভেদ্য অচ্ছেদ্য হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। জড়মধ্যে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত মালীকে দুইটী বিষয়ে সাবধান হইতে হয়, যেন বৈষ্ণব-অপরাধ-হস্তী (১) আসিয়া ঐ লতাকে দলিত না করে। এজন্য নিঃসঙ্গে ভজনরূপ ও সাধু-আশ্রয়রূপ আবরণ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গে ঐ উৎপাত আসিতে পারে না। আর একটী সাবধানের কথা এই যে, লতা যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, ততই কুসঙ্গদোষে জড়জগতে ঐ লতার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি উপশাখা জন্মিতে থাকে। ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ কপটতা, শঠতা, ধূর্ত্ততা, জীবহিংসা, নিজলাভচেষ্টা, সম্মান ও প্রতিষ্ঠাবাসনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপশাখা জন্মিতে পারে (২)। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেকজলে ঐসকল উপশাখা বৃদ্ধি হইয়া মূলশাখার উন্নতি স্তম্ভিত করে।

উৎপাত-সমূহ

বৈষ্ণব-অপরাধ

নিষিদ্ধাচার

কপটতা প্রভৃতি

---

(১) তৃতীয়-বৃষ্টিতে সেবাপরাধ ও নামাপরাধের বিবৃতি আছে। শুদ্ধভক্তের প্রতি অপরাধ উপদেশামৃতে এইরূপ :—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

স্বভাবজনিত নীচজন্মগত দোষ, পূর্ব্বদোষ, আকস্মিক দোষ, অবশিষ্ট দোষ, (বপুদোষ) আকৃতিদোষ, দেহগত স্মার্ত্তবিরুদ্ধ আচার, অনাচার, জরা ও পীড়াজনিত বৃণাবস্থা, শুদ্ধভক্তের এই সমস্ত দোষ দেখিয়া দোষারোপ করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

(২) অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদবিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদিপ্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বত্ম পগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানিতি স যথা ত্বং মন ইতঃ॥
অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটীনাটীভরখর-
স্ফরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
স ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ তুথয়॥

ভুক্তিমুক্তির পক্ষপাতী কুসঙ্গ হইতেই ঐসকল উপশাখা জন্মে। সঙ্গদোষে ভক্তগণের পতন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব মালী সদ্‌গুরুর উপদেশক্রমে ঐসকল উপশাখা উঠিতে উঠিতে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ছেদন করেন। তাহাতে ঐ ভক্তিলতারূপ মূলশাখা বৃদ্ধি হইতে হইতে চিদ্ধাম বৃন্দাবনে যাইতে পারেন। তথায় প্রেমফল পাকিয়া পড়ে এবং এখানে থাকিয়া মালী তাহা আস্বাদন করেন। লতা অবলম্বন করিয়া চিৎকণস্বরূপ মালী কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষকে প্রাপ্ত হন। সেখানে উপস্থিত হইয়া মালী কল্পবৃক্ষের সেবা করত পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমফল আস্বাদন করিতে থাকেন।

উৎপাত-বিনাশকারী সদ্‌গুরুসঙ্গ

প্রেমাকুলাক্ষ পুরুষ এই প্রণালীক্রমে শ্রীহরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভাবাবস্থা লাভ করেন। ভাবাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রসযোগ্যতা উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় সকল রসই পরম-মধুর। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই সকল নিজে নিজে প্রত্যেকেই পরম উপাদেয়। অধিকারিভেদে ভক্তগণ সেই সেই রসে নিবিষ্ট হন। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় মধুররসই ভক্তগণের উপাস্য। এই রসে শ্রীরাধিকার অনুগত না হইলে রসাস্বাদন হয় না। সচ্চিদানন্দতত্ত্বই—পরব্রহ্ম। সচ্চিদ্‌রূপে—শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিণীই রাধা। রাধাকৃষ্ণ একতত্ত্ব। রসের বিস্তৃতির জন্য দুইরূপে প্রকাশ। রাধা ও চন্দ্রাবলী অন্য সকল গোপী হইতে শ্রেষ্ঠা। তদুভয়ের মধ্যে রাধিকা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা (১)।

মধুর রস

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব

প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টা স্বপদরবণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুপ্রেম্না স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুনয়িত সাম্বন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥
যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বাভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাকা গিরিধরনিহ ত্বং ভজ মনঃ॥

(মনঃশিক্ষায়াং শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী)

(১) তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীভুবৌ।
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা॥

রাগানুগা ভক্তিসাধনতত্ত্বে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রজবাসিগণের ভাবে লুব্ধ হইয়া যাঁহারা ভজন করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া সাধনকার্য্য করিবেন। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশোপযোগী যে প্রণালী আছে, তাহা প্রেমাকুরুক্ষু ব্যক্তি অবশ্য স্বীয় গুরুদেবের কৃপায় শিক্ষা করিবেন। এই রসে সাধক নিজের গোপীদেহ ভাবনা করিয়া শ্রীরাধিকার যূথে প্রবেশ লাভ করেন। সাধনদেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও ভাবদেহে গোপী হইতে হইবে, তাহা অসম্ভব মনে করিবেন না। জীবমাত্রেই কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। স্থূলদেহে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত। লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্‌ভাব জন্মে। জীবের নিত্যশুদ্ধদেহ—চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব-ভেদ নাই (১)। চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধকামময়। যখন যে যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে নপুংসকত্ব। দাস্য-সখ্যে পুরুষত্ব। মাতৃবাৎসল্যে স্ত্রীত্ব। পিতৃবাৎসল্যে পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধা স্ত্রীরূপা; তাঁহারা এক পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।

জীবের নিত্যদেহে লিঙ্গভেদ নাই

কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ়-রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজনশ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজনদীক্ষা দেন।

শৃঙ্গার-রসময় প্রেমের স্বরূপ বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে (২)।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী॥
যস্যাঃ সর্ব্বোত্তমে যূথে সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিতাঃ।
সমস্তান্নাধবাকর্ষিবিভ্রমাঃ সন্তি ধ্রুবং॥
তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ॥ (উজ্জ্বলে শ্রীরূপঃ)

(১) বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ৫।৯,১০)
ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়বন্দধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্‌যথা কর্ম্মগুণং ভবঃ॥ (ভাঃ ৪।২৯।৩০)

(২) তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং পুরুষঃ প্রজ্ঞানেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ বেদ নান্তরম্। (বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ)

শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্ব। শ্রীরাধার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকে সেই রসে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের সময়ে সময়ে যে ভাব, তাহা স্মরণপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ করিলে উজ্জ্বল-ভাবেরও উদয় হয়। এই জড়জগতে প্রাত্যহিক সাধক জড়দেহে বাস করিয়াও ভাবনামার্গে শ্রীগুরুপ্রসাদে নিত্যসিদ্ধদেহের ভাবনা করিবেন। সেই দেহে অষ্টকালীয় মানসী সেবা চিন্তা (১) করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধিক্রমে তাহাতে অভিমান জন্মে। (ক্রমশঃ)

নিত্যসিদ্ধদেহ ভাবনা

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'শ্রীব্যাসপূজা'-রহস্য

সম্বিচ্ছক্ত্যধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্ত বেদ ভগবান্ শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্র রূপে প্রকটিত। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যে-কালে নির্ব্বিশেষ বিচারে স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম্ম পরিহার করেন। জড়বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে।

---

(১) শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়তমো মম।
বিনা রাধাপ্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্ন জায়তে ॥
অতঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণৌ স্মরণীয়ৌ সুসংযুতৌ।
চাক্ষুষেঽস্মিন্ বসন্ নিত্যং সিদ্ধদেহেন সাধকঃ ॥
মনসা মানসীং সেবামষ্টকালোচিতাং ব্রজে।
প্রাতরাদ্যষ্টসময়ে সেবনন্তু ক্রমেণ চ ॥
নানোপকরণৈর্দিব্যৈর্ভোক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ সদা।
চারুমব্যঞ্জনাদ্যৈশ্চ পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ (শ্রীধ্যানচন্দ্রঃ ভজনপদ্ধতৌ)
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্বাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।২।২৯৪)

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ জীবকে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য লাভ বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞান-ধর্ম্মের মূলপ্রচারক বলিয়া মনে করেন।

শ্রীমদ্ ব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যে-সকল বৌদ্ধ প্রকৃতি-বাদ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনাদিগকে 'স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন। তাঁহাদের সহিত মতবৈষম্য সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত গুরুদাস্যে অবস্থিত শ্রীমদানন্দতীর্থ শ্রীব্যাসাধস্তন-গণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মধ্ব-পারম্পর্য্যে শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তীর্থের কথা অথবা মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক ও মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাসপূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা-দিবসে-ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই—যতি-ধর্ম্মগ্রহণের প্রশস্ত কাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাসপূজার আবাহন হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধানকু

করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। গৌরি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু-পূজার স্মারক নিয়ম। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎ-সেবন তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্যপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

পরম কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য—নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।

জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরিব্রাজকের আশ্রিত এবং শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুগত লীলাভিনয়কারী লক্ষ্মীপতি যতির ব্রহ্মচারী ছিলেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় ক্ষৌর-বিধানান্তর যতিকৃত্য-বিচারে ব্যাসপূজার দিন আগত হইয়াছে, জানিতে পারিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণিমার দিন আগত দেখিয়া, নিত্যানন্দপ্রভু কোথায় ব্যাসপূজা করিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরই পূর্ণিমা-মুখে যতি-কৃত্যের অন্তর্গত শ্রীব্যাসপূজার। 'শ্রীব্যাসপূজা'-শব্দে শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ ও শ্রদ্ধা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। **

**শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদধারায় শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-পরম্পরায় সর্ব্বপ্রথম শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্ত্তি-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন ও নামকরণ হয়। কেহ কেহ (শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠাদি) এই অনুষ্ঠানের 'রজত-জয়ন্তী' প্রভৃতি আনুকরণিক প্রাকৃত নামকরণ করিবার পক্ষপাতী হইয়া গুরুসেবা-নিষ্ঠার চরম আদর্শ প্রদর্শন (?) করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ঐরূপ ব্যবহারিক নামকরণ স্বীকৃত হয় নাই, পরন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত-বর্ণিত 'শ্রীব্যাসপূজা'-শব্দই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যদি শ্রীচৈতন্যমঠেই ব্যাসপূজার স্থায়ী শ্রীগুরু-পাদপীঠ রচিত ও স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে ন্যূনাধিক দ্বাদশবর্ষকাল অন্যত্র কলির রাজত্বে বাস করিয়াও, কোন গুরুগতপ্রাণ গোষ্ঠী বা মঠ কিরূপে তাঁহাদের শ্রীগুরুপূজার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন ? শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে তাঁহার সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শ্রীরূপানুগ-ভজন-

শ্রীব্যাস-পূজা, আচার্য্য-পূজা এবং কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের পূজা করিতে গিয়া সর্ব্বোত্তম জনগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের পূজা করিয়া সমগ্র জগতের হিতসাধন করেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

অদ্বৈতবাদ-নিরাস

"দোষ অন্বেষণে সেবা ?"

অদ্য জন্মাষ্টমীবাসরে আমার পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমার ছিদ্রান্বেষণরূপ বৃত্তি প্রশান্ত লাভ না করিয়া তাহার বিকাশ হইতেছে। কারণ পরদোষান্বেষণই যাহার বৃত্তি এবং যে-বৃত্তি নিসর্গতা অতিক্রম করিয়া স্বরূপগত স্বভাবে অবস্থিতা, তাহার পক্ষে কৃষ্ণাবির্ভাবজনিত আনন্দবাসর ও কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত ক্লেশ —উভয় ক্ষেত্রেই সেই বৃত্তির পরিবর্ত্তন না হইয়া তাহা উৎফুল্লচিত্তে ব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের লিখিত "ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে' প্রভৃতি উপদেশাবলীর যে স্বাভাবিক অর্থ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং আচার্য্যের আচারে লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও নিরাশার কথা দূরে থাকুক, তাহা পরম আশার ও উৎসাহেরই বিষয়। শ্রীল প্রভুপাদ যাহার যে-বৃত্তি যাহাতে যে-ভাবে আছে, তদ্দ্বারাই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা করা যাইতে পারে, এ প্রকার উপদেশ দিয়া, শুধু তাহাই নহে উক্ত বৃত্তিগুলি কি-প্রকারে সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা নিজে আচরণ করিয়া বা করাইয়া মাদৃশ ছিদ্রান্বেষীকে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন।

প্রতিকূলচিন্তায় প্রাতিকূল্যে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলেন, অনুকূল অনুশীলনই জীবমাত্রের কৃষ্ণ-সেবা

বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ও স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার আবির্ভাব-বাসরে শ্রীগুরুবর্গের পূজার অভূতপূর্ব্ব আদর্শ প্রকট করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপূজা—শ্রীব্যাসপূজাই শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং আমরা ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অভিন্ন-মূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পশ্চাতে থাকিয়াই নিত্যকাল নিষ্কপটে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন ও অনুষ্ঠানে ব্রতী হইব। এ সকল সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচারের কথা তদানীন্তনকালের 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। —শ্রীগৌঃ পঃ সঃ

লাভের একমাত্র উপায়। প্রতিকূল বিষয় হইতে তফাৎ থাকাই শ্রীল রূপপাদের উক্তির উদ্দেশ্য। পরপক্ষনিরসন-ব্যাপার অথবা কৃষ্ণভজন-বিরোধী আচার বা শিক্ষা হইতে দূরে থাকা একই কথা; তবে পরপক্ষ বা ভজনবাধক ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞানসমূহ স্তব্ধ করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাওয়ার উদাহরণও আমাদের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অভাব নাই। এইজন্যই তিনি "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" ও "প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জ্জনম্" প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন। অদ্য এই মাধবী-তিথিতে এই তিথির সুষ্ঠু সেবকগণের পাদপদ্মে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমার প্রতি সর্ব্বদাই কৃপাদৃষ্টি রাখেন, যেন আমি ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞানরূপ পরপক্ষের নিরাস করিতে গিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া না পড়ি।

অনন্তবাসুদেব-দাস্যই জন্মাষ্টমী-সেবা

অসুরকুলচূড়ামণি দানবাধিপতি কংস কৃষ্ণ বিনাশের জন্য সর্ব্বতোভাবে যুক্তিজাল বা কারাগার সৃষ্টি করিলেও—জ্ঞানমাত্র ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার ধ্বংসসাধন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, ইহাই ঐতিহ্যের দ্বারা প্রমাণিত এবং শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানিসম্প্রদায় কৃষ্ণবিনাশের বা কৃষ্ণসেবা-বিনাশের যত প্রকার বিচার-কারাগারের সৃষ্টি করুন না কেন, তাহাতে কার্ষ্ণ বসুদেব এবং স্বয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব আবদ্ধ হন নাই। কৃষ্ণকে তাঁহার শত্রু হইতে রক্ষা করা কার্ষ্ণ বসুদেবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ভাগবতের ঐতিহ্য হইতে জানা যায় বসুদেবের কৃষ্ণরক্ষারূপ সেবার অন্যান্য সেবক ব্যতীত সহস্রফণ অনন্তদেবও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাই আমি জন্মাষ্টমী-দিবসে শ্রীল অনন্ত-বাসুদেবের দাস্য-লাভেচ্ছায় এই মহাপুণ্য-তিথিতে কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নির্ব্বিঘ্নে অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও হিংসাদ্বেষের হস্ত হইতে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার লীলার স্মরণ করিব। ইহা আমার জন্মাষ্টমী-সেবা।

দেবতা ও অসুরের পার্থক্য

যাহারা কৃষ্ণত্ব এবং তাঁহার নিত্য সেব্যত্ব স্বীকার করে না, তাহারাই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, কৃষ্ণবিনাশচেষ্টাকারী কংস বা তাহার দাস। আমি সুধীসমাজে বিনীতভাবে বিচার প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন একটু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্যসমূহের

যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। ভারতীয় হিন্দুমাত্রই শাস্ত্র, গুরু ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই তিনটী তত্ত্বের বিশ্বাসকেই আস্তিকতা বা দৈব ভাব বলে। উহাতে আস্থা স্থাপন না করা বা তাহাতে সন্দেহ উত্থাপন করা বা উহাদের সম্মানের হানি করাই নাস্তিকতা বা আসুরিক ভাব। সুতরাং দেবাসুরের পার্থক্য আমাদের পক্ষে সহজে অনুমেয় এবং শাস্ত্রজ ঐতিহ্য হইতে নির্দ্দেশিত। বিচারে যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে, কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্—এই তিনটী তত্ত্ব অথবা এই তিনটী তত্ত্বের অনুগত তত্ত্বসমূহকে মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেবাসুরের কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন, সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

"কেবলাদ্বৈতবাদিমতে ব্যাস ভ্রান্ত ?"

'শাস্ত্র' বলিতে শাসন-বাক্য যাহাতে আছে তাহাকেই শাস্ত্র বলে। শাসনবাক্য বা উপদেশসমূহ বেদে সুষ্ঠুভাবে ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত আছে বলিয়া বেদই একমাত্র শাস্ত্র অথবা বেদানুগ-বিচার-সম্বলিত যাহা, তাহাকেও শাস্ত্র বলে। ইহাতে আস্তিক হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয় না। বেদের সার ও শিরোভাগের নাম 'বেদান্ত'। ভারতে বহু দর্শনের প্রচলন থাকিলেও আস্তিক্যসমাজে বেদান্ত-দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় বেদান্তদর্শনের উপর ধার্ম্মিক আচার্য্যগণ সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবলদ্বৈতবাদগুরু আচার্য্য শঙ্কর শারীরক-ভাষ্য প্রণয়ন করিতে গিয়া শারীরক-সূত্রের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু তিনি সূত্রের ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রকারান্তরে বেদ ও বেদান্তকে বা শাস্ত্রসমূহকেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহু বিচার প্রদর্শিত হওয়ায় প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কেবলাদ্বৈতবাদী শাস্ত্র-সম্মানের হানিকারক বলিয়া নাস্তিক

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা বেদান্তের মূল উদ্দেশ্যের বিশেষ হানি করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বেদান্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও নিত্য শরীর স্বীকার করেন বলিয়াই উহার অন্য নাম শারীরক। মায়াবাদাশ্রয়ী বা কেবলাদ্বৈতবাদী উক্ত নামের সার্থকতা বিনাশের জন্য বহুল যত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে "বেদ

মানিব কেন" এই প্রকার বেদের প্রতি সন্দেহ উত্থাপন করিতে দেখা যায়। যেস্থলে এপ্রকার বেদ-সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইতেছে, সেক্ষেত্রে বেদসম্মানের হানি হওয়ায় আমরা তথায় আস্তিক্যের গন্ধও আছে বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—"বেদরূপ-নিঃশ্রেয়স্ মধ্যে কখনও তারতম্য থাকিতে পারে না, উহা নির্ব্বিশেষ হইতে বাধ্য, উহা অদ্বৈততত্ত্বই হইয়া থাকে। দ্বৈততত্ত্ব তারতম্যরহিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহা নিঃশ্রেয়স্ হইবে কিরূপে?" বেদের উক্ত প্রকার অভিধান স্বীকার করিলে তাহা 'সোণার পাথরবাটী'র মত একদিকে বেদ উপদেশক বলিয়া সবিশেষ, অন্যদিকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া শূন্য-জ্ঞাপক।

বেদকে এইপ্রকার শূন্যজাতীয় অভাবপোষক সত্তাহীন জ্ঞান করিলে মান থাকে কি? বেদ শাসন করেন; যাঁহাতে শাসনবাক্যসমূহ সন্নিবেশিত আছে তিনিই শাস্ত্র, তিনিই সবিশেষ তত্ত্ব, তিনিই গুরু বা উপদেশক। শাস্ত্রই গুরুরূপে মঙ্গলবিধান করেন। শাসকের নির্ব্বিশেষত্ব হইলে শাস্ত্রের হানি হইয়া থাকে এবং শাসনযোগ্য বস্তুরও অভাব ঘটিলে উহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কেবলাদ্বৈতবাদী আত্মঘাতী হইতে পারে, শাস্ত্র কখনও আত্মঘাতী হইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষত্বই যদি বেদের মত হয়, তবে বেদ স্বয়ং নির্ব্বিশেষ হইয়া নিজ অস্তিত্ব-শূন্যতার পরিচয় দিবে। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া সভামধ্যে বলিতেছি—'আমি নাই'। ইহাতে আমার উন্মত্ততাই জ্ঞাপিত হয়। বেদ কখনও তাঁহার নিত্য সত্তা বর্ত্তমান থাকাতে তাহার অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তর্কস্থলে সেরূপ কথা প্রকাশ পায় তাহা হইলে জানিতে হইবে, উহা মায়াবাদীর কল্পিত বেদমাত্র—ভগবদুক্ত অপৌরুষেয় বেদ নহে। উহাতে তাহাদের স্বকপোল-কল্পিত বাক্যসমূহের মিথ্যা উদ্গার মাত্র গ্রথিত আছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

———

শ্রীরূপ উদ্দেশে

মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী
তাই প্রাকৃত পথেতে কভু চলিতে নারি
যাহারা আপন মতে চলিতে রত
হেলায় রতন চায় সাহস কত,
তারা সাজিতে বাসনা করে নবীনা নারী
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।
ও রূপের রূপ বুঝে কোন্ রূপসী,
এ যে পীযূষ পুলক ভরা কনক-শশী,
কিরণে বিষের নাশ অমিয় ফলে
উলসি পয়োধি জল উজান চলে
এ যে কামিনী-কাঞ্চন হ'তে বিপদবারী
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।
এ যে অগস্ত্যের সিন্ধুপান হ'তেও বাড়া,
এ যে ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়ে ভরা, এমনি ধারা ;
যার চরণে শরণ লয় মদনরতি
ভোগের মাঝেতে থাকি' টলেনা মতি,
যেথা দেবতা ভিখারী হয় বিভরে হারি
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।
যারা প্রাকৃতের বিলাসেতে সুখেতে চলে,
তা'দের হৃদয়ে কবে ভকতি ফলে ?
যত নাম অপরাধীদের নাহি কি জানা ? (শুধু)
সুখটী চাহিলে ভুল ষোলটী আনা ?
জড়েতে ভুলিয়া তারা গরবে ভারি
মোরা শ্রীরূপ চরণে সদা কৃপা ভিখারী।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ"

অনেক জন্ম পরিভ্রমণের পরে জীব অনিত্য অথচ অতীব দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া থাকে। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। মনুষ্য জন্মেই মানবের শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবন অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্মসমূহের আচরণ করা কর্ত্তব্য। কেননা, দেবাদি জন্মে বিষয়ভোগ প্রাচুর্য্যতা এবং পক্ষী-পশ্বাদি জন্মে বিবেক-রাহিত্যহেতু এই নরজীবনই পরমার্থপ্রদ জন্ম। হরি-লীলা-কথামৃত পানে বঞ্চিত অলস, অল্পবুদ্ধি ও অল্পায়ু মানবগণের জীবনই বৃথা। উহাদের পরমায়ু রাত্রিকালে নিদ্রাতে ও রতিক্রিয়াতে এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও তদ্দ্বারা কুটুম্ব-ভরণ-কার্য্যে বৃথাই ব্যয়িত হইয়া থাকে। হরিভক্তের আয়ু কাল হরণ করিতে সক্ষম হন না। তাই শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

আয়ুর্হরহি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তসর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥ (ভাঃ ২।৩।১৭)

—"এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের হরিকথাহীন বৃথা আয়ু হরণ করিতেছেন; কেবল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহার কাল যাপিত হয়, তাঁহারই আয়ু তিনি হরণ করেন না।"

প্রাণিগণের দেহযোগবশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধ জনিত যে সুখ, তাহা পূর্ব্বাদৃষ্টানুসারে যত্ন ব্যতীতই দুঃখের ন্যায় মনুষ্য ও পশ্বাদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জড়সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রয়াসদ্বারা কেবল আয়ুক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হয়, বৈষয়িক সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না। মানবের আয়ুকাল—শতবর্ষ-পরিমিত, তন্মধ্যে অজিতেন্দ্রিয় মানবের আয়ুকাল—উহার অর্দ্ধেক মাত্র অর্থাৎ পঞ্চাশদ্বর্ষ পরিমিত। অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য নিদ্রারূপ গাঢ়তমসাচ্ছন্ন হইয়া তূষ্ণীভাবে রাত্রিতে শয়নপূর্ব্বক এই পঞ্চাশদ্বর্ষ পরিমিত আয়ু বৃথাই অতিবাহিত করে। বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় দশ বৎসর, কৌমারাবস্থায় ক্রীড়ায় দশ বৎসর—এইরূপে বিশ বৎসর বিফলে যায়। আবার দেহ জরাক্রান্ত হওয়ায় লৌকিককার্য্যে অসমর্থাবস্থায় আরও বিশ বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয়। দুঃখজনক কামে ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যানুসন্ধান-শূন্যাবস্থায়ই অবশিষ্ট

দশবৎসর পরমায়ু অতীত হইয়া যায়। কুটুম্বাদিতে অতীব আসক্তচিত্ত ব্যক্তি কুটুম্বভরণ-পোষণেই যে নিজ-আয়ুক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারে না আর ভগবদারাধনারূপ পরমার্থ ধন নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাও অবগত নহে। স্বকুটুম্বে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি সকল দেশে, সকল কালে, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়াও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় না। গৃহমেধিগণের মায়ামোহজাল ছিন্ন করিবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্ব্বেদসূচক-বাক্যে বলিয়াছেন,—

ভাল-মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোনদিন॥
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে॥
*　　*　　*
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

অন্যত্রও মহাজন গাহিয়াছেন,—

এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদল-জল, জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥
(গোবিন্দদাস)

শৈশব হইতেই হরিভজন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য

ধর্ম্মজীবনযাপনের অর্থাৎ হরিভজনের কাল নির্দ্ধারণে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ "শিশুকালই হরিভজন আরম্ভ করিবার প্রকৃত সময়"—এই শ্রেয়ঃ বাক্য অবগত করাইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। অতত্ত্বজ্ঞ ভোগিগণ "সংসার সুখভোগ সমাপ্তির পরে বার্দ্ধক্যে হরিভজন শুরু করিবার" অনুকূলে মতবাদ পোষণ করেন। মায়ান্ধ জীবগণ গতানুগতিকভাবে তাঁহাদের মতবাদকে বহুমানন করিয়া 'নদী শুকোলে পার হ'ব' এই চিন্তাপূর্ব্বক বৃদ্ধকালের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকিয়া নিজেদের মঙ্গলের পথ হারাইয়া ফেলেন। ভোগী সম্প্রদায় "কামারকে ইস্পাত ফাঁকি" দেওয়ার ন্যায় 'ভগবানকে কাঁচকলা'

দেখাইয়া হরিভজনে বিরত থাকিবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারা কখনও বাস্তব সত্যের উদ্‌ঘাটক হইতে পারে না। "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাসট্যাস"—এই প্রবাদবাক্য তাঁহারা কেন সহজে ভুলিয়া যান? কচি বাঁশের ন্যায় শিশুকালেই হরিভজন করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা, কিন্তু পিত্ত-কফ-বায়ু আক্রান্ত দেহ লইয়া বৃদ্ধকালে কিরূপে শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করা সম্ভব? "We never know the worth of water till the well is dry" অর্থাৎ "দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা না বোঝা" এই প্রচলিত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি না করিতে পারিলে কখনও কাহারও শ্রেয়োলাভ সম্ভবপর হয় না। দাঁতে রোগ হইবার সন্ধিক্ষণ হইতেই দাঁতে যত্ন না লইয়া দাঁত হারাইবার পর হাহুতাশ করিলে যেরূপ দাঁত ফিরিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ শিশুকালে হরিভজনের প্রয়াস না করিয়া বৃদ্ধকালে অচল দেহ লইয়া সচল ভগবানের বৃথা সেবাপ্রচেষ্টা আমাদিগকে চিরকালের জন্য সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত করে। "Reckless youth makes rueful eyes" অর্থাৎ "আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে, পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঝোরে"—এই প্রবাদবাক্যও উপরোক্ত মতের সমর্থক। যৌবনের অহংকারে স্ফীত হইয়া গুরু-বৈষ্ণবকে অবমাননাপূর্ব্বক জড়সুখে মত্ত থাকিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিলে তাহা আমাদের অদূরদর্শিতার পরিচয়কেই বহন করে। তাই স্বার্থদর্শী ধীর ব্যক্তিগণ মানবজন্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া "নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই" জানিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করেন, ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ অসুরবালকগণকে শৈশব হইতেই মঙ্গললাভের জন্য বিশেষরূপে যত্ন লইবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥ (ভাঃ ৭।৬।৫)

—"বিবেকী পুরুষগণ সংসার দুঃখ হইতে ভীত না হইয়া, যে পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানবশরীরটি বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতেই তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষেমলাভের জন্য যত্ন করিবেন।" মনুষ্যজন্মে হরিভজনে বিলম্ব করা উচিত নহে; তজ্জন্য "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো" শ্লোকে (ভাঃ ৭।৬।১) 'কৌমার'-শব্দে শিশুকাল হইতে আরম্ভ করাকেই বুঝায়, যেহেতু এই মানবজন্ম নিত্য নহে, তাহাতে আবার দুর্ল্লভ অর্থাৎ বিশেষ সুকৃতিসাপেক্ষ।

ভোগিগণ "All's well that ends well" অর্থাৎ "ওস্তাদের মার শেষ

রাতে"—এই প্রবাদবাক্যটিকে তাঁহাদের মতের অনুকূলে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন,—"সারাজীবন হরিভজন না করিয়াও ওস্তাদের ন্যায় শেষ রাত্রে মার দেখাইতে পারিলে ত' হইল অর্থাৎ অন্তিম শয্যায় একবার হরিনাম কহিলেই ত' ঊর্দ্ধগতি লাভ করা যায়।" কিন্তু তাঁহাদের এই বাক্য "অমাবস্যায় চাঁদ" দেখিবার ন্যায় নিরর্থক। কারণ যিনি অনেকদিন অনুশীলন করিয়া ওস্তাদ হইয়াছেন, তিনি কেবল শেষ রাত্রে মার দেখাইতে পারেন, অন্যান্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা "বামনের চাঁদ" ধরিবার ন্যায় অসম্ভব। যিনি সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সারাজীবন ভজন-সাধন করিয়াছেন, তিনিই কেবল হরিনাম করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মরণ সময়ে অবৈষ্ণব কখনও হরিনাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন না।

"He laughs best who laughs last" অর্থাৎ "শেষ ভাল যার তার সব ভাল"—এই প্রবাদবাক্যও কেবল বৈষ্ণবগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ বৈষ্ণবগণ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে জগতে আসেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে অন্তিমকালে হরিনামের সহিত হাসিতে হাসিতে জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। অনেকে বলেন,—"Laughing gas (N_2O Nitrous Oxide) নাসিকায় শুঁকিলেই ত' হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে বরণ করা যায়, তাহার জন্য আবার সারাজীবন ধরিয়া হরিভজনের কি প্রয়োজন আছে?" কিন্তু এই মতবাদের কোন base অর্থাৎ ভিত্তি নাই। কারণ যিনি Laughing gas-এর মাধ্যমে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আবাহন করেন, তিনি আত্মঘাতী। শাস্ত্রবাক্যানুযায়ী আত্মঘাতীর ঊর্দ্ধগতি ত' দূরের কথা, নিরয়ের স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ ব্যতীত জগতের অন্য কেহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন না। শিশুকাল হইতে হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে কেহ নিত্য ও শাশ্বত শান্তির নিলয়ে পৌঁছিতে পারেন না।

বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত নিম্নোক্ত উপদেশাবলী সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া আত্মকল্যাণার্থী ব্যক্তিগণ হরিভজনের পথে অগ্রসর হইলে তাঁহাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।—

জীবন-সমাপ্তিকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহ সুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন।
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ সেবন।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৪ পৃষ্ঠার পর]

আমার বাড়ীর ধারে একটা গৃহস্থের বাড়ীতে একটা পূজা আরম্ভ হল, আমরা ভাবলাম—ঐ পূজাটাও ত' আমরা করতে পারি। আরম্ভ করে দিলাম। কেন তারা সে পূজাটা করছে, সেটা বিচার করে দেখলাম না। ওরা যখন করছে তখন আমরাও করি। এই বিচারে কর্ম্ম আরম্ভ করা হল। আজ কয়েক বৎসর ধরে সিনেমার পর্দায় এক দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। সে দেবী ছোলা, গুড় খান। শাস্ত্রে কোন জায়গায় পাই না সেই দেবীর কথা। মোটামুটি সব পুরাণগুলো পড়া আছে, পাই নাই কোন জায়গায়। আপনারা যদি পেয়ে থাকেন কোন জায়গায়, তাহলে আমাকে বলবেন, জানাবেন। সেই দেবীর বার-ব্রত হচ্ছে, কিন্তু একাদশী, হরিবাসর-তিথি পালনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, বামন-দ্বাদশী প্রভৃতি কত সমস্ত ভগবানের আবির্ভাব-তিথি রয়েছে। যেগুলো পালন করলে ভক্তিবৃত্তি লাভ হয়, সেগুলো করি না। ঘেঁটু, মাকাল ইত্যাদি নিয়ে পড়ে আছি আমরা। কেউ সোমবার করেন, কেউ শনিবার করেন, আবার কেউ বা

শুরুবার করেন। বৃথা সময় নষ্ট করার জন্য আমাদের যথেষ্ট উদ্‌যোগ। কিন্তু ঠিক ঠিকভাবে শাস্ত্র যে বিধান দিয়েছেন, সেগুলো মানছি না আমরা। খুবই দুঃখের কথা এটা। তাই কৃষ্ণ কথা উত্থাপন করেছেন—আপনারা গতানুগতিকমার্গে চলবেন না পিতা। লোকের দেখাদেখি কিছু করা হল—গতানুগতিকমার্গ। তার পিছনে কি যুক্তি আছে, তত্ত্বসিদ্ধান্ত আছে, সেটা দেখা দরকার।

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্॥

সব কথা বলবার পর আবার বলছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি বাবা! এটা কি কোন শাস্ত্রাদি বিচারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা লৌকিক আচারে পরিব্যাপ্ত, তাহা আমাকে যুক্তিসহকারে বলুন। যুক্তিসহকারে কথাটা এসে গেছে। তাহলে ঐ বাচ্চাটা যুক্তি তর্কও জানে। এহেন ছেলেকে কি যা-তা একটা বুঝিয়ে দিলে হবে? সেইজন্য নন্দ মহারাজ কি উত্তর দেবেন, চিন্তা করছিলেন। তাড়াতাড়ি কিছু উত্তর দেওয়া যাবে না এঁকে। স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন পুত্র হয়ে আমার ঘরে। চট্ করে ত' কিছু বুঝতে চাইবে না বা মেনে নেবে না। আমি যদি ঠিক ঠিক বলি, তাহলে মেনে নেবে, আর যদি বেঠিক—শাস্ত্র-বিচারের বাহিরে কিছু বলি, তাহলে প্রতিবাদ করে বসে আছে, শুনবে না। সত্যদ্রষ্টা, তত্ত্বদর্শী—বিশেষণগুলো ভগবানের আছে। তিনি ত' উল্টোপাল্টা কথা শুনবেন না, আর উল্টোপাল্টা, Illogical—অযৌক্তিক কথাও বলবেন না। সেইজন্য নন্দ মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হচ্ছে। শেষকালে কৃষ্ণ বললেন,—এ সকল শাস্ত্রাদি বিচারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিছু? এটাও একটা যুক্তির কথা। আমরা যা কিছু অনুষ্ঠান করব সংসারে, সবটারই পিছনে শাস্ত্রীয় বিচার-তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত থাকা চাই। তবে সে অনুষ্ঠান সফল; সেই কথাই বুঝাচ্ছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ কথার অবতারণা করেছেন। অর্জ্জুনকে যে হিতোপদেশ করেছেন সেখানে কৃষ্ণ বললেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

যিনি শাস্ত্রবিচার উল্লঙ্ঘন করে, শাস্ত্রের তত্ত্বসিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে নিজের খেয়ালখুশীমত কিছু কর্ম্মাচরণ করবেন, তাদের সেটা সফল হবে না। 'ন স সিদ্ধিম্'—তার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই, ইহজগতে শান্তির সম্ভাবনা নাই, পারলৌকিক শান্তিও অসম্ভব। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ"

—হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান যখন তুমি হারিয়ে ফেলবে ভাল মন্দের বিচারটা যখন তুমি ঠিক ঠিক করতে পারবে না, তখন তুমি শাস্ত্রের যুক্তি-সিদ্ধান্ত, তত্ত্বসিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হও—এই কথা বুঝালেন। শাস্ত্রানুসারে কর। শাস্ত্রের বিচার যেটা সেটা হল Universal Law, Axiomatic Truth, Universal Truth—বাস্তব সত্য। সেইটা অবলম্বন করতে বলছেন। খেয়ালখুশীমত কিছু করতে নিষেধ করছেন।

এতকথা বলবার পর নন্দ মহারাজ কি আর চুপ করে থাকতে পারেন? তিনি বলছেন (শ্রীনন্দ উবাচ),—

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ॥

"ভগবান্ ইন্দ্রদেব পর্জ্জন্যরূপী, মেঘসমূহ তাঁহার প্রিয়-মূর্ত্তিস্বরূপ। সেই মেঘই স্থাবর-জঙ্গম-ভূতগণের তৃপ্তিজনক এবং মৃতপ্রায় তৃণাদির প্রাণপ্রদ বারি বর্ষণ করেন।" এ কথা বলার মধ্যে একটা ভুল। কি ভুল বললেন নন্দ মহারাজ?—'ভগবান্ ইন্দ্র' বলা হয়ে গেছে। ভগবান্ ত' অখিল লোকশিক্ষক। পিতার কাছে বলছেন না তিনি, বাবা তোমার এটা ভুল হয়েছে। তবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তত্ত্বদর্শনটা জানিয়ে দিচ্ছেন। নন্দ মহারাজ আবার বলছেন কি?—

তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ॥

হে বৎস! আমরা এবং অন্য মানবগণ সেই মেঘাধিপতি ঈশ্বর ইন্দ্রদেবকে তদীয় বৃষ্টিজাত ধান্যাদি দ্রব্য-সম্পাদিত যজ্ঞসমূহদ্বারা আরাধনা করে থাকি। তারই আয়োজন এখানে। দুটো ভুল হয়েছে কথা বলতে গিয়ে। ইচ্ছা করে ভুল করেছেন। নন্দ মহারাজ অতাত্ত্বিক ব্যক্তি—এ কথাটা বললে তাঁর শ্রীচরণে অপরাধ হবে আমাদের। তিনি ত' ভগবানের পিতা। ভগবানের পিতা কি আর তত্ত্বদর্শন জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু ইচ্ছা করে হয়ত' ভুলটা করে যাচ্ছেন। প্রথমে বলেছেন 'ভগবান্ কৃষ্ণ', পরে 'ঈশ্বর ইন্দ্র'। এ কথা দুটী বলাতে কৃষ্ণের আরও বেশী রাগ হচ্ছে। তিনি ত' উল্টো কথা শুনতে পারেন না।

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্য ফলভাবনঃ॥

তদীয় যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নদ্বারাই লোকসকল জীবনধারণ করিয়া ত্রিবর্গ

সম্পাদনে সমর্থ হয়। যদি বল, কৃষি প্রভৃতিই লোকের জীবনোপায়, তথাপি মেঘই ঐ কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের ফল সম্পাদন করে থাকে। কথাটা কি? বারিবর্ষণ একটা ব্যাপার। সময়োপযোগী বর্ষণ যদি না হয় তাহলে ত' চাষাবাদ হবে না। চাষাবাদ না হলে প্রজাগণ না খেতে পেয়ে কষ্ট পাবে। সেজন্য বলছেন, চাষাবাদের প্রধান উপকরণ হল সময়োপযোগী বারিবর্ষণ। মেঘাধিপতি ইন্দ্রদেব সেই বারি বর্ষণ করেন। আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ইন্দ্রদেবের পূজার আয়োজন করেছি। এ সব বলার পর শেষে নন্দ মহারাজ আইনের দিক থেকে একটা নিষেধনামা জারী করছেন।—

য এনং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্॥

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা, দ্বেষ, ভয় বা লোভবশতঃ কুলপরম্পরাগত এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন না। কৃষ্ণের উপর যেন নিষেধনামা এসে গেছে এটা। কৃষ্ণ আগে বলেছেন যে, তোমরা গতানুগতিক ন্যায় কিছু করবে না। এখানে সেইরকম ধরণের একটা কথা আসছে, তাই নন্দ মহারাজ কৃষ্ণের against-এ একটা কথা জারী করলেন। নন্দ মহারাজ বললেন—যিনি স্বেচ্ছা, দ্বেষ, ভয় বা লোভবশতঃ কুলপরম্পরাগত এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয় মঙ্গল লাভ করেন না। নন্দ মহারাজ তাঁর point-এ ঠিক আছেন। মাঝখানে একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। নন্দ মহারাজ যদি তাঁর point-এ ঠিক থাকেন তাহলে উল্টোপাল্টা কি হচ্ছে? এবার শুনুন,—প্রথমে বলেছি আমি সনাতন ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ—Polytheism নহে; Pantheism—অদ্বৈতবাদ নহে, Henotheism—মায়াবাদ নহে, Complete Nihilism—শূন্যবাদ নহে। তাহলে কি? —সনাতন ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ—একমেবাদ্বিতীয়ম্, 'এক অদ্বয়জ্ঞান বস্তু ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।' সেই তত্ত্বদর্শনটা বর্ণনা করেছেন শাস্ত্রে। সেখানে বহু ঈশ্বরের কল্পনা কেন? "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" মালিক একজন। তাঁর অনন্ত কর্ম্মচারী, কর্ম্মচারিণী—সেই কথা বুঝাচ্ছেন এখানে।

'কুলপরম্পরাগত' কথাটা এসেছে আবার। কুলপরম্পরাগত বহু জিনিষে ভুলও ত' চলছে। সবটাই যে ঠিক ঠিক এমন ত' নয়। আসামে প্রচারে গিয়েছিলাম। সেখানকার ধার্ম্মিকরা যে ধর্ম্মযাজন করেন, সে নিয়ে বহু Research হচ্ছে আজ। দেখা যায়, সকলের প্রথমে তারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের

উপাসক ছিলেন। কিছুকাল পরে কোন ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা বন্ধ করে দিয়ে নিরাকারের উপাসনা শুরু করলেন। উপাসনাস্থলে কোন মূর্ত্তি নাই। যাঁরা শিক্ষিত তত্ত্বদর্শী সম্প্রদায় তাঁরা বললেন,—ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা সবই ত' আমরা শ্রবণ করছি। তাঁর ত' আকার আছে, তবে কেন নিরাকারের উপাসনা? বর্ত্তমানে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এই নিয়ে দাবী তুলেছে। তখন সভা-সমিতি করে স্থির করা হয়েছে, ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনা করছ তোমরা, তাহলে কৃষ্ণের মূর্ত্তি থাক। কিন্তু সে মূর্ত্তি একল-বাসুদেব, একল-কৃষ্ণ। কিছুদিন চলল এইভাবে। Research ত' সমানে চলছে। আবার সেই ছেলেমেয়েরা বলছে,—কৃষ্ণ যে আছেন তা তাঁর শক্তি কোথায়? কৃষ্ণ যদি নারায়ণ—বিষ্ণু, তাহলে তাঁর লক্ষ্মী কোথায়? ব্যবস্থা দেওয়া হল, আচ্ছা তাহলে তাঁর লক্ষ্মীকেও রাখ সঙ্গে। সে লক্ষ্মী কে বা কাহারা?—রুক্মিনী, সত্যভামা ইত্যাদি। এখনও সেই পর্য্যায়ে আছে। যাঁরা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি বসে আছেন, তাঁরা Research করছেন। আপনারা দেখবেন কিছুদিনের মধ্যে আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা এসে গেছে। রাধাগোবিন্দের উপাসনা ত' ছিল, তা তাদের Writings-এর মধ্যে ছিল সব। তাহলে কেন সেই মূর্ত্তিপূজা বন্ধ হয়েছিল, মাঝখানে কেনই বা মূর্ত্তিহীন পূজার ব্যবস্থা দিল, এই ব্যবস্থা দিল কে? আবার পরে শুধু একল কৃষ্ণ, পরে আবার শক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণ; রুক্মিনী, সত্যভামা-সমন্বিত কৃষ্ণ এবং বর্ত্তমানে যিনি শ্রেষ্ঠা শক্তি তাঁর চিন্তাও আসছে। মানুষ সংসারে বহু ভুল ত' করে, সে ভুলের সংশোধনও আছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে সংশোধন হয়। তখন মানুষ আবার ব্যবস্থাটা নেয় সেরকম।

যদি কাহারও বংশে পূর্ব্বে তারা শাক্ত, শৈব বা গণপতির উপাসক ছিলেন; পরবর্ত্তিকালে তারা যদি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হন, তাহলে তাঁদের ভাবধারা ত' পাল্টে যাবে। তারা পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা সংরক্ষণ করছিলেন, সেটা আর চলবে না। এই যে Change—পরিবর্ত্তন, এটা For the betterment—উন্নতির পথে, অবনতির পথে নয়। মানুষ না জেনে-শুনে বহু ভুল-ত্রুটী, অন্যায় করছে সমাজে, কিন্তু যখন সেই ভুল-ভ্রান্তিটা ধরা পড়ে তখন তার Rectification—সংশোধন প্রয়োজন হয়। তখনও যদি কোন ব্যক্তি বলেন—না, আমি মানব না, তাহলে তিনি ত' গোঁয়ার-একগুঁয়ে লোক। ভুলটা যতদিন বুঝতে পারিনি আমরা, কেউ ধরিয়ে দেয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা করেছি; কিন্তু যখন ভুলটা সংশোধিত হয়েছে,

তখন সেই সংশোধিত পথে চলতে হবে—এইটাই রীতি। সেটা কয়জন বুঝছি আমরা ?

শাস্ত্র বললেন,—বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত, তাঁদের সে মন্ত্র সফল হয় না। ভগবান্ স্বয়ং বলেছেন এবং মুনি-ঋষিগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কথাটা কিরকম ?—বহু ব্যক্তি আমাদের কাছে বলছেন, বাবা আমি ত' শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, শিব-মন্ত্রে দীক্ষিত, তা আমার কি কিছু হবে না ? সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি আছে ? শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, কি উত্তর আসে। সেখানে শাস্ত্র বলছেন—বিষ্ণুমন্ত্রে যতদিন কেউ দীক্ষা গ্রহণ না করছেন, সেই মন্ত্র যতদিন না জপ করছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর মুক্তি নাই, ভক্তি নাই, প্রেম-প্রীতি লাভ সম্ভবপর নয়। এটা ত' আমরা বুঝতে পারি না। যদি কোন বই আমাকে পড়তে দেওয়া হয়, তার মধ্যে যদি ভগবদ্ভক্তির কথা না থাকে, তাহলে সে বই আমি পড়ব না—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

ব্রহ্মার মত শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি এসে বলেন আমাকে,—তুমি এই বইটা পড়, আর সেই গ্রন্থের মধ্যে যদি ভগবদ্ভক্তির কোন কথা না থাকে, তাহলে আমি ওটা স্পর্শ করব না, ঐদিকে ফিরেও তাকাব না। এই **Discipline** লেখা আছে ত' শাস্ত্রে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

স্মৃতি-বচনে রয়েছে—যদি কোন অবৈষ্ণব ব্যক্তি আমাকে অবৈষ্ণব মন্ত্র দেন, বিষ্ণুমন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র দেন, তাহলে আমার আত্মকল্যাণ হবে না—মুক্তি-লাভ হবে না। আমি কি করব ?—'পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"—পুনরায় আবার বৈষ্ণব-গুরুর শরণাপন্ন হব। তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করে আমি সেই মন্ত্র জপ করতে থাকব, তাহলে আমার কল্যাণ। সেই মন্ত্র নিশ্চয়ই সিদ্ধমন্ত্র হওয়া চাই। সিদ্ধমন্ত্র না হলে সে মন্ত্র জপ করলে কোন ফল হবে না। শাস্ত্রে ত' এসব কথা বলা আছে। বুঝাবেন কে ?

একজন লোক তিনি নিজে বৈষ্ণব নন, কিন্তু তিনি যদি বিষ্ণুমন্ত্র দেন তাহলে তার বিষ্ণুমন্ত্র কার্য্যকর হবে না। তিনি যদি বিষ্ণুপূজা করেন,

তাহলে বিষ্ণু সে পূজা গ্রহণ করবেন না। কেন গ্রহণ করবেন না? আমি শ্রদ্ধা করে দিচ্ছি। হবে না, ওটা শ্রদ্ধা নয়। যিনি যাহা, তাঁকে সেই বলে জানলেই সেটা শ্রদ্ধা, উল্টোপাল্টা কথা সেখানে নাই। বিষ্ণুকে 'বিষ্ণু' বলে জ্ঞান, শিবঠাকুরকে 'শিব' বলে জ্ঞান—এটাই হল 'শ্রদ্ধা'। যার যে Portfolio, তাঁকে সেই বলে মানলে পরে তবে শ্রদ্ধার কথা আসছে। আমি সত্যকে সত্য বলব, মিথ্যাকে মিথ্যা বলব, সৎকে সৎ বলব এবং অসৎকে অসৎ বলব—এটা হল সত্যদর্শন। আমি যদি সাধুকে অসাধু ও অসাধুকে সাধু বলি, তাহলে সত্যদর্শন হল না।

বাস্তব সত্যদর্শনের কথা বুঝাবার লোক কম, শ্রবণ করার লোকও কম। দুধ খুব পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু সেই দুধ যদি সাপে খায় এবং সেই সর্পোচ্ছিষ্ট দুধটা যদি আমি খাই, তাহলে আমি মরব।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অমুক জায়গা থেকে, নবদ্বীপ থেকে ভাল ভাগবতপাঠক এসেছেন, অমুক ভাগবতরত্ন, খুব ভাল গাইয়ে, ভাল রামায়ণ গান করতে পারেন, ভাল ভাগবত পাঠ করতে পারেন। সে পাঠ শুনলে আমাদের আত্মকল্যাণ হবে না—আমি প্রস্তুত হই নাই যে, এবং Sourceটা সে রকম হওয়া চাই, তা না হলে হবে না। যিনি বিচারে প্রতিষ্ঠিত নন, সাধন-ভজনে প্রতিষ্ঠিত নন, তিনি যেটা বলবেন সেটা Active—কার্য্যকরী হবে না। সেই কথা বুঝাতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন,—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥
আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

আচরণশীল ব্যক্তি "First practice yourself"—কথাটা বলছেন। আমি শাস্ত্রের বিচার মানি না, কোন অনুষ্ঠান করি না। সেই আমি যদি কোন কথা বলি, তাহলে সে কথা ক্রিয়াশীল হবে না। যেমন মন্ত্রের কথা কিছুক্ষণ আগে হচ্ছিল—কামাক্ষা তন্ত্র, সাঁওতাল বশীকরণ তন্ত্র থেকে আরম্ভ করে ভূত ছাড়ান, সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্রের অনেক বই লেখা আছে বাজারে। আপনারা কিনে মন্ত্র মুখস্থ করে আওড়ান, কিছু হবে না। ঐ মন্ত্রে যাঁর সিদ্ধি হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রটা নিয়ে পিছনে পিছনে বলতে হবে। তবে

সেই মন্ত্র ক্রিয়াশীল হবে। ভূত ঝাড়াবার মন্ত্র শিখবেন—"ধুলো সত্তম্ মধুপত্তম্ লোধূলা করম ছার। কার আজ্ঞে? কামরূপ-কামাক্ষার আজ্ঞে, হাড়িজী চণ্ডীর আজ্ঞে, শিগ্‌গির লাগ্ লাগ্ লাগ্।" বলুন ত' মন্ত্র, দেখুন ভূত ছাড়ে কি না। ভূত ছাড়বে না। ঐ রকম ত' বহু ভূতের মন্ত্র আছে। হচ্ছে না। জিনিসটা বুঝতে হবে। যাঁর মন্ত্রেতে সিদ্ধি হয়েছে, সেই মন্ত্র জপ করলে আমি কিছু ফল পেতে পারব। তাও একজনের মন্ত্র সিদ্ধি হয়েছে, আমার নাও হতে পারে। সেটা আমার ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, নিয়ম-নিষ্ঠার উপরে নির্ভর করছে। ভাল বীজ উষর মরুভূমিতে দিলে হবে কি?—হবে না ত'। সেইজন্য ত' কবি গেয়েছেন—"উষর মরুতে কেন দিলি আঁখিজল।" "To cast pearls before swine". উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই, উর্ব্বর ভূমি চাই, fertile land চাই, তবে ত' সেখানে বীজ অঙ্কুরিত হবে। সব জিনিসটা ত' শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বুঝানো আছে।

যখনই নন্দ মহারাজ বলছেন,—যিনি কুল-পরম্পরাগত এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন না। কৃষ্ণের রাগ হয়েছে। তিনি বলছেন, বাবা ত' কিছু উল্টোপাল্টা বলছেন। কুল-পরম্পরাগত যা কিছু আছে সবটাই কি ঠিক? তা ত' নয়। কুলপরম্পরাগত বহু কিছু ত' বহু সংসারে চলে আসছে। যদি সেটা ঠিক, তাহলে তার পরবর্ত্তী বংশধরগণ ধারা পাল্টাচ্ছেন কেন? শৈব-শাক্ত যাঁরা তাঁরা কেন বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করছেন শাস্ত্রানুসারে। তাঁরা কি ভুল করছেন, তাদের কি Logic জানা নেই?—জানা আছে। এতদিন সুযোগ-সৌভাগ্য হয় নাই, যখন সুযোগ-সুবিধা এসেছে, তখন তাঁরা পাল্টাচ্ছেন। সুযোগ লাভ করেও যারা পাল্টাচ্ছেন না, তাদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। যতদিন আমরা তর-তমটা বুঝতে পারছি না, ততদিন আমরা বহু ভুলই করে যাচ্ছি। যখন কেউ এসে ভুলটা ধরিয়ে দিচ্ছেন তখন সেটা মেনে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা ত' আছে শাস্ত্রে। কেউ আমাকে ত' বলেনি এতাবৎকাল। শাস্ত্রে আছে, আপনারা দেখুন, আলোচনা করুন, মিলান পাশাপাশি, Comparative study করুন না, দেখুন না কি আছে। তখন মতটা বদলান, পাল্টান যায়।

শ্রীশুক উবাচ,—

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ

করে ইন্দ্রের ক্রোধ-উৎপাদনদ্বারা তাঁহাকে গর্ব্বপর্ব্বত হতে অবতারণ করাবার জন্য নন্দ মহারাজের প্রতি বলতে লাগলেন। সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ শাস্তা—শাসনকর্ত্তা আছেন একজন। তিনি আমাদের সব হিসাব নিচ্ছেন। ভাল-মন্দের জমা-খরচ করছেন। সর্ব্বোপরি মালিক, অখিল-লোকশাস্তা হচ্ছেন ভগবান্। কর্ম্মচারী, কর্ম্মচারিণিগণ যখনই গণ্ডগোল করেন, তখনই তিনি তাঁদের সাজার ব্যবস্থা করেন। ভাল কাজ যদি করেন তাঁরা, তাহলে পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁদের। যেমন স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়েরা ঠিকভাবে পড়লে তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। যদি অন্যায় করে, তাহলে Punishment হয়। এছাড়া অফিস, আদালতেও একই আইন আছে। যাঁদের আমরা দেব-দেবী বলছি তাঁরা হলেন ভগবানের কর্ম্মচারী-কর্ম্মচারিণী। কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ অধিকার দিয়ে ভগবান্ এঁদের বসিয়েছেন। এইজন্য এঁদের নাম হল—আধিকারিক দেব-দেবী—Officer grade। এঁরাও মাঝে মাঝে ভুল-ত্রুটী করে ফেলেন। তখন সর্ব্বশাস্তা ভগবান্ বিচার করেন। সেই বিচার অনুসারে আইন মোতাবেক তাঁদের সাজা হয়। এই ভাগবতের মধ্যে এবং বহুতর শাস্ত্রের মধ্যে সে-সব নির্দ্দেশ আছে।

যিনি যে দোষ-ত্রুটী করছেন, কোথাও Suspension order আসছে। কোথাও ব্রহ্মার প্রতি, শিবের প্রতি, ইন্দ্রের প্রতি। কোথাও হয়ত' চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দিলেন চিরতরে। অতএব দেবতারা সব আইনে বিধিবদ্ধ। ইন্দ্র বুঝতে পারেন নাই, এই যে কৃষ্ণ বলে বাচ্চা ছেলেটাকে। ইন্দ্রের ক্ষমতা হয়নি, ব্রহ্মারও হয়নি। ব্রহ্মা ভগবানের গো-বৎস ও সখা-গণকে চুরি করে তাঁর লীলার ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন। এক বৎসর পর যখন ব্রহ্মা জানতে পেরেছেন, তখন তিনি এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ক্ষমা চাইছেন—'প্রভু ক্ষমা কর'। ছেলে অন্যায় করলে অভিভাবকের কাছে ক্ষমা পায়। আমি ত' তোমার ছেলে নই, ছেলের ছেলে নাতি। আমি অন্যায় করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী করেছিলে। চারটে মাথা দিয়েছিলে। চারটে মাথা বলতে পূর্ণজ্ঞান। সেটা নিয়েও আমি তোমার তত্ত্ব জানতে, বুঝতে পারিনি। যাঁরা তোমার তত্ত্ব জেনেছে, বুঝেছে বলে অহঙ্কার করে করুন।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

আমি সে অহঙ্কার করি না ঠাকুর।

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

যারা তোমার ভক্তকে অবজ্ঞা করে, তোমাকে অবজ্ঞা করে ধর্ম্মাচরণ করতে যাচ্ছে তারা অর্ব্বাচীন, মূর্খ। তাদের কোনদিন কল্যাণ হতে পারে না। শিবঠাকুর যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁর ভক্তদের বাঁচানোর জন্য। কাছাকাছি স্থান এখানে। স্থানটা কি ?—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা ধরুণ শোণিত-পুর, যার অপর নাম 'তেজপুর'। সেখানে বাণাসুরের রাজধানী। যুদ্ধ হচ্ছে যাদব-সৈন্যগণের সঙ্গে। তার পুরী অবরোধ করেছেন। কৃষ্ণ-বলদেব যুদ্ধে উপস্থিত আছেন। বাণাসুরের সহস্র বাহু ছিল। সুদর্শন চক্র দিয়ে সব হাতগুলো কেটে দিলেন ভগবান্। শিবঠাকুর প্রমাদ গণলেন। হাঁটু গেড়ে কৃষ্ণের কাছে স্তব করলেন। কৃষ্ণ বললেন,—কি হল শিব, তুমি ওরকম করছ কেন ? শিব বললেন,—ঠাকুর ! তুমি আমার শিষ্যটিকে মেরে ফেলবে নাকি ? শিষ্য অর্থাৎ ছেলে। কৃষ্ণ বলছেন,—ও যদি ঠিক ঠিক তোমার ছেলে হয়, তাহলে সম্পর্কে আমার নাতি হয়। তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন ? ভয় কি তোমার ? আর ও যদি ঠিক ঠিক তোমার ছেলে না হয়, তাহলে অবশ্য ভয়ের কথা ! যদি তোমার ছেলে হয়, তাহলে কোন ভয়ের কথা নেই। তোমার ছেলে যে—তোমাকে মানে যে, নিশ্চয়ই আমি তাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করি। যে তোমাকে অবমাননা করে আমার উপাসনা করতে আসে, আমি তাকে ভক্ত বলি না। আবার তুমিও বলবে উল্টিয়ে, যে আমার পরমোপাস্য ভগবানকে অস্বীকার করে আমাকে ভালবাসতে আসছে, তাকেও আমি মানি না। এটা শিব-শিবানীও বলেন। (ক্রমশঃ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে,—বর্ত্তমান ৪০শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার **"আজীবন-সদস্য"** করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১০০১্ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন দিয়া সদস্য হইতে পারেন।

—বিনীত নিবেদক
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

রাজর্ষি শ্রীভরত

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণাবলম্বনে লিখিত]

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। তন্মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের জীবনী পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভরতের জীবনেতিহাস বর্ণিত হইতেছে।

সম্রাট্ প্রিয়ব্রত কর্দ্দম-ঋষির কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই কন্যা ও দশ পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ বিশেষ জ্ঞানবান্, মহাশক্তিশালী, বিনীত ও পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। মেধা প্রভৃতি তিন পুত্র মহাভাগ্যবান্ ও জাতিস্মর হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ্যভোগে অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা সকল বিষয়ে মমতা-শূন্য ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিতভাবে ন্যায়ানুসারে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন।

প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট পরমধার্ম্মিক সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ এবং মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ প্রদান করেন। বপুষ্মান্‌কে শাল্মলী দ্বীপে নরপতি করিয়া অভিষিক্ত করিলেন এবং জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশদ্বীপের রাজা করিলেন। দ্যুতিমান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজত্ব করিতে আদেশ করিলেন ; ভব্যকে শাকদ্বীপের ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের রাজা করিলেন।

জম্বুদ্বীপের অধিপতি আগ্নীধ্রের প্রজাপতিতুল্য নাভি প্রভৃতি নয় পুত্র। ইহাঁরা সকলেই সৎকর্ম্মপরায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। পিতা আগ্নীধ্র নাভিকে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং কিম্পুষকে হেমকূটবর্ষ দিয়াছিলেন। হরিবর্ষকে নৈষধবর্ষ দান করেন এবং ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দ্দিগবর্ত্তী স্থান—ইলাবৃতবর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি নীলাচলের আশ্রিতবর্ষ রম্যকে দান করেন, তদুত্তরবর্ত্তী শ্বেতবর্ষ হিরণ্বান্‌কে দেওয়া হয়। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরস্থ শৃঙ্গবৎবর্ষ কুরুকে দিলেন, মেরুর পূর্ব্বভাগের বর্ষ ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন এবং কেতুমালকে গন্ধমাদন-বর্ষ দান করেন।

ভূপতি আগ্নীধ্র পুত্রগণকে এইসকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যাচরণের নিমিত্ত মহাপুণ্য শালগ্রামতীর্থে গমন করেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ, তথায় স্বভাবতঃ কার্য্যসিদ্ধি হয়, বিনা যত্নেই সুখভোগ ঘটে। সেইসকল বর্ষে অসুখ, অকালমৃত্যু, জরা ও মৃত্যুভয় নাই ; সেইসকল স্থানে

অধর্ম্ম ও অধমভাব নাই। সেই অষ্টবর্ষে যুগভেদে দেহাদির হ্রাস-বৃদ্ধিও নাই।

মহাত্মা নাভিরাজের হিমবর্ষে মেরুদেবীর গর্ভে তাঁহার ঋষভ-নামক মহাদ্যুতিমান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঋষভ হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। সেই মহাভাগ ঋষভ স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক বানপ্রস্থবিধানানুসারে তপস্যাচরণের নিমিত্ত পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় কৃতনিশ্চয় হইয়া যথানিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই মহীপতি তপস্যাদ্বারা অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়েন এবং অচিরেই মহাপ্রস্থান করেন।

ভরতরাজের নামানুসারেই হিমবর্ষের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে*। ভরত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান-সহকারে সম্যক্ রাজ্যভোগ করিয়া পরম ধার্ম্মিক পুত্র

---

*ভরতরাজের বংশধরগণ সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণস্থ 'ভারতবর্ষে' বাস করেন। এই ভারতভূমির বিস্তার নবসহস্র যোজন। ইহা স্বর্গ ও মোক্ষকামী মানবগণের কর্ম্মভূমি। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র—এই সাতটী কুল-পর্ব্বত আছে। এই স্থান হইতে সৎকর্ম্মবশতঃ স্বর্গ-মোক্ষাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এখান হইতে কুকর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যগণ তির্য্যক্-জাতিত্বে ও নরকে গমন করে। এই স্থান হইতে অন্তরীক্ষ লোক এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই।

এই ভারতভূমি নয়ভাগে বিভক্ত :—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগর-সংবৃত দ্বীপ। এই দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবনেরা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভাগানুসারে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিতেছেন।

শতদ্রু, চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। বেদ-স্মৃতি-প্রধানা কতকগুলি নদী পারিপাত্র-পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। নর্ম্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গতা। তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী ঋক্ষ-পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্না। গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী আদি পাপভয়হারিণী নদী সহ্য-পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে উৎপন্না। কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী প্রভৃতি কতকগুলি নদী মলয়-পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। ত্রিসামা-আর্য্যকুল্যাদি নদী মহেন্দ্র-পর্ব্বত হইতে নির্গতা এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি নদী শুক্তিমান্-পর্ব্বতের পাদসম্ভবা। ইহাদের সহস্র সহস্র শাখানদী ও উপনদী আছে।

সুমতিকে রাজ্যলক্ষ্মী অর্পণপূর্ব্বক শালগ্রামতীর্থে তপস্যায় রত হইয়া পরলোক গমন করেন। তিন জন্মের পর তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

সেই ভরত-নামা নৃপতি শালগ্রাম-তীর্থে যোগযুক্ত হইয়া অনন্যমনে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা করত কাল যাপন করিতেন। তিনি ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া অবিরত হরিধ্যানে থাকিয়া তথায় বহুকাল বাস করেন। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ রাজা অহিংসা প্রভৃতি গুণে ও চিত্তের সংযমে পরমোৎকর্ষ লাভ করেন। তিনি সর্ব্বদাই কেবল "হে যজ্ঞেশ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে অনন্ত! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ!" —ইহাই বলিতেন। তিনি স্বপ্নাবস্থায়ও ইহা ছাড়া কোন বাক্য ব্যবহার

কুরু-পাঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি-স্থানবাসিজন, পূর্ব্বদেশবাসিগণ, কামরূপ-নিবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারূষ, মালব ও পারিযাত্রনিবাসিগণ; সৌবীর, সৈন্ধব, হূন, শাল্ব ও শালকবাসিগণ; মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি—এই সমস্ত মনুষ্য সেইসকল নদীর তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন। এইসকল নদীর সমীপবর্ত্তী দেশসকল হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ ও মহাভাগ্যবান্।

এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অর্থাৎ ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি আছে,—অন্য কোথাও নাই। এখানে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং এই স্থানেই মানবগণ পরলোকের জন্য আদরপূর্ব্বক দানাদি করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে মনুষ্যগণ যজ্ঞময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। অন্যদ্বীপে অন্যপ্রকার পূজা হয়।

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি; তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগভূমি। জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্য-জন্মলাভ করেন। দেবগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন,— "যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাপদের পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্য। সেইসকল নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করত পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুতে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্ত হন। স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে, আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহা জানি না। সেইসকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম (সাধন-ভজনোপযোগী দেহ) লাভ করিয়াছেন।" লক্ষযোজন-বিস্তৃত লবণসমুদ্র —নববর্ষবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া বলয়াকারে বহির্ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে।

—(বিঃ পুঃ ২।৩ অঃ)

করিতেন না; কেবল উক্ত বাক্য কথন এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিতেন, তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সেই তাপস রাজা অন্যসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের পূজাদির জন্য সমিধ্, পুষ্প ও কুশ প্রভৃতি আহরণ করিতেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কর্ম্ম ছিল না।

একদিন রাজা অভিষেকের নিমিত্ত মহানদীতে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে কর্ত্তব্য-কর্ম্মাদি করিতেছিলেন, এমত সময়ে বনমধ্য হইতে একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানার্থে সেইস্থানে আগমন করিল। অনন্তর সেই হরিণীর জলপান প্রায় শেষ হইলে, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক সুমহান্ এক সিংহের গর্জ্জন শুনা গেল। তখন সেই হরিণী ত্রাসে নদীতটে এক লম্ফ প্রদান করিল। তট অতি উচ্চ থাকায়, তাহাতে আরোহণ করিবার সময়ে হরিণীর নদীতে গর্ভপাত হইল। গর্ভপতিত মৃগশিশু তরঙ্গমালাবেষ্টিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া, নৃপতি ভরত তাহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক তীরে উঠাইলেন। অনন্তর গর্ভপাত-পীড়া ও অতিউচ্চতটে উল্লম্ফনের জন্য হরিণী পড়িয়া গেল ও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। নৃপতাপস ভরত হরিণীকে মৃতা দেখিয়া, মৃগশাবককে গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

রাজা ভরত প্রতিদিন সেই মৃগশিশুকে পালন-পোষণ করিতে লাগিলেন। মৃগশাবক এইপ্রকারে পোষিত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই মৃগশাবক প্রথমে আশ্রমের প্রান্তভাগেই বিচরণ করিত ও তৃণাদি আহার করিত; আবার কখন কখন দূরে গিয়া ব্যাঘ্রভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে পলাইয়া আসিত। কোন কোনদিন সেই মৃগ প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সায়াহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিত; কোনদিন বা রাজার আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণেই বিচরণ করিত। এবম্প্রকারে কখনও দূরবর্ত্তী, কখনও নিকটবর্ত্তী সেই মৃগের উপর ভরতরাজের চিত্ত সর্ব্বদাই আসক্ত থাকিত। তিনি ভগবচ্চিন্তা ভুলিয়া গেলেন।

ভরত পূর্ব্বে রাজ্য, তনয় ও অশেষ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াও সেই হরিণ-শাবকের উপর অতিশয় মমতা করিতে লাগিলেন। সেই মৃগশিশু নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদি ফিরিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে রাজা চিন্তা করিতেন, —আহা! ঐ মৃগশিশুকে বৃক বা ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিল, অথবা সিংহ তাহার বিনাশ করিল। তিনি আবার চিন্তা করিতেন,—আহা! এই তাহার ক্ষুরাগ্রের আঘাতে পৃথিবী শোভমানা হইয়াছে। সেই হরিণশিশু আমার প্রীতির জন্যই জন্মিয়াছিল। আহা! সে এক্ষণে কোথায়? কখন সে

বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শৃঙ্গের অগ্রভাগদ্বারা আমার বাহু কণ্ডূয়ন করিয়া আমাকে সুখী করিবে? অহো! এই তাহার অচিরোদ্গত দন্তসকল-দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইয়া কুশ ও কাশসকল শিখাহীন সামাধ্যায়ী দ্বিজ-বালকগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভরতরাজ মৃগটী দূরগত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানাবিধ চিন্তা করিতেন; আবার সেই মৃগ নিকটে আসিলে তাঁহার বদন আহ্লাদে প্রসন্ন হইত।

ভূপতি ভরত রাজ্যভোগ, ঋদ্ধি ও বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিলেও, কেবলমাত্র সেই মৃগের চিন্তায় অবিরত আসক্তিবশতঃ সমাধি হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই মৃগশিশু চপল হইলে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইত; মৃগ দূরে গমন করিলে তাঁর চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে যেন দূরে গমন করিত। ভূপতি ভরতের চিত্ত এইপ্রকার মৃগশিশুতেই একান্তভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে। অনন্তর কাল অতিক্রান্ত হইলে সেই মহীপতি ভরত, পুত্রসদৃশ মৃগশিশুকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা প্রাণত্যাগকালেও সস্নেহে সেই মৃগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার চিন্তাতেই মগ্ন থাকিয়া, অন্য কোন চিন্তা করেন নাই।

রাজা ভরত মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে মৃগের চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি কালঞ্জর-পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মের সকল বিষয় তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, মৃগজন্মেও তিনি মাতাকে পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার শালগ্রামতীর্থে গমন করিলেন। তথায় শুষ্কপর্ণ ও শুষ্কতৃণমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক আত্মপোষণ করিয়া মৃগজন্ম লাভের কারণ—স্বকীয় কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। কালক্রমে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, সদাচারসম্পন্ন যোগিগণের নির্ম্মলকুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণদেহ লাভ করিলেন। এই জন্মে তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবান্ হইলেন; সকল শাস্ত্রের অর্থ তিনি জ্ঞাত ছিলেন। সমদর্শী ও আত্মদর্শী হইয়া সেই সম্প্রাপ্তচৈতন্য মহামতি ব্রাহ্মণ দেবাদি সকল ভূতকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। উপনয়ন হইলেও তিনি গুরু-কথিত বেদপাঠ করিতেন না, কোন কর্ম্মও করিতেন না ও কোন শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতেন না। তাঁহাকে বহুবাক্য বলিলে, তিনি জড়ের ন্যায় অস্পষ্ট অল্পবাক্য বলিতেন। সেই বাক্য ব্যাকরণাদিদুষ্ট হইত, কখনও বা গ্রাম্যবাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শুভাবির্ভাব-তিথিই শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী। ইহাই সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তথা জগদ্বাসীর নিকট অতি প্রিয় তিথি। কারণ এই তিথিতে অনন্ত বিশ্বের মূলপুরুষ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরার কংস কারাগারে কারারুদ্ধ বসুদেব-দেবকীকে অবলম্বন করিয়া এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অদ্যাপিও জগদ্বাসী সেই তিথি পরম আদরের সহিত পালন করিতেছেন।

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মেঘালয় প্রদেশান্তর্গত তুরা-সহরস্থ অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে ও আনুগত্যে এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

গত ১৬ই ভাদ্র ১৩৯৫, ইং ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, শুক্রবার অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিবসে শ্রীমন্দিরসহ শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারা পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব ও পুষ্পরাজি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাসমূহের প্রদর্শনী বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে সজ্জিত করায় দর্শকবৃন্দের অত্যন্ত প্রাণাকর্ষী হইয়াছিল। সন্ধ্যায় অধিবাস-কীর্ত্তনান্তে শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়।

১৭।৫।৯৫ (ইং ৩।৯।৮৮) তাং এ, পূর্ব্বপ্রচারিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুযায়ী ভোরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীনৃসিংহ-দেবের মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ ৭-৩০ মিনিটে বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত মোটরগাড়ীতে শ্রীল সভাপতি মহারাজের উপস্থিতিতে বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন তুরা-সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমণপূর্ব্বক মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্থানীয় প্রশাসন বিভাগ এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনে সহযোগিতা করায় সমিতির ধন্যবাদার্হ।

নগর-পরিক্রমান্তে সারাদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ হইতে থাকে। বৈকাল ৫ ঘটিকায় ব্রহ্মচারিগণ জয়ধ্বনিপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা,

পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতারস্তোত্রম্ প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনদ্বারা সভার কার্য্য শুরু করেন। পরে শ্রীল গুরু-মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর তাঁহার নির্দ্দেশে 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অবতারবাদ' সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীপাদ বলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহারাজের সাবলীল ভাবগম্ভীর বক্তৃতা শ্রবণপূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

১৮।৪।৯৫ (ইং ৪।৯।৮৮) তাং এ অর্থাৎ নন্দোৎসব দিবসে বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, ববাহূত সকল জনসাধারণকে বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় পূর্ব্বদিবসের ন্যায় ব্রহ্মচারিগণকর্ত্তৃক সুললিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর 'ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার দর্শন' প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীপাদ খগেনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (অসমীয়া ভাষায়), শ্রীপাদ সজ্জন ব্রহ্মচারী ও প্রধান অতিথি মাননীয় Mr. K. P. Chowdhury (Prof. of Tura Govt. College) বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রধান অতিথি মহোদয়ের বক্তৃতান্তে শ্রীল সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভাবগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার প্রাঞ্জল বীর্য্যাদীপ্ত শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরম কল্যাণ লাভ করেন।

১৯।৫।৯৫ (ইং ৫।৯।৮৮) তাং এ শ্রীসমিতি-পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের (English medium school) ছাত্রছাত্রীগণের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীল সভাপতি মহারাজ স্বহস্তে কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। বলাবাহুল্য প্রত্যহ সভাশেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

পরিশেষে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের এই বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সাহায্যকারী সহৃদয় মহৎ ব্যক্তিগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক—ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি ভক্তত-সঙ্গে ॥

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-বিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ সুবিধা-দানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথাযথ ফল লাভ হয় না।

এইবারের পরিক্রমার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—আগামী **অন্নকূট মহোৎসবে, শ্রীবৃন্দাবনস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহগণ প্রকাশিত হইবেন।**

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ-কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন ও পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। প্রত্যহ মহাপ্রসাদ সেবা।

৪। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৫। রিজার্ভ গাড়ীতে সচ্ছন্দে ভ্রমণ।

এই পরিক্রমা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও সমিতির

সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীধামদর্শনাদি ও পরিক্রমা পরিচালনার সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিবেন।

সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সীমিত, সুতরাং পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছুক ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন। ইতি—৪ঠা বৈশাখ, ১৩৯৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

অভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ৯ই কার্ত্তিক, (ইং ২৬।১০।৮৮) বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে শুভযাত্রা করা হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক একমাস সময় লাগিবে। হাওড়া অথবা শিলিগুড়ি হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া-আসা রেলভাড়া, শ্রীব্রজমণ্ডলের দূরবর্ত্তি স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া এবং দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ১১০০৲ (এক হাজার একশত) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের ১২ বৎসরের নিম্নে ৭০১৲ (সাতশত এক) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ২২শে ভাদ্রের (ইং ৮।৯।৮৮) মধ্যে ৫০০৲ (পাঁচশত) টাকা অগ্রিম জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২রা কার্ত্তিক (ইং ১৯।১০।৮৮) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটী হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানাপত্র ১২ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক লইবেন না। শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ যাত্রিগণ বহন করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

১। **মথুরা**—বিশ্রামঘাটে স্নান ও সঙ্কল্প গ্রহণান্তে ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, গোকর্ণেশ্বর, দীর্ঘবিষ্ণু, ধ্রুবঘাট, বিশ্রামাদি ২৪ ঘাট, অম্বরীষটীলা, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসবধ-স্থলী, দ্বারকাধীশ, শ্বেতবরাহ প্রভৃতি।

২। **মধুবন**—তালবন, কুমুদবন বহুলাবন।

৩। **গোবর্দ্ধন**—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, মানসীগঙ্গা, হরিদেব, শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড, কুসুম সরোবরাদি।

৪। **কাম্যবন**—বিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, ব্যোমাসুর-গুহা, ভোজন থালী, পিছলপাহাড়ী, ভীগ্ প্রভৃতি।

৫। **নন্দগাঁও**—পাবন সরোবর, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব-কেয়ারী, টের-কদম্ব, বর্ষাণা, খদীরবন, সঙ্কেত, কোকিলাবন, যাবটাদি।

৬। **কোশী**—চরণপাহাড়ী, ছোট-বড় বৈঠান, শেরগড়, খেলনবন, রামঘাট, বিহারবন ও ছত্রবন।

৭। **ভদ্রবন**—ভাণ্ডীরবন, মাঠবন, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, মহাবন, গোকুল, রাভেল ও লৌহবন।

৮। **শ্রীবৃন্দাবন**—পঞ্চকোশী-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর, শ্যামসুন্দর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি ও ভজন কুটীর, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, কেশীঘাট, চিরঘাট, কালীয়দহ প্রভৃতি।

৯। **বেলবন**—প্রেম সরোবর।

১০। **মহাবন গোকুল**—ব্রহ্মাণ্ডঘাট, চৌরাশীখাম্বা, উদূখলে বন্ধনস্থলী, দাউজী ইত্যাদি।

যোগাযোগ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য

পত্রাদি দ্বারা যোগাযোগ অথবা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের অঞ্চলভিত্তিক সেই প্রান্তীয় যে-কাহারও নামে পাঠাইতে পারেন। তবে প্রাপকের নাম ও ঠিকানার উপরে "পরিক্রমা-বিভাগ" অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা—

শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ২৪৭
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

শ্রীতরুণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫-৭২২৭
২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা—৪

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ২১৫৯৬
শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে ও দৈব দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমাপঞ্জী পরিবর্ত্তিত ও বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্প দূরস্থিত দর্শনীয়-স্থানে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন করিবেন।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম দুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ২২ দামোদর, অনিরুদ্ধ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৯৫, ইং ১৬।১১।৮৮ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে]

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

১। সৎকর্ম্মসূচকো নূনং জ্ঞানযজ্ঞঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতালাপঃ স তু গীতঃ শুকাদিভিঃ॥ ৬০॥

শ্রীসনৎ কুমারগণ কহিলেন,—হে নারদ! তত্ত্বদর্শিগণ সাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞকেই সৎকর্ম্মের সূচক অর্থাৎ মুক্তিদায়ক বলিয়া মান্য করেন। উহাই হইল—শ্রীমদ্ভাগবত-কথা, শ্রীশুকাদি মহানুভবগণ যাঁহা কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ৬০॥

২। ভক্তি-জ্ঞান-বিরাগাণাং তদ্‌ঘোষেণ বলং মহৎ।
ব্রজিষ্যতি দ্বয়োঃ কষ্টং সুখং ভক্তের্ভবিষ্যতি॥ ৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দ ব্রহ্ম শ্রবণ করিলেই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মহাশক্তি

লাভ হইবে। ইহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কষ্ট বিদূরিত হইবে এবং ভক্তিদেবী সুখলাভ করিবেন ॥ ৬১ ॥

৩। প্রলয়ং হি গমিষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনেঃ।
কলের্দোষা ইমে সর্ব্বে সিংহ-শব্দাদ্ বৃকা ইব ॥ ৬২ ॥

সিংহ-গর্জন শুনিয়া যেরূপ কুক্কুরাকার ব্যাঘ্রগণ পলায়ন করে, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনিতে কলিযুগের সকল দোষ দূরীভূত হইয়া যাইবে ॥ ৬২ ॥

৪। জ্ঞান-বৈরাগ্য-সংযুক্তা ভক্তিঃ প্রেম-রসাবহা।
প্রতিগেহং প্রতিজনং ততঃ ক্রীড়াং করিষ্যতি ॥ ৬৩ ॥

তখন প্রেমরস-বাহিনী ভক্তিদেবী জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সঙ্গে লইয়া প্রতিগৃহে এবং প্রতি মানুষের অন্তরে ক্রীড়া করিবেন ॥ ৬৩ ॥

নারদ উবাচ,—

৫। শ্রীমদ্ভাগবতালাপাত্তৎ কথং বোধমেষ্যতি।
তৎকথাসু তু বেদার্থঃ শ্লোকে শ্লোকে পদে পদে ॥ ৬৫ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—(আমি বেদ-বেদান্তধ্বনি এবং গীতাপাঠ করিয়া উহাদের জাগাইবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছি)। এইরূপ অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইলে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য কি জাগিবেন? কারণ, ভাগবতের প্রতিশ্লোক এবং প্রত্যেক পদে বেদেরই সারাংশ সন্নিবিষ্ট আছে ॥ ৬৫ ॥

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

৬। বেদোপনিষদাং সারাজ্জাতা ভাগবতী কথা।
অত্যুত্তমা ততো ভাতি পৃথগ্ভূতা ফলাকৃতিঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীসনৎকুমারগণ কহিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত-কথা বেদ ও উপনিষদের সারাংশদ্বারা নির্ম্মিত। তজ্জন্য বেদ হইতে পৃথক্ অথচ ফলস্বরূপ হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত অত্যুত্তম বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৬৭ ॥

৭। ইক্ষুণামপি মধ্যান্তং শর্করা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
পৃথগ্ভূতা চ সা মিষ্টা তথা ভাগবতী কথা ॥ ৭০ ॥

শর্করা ইক্ষুর মধ্য হইতে মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও, ইক্ষু চর্ব্বণে উহার মিষ্টতা পাওয়া যায় না, কিন্তু যখন ইক্ষু হইতে পৃথক্ হইয়া চিনিরূপে পরিণত হয়, তখনই ঐ মিষ্টতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-কথা জানিবে ॥ ৭০ ॥

৮। ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম-সম্মিতম্।
ভক্তি-জ্ঞান-বিরাগাণাং স্থাপনায় প্রকাশিতম্॥ ৭১॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ বেদতুল্য। মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে স্থাপিত করিবার জন্য ইহার প্রকাশ করিয়াছেন॥ ৭১॥

৯-১০। বেদান্ত-বেদসুস্নাতে গীতায়া অপি কর্ত্তরি।
পরিতাপবতি ব্যাসে মুহ্যত্যজ্ঞান-সাগরে॥
তদা ত্বয়া পুরা প্রোক্তং চতুঃশ্লোক-সমন্বিতম্।
তদীয় শ্রবণাৎ সদ্যো নির্বাধো বাদরায়ণঃ॥ ৭২-৭৩॥

পুরাকালে যে-সময়ে বেদ-বেদান্তে সুস্নাত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রচয়িতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস অজ্ঞান-সমুদ্রে মুহ্যমান হইয়া পড়েন, সেই-কালে আপনিই (শ্রীনারদই) তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী-ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। উহা শ্রবণেই বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেব সদ্যই সকল মনঃকষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করেন॥ ৭২-৭৩॥

১১। তত্র তে বিস্ময়ঃ কেন যতঃ প্রশ্নকরো ভবান্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শ্রাব্যং শোক-দুঃখ-বিনাশনম্॥ ৭৪॥

এ বিষয়ে কেন আপনার বিস্ময় জাগিতেছে, যাহার জন্য আপনি প্রশ্ন করিতেছেন? আপনি ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সকল দুঃখবিনাশক শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র তাঁহাদিগকে শ্রবণ করান॥ ৭৪॥

নারদ উবাচ,—

১২। যদ্দর্শনঞ্চ বিনিহন্ত্যশুভানি সদ্যঃ
শ্রেয়স্তনোতি ভবদুঃখ-দাবার্দ্দিতানাম্।
নিঃশেষ-শেষমুখ-গীতকথৈকপানাঃ
প্রেম-প্রকাশ-কৃতয়ে শরণং গতোঽস্মি॥ ৭৫॥

শ্রীনারদ কহিলেন,—যাঁহাদের দর্শন মনুষ্যের সকল অশুভ তৎক্ষণাৎ নাশ করে এবং সংসারের বিবিধ দুঃখরূপ দাবানলে সন্তপ্তগণকে শান্তিদান করিয়া থাকে, যাঁহারা নিরন্তর শেষ-নাগের সহস্রমুখে গীত শ্রীভাগবতকথা পান করেন, আমি প্রেমলক্ষণা ভক্তি-লাভের জন্য তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম॥ ৭৫॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৯ পৃষ্ঠার পর]

স্বীয় সিদ্ধদেহ এইরূপে ভাবনা করিবে ;—গান্ধর্ব্বিকার সযূথে শ্রীমতী ললিতার গণে আমি আছি। শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতা এবং যাবট-গ্রামবাসিনী আমি চিদানন্দময়ী, চিন্তনীয়াকৃতি, কামরূপানুগামিনী রসময়ী উজ্জ্বলস্বর্ণবর্ণা নবযৌবনা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী। এই সিদ্ধদেহের সাধনার্থ একাদশটী পর্ব্ব আছে, যথা—নাম, রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্যদাসী ও নিবাস। এই সকলগুলি নিজের স্বরূপে ভাবনা করিতে করিতে ইহাতে যে অভিমান জন্মিবে, সেই অভিমানক্রমে নিত্যসেবার স্ফুটভাব উদিত হইবে। জড়ে যে স্থিতি, তাহা কেবল অভ্যাসবশতঃ মরণ পর্য্যন্ত থাকিবে। স্থূলদেহের রক্ষণ, ভরণ, পোষণ কেবল সাধনানুকূল ক্রিয়ারূপে ভাবিতে হইবে। যে-সকল শ্লোক (১) এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল, সে-সকল অতি সরলার্থ। সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাধকের যখন রাগানুগমার্গে লোভ হয়, তখন সদ্‌গুরুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সাধকের রুচি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার

---

(১) অস্যৈব সিদ্ধদেহস্য সাধনানি যথাক্রমম্।
একাদশ প্রসিদ্ধানি বক্ষ্যন্তেঽতিমনোহরম্॥
নামরূপবয়োবেশসম্বন্ধো যূথ এব চ।
আজ্ঞাসেবা পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসকঃ॥

নাম যথা—শ্রীরূপমঞ্জরীত্যাদি নামাখ্যানানুরূপতঃ।
চিন্তনীয়ং যথাযোগ্যং স্বনাম ব্রজসুভ্রুবাম্॥

রূপং যথা—রূপং যূথেশ্বরীসেবাযোগ্যং ভাবং প্রযত্নতঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং কামোদ্দীপকং গোপিকাপতেঃ॥

বয়ো যথা—বয়ো নানাবিধং তত্র মত্বা ত্রিদশবৎসরম্।
মাধুর্য্যাদ্ভুতকৈশোরং বিখ্যাতং ব্রজসুভ্রুবাম্॥

বেশো যথা—বেশো নীলপটাদ্যৈশ্চ বিচিত্রাদ্রিকৃতৈস্তথা।
স্ব-স্ব-দেহানুরূপেণ স্বভাবরসসুন্দরঃ॥

সম্বন্ধঃ যথা—সেব্যসেবকসম্বন্ধঃ স্বমনোবৃত্তিভেদতঃ।
প্রাণাত্যয়েঽপি নো হেয়ঃ কদা ন পরিবর্ত্তনম্॥

যূথঃ যথা—যথা যূথেশ্বরীযূথঃ সদা তিষ্ঠতি তদ্বশে।
তথৈব সর্ব্বদা তিষ্ঠেদ্ভূত্বা তদ্বশবর্ত্তিনী॥

আজ্ঞা যথা—যূথেশ্বর্য্যাঃ শিরস্যাজ্ঞামাদায় হরিরাধয়োঃ।
যথোদিতাঞ্চ শুশ্রূষাং কুর্য্যাদানন্দসংবৃতা॥

ভজননির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধদেহের পরিচয় করিয়া দিবেন। সেই পরিচয়মতে প্রাত্যহিক সাধক অর্থাৎ প্রেমাকুরুক্ষু ব্যক্তি গুরুকুলে বাস করত সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত স্বস্থানে স্থিত করিয়া ভজন করিতে থাকিবেন। গুরুদত্ত নিজ নামরূপাদি স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রই তাহাতে অভিমানযুক্ত হইবেন। এই অভিমানই—আত্মজ্ঞান এবং ইহাকেই স্বরূপসিদ্ধি বলে। পূর্ব্বে যে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণ-কীর্ত্তনে ভজনক্রম বলা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বিকশিত হইল। নিজ নামরূপাদি চিন্তাপূর্ব্বক স্বীয় সম্বন্ধ যোজনাদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ নামরূপ গুণ-লীলায় প্রবেশ করাই এই ভজনের তাৎপর্য্য। ভক্তিলতা যখন বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন, তখন সেই লতা অবলম্বন করিয়া সাধক মালীও অপ্রাকৃত ধাম প্রাপ্ত হন। এই স্বরূপসিদ্ধিকে কোন কোন ভক্তলেখক সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই 'গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিজত্বলাভ বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ প্রাপ্তিই—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধদ্বিজত্ব-

স্বরূপসিদ্ধি

আপনদশা

সেবা যথা—চামরব্যজনাদীনাং সংযোগপ্রতিপালনম্।
ইতি সেবা পরিজ্ঞেয়া যথামতি বিভাগশঃ ॥
পরাকাষ্ঠা যথা—শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যদ্বদ্রূপমঞ্জরীকাদয়ঃ।
প্রাপ্তা নিত্যং সখীত্বঞ্চ তথাস্যামিতি ভাবয়েৎ ॥
পালাদাসী যথা—পালাদাসী চ সা প্রোক্তা পরিপালাপ্রিয়ম্বদা।
মনোবৃত্তিরূপেণ যা নিত্যং পরিচারিকা ॥
নিবাসঃ যথা—নিবাসো ব্রজমধ্যে তু রাধাকৃষ্ণস্থলী মতা।
বংশীবটস্তু শ্রীনন্দীশ্বরশ্চাপ্যতিকৌতুকঃ ॥
মঞ্জুর্য্যো বহুশো রূপগুণশীলবয়োঽন্বিতাঃ।
নামরূপাদি তৎ সর্ব্বং গুরুদত্তঞ্চ ভাবয়েৎ ॥
তত্র তত্র স্থিতো নিত্যং ভজেৎ শ্রীরাধিকাপতিম্।
নামস্মৃতিবিকাশেন স্থিত্বা কৃষ্ণপ্রিয়াগৃহে ॥
তদাজ্ঞাপালকো ভূত্বা কালেষ্বষ্টসু সেবতে।
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং ভাবনাময়ীম্ ॥

(ভজনপদ্ধতৌ ধ্যানচন্দ্রঃ)

প্রাপ্তি বা আপনদশা। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের স্বরূপসিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণনামরূপ-গুণলীলা-স্মৃতির বিকাশেই নিত্যবৃন্দাবন লাভ হয়। ভৌমবৃন্দাবন ও গোলোকবৃন্দাবনে যে অতি সূক্ষ্মভেদ (১) আছে, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' দেখিতে পাইবেন।

বস্তুসিদ্ধি

চিদ্ধাম-বর্ণনে কথিত হইয়াছে যে, তথায় রজোগুণ, তমোগুণ নাই এবং তন্মিশ্র সত্ত্বগুণও নাই। কালের বিক্রম নাই। মায়াশক্তির অবস্থিতি নাই (২)। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপার্ষদ তথায় নিত্য বাস করেন। এ কিরূপ হইল? এখন আমরা দেখিতেছি যে, কৃষ্ণধাম ব্রহ্মধামের উপরিভাগস্থিত হইয়াও আবার নিত্য অষ্টকালাদি লীলাপীঠ হইয়াছেন। ভেদ এবং দেশ-কাল—সকলই তথায় রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! বেদপুরাণে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যাহা যাহা এই মর্ত্ত্যজগতে আছে, সে সমস্তই বৈকুণ্ঠে হেয়বর্জ্জিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান। মূলকথা এই যে, এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব। এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্ত অনবদ্য। সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ, দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত—ত্রিগুণাতীত; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রসপুষ্টি করিবার জন্য নির্দ্দোষ কাল, নির্দ্দোষ দেশ ও নির্দ্দোষ আকাশ-জলাদি কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময়কালে (যাহাতে জড়ীয়কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয়। নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল এইরূপ অষ্টকালে (৩) দিবারাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।

চিদ্ধাম

জড়জগৎ চিদ্ধামের হেয়-প্রতিফলন

---

(১) যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ।
অথ উর্দ্ধতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্॥ (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে)

(২) প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥ (ভাঃ ২।৯।১০)

(৩) এবং পদ্মোপরি ধ্যাত্বা রাধাকৃষ্ণৌ ততস্তয়োঃ।
অষ্টকালোচিতাং সেবাং বিদধ্যাৎ সিদ্ধদেহতঃ॥
নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্ণকঃ।
সায়ং প্রদোষো রাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্॥
মধ্যাহ্নমধ্যমৌ চোভৌ মনুহূর্ত্তমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্তপ্রমুখাঃ পরে॥

যে লীলা গোকুলবৃন্দাবনে যেরূপে নিত্যরূপ কৃষ্ণেচ্ছায় উদিত হইয়াছে, তাঁহার অনুরূপ লীলা গোলোকবৃন্দাবনে নিত্য বর্ত্তমান। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, নারদগোস্বামী স্বীয় গুরুদেব শ্রীসদাশিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সমস্ত শ্রবণ করিলাম, এখন সর্ব্বোত্তম ভাবমার্গ শুনিতে ইচ্ছা করি।" মহাদেব কহিলেন,—হে নারদ! কৃষ্ণের (১) দাসসকল, সখাসকল, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ নিজতুল্য গুণশালী হইয়া সকলে নিত্য। পুরাণে যে-সমস্ত অপ্রকট-লীলা বর্ণিত আছে, তাহা ভৌমবৃন্দাবনে নিত্যরূপে কালচক্রে বর্ত্তমান। বনগোষ্ঠে গমনাগমন, বয়স্যগণের সহিত গোচারণ—সমস্তই একপ্রকার। ভৌমজগতে যে অসুরনাশাদি আছে, তাহা কেবল অভিমানরূপে রসপুষ্টির জন্য অপ্রকটে বর্ত্তমান। সেই অভিমান ভাবই অসুরঘাতন ক্রিয়ারূপে প্রকটরূপে দেখা যায়। তাঁহার প্রেয়সীগণ প্রচ্ছন্নভাবে পারকীয় অভিমানের সহিত নিজ প্রিয় কৃষ্ণকে সুখদান করেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া

নিত্যধাম, নিত্যলীলা ও নিত্যগণ

অসুর নাশাদির ভাবমাত্র বর্ত্তমান

---

(১) দাসাঃ সখায়ঃ পিতরো প্রেয়স্তশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥
যথাপ্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্॥
পারকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্॥
প্রীতানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাহ্লাদ-ভাবেনাতিসুনির্ব্বৃতাম্॥
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তমহানিশা॥

কৃষ্ণ সেবা করিবেন, তাঁহারা আপনাদিগকে তদনুরূপ রূপগুণশালিনী ভাবনা করিবেন। সরল উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া বুঝিবেন। নারদ (১) কহিলেন,—"যিনি অপ্রকট-লীলা অনুভব করেন নাই, তিনি কিরূপে সেই ভাবে হরিসেবা করিবেন?" সদাশিব কহিলেন,—"হে নারদ, আমি তত্ত্বতঃ সেই লীলা জানি না। আমার পুরুষত্বভাবই ইহার প্রতিবন্ধক। বৃন্দাদেবীর নিকট গেলে তিনি তাহা বলিবেন।" বৃন্দাদেবী গোবিন্দপরিচারিকা সখীগণ-সঙ্গে কেশীতীর্থের নিকট বিরাজমানা। নারদ তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে দেবি! আমি যদি যোগ্য হইয়া থাকি, আপনি আমাকে কৃষ্ণের নৈতিক চরিত্র বলুন (২)।

যেরূপে যেভাবে প্রাত্যহিক সাধক ভাবনা করিবেন, তাহা এই উপদেশে মহাদেব বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নারদ উবাচ—

(১) হরের্দৈনন্দিনীং লীলাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
লীলামজানতা সেব্যো মনসা তু কথং হরিঃ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ—

নাহং জানামি তাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ।
বৃন্দাদেবা মতো গচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি॥
অবিদূর ইতঃ স্থানাৎ কেশীতীর্থসমীপতঃ।
সখীসঙ্ঘবৃতা সাস্তে গোবিন্দপরিচারিকা॥

সূত উবাচ—

ইত্যুক্তস্তং পরিভ্রম্য হৃষ্টো নত্বা পুনঃ পুনঃ।
বৃন্দাশ্রমং জগামাথ নারদো মুনিসত্তমঃ॥

নারদ উবাচ—

(২) তত্ত্বো বেদিতুমিচ্ছামি নৈতিকং চরিতং হরেঃ।
তদাদিতো মম ব্রূহি যদি যোগ্যোঽস্মি শোভনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনও প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি-স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুব্ধ, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ। শ্রীগৌর—নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ। পাঠক! আপনারা গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।

শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর। অভক্তিমার্গাশ্রিত অন্যের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে কিংবা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন করিলে তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয় জ্ঞানে শুদ্ধভক্তগণ ত্যাগ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটী ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে কথিত আছে। এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ কিরূপে বিফল করেন, নিম্নোক্ত পংক্তি কয়েকটী সেই কথার প্রমাণ করিবে—

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে॥
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম-উত্তম'।
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন॥
স্বরূপ কহে,—"তুমি 'গোপ' পরম উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥
রূপ যৈছে দুই নাটক কৈরাছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে॥"
কবি কহে,—"জগন্নাথ—সুন্দর শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর॥

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন॥
"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!!
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি!!"
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥
সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫ম পঃ)

গৌর-ভক্তসমাজে এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাহাদের অন্যায়াচরণ 'গৌরভক্তি' নহে জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ-জন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধভক্তিস্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন।

শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ-প্রভু সবিনয়ে যুগ্মকরে সদৈন্যে বলিলেন,—"গৌরকান্তিধারী কৃষ্ণচৈতন্যনামক কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা।" এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি, এই গৌরবস্তু-বিষয়ক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ; কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট নহেন। তিনি গৌরত্বিট্। তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য। (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩৪)
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যা'র মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণেন নিজ-সুখে॥ (ঐ ৩।৫৩)
দেহ-কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ॥ (ঐ ৩।৫৬)

পাঠক! শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও রূপ জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার গুণ শ্রবণ করুন। তিনি—মহাবদান্য। মাধুর্য্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্য্যরস বিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়াগুণধর; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-মধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমপায়ী বস্তু প্রদান করে; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় নিত্য-কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাতা।

চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫)

অন্যান্য দাতৃবর্গের দান-সমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গোরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণধর পুরুষটীর দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—অপরের দয়ায় মন্দ উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া অমন্দোদয়া-কৃপা অর্থাৎ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। ফল্গু চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী দয়া গৌর-কৃপার সহিত তুলনা হয় না। যিনি কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপা গৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ-বিপাক-ক্রমে ভ্রমময়-মার্গে বিচরণ করেন, তিনি ভক্তি-বিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়। অধনে 'ধন'-জ্ঞানে উহার প্রতি যত্ন করিয়া যিনি গৌর-সেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্মবঞ্চক কখনই প্রেমরত্ন-লাভে কৃতকার্য্য হন না।

শ্রীগৌরের নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', গৌরের রূপ—'শ্রীগৌরাঙ্গ' গৌরের গুণ—'মহা-বদান্য'। এখন গৌর-লীলার কথা শুনুন,—তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত। বদান্যতা-গুণে কৃষ্ণভক্তির প্রচারক। সেব্য-বস্তু হইলেও সেবক লইয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার লীলা। প্রাকৃত বস্তুমাত্রে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া এই চারিটীতে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত ও অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া তাঁহাতে ঐ চারিটী অভিন্নভাবে অবস্থিত। অন্যের মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহই পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে। শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্য-নাম—সম্বন্ধ, গৌর-কৃপা কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় ও গৌর-দেয় কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। ভগবদ্রূপ-বিমুখ হইলে জীব নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদ বা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে

জাগ্রত করিয়া গৌর-বিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ-পথ ত্যাগ করায় বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরীভজা, সহজিয়া, জাতি-বৈষ্ণব, জাতি-গোঁসাঞি, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন, সকল মঙ্গল হইবে। **শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।** সাধনভক্তির মূল-বস্তু—শ্রদ্ধা, ভাবভক্তির মূল-বস্তু—রতি, প্রেমভক্তির মূল-বস্তু—রস; ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থান লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠন করুন। **শ্রীসিদ্ধান্তবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন,** নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়িক-বুদ্ধির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অদ্বৈতবাদ-নিরাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৫ পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্য শঙ্করের গুরুত্ব-বিচার

আচার্য্য-শঙ্করের অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থে গুরুর স্বরূপ বলিতে গিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কোন ব্যক্তিরই শিষ্য হইবার অভিলাষ থাকে না, বা তাদৃশ গুরুকরণ স্বীকার করিলেও তাদৃশ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আচার্য্য-শঙ্কর উক্ত গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই

নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ আপনারা কেবলাদ্বৈতবাদের গলদ কোথায় বুঝিতে পারিবেন। উক্তি যথা :—"তস্মাদেবাচার্য্যাদ্ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ কথমাচার্য্যোঽজ্ঞো বা স্যাৎ। যদ্যজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি। ততঃ অজ্ঞানং তৎ কার্য্যদেহদ্বয়নিবৃত্তেঃ। তদা দেহাদিসংবন্ধাভাবাৎ তু ন শিষ্যাদিশাসনং হ্যুপপদ্যতে। অথানবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ। তস্মাদ্দেহাদিসং বন্ধোঽঙ্গীকর্ত্তব্যোঽভ্যুপেতব্যঃ। তদা জ্ঞানাদজ্ঞানতত্তৎকার্য্য-নিবৃত্তিঃ তস্মাদাচার্য্যাধীনং জ্ঞানমপেক্ষতে ইত্যত্র নায়ং দোষঃ" অর্থাৎ—"জিজ্ঞাস্য এই যে আচার্য্য অজ্ঞ কি বিজ্ঞ হইবেন? যদি তিনি অজ্ঞ হন, তবে ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞানোপদেশ করিতে (অজ্ঞতাপ্রযুক্ত) অক্ষম। আর যদি তিনি বিজ্ঞ হন, তবে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা তিনিই ব্রহ্ম হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার অজ্ঞান ও তৎকার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় নিবৃত্ত হইয়াছে। এবং তিনি (ব্রহ্মজ্ঞানহেতু) দেহাদি-সম্বন্ধশূন্য হওয়ায় শিষ্যাদিকে শাসন বা উপদেশ দিতে অক্ষম। অতএব 'অনবগতঃ' অর্থাৎ অনবগত (মূর্খ বা ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য) ব্যক্তিই শিষ্যকে ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ করিবেন। উক্তপ্রকার আচার্য্যেরই (অজ্ঞানোত্থ) শরীরাদি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ আচার্য্যের নিকটে উপদেশ লাভ করিয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইহা হইতেই জানা যায়, জ্ঞানরূপ মোক্ষ লাভ আচার্য্যাধীন এবং আচার্য্য-শিক্ষাসাপেক্ষ। জ্ঞান উক্তপ্রকার গুরুসাপেক্ষ ও তদধীন হওয়ায় দোষ নাই।" ইহাই শঙ্করের উক্তি।

গুরুত্বে ভ্রান্তিই মহাদোষ

উক্ত উদ্ধৃত বচনসমূহ হইতে 'অথানবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ' কথাদ্বারা শঙ্কর গুরুর স্বরূপ যে-প্রকার অনবগত, মূর্খতাযুক্ত ও অজ্ঞান-শাসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাদৃশ-গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবেন না। যে-সম্প্রদায়ের গুরুর প্রতি এবম্প্রকার ভক্তি-শ্রদ্ধা যে, তাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া মানিতেই হইবে, তাদৃশ সম্প্রদায়কে ভারতীয় হিন্দুসমাজ আস্তিক বলিবেন কি? বেদসার-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত 'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ' প্রভৃতি শ্লোকে আমাদিগকে ঐ প্রকার গুরুক্রবের আশ্রয়গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী মোক্ষ-কামনায় অনবগত অজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে গিয়া নিজেও অজ্ঞতার

পরিচয় দিয়া অন্ধকূপে পতিত হইয়া মূলেই ভুল করিয়া সর্ব্বতোভাবে দোষ করিয়াছেন।

ভ্রান্ত গুরুর শিক্ষাও ভ্রমপূর্ণা। সুতরাং তাদৃশ গুরুমুখ-নিঃসৃত 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা সোঽহম্' প্রভৃতি বাক্যসমূহের ভ্রমপূর্ণা ধারণাই সরলহৃদয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যের অন্তঃকরণে প্রকাশিতা হইবে। শঙ্করদেব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের কদর্থ করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া গুরুতত্ত্বে ঐ প্রকার ভ্রান্তি প্রবেশ করাইয়াছেন। তাহাতে আস্তিক সম্প্রদায় তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না।

কেবলাদ্বৈতবাদীর ঈশ্বরতত্ত্ব জীবতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করেন, তাহা অতীব অনুপাদেয় ও হেয় হইতেছে। ব্রহ্মের সগুণাবস্থাকেই ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বর জীব-কোটির মধ্যেই পরিগণিত হন, ব্রহ্মের পরিচ্ছন্নাবস্থা বা প্রতিবিম্বাবস্থাকেই জীব ও ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। পরিচ্ছেদের বৃহদংশের নাম ঈশ্বর ও ক্ষুদ্রাংশের নাম জীব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরও জীব, জীবও জীব। জীব-শ্রেণীভুক্ত ঈশ্বরত্বের উপাসনা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি করিয়া থাকেন? আস্তিক সমাজ ঈশ্বরত্ব বা ভগবত্তাকে জীবকোটির ভিতরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহা ছাড়া উক্ত-প্রকার ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেরও চরমে হানি হওয়ায় নিত্যত্বের প্রতিযোগী হইতেছে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব।

শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ না মানিয়া মায়াবাদী নাস্তিক

এখন দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ এই তিনটী তত্ত্বে কেবলাদ্বৈতসেবী মায়াবাদিগণ কপটতামূলে বিশ্বাস প্রদর্শন করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা উক্ত বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে অবস্থান করিতেছেন। বৃক্ষের কোন শাখায় অবস্থান করিয়া সেই শাখার মূলছেদন করিলে ভূপতিত হইয়া জীবন নাশই হইয়া থাকে। বিচার-ক্ষেত্রে শাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তাঁহাদের মূল ছেদন করত কেবলাদ্বৈতবাদী পতিত হইয়া নাস্তিক হইয়াছেন। আস্তিক-সম্প্রদায় উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ আছেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর বসুদেবদাস্য ব্যতীত গতি নাই

অদ্বৈত মানিতে গিয়া জীব, ব্রহ্ম ও বিশ্বের বিচারে জীব-বিশ্বে যে মিথ্যাত্বের

আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে কেবলাদ্বৈতবাদীর কৃষ্ণবিরোধই মূল-ব্যাধিরূপে প্রকাশ পায়। মিথ্যাত্ব স্থাপন করিতে গিয়া এবং ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যে-প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধারলাভের উপায় অনবগত আচার্য্যের আশ্রয় নহে, পরন্তু কার্ষ্ণতত্ত্ব বসুদেবের পদাঙ্কানুসরণ একমাত্র পথ।

প্রতিবিম্ববাদের হেয়তা

প্রতিবিম্ববাদী বলিয়া থাকেন, প্রতিবিম্ব যে-প্রকার মিথ্যা সেইপ্রকার ভেদ ও বিশেষাদিবশতঃ সুখ-দুঃখানুভূতি মিথ্যা; কারণ, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের কম্পনও জল-কম্পনে চন্দ্রের বহুত্ব প্রতিভাত হইলেও চন্দ্র নিশ্চল ও এক। এবম্প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদীর উদাহরণদ্বারা ব্রহ্মৈকত্ব স্থাপন ও জীব-বিশ্বের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন হয় না। কারণ, উক্ত উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে তাহার সত্যতা বুঝা যাইতে পারে। ব্যাপক বস্তু, নিরাকার বস্তু, অপরিসীম বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। আকাশের যে-প্রকার প্রতিবিম্ব হয় না, কিন্তু আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বাবস্থা লক্ষ্য করা যায়; সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক অসীম ব্রহ্মের প্রতিবিম্বাবস্থা অসম্ভব হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্ক-পদার্থ ও স্বচ্ছ জল-পদার্থ উভয়ের দর্শন-সংযোগ্যত্ব-হেতু একই বিশ্বভূত হওয়ায় প্রতিবিম্ব সম্ভব হইয়াছে। সেইরূপ অজ্ঞান যদি স্বচ্ছ জলস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে বিম্বস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জগৎকে এবং জীবকে চক্ষুসংযোগ-স্থানে ধরিলে অজ্ঞান, ব্রহ্ম ও জীব—এই তিনটী তত্ত্ব বিশ্বরূপ একটী তত্ত্বেতে পরিণত হয়। উক্ত তিনটীর কোনটীকে বাদ দিলে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই। কেবলাদ্বৈত-বাদিগণ অজ্ঞান ও ব্রহ্ম উভয়ের নিত্যতা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মস্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আধেয়স্বরূপ অজ্ঞানপ্রসূত জীব ও বিশ্বকে স্বীকার করিবেন কি? তাহা ছাড়া বিম্ব—নিত্য চেতন ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব—মিথ্যা, অচেতন জীব ও বিশ্ব। জীব ও বিশ্ব প্রতিবিম্বস্থানীয় বিধায় উভয়ই অজ্ঞান অর্থাৎ অচেতন, জড় ও মিথ্যা। বিশ্বের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু জীবের জড়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, বরং চেতনত্বই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জীবরূপ অচেতনের চক্ষু-সংযোগের দ্বারা দৃশ্যত্বের অসদ্ভাব-হেতু প্রতিবিম্বের প্রতিযোগী হইতেছে। মিথ্যাভূত জীব অজ্ঞানপ্রসূত বিধায় অচেতন বা জড় হইয়া পড়িতেছে।

জীবত্বে জড়ত্ব হেতু ভোক্তৃত্ব কোথায়?

ব্রহ্ম অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রতিবিম্ব

জীব বদ্ধাবস্থাতে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইতেছে। ব্রহ্ম কিন্তু সুখ-দুঃখের অতীত। জীব যদি স্বরূপতঃ অর্থাৎ মুক্তাবস্থাতে ব্রহ্মই হন, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রতিবিম্বিতাংশ অজ্ঞানরূপ অচেতন জড়ই সুখ-দুঃখের ভোগ করিয়া থাকে। জড়বস্তু সুখ-দুঃখের ভোক্তা, ইহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও বহির্ভূত বলিয়া অযৌক্তিক বিধায় হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত। জীবের সুখ-দুঃখ-ভোগ দেখা যাইতেছে—কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল এইরূপ দেখা যাইতেছে এবং চেতনাযুক্ত জীবের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য ও দ্রষ্টৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি, উচ্চাবচের জ্ঞান, ভেদ-বৈশিষ্ট্যের ধারণা, বস্তু ও শব্দের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি চেতন জীবেতেই লক্ষ্য করা যায়। অচেতন পদার্থ যথা ;—মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি জড় বস্তুতে উক্ত চেতনের অনুভূত ব্যাপারসমূহ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং প্রতিবিম্ব বিম্বের অচেতনত্ব হইলেও জীব তৎশ্রেণীভুক্ত হইয়া অচেতন হইবে না।

পারমার্থিকও মিথ্যা

কেবলাদ্বৈতবাদী পরমার্থবিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া বলেন, বিচারমাত্রই কেবল ব্যবহারিক। শাস্ত্র স্বয়ং ব্যবহারিক, তাহার উক্তিও ব্যবহারিক, ব্যবহারিকতা বাদ দিলে উক্ত মতবাদিগণের আর কিছুই বলিবার থাকে না বা যাহা থাকে বলিয়া কল্পিত হয়, তাহাতে ব্যবহারিক পরমার্থত্বই প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মে ব্যবহারিক যুক্তিতে যে পারমার্থিকতা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে সত্য ব্রহ্মও মিথ্যা হওয়ায় সাধনাসিদ্ধি হইতেছে।

জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য—ঐক্য নহে

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয় ; তবে তিনি অপ্রমেয়, অবিতর্ক্য, আর জীবকেও ব্যবহারিকভাবে বলিতে হয় প্রমেয়, পরিচ্ছিন্ন ও বাক্য-মনের গোচরীভূত। সুতরাং ব্যবহারিক হিসাবেই উক্ত মতবাদিগণের বিচার স্বীকৃত হইলেও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন হয় না। ব্যবহারিক হিসাবে যাহা পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা তাদৃশ পারমার্থিক হিসাবেও পৃথক্ না হইবার সঙ্গত কারণ ব্যবহারিকভাবে কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ঐক্য কোন প্রকারেই সাধিত হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের দ্বারা ঐক্য প্রতিপাদিত হয় না, কারণ 'নীলোৎপল-নয়ন' বা 'চন্দ্রবদন' বলিলে নয়নের নীলোৎপলতা বা বদনের

চন্দ্রত্ব না বুঝাইয়া সাদৃশ্যই প্রমাণিত হইতেছে। উপমানের অঙ্গীকার না করিয়া কেবল উপমেয়ত্ব মাত্র স্বীকার করায় যুক্তির প্রাখর্য্য হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রেতে ব্রহ্ম-সাদৃশ্যই উপমিত হয়। তাহাতে অহং পদের লোপ করিয়া কেবল ব্রহ্মের স্থাপত্য-বিচার সঙ্গত নহে।

ব্রহ্মের ব্যবহারিকতায় বাক্য ব্যাঘাত

ব্যবহারিক শব্দের অর্থ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব। তাহা হইলে পারমার্থিক শব্দে ত্রিকালসত্তাযুক্তত্বই বুঝা যাইতেছে। ব্রহ্মেতে যদি ব্যবহারিক ধর্ম্ম অর্থাৎ ত্রিকালসত্তাশূন্যত্ব আছে এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে নির্ধর্মকব্রহ্মে ধর্ম্মারোপ হয় এবং তাহাতে বাক্যব্যাঘাতও জন্মাইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ে অবর্ত্তমান বস্তু 'আছে'—একথা বলিলে কালান্তর্গত ব্যাপারই ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কোনও বস্তু 'আছে' বা 'নাই' বলিতে গেলেই কালান্তর্গতত্ব বুঝায়। তাহাতে পারমার্থিক শব্দের কালান্তর্গতত্ব প্রকাশ পায়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

গুরুসেবা

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীগুরু-সেবাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। গুরুদেব ভগবানের অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্। ভগবানের সেবা করিলে ভগবান্ যত না সন্তুষ্ট হন, গুরুসেবাদ্বারা তিনি তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হন। গুরুসেবাদ্বারা আমাদের যাবতীয় অমঙ্গলরাশি দূরীভূত হয় এবং পরমমঙ্গল লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্" ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

জীবের পরমমঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জ্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ, রাগাদিশূন্য গুরুর শরণাগত হইবে ।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং শিষ্যের সমস্ত সন্তাপ হরণ করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। ভগবানের সেবা আমরা কি-প্রকারে করিব ? তজ্জন্য ভগবান্ নিজেই গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সেবা শিক্ষা প্রদান করেন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও একাদশ স্কন্ধে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব ! গুরুদেবকে আমার অভিন্ন আশ্রয়-বিগ্রহ জানিবে। কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না। অথবা মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার দোষ দর্শন করিবে না। যেহেতু গুরু সর্ব্বদা দেবস্বরূপ। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, গ্রাম্যবার্ত্তা, হিংসা, ত্রিতাপ ও ত্রিগুণাদি জয় করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুসেবা। গুরুসেবাদ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে ও ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে ।

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।
মর্ত্ত্যা সদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর শৌচবৎ ॥"

অর্থাৎ—প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্ত্যজ্ঞানরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকে, তাহার সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয় ।

তাই বলি—

(মনরে) গুরুপদ সদা কর সার ।
শ্রীগুরু করুণা হলে, তরে যাবে অবহেলে,
ভবসিন্ধু অনন্ত অপার ॥

শোক-তাপ দূরে যাবে,　　গুরু-নাম লবে যবে,
কাতর হয়ে ডাক একবার।
কপটতা পরিহরি',　　অন্তর সরল করি',
আশ্রয় লৈলে হবে পার॥
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরু হন,　　পরমহংস মহাজন,
নাম-প্রেমে সদা গর গর।
হেন গুরু নিষ্ঠা কর,　　আজীবন সঙ্গ ধর,
ছেড়ো না ছেড়ো না পদ তাঁ'র॥
'হরিদাস' মন্দমতি,　　বিষয় মদান্ধ অতি,
বৃথায় গেল দুর্ল্লভ জনম।
ওহে গুরু দয়াময়!　　হইয়া মোরে সদয়,
কৃপা করি' দাও শ্রীচরণ॥

—**শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী**

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১০ পৃষ্ঠার পর]

দুটী ক্ষেত্র রয়েছে। ভগবান্ বলছেন,—আমার ভক্তকে যে না মানে, আমি তাকে মানি না। আর ভক্ত বলছেন,—আমার প্রিয় পরমোপাস্য ভগবানকে যে না মানে, সে আমাকেও মানে না, অর্থাৎ আমি তাকে ভালবাসি না।

ভগবান্ বলছেন,—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।" সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। আমি সাধুগণকে ছাড়া কাউকে জানি না, সাধুগণও আমাকে ছাড়া কাউকে জানেন না।

'তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন,—মম বৈষ্ণব পরাণ॥'

দুর্ব্বাসা-ঋষি ক্ষমা চাইছেন ভগবানের কাছে। ভগবান্ বলছেন, কোন্ হৃদয় দিয়ে আমি তোমায় দয়া করব। কেন, তুমি দয়া করতে পারবে না? না, বর্ত্তমানে আমি Heartless—অন্তঃকরণহীন। ভক্ত আমার অন্তঃকরণ

কেড়ে নিয়েছে। কোন্ অন্তঃকরণ, কোন্ হৃদয় দিয়ে আমি তোমাকে দয়া করব? হবে না, হতে পারে না। বিচারের কথা ত'! ভক্তের ভগবান্, আর ভগবানের ভক্ত—দুটো কথা ত' পাশাপাশি রয়েছে। ভগবানকে ভালবাসতে হবে। সেই প্রেমময় ভগবানকে জানতে হবে, যাকে জানলে সব জানা হয়, যাকে পেলে সব পাওয়া হয়। সেইকথাই ত' শাস্ত্রে বুঝান হয়েছে। "যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি। যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি॥"—সেই তত্ত্ববস্তু হলেন ভগবান্। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন এবং ভগবান্ ভক্তকে ভালবাসেন—এই ত' কথাটা।

ইন্দ্রকে ক্রোধ উৎপাদনদ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত থেকে নামাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে বলতে লাগলেন। ইন্দ্রের খুব অহঙ্কার হয়েছে, সেই অহঙ্কার কমাবার জন্য, তাকে শাসন করার জন্য ভগবান্ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে বলছেন,—

শ্রীভগবানুবাচ,—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥

হে পিতঃ! ইহলোকে জীবগণ কর্ম্মবশতঃই জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ভয় এবং শুভাশুভ সবকিছু লাভ করে। কর্ম্মবশতঃ, কর্ম্মছাড়া নয়। যে কর্ম্ম করে না তার জন্য কোন ফল অপেক্ষা করছে না, যে কর্ম্ম করে তার ভাল-মন্দ দুটোই হয়। কাজ যে করে তার ভুল-ত্রুটী হয়, ভালও হয় আবার মন্দও হয়। ভুল যখন হয় তখন সে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যে কর্ম্ম করে না তার কোনটাই লাভ হয় না। যুক্তি দিয়ে আবার বলছেন,—

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥

যদিও অপরের কর্ম্মফল-দাতা একজন ঈশ্বর আছেন তথাপি তিনিও কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন বস্তুকে অবলম্বন করে ফলদান করেন, যেহেতু কর্ম্মশূন্য ব্যক্তির কোনও ফল লাভ হয় না। যে কর্ম্ম করে না তার আবার কিসের ফল? যে কর্ম্ম করে তার কাজ সফল হয়, আবার ভুল-ত্রুটীও হতে পারে। "যে চাষা আলস্য করে, বীজ না বপন করে, পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?" কর্ম্ম করলে ত' তার ফল পাওয়া যাবে। কর্ম্ম না করলে তার কোন ফল নেই। ভগবান্ কাকেও কর্ম্মফল দিচ্ছেন, এই যে কথাটী, এর অর্থ

হল—আমরা যে কর্ম্ম করি, তার সেই ফলটা পাই। "যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমন ফল পায়।"—কথাটা আছে। তাহলে ভগবান্ কিছু করেন না। ভগবান্ উপরওয়ালা মালিক—Supreme Guardian। সেজন্য ভগবানের নাম আসছে। কিন্তু আমি যেমন কর্ম্ম করছি, সেই অনুসারে ফলটা পাচ্ছি। এটা হল প্রধান কথা। তাহলে ভক্ত যে কর্ম্মফল সমর্পণ করছেন ভগবানকে বা ভগবান্ নিজেও বলছেন—"কর্ম্মণি এব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। যখন তুমি কর্ম্মফলটা বুঝতে পারছ না, তখন তুমি আমার উপরে ছেড়ে দাও। এ কথাটাও কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন। তাহলে কি করব?

এখন প্রশ্ন হতে পারে,—ভক্ত যদি কর্ম্মফল দেন ভগবানকে, তাহলে ভগবান্ কি নেবেন না? শাস্ত্র সেখানে বললেন, যদি ভক্ত ভক্তিমান্-ভক্তিমতী হন, যদি তাঁর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আছে, ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা আছে, তখন সেটা ভগবান্ বিচার করবেন। সেটা ভগবানের Discretion, তাতে আমাদের বাহাদুরী কিছু নাই। তিনি কোনটা মেনে নিতে পারেন, আবার কোনটা নাও মানতে পারেন। সেটা ভগবানের উপরে ছেড়ে দিতে হবে। আমার ভক্তি, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করছে ভগবানের দেওয়া-নেওয়াটা।

বাস্তব ক্ষেত্র কি? সেটা আবার আলোচনা করছে কৃষ্ণ। কি বলছেন সেখানে? তিনি কর্ম্মফল গ্রহণ করেন না সেটা বোঝাতে চাচ্ছেন। গীতার মধ্যে বহু জায়গায় এ বিষয়ে বলা আছে। আপনারা যাঁরা গীতা আলোচনা করছেন তাঁরা ভাল করে পড়ে দেখবেন।

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

কর্ম্মফল ভগবান্ নিচ্ছেন না, চান না তিনি।

আবার,—ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥

ভগবান্ কর্ম্মফল নেন না, বলেই দিলেন। আমি কর্ম্মফলে লিপ্ত বা আসক্ত নই। কর্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই। আমি কর্ম্মফল গ্রহণ করি না। কর্ম্মফল সম্বন্ধে যদি এমনই অবস্থা, তাহলে ভক্তের ক্ষেত্র কি? শাস্ত্র বলছেন,—যদি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকে, তাহলে ভক্তের দায়িত্ব ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করছেন। পূর্ণভাবে যতক্ষণ নির্ভরতা কোন ভক্তের না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত

ভগবান্ এগিয়ে আসছেন না। একথা ত' হাজার বার বলা আছে। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, আমার মায়া দুরতিক্রমণীয়া। কে সেই মায়া উত্তীর্ণ হবেন?" "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" যিনি আমার শরণাগত হবেন, যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করবেন, তাঁর সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

আমার প্রতি আবিষ্টচিত্ত, একান্ত ভক্তের সব দায়িত্ব ত' আমি গ্রহণ করি। কিরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করেন?—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অনন্যচিত্ত ব্যক্তি—আমি তাঁর একমাত্র মূল লক্ষ্য। আমাকে ছাড়া আমার ভক্ত আর কাকেও জানেন না, চেনেন না, বোঝেন না। সেই ভাবে যে ভক্তের এসেছে, যিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে পারছেন,—"তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে। আর রক্ষাকর্ত্তা নাই এ ভব সংসারে॥" তিনি হলেন একনিষ্ঠ ভক্ত, তার সব দায়দায়িত্ব ভগবান্ নিজে তুলে নিচ্ছেন। "ঠিক আছে ভয় কি তোমার, আমি ত' আছি।" তোমার কিছু নাই?—না, নাই। ভগবান্ বললেন,—এই নাও যৎসামান্য দিলাম। আর সেই যৎসামান্য রাখার জায়গা ভক্তের নাই। ভগবানের যৎসামান্য মানে—ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য। ভক্ত প্রেমবিভাবিত অবস্থায় আছেন সবসময়—কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, আবার কখনও উদ্দণ্ড নৃত্য-গীতাদি করেন। কখনও 'হে ভগবান্! কৃপা কর, দয়া কর' বলে কাঁদছেন। তাঁর ত' ওসব বিষয় সংরক্ষণের কোন প্রচেষ্টা নাই। ভগবান্ আবার নিজে তদ্দত্ত বিষয় সংরক্ষণ করছেন। এমনও কি করেন?—হাঁা, যার কিছু নাই তাকে দেন, আবার প্রদত্ত জিনিস নিজে রক্ষা করেন। একে বলে 'যোগ' এবং 'ক্ষেম'। অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং তৎসংরক্ষণ প্রচেষ্টা—এ দুটোই ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের মধ্যে আছে। তবে সেটা ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায়।

মশায় এত ডাকলাম, এত নাম করলাম ভগবানের, কিন্তু ভগবানের একটুও দয়া নাই। কি করলেন?—মালা জপ করে করে কালো করে ফেলেছি একেবারে। তাও ভগবান্ একবার কথা কয়না, দেখা দেয় না। অনেককেই বলতে শুনি—ভগবান্ নিষ্ঠুর। কিন্তু তিনি ত' নিষ্ঠুর নন। নিষ্ঠুর ত' আমি

আমার নিজের প্রতি। নিষ্ঠুর আচরণ আমি করছি, আমার নিজের প্রতি। নিজেই চিটিংবাজ। ভগবানের কি দোষ? এইটীই ত' খাঁটী সত্য কথা। আমি যদি যথাযথভাবে ভগবানকে ডাকি, আরাধনা করি, উপাসনা করি, তাহলে সেই প্রেমময় ভগবান্ ত' কখনও থাকতে পারবেন না, থাকা উচিৎ নয়। একটা বাচ্চা যদি চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, যেখানে থাকুন না কেন তার মা, এসে তাকে কোলে তুলে নেবেন। মা যদি না নেন, তার বাবা তাকে কোলে নেবেন। এই কথাটা ত' বলা আছে। কাঁদলে পরে Guardian ছুটে আসবেন। আমি যদি অন্তর থেকে কাঁদতে থাকি তাহলে Supreme Guardian, Almighty Lord, Supreme Lord তিনি কি আসবেন না?—তিনি কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। ক্ষমতা নেই তাঁর—তিনি যদি ভক্তবৎসল হন, তিনি যদি বাঞ্ছাকল্পতরু হন, ভক্তিবশ্য যদি তিনি হন।

আমি আমার কান্নার দোষ দেব না, ভগবানের দোষ দিচ্ছি। ভক্ত ত' কখনও ভগবানের উপর দোষারোপ করছেন না। মূর্খ হতভাগা আমরা কেউ কেউ ভগবানের পরে দোষারোপ করছি। ভগবানের কৃপা ঠিকই আছে। তাঁর স্নেহ-মমতা, দয়া-মায়া ঠিকই আছে। আমরা আমাদের পক্ষে যতটুকু করণীয় সেটুকু করতে পারছি না, করছি না। আহাম্মক—মূর্খ আমরা! তিনি ত' ঠিকই করছেন। আমাদের যতটুকু নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার ততটুকু আমরা করি না, করছি না। তার মাঝখানে ফাঁক আছে। অথচ দোষটা দেই তাঁকেই। এইরূপ অপবাদ দেওয়া অনুচিত। তাই ভগবান বলছেন,—কর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে কখনও ফললাভ করতে দেখা যায় না।

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশে নান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্॥

ইহলোকে জীবমাত্রই কর্ম্মবশানুবর্ত্তী, তাদের সেই প্রাক্তন-সংস্কারজন্য কর্ম্মের অন্যথা করিতে ইন্দ্রদেবও সমর্থ নহেন। অতএব ইন্দ্রের দ্বারা কি প্রয়োজন? শেষকথা কি বলছেন দেখুন। কথাটা কে বলছেন?—স্বয়ং ভগবান্। ইন্দ্রকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি বলছেন। আবার ইন্দ্র ত' কর্ম্মচারী, মাইনে পান। যেমন মাইনে পান সেরকম কিছু কাজ করেন। ইন্দ্রদেবকে বলছেন,—তোমরা যদি কাজ ঠিক ঠিকভাবে কর, তাহলে ব্যবস্থা ত' ঠিক হয়েই আছে। ধরুন, যাঁদের Canal Irrigationএ চাষ হচ্ছে, বৃষ্টির উপর নির্ভর করছেন না তাঁরা। Irrigationএর যা Tax খাজনা আছে, সেগুলো যদি পূর্ব্বেই মিটিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সরকার কি আমার জমিতে

জল দেবেন না ? দিতে বাধ্য আইনতঃ। আমার যেটুকু কর্ত্তব্য সেটুকু যদি আমি পালন করি তাহলে ব্যবস্থা ত' হয়েই যাচ্ছে। ভুল বুঝলে হবে না। মাঝখানে যে অফিসার আছেন তিনি আজ নাই, আগামীকাল অন্য অফিসার এলেন বা কোনদিন Absent থাকলেন, তার জন্য কি কাজটা চলবে না ?—কাজ আইন মোতাবেক ঠিকই চলবে। সেইকথা কৃষ্ণ এখানে বলছেন। প্রাক্তনসংস্কারজন্য কর্ম্মের অন্যথা করতে ইন্দ্রও সমর্থ নহেন, অতএব ইন্দ্রদ্বারা কি প্রয়োজন ?

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

জীবমাত্রেই স্বভাবের অধীন এবং অনুবর্ত্তী। দেবাসুর মানবগণের সঙ্গে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত।

দেবানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥

জীব কর্ম্মবশেই দেব-তির্যগাদি বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, পুনরায় আবার সেই দেহ পরিত্যাগ করে। সুতরাং কর্ম্মই শত্রু, কর্ম্মই মিত্র এবং কর্ম্মই উদাসীন-স্বরূপ। কর্ম্মই গুরু এবং ঈশ্বর ও কর্ম্মের অধীন হয়ে ফলদান করেন বলে কর্ম্মই বস্তুতঃ ঈশ্বর-পদবাচ্য। কথাটা ত' ঠিক, কর্ম্মের দ্বারাই ত' সবটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—ভাল-মন্দের বিচারটা। সাধন-ভজনটাও ত' ভক্তিমূলক কর্ম্ম। কায়-মন-বাক্যদ্বারা সেবা—তাকেই বলে সাধন-ভজন। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে শারীরিক কিছু কর্ত্তব্য আছে, মানসিক কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে, বাচিক দায়িত্ব বোধও স্বীকৃত হয়েছে। পূজা করা হচ্ছে। পূজা করতে গেলে কিছু দোষ-ত্রুটী হয়ে যায়। সেইজন্য আবার অপরাধ ক্ষমা চাইতে হয় ভগবানের কাছে। পূজার শেষে অপরাধ-ক্ষমাপণ-মন্ত্র আছে,—

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চযুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥

আমি যা কিছু করলাম, এতে যা সব ভুল-ত্রুটী-দোষ হয়ে গেল, ঠাকুর! তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা চাইতে হবে Guardian-এর কাছে। অজ্ঞ ব্যক্তি

আমরা, দোষ-ত্রুটী হবেই। সুতরাং সবসময় ক্ষমা চাইতে হবে। কোন উপায় নাই। আমি সব জেনে গেছি, বুঝে গেছি—এহেন দাম্ভিক, অহঙ্কারী ব্যক্তির প্রতি ভগবানের দয়া নাই। ইন্দ্রও বৃথা ভগবানের সমালোচনা করে অপরাধ করেছেন, পশ্চাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্ত হন।

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্ততে তদেবাস্য হি দৈবতম্॥

অতএব ব্রাহ্মণাদি-বর্ণে অবস্থানপূর্ব্বক স্ব-স্ব বর্ণবিহিত কর্ম্মরত থেকে কর্ম্মেরই আরাধনা করবে। যাহার আশ্রয়ে সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়, উহাই মানবগণের দেবতা। ব্রাহ্মণ বেদ, ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন, বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং শূদ্র দ্বিজসেবাদ্বারা জীবনযাত্রা করবেন। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুশীদ—এই চারটী বৈশ্যের জীবিকা হলেও আমরা তার মধ্যে সর্ব্বদা কেবলমাত্র গোরক্ষাকেই জীবিকামাত্র অবলম্বন করেছি। কথাটী বলছেন কৃষ্ণ। বৈশ্য বৃত্তিতে কি আছে?—"কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।" সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণই যথাক্রমে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ। তার মধ্যে রজোগুণে বিশ্ব উৎপন্ন, পশ্চাৎ প্রাণিজগতের সৃষ্টি। মেঘরাশিও ঐ রজোগুণে চালিত হয়ে সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করে থাকে এবং ঐ জলদ্বারাই প্রজাগণ জীবনধারণ করে। প্রজারক্ষাবিষয়ে ইন্দ্রের কিছুমাত্র কার্য্য নাই। তাঁর বাহাদুরী কি? তিনি ত' মাইনের চাকর!

হে পিতঃ! আমরা বনবাসী, সর্ব্বদা বন এবং পর্ব্বতাদিতেই বাস করি। অতএব আসুন, গো, ব্রাহ্মণ, পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ আরম্ভ করি। কৃষ্ণ এখন যজ্ঞের যত সব উপকরণ সংগ্রহ হয়েছে তা দিয়ে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করবেন—সেইরূপ ইচ্ছা করেছেন। তিনি বলছেন—ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ-রাশিদ্বারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হউক। আর বিধি-ব্যবস্থা শুনুন, ঐ বাচ্চা ছেলেটার কত বুদ্ধি! পায়স হতে আরম্ভ করে মুদ্গসূপ পর্য্যন্ত ও গোধূমজাত পিষ্টক, শষ্কুলী প্রভৃতি পাক করা হউক এবং ব্রজবাসী সকলের দোহনজাত দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি এখানে সব আনয়ন করা হউক। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে যথাযথভাবে হোম করুন। (ক্রমশঃ)

———

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

২০শ বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব-তিথিপূজায়

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

কোথা মোর গুরুদেব, মোর প্রাণনিধি।
তব অদর্শনে আজি আঁখিজলে তিতি॥
কোথা গেলে নেহারিব তব শ্রীচরণ।
কোথায় শুনিতে পা'ব তোমার ভাষণ॥
কোথা গেলে তব নৃত্য হেরিব নয়নে।
কোথা গেলে তব আজ্ঞা পালিব যতনে॥
কোথা আছ প্রভুবর, আছ কত দূরে।
বুঝি বিরাজিছ শ্যাম-সাথে ব্রজপুরে!!
তোমার বিচ্ছেদে হেথা কাঁদিছে সকলে।
কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করে বাহু তুলে॥
শারদ-পূর্ণিমা-তিথি করি' আলম্বন।
একদা করিলে তুমি লীলা-সংগোপন॥
পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে আজি শুভদিনে।
ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করে শুদ্ধ ভক্তগণে॥
শারদ-পূর্ণিমা হ'তে শ্রীরাস-পূর্ণিমা।
এই একমাস ব্যাপী ঊর্জ্জব্রত-সীমা॥
ঊর্জ্জেশ্বরী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী।
ঊর্জ্জব্রত তাই সর্ব্বব্রত-শিরোমণি॥
এ ব্রত পালনে রাধা-কৃষ্ণ হন প্রীত।
এ ব্রতের অন্য নাম 'দামোদর-ব্রত'॥
এই ব্রতারম্ভ-দিনে রাধার ইঙ্গিতে।
মোদেরে ত্যজিয়া তুমি গেছ গোলোকেতে॥
রাধা-দাস্যে ব্রজবাসের ভজন-ইঙ্গিত।
তব অন্তর্দ্ধান-লীলায় হ'ল প্রমাণিত॥

তুমি যে শ্রীরাধিকার অন্তরঙ্গা দাসী।
তব অন্তর্দ্ধানে তাহা হইল প্রতীতি॥
ভজন-রাজ্যের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত-কথা।
তোমার ভাষণে মোরা জেনেছি সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ-শক্তি সদা তোমার ভিতরে।
নিত্যপ্রকাশিত তাহা জেনেছি অন্তরে॥
শিশুপাল, কংসসম যারা দ্রোহিজন।
তাদের প্রতি ক্ষমা তুমি করনি কখন॥
পাপী-অপরাধী যদি ভক্তি-সাধন চায়।
তার প্রতি তব কৃপা ঝরে সর্ব্বদাই॥
তব দয়া প্রকাশিত হয় যা'র 'পরে।
মায়ার বৈভব তারে বাধা দিতে নারে॥
ভক্তিপথ নিষ্কপটে যে করে গ্রহণ।
তার দোষ-ত্রুটী তুমি ক্ষম সর্ব্বক্ষণ॥
তোমার গুরুত্ব যেবা করেনি দর্শন।
ধিক্ তার এ জীবন, বৃথাই ভজন॥
পাষণ্ড-দলন সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেমদান।
তব লীলা-আচরণে রহে দীপ্যমান॥
বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তুমি কহিলে একদা।
গুরুদেব—কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ জানিবে সর্ব্বদা॥
তবু গুরু নহে কভু সাক্ষাৎ-রাধারাণী।
রাধা-কৃষ্ণই উপাস্য—ইহা শাস্ত্র-বাণী॥
রাধা-কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ—গুরু হয়েন মঞ্জরী।
সখীরূপে তাঁরে যেন চিন্তা নাহি করি॥
কেহ যদি সখী সাজে, সেহ মায়াবাদী।
কৃষ্ণের অষ্টসখী ছাড়া নাহি কোন সখী॥
সমাজবাড়ীতে ছিলা 'ললিতা সখী' যিনি।
বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে কভু গণ্য নহে তিনি॥

কৃষ্ণ-সখীর আসন যে করে আক্রমণ।
তারে মায়াবাদী জানি, করো না সম্মান॥
রাসক্ষেত্রে সখিগণ কৃষ্ণ-বামাঙ্গিনী।
তাঁহারা ত' সকলেই ঈশ্বরী বলি' জানি॥
বিভিন্নাংশ জীব না পায় স্বাংশ-অধিকার।
স্বাংশই করিতে পারেন সৃষ্টি ও সংহার॥
গুরুদেব (সাক্ষাৎ) কৃষ্ণ-স্বরূপ—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।
কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-শক্তি নহেক প্রভেদ॥
গুরুশূন্য কৃষ্ণের সত্তা হয় না কখন।
কৃষ্ণ বলিতে গুরু ও কৃষ্ণের অবস্থান॥
গুরু-সেবা কৈলে হয় কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ সেবিলেও হয় গুরুর সেবন॥
কৃষ্ণ-সেবা, গুরু-সেবা—দুইই সনাতন।
দুঁহে ভেদ দৃষ্টি যেন করো না কখন॥
গুরু-আজ্ঞাই কৃষ্ণ-আজ্ঞা—এ হেন বিচারে।
শাস্ত্রের মর্ম্মকথা তুমি জানালে সবারে॥
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায়ধারা-পথে।
পরতত্ত্ব বিস্তারিলে জগজন-হিতে॥
তব 'বেদান্ত সমিতি' আজো সগৌরবে।
বেদান্তের বাণী প্রচারিছে দিকে দিকে॥
তব প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'।
তোমার মহিমা আজো প্রকাশিছে সদা॥
গ্রন্থাদি-লিখনে এবং বক্তৃতা-মাধ্যমে।
মোদেরে উদ্বুদ্ধ কৈলে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে॥
শ্রীগুরু-সেবকরূপে তব গুরু-সেবা।
করে ম্লান উদ্দালক-আরুণির কথা॥
গুরু-মনোঽভীষ্ট-সেবা ভজনের সার।
তব লীলা-চরিতামৃত প্রমাণ তাহার॥

রূপানুগাচার্য্যরূপে হইয়া সর্ব্বত্যাগী।
নাম-প্রেম বিতরিলে জীবোদ্ধার লাগি' ॥
হরিনাম-মহামন্ত্র দানিয়া আমারে।
বহু কৃপা কৈলে এই আশ্রিত-জনেরে ॥
মোর দীক্ষা হইল না তব অন্তর্দ্ধানে।
এ ব্যথা সহিব কত তোমার বিহনে ॥
উর্ব্বর ক্ষেত্রেতে বীজ করিলে রোপণ।
তাতে ভাল ফল হয়,—কহে বিজ্ঞজন ॥
আমার ক্ষেত্র বুঝি হয় নাই প্রস্তুত।
তাই দীক্ষা গ্রহণেতে হয় বিলম্বিত ॥
বিষয়ের জালে সদা জড়ায় বাসনা।
কেমনে খণ্ডিবে তাহা তব কৃপা বিনা ॥
মনে হয় 'বেশ্ আছি', না হৈল ভজন।
এ মোর দুর্ভাগ্য কবে হইবে মোচন ॥
তোমার প্রেষ্ঠ শ্রীল উপেন্দ্র মহারাজ।
মঠাচার্য্যরূপে এবে করেন বিরাজ ॥
তাঁ'র কাছে দীক্ষা ল'য়ে করিব ভজন।
এ হেন সঙ্কল্প কবে হইবে পূরণ ॥
তাঁ'র আনুগত্যে থাকি' তাঁ'র আজ্ঞামত।
তোমার সেবায় যেন থাকি সদা রত ॥
বিরহ-উত্তাপ-দাহে জর জর হৃদে।
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি আজি দিনু তব পদে ॥
করুণাসাগর প্রভো! সর্ব্বগুণধাম।
লহ আজি এ দাসের অনন্ত প্রণাম ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল (বড় বহরকুলি, বর্দ্ধমান)

———

স্বধামে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

আসাম-প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া-জেলার অন্তর্গত বঙ্গাইগাঁও-নামক প্রসিদ্ধ স্থানে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে 'বৈষ্ণব-সম্মিলনীর' প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ গত ২৬শে বৈশাখ ১৩৯৫, ইং ৯ই মে ১৯৮৮, সোমবার সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন। গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬শে মে, বৃহস্পতিবার—তাঁহার উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিরহ-সভায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়।

তিনি গোয়ালপাড়া-জেলার অন্তর্গত পাঁচনীয়া গ্রামে ১৩০৯ সনে, পৌষ মাসের শুক্লা প্রতিপদ-তিথিতে শ্রীহরিরাম দাসের পুত্ররূপে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। বাল্যকালে মাতৃ-পিতৃবিয়োগ হওয়ায় শ্রীধর্ম্মেশ্বর দাস দলগোমা গ্রামে নীত হন। কিছুকাল পরে জনৈক ভ্রাতা শ্রীদীনদয়াল দাস (দারোগা) উঁহাকে শিলচরে লইয়া যান। তথায় সামান্য লিখাপড়া শিখিবার পর অভয়াপুরীতে জনৈক যতীশ দাসের সঙ্গে একত্র ব্যবসা করিতেন।

অভয়াপুরীতে থাকাকালেই শ্রীধর্ম্মেশ্বর দাস—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমন্ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন এবং পাঁচনীয়া গ্রামনিবাসী কলিকাতা কলেজে অধ্যয়নরত শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় পৌঁছেন। তথায় ১ দিন থাকিয়া বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইয়া নবদ্বীপ-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন।

কিছুদিন পরে এখানে জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক "শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী"-নামে পরিচিত হইয়া শুদ্ধভাবে হরিভজন করিতে থাকেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবাচেষ্টায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অধীনস্থ বিভিন্ন মঠে অবস্থানপূর্ব্বক সাধন-ভজনে ৮।১০ বৎসরকাল অতিবাহিত করেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের দেহরক্ষার পর তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সহিত অবস্থান করেন। তিনি নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ধারাবাহিকভাবে ভাণ্ডাররক্ষকরূপে ও সেবানুকূল্য সংগ্রহাদি ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে

১৯।৩।১৯৫৪ তাংএ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণান্তে "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ"রূপে এককভাবে ভজনে ব্রতী হইয়া সহর-নবদ্বীপের অন্তর্গত রাণীচড়ায় জমি সংগ্রহপূর্ব্বক একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করেন ও সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হন।

আসামবাসী ভক্তবৃন্দের আগ্রহে তিনি "আসাম বৈষ্ণব সম্মিলনীতে" প্রায় ৫ বৎসরকাল সভাপতিরূপে ধমধমাস্থ শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর স্মৃতি রক্ষার্থ সেবা করিয়াছিলেন। পরে নবদ্বীপের গৃহ বিক্রয় করিয়া গোয়ালপাড়া-জেলায় অন্তর্গত বঙ্গাইগাঁও-টাউনে "শ্রীরন্ধ-মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন এবং তাঁহার সন্ন্যাস-গুরুর দ্বারাই উক্ত মঠে শ্রীবিগ্রহাদি প্রকাশ করেন। প্রায় ২৫ বর্ষকাল অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সেবকথণ্ড, নাট্যমন্দিরসহ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয় ও নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ অধিষ্ঠিত হন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্মিলনী ও মঠ সুষ্ঠু পরিচালনের নিমিত্ত ৯ জনের একটী ট্রাষ্ট কমিটি গঠিত হয় ও উহা রেজিষ্ট্রী করা হয়। স্বামিজী মঠের যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীরাধা-মদন-মোহনজীউর নামে উইল করিয়া দিয়া যান। তাহাতে শ্রীপ্রেমানন্দ দাসাধিকারী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সম্মিলনীর আচার্য্য ও সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কমিটির সহিত আলোচনাপূর্ব্বক মঠাদি পরিচালন করিবেন—এইরূপ উল্লেখ থাকায়, তিনি গত ১৩৯৫ সনের ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবসে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর সমাধিস্থান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণস্থলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেম পরমার্থী মহারাজ"-নাম প্রাপ্ত হন। তিনি বর্ত্তমানে উক্ত সম্মিলনীর সভাপতি ও চিরস্থায়ী মঠরক্ষকরূপে অবস্থিত আছেন।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজের প্রায় ২০০ শিষ্য-শিষ্যা বর্ত্তমান। ৫/৬ জন ত্যাগী সেবকও শ্রীমঠে সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি "বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-পূজক" গ্রন্থখানি আসামী ভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া আসাম-প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁহার বিরহে নিজদিগকে নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছি।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রেম পরমার্থী মহারাজ
বরপাড়া, পোঃ বঙ্গাইগাঁও (গোয়ালপাড়া) আসাম।

পরলোকে শ্রীমতী রেণুবালা দত্ত

উত্তরবঙ্গস্থ শিলিগুড়ি-সহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বধামগত অমূল্য চরণ দত্ত মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রেণুবালা দত্ত মহোদয়া বিগত ৫ই চৈত্র ১৩৯৪, ইং ১৯শে মার্চ্চ ১৯৮৮, শনিবার ৯-১৫ মিনিটে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে শিলিগুড়িস্থ বাসভবনে সজ্ঞানে স্বধামে গমন করেন। ১৭ই চৈত্র, ৩১শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈষ্ণবগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন।

তিনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শিলিগুড়ি সহরে শুভ পদার্পণ ও শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারকালেই শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণান্তে নিষ্ঠার সহিত হরিভজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত বিভিন্ন তীর্থ ও ধামদর্শন করিয়া পারমার্থিক কল্যাণ অর্জ্জন করিয়াছেন। নবদ্বীপ, মথুরা, পুরী, শিলিগুড়ি প্রভৃতি মঠের উন্নতিকল্পে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুক্তহস্তে দানপূর্ব্বক অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং সমিতির বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। বিভিন্ন মঠ-মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলকই আজও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহারা বিশেষ রুচিবিশিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাদের জীবনের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সেবাচিন্তা ও সেবামোদেই অতিবাহিত করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সেবার জন্য শ্রীসমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

তাঁহাদের এক কন্যা শ্রীমতী প্রভা মজুমদার মহোদয়া বৈষ্ণব-সদাচার পালনপূর্ব্বক শ্রীনাম-দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া হরিভজনে রত আছেন। ভক্তিমান্-ভক্তিমতী অন্যান্য পুত্র-কন্যাগণ মাতা-পিতার সন্নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলে সমিতির প্রশংসার্হ হইবেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রচুর শুভেচ্ছা ও শুভাশীস তাঁহাদের উপর বর্ষিত হউক।

—নিজস্ব সংবাদ

রাজর্ষি শ্রীভরত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৫ পৃষ্ঠার পর]

সর্ব্বদা তাঁহার দেহ মলিন, বস্ত্র অপরিষ্কার ও দন্তসকল অমার্জ্জিত থাকিত; এইজন্য নগরবাসিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অপমান করিত। প্রাকৃত সম্মানই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে। এই কারণে যোগিগণ অবনত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। "মনুষ্যগণ যে-প্রকারে অবমাননা করিয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও সঙ্গতি করে না, সেইপ্রকারেই যোগী সন্মার্গে বিচরণ করিবে"—হিরণ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ জনগণের নিকটে সর্ব্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন। যব, ব্রীহি, শাক, বন্যফল ও কণ প্রভৃতি যাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই 'কোন-রূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়'—এইপ্রকার ভাবিয়া ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুৎসিত অন্নদ্বারা পোষণ করত কৃষিকর্ম্মাদি করাইতে লাগিল। তিনি বৃষভের ন্যায় পীন-শরীর ও কর্ম্মে জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন; সুতরাং মনুষ্যগণ আহারমাত্র দিয়া যখন যে কর্ম্ম পড়িত, তাহাই তাঁহার দ্বারা সাধন করিয়া লইত।

জড়ভরতকে অসংস্কৃত ও অব্রাহ্মণের ব্যবহারকারী জানিয়া সৌবীররাজের সারথি বিনামূল্যে কর্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল। একদিন সৌবীররাজ শিবিকায় আরোহণ করত ইক্ষুমতী-তীরস্থ কপিল-ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। 'দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি শ্রেয়ঃ'—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতেছিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সারথির বাক্যানুসারে বিনামূল্যে শিবিকা-বহনকারী অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত, সেই ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ জড়ভরত নৃপতির শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। মতিমানদিগের শ্রেষ্ঠ ভরত শ্লথগতিতে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্যান্য শিবিকা-বাহকগণ শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। সৌবীর-নৃপতি শিবিকার এইপ্রকার বিষমগতি দেখিয়া কহিলেন,—"আঃ, ইহা কি হইতেছে? শিবিকাবাহিগণ! তোমরা সকলে সমানভাবে গমন কর।" তথাপি শিবিকার বিষমগতি দেখিয়া রাজা পুনরায় কহিলেন,—"তোমরা কি করিতেছ? কেন এ প্রকার বিষমভাবে গমন করিতেছ?"

সৌবীররাজের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকাবাহিগণ সেই

ব্রাহ্মণ-জড়ভরতকে দেখাইয়া বলিল,—"এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতে শিবিকার এই প্রকার বিষমগতি হইতেছে। তখন রাজা কহিলেন,—ওহে! তুমি অল্পপথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ; তবে কেন এ প্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি কি আয়াস সহ্য করিতে পার না? তোমাকে ত' বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহীপতে! আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন করিতেছি না, আমি শ্রান্ত হই নাই, আমার আয়াসও সহনীয় নহে। রাজা কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষ তোমায় স্থূল দেখিতেছি। এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে; আর দেহিগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যম্ভাবী; অথচ তুমি সকলই বিপরীত কেন বলিতেছ?

জড়ভরত কহিলেন,—রাজন্! আপনি প্রত্যক্ষভাবে আমার যাহা দেখিতেছেন তাহা অগ্রে বলুন, পরে বল-বলাদি বিশেষণের কথা বলিবেন। আপনি পূর্ব্বে কহিলেন যে, "তুমি শিবিকা বহন করিতেছ ও শিবিকা তোমার উপর রহিয়াছে,"—এ কথাও মিথ্যা, শ্রবণ করুন।—পাদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘাদ্বয় অবস্থিত, উরুদ্বয়ের উপর উদর অবস্থিত ও উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ অবস্থিতি করিতেছে; সেই স্কন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে; তবে আপনি আমার উপর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন? তদুপলক্ষিত শরীরমাত্রই শিবিকাতে রহিয়াছে। তবে আপনি কি-প্রকারে বলিলেন, আমি শিবিকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না?

হে রাজন্! তুমি, আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও—সত্ত্ব-রজস্তম-স্বরূপ ত্রিগুণ প্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া যাইতেছে। হে মহীপতে! এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কর্ম্মের অধীন; সেই কর্ম্ম অবিদ্যা-সঞ্চিত এবং সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান। আত্মা—এক, বিশুদ্ধ, ক্ষয়রহিত, শান্তিময়, নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তিনি অখিল জীবে একরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। হে নৃপ! আত্মার যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি না রহিল, তবে আপনি আমাকে কোন্ যুক্তিবলে স্থূল কহিলেন? যথাক্রমে ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি ও জঠরাদিতে অবস্থিত স্কন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে যদি আমার ভারবোধ হয়, তবে তোমার ভারবোধ কেন না হইল? হে মহারাজ! যে যুক্তি অনুসারে আমার উপর শিবিকার ভারোপন্যাস করিলে, সেই যুক্তিবলে অন্যপ্রাণিগণের উপর শুধু শিবিকা-ভার কেন,—পর্ব্বত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা পৃথিবীর ভার আরোপ কেন

করিতেছ না? হে মহারাজ! প্রাকৃত ভার-কারণ বস্তুগুলির সহিত যদি আত্মার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে আমার সহনীয় আয়াস, ইহা কি-প্রকারে সম্ভবে? হে নৃপ! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দ্রব্য হইতেই এই দেহাদিও উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং যে যুক্তিবলে ইহা তোমার জিনিস বলা যায়, সেই যুক্তিবলে আমার অথবা সকল প্রাণীর ইহার উপর মমতা-জ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে।

সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ-জড়ভরত এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মৌনী হইলেন। তখন রাজাও শীঘ্র শিবিকা হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন। রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এ প্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে? কেনই বা এবম্প্রকার বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? এখানে আসিবারই বা কারণ কি? হে বিদ্বন্! এ সকল বিষয় আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন; আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় উৎসুক্য জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! শ্রবণ কর। আমি কে, একথা বলা যায় না। তবে উপভোগের জন্য সর্ব্বত্র আমার গমনাগমন হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন দেহাদির উপপাদক—সুখ ও দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব দেহাদি গ্রহণ করে। হে ভূপাল! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সকল জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ। তুমি ইহা ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?

রাজা কহিলেন,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং উপভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন, ইহাও সত্য; কিন্তু আপনি পূর্ব্বে বলিলেন যে, "আমি কে" একথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না,—আমার তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যিনি নিত্য অবস্থিত, "আমি সেই" এইপ্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না? এবম্প্রকার শব্দদ্বারা তাঁহার বর্ণন কেন করা যায় না? 'অহং' এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! তুমি বলিলে যে, 'অহং' শব্দ আত্মাতে প্রয়োগ করিলে দোষ নাই, তাহা সত্য বটে; কিন্তু অহং-শব্দে প্রায়ই আত্মভিন্নে আত্মজ্ঞান হয়। এই অহং-শব্দের আত্ম-উদ্দেশে প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে ভ্রান্তিরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। হে নৃপ! জিহ্বা 'অহং' এই বাক্য বলিয়া থাকে এবং দন্ত, ওষ্ঠ, তালুও শব্দের যথাসম্ভব উচ্চারণ করে; কিন্তু হে

মহারাজ! এই জিহ্বা প্রভৃতি অহং-শব্দের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল তাহারা "অহং"—এই শব্দের উচ্চারণের কারণ মাত্র। বাগিন্দ্রিয় কি তবে উক্ত কারণদ্বারা অহং-শব্দ উচ্চারণ করিতেছে ও তাহার প্রতিপাদ্য হইতেছে?—একথাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে "আমি বাক্য নহি" এ প্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না। পাণি ও পাদাদি-স্বরূপ দেহপিণ্ড আত্মা হইতে ভিন্ন। হে রাজন্! তবে এই অহং-সংজ্ঞা কাহার উপর প্রযুক্ত হয়? আরও যদি আমা হইতে ভিন্ন, আর কোন সজাতীয় পুরুষ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমা হইতে ভিন্ন। হে মহারাজ! সেই এক পুরুষ যখন সকলদেহে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, "তখন আপনি কে? আমি কে?"—এ সকল বাক্য বিফল।

"তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা, এই তোমার বাহকবৃন্দ, এই তোমার ভৃত্যাদি—ইহারা কেহই নিত্য নহে। হে মহারাজ! বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ, আর সেই কাষ্ঠ হইতে শিবিকা, তুমি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বল দেখি, ইহাকে শিবিকা বলিব, কি কাষ্ঠ বলিব? জনগণ তোমাকে বৃক্ষারূঢ়—একথা বলিতেছে না; কিংবা শিবিকাস্থিত তোমাকে কেহই কাষ্ঠস্থিত বলিতেছে না। হে নৃপ! শ্রেষ্ঠরচনা-বিশেষ-সংস্থিত দারুসমূহই শিবিকা; যদি শিবিকা অন্যপদার্থ হয়, তবে ঐ কাষ্ঠগুলিকে ভেদ করিয়া শিবিকাখানি অন্বেষণ কর দেখি, পাও কিনা? এইপ্রকার তোমার ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক্ করিয়া দেখ, ছত্র কোথায় গিয়াছে। এইপ্রকার তোমার বা আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে—হস্ত বা পদ, তুমি বা আমি নহি। এইরূপে কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের ন্যায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, অজ, অশ্ব, হস্তী, বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কর্ম্মহেতুক দেহেতে হইয়া থাকে, ইহা জানিবে।

হে রাজন্! আত্মা,—দেব নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন বা বৃক্ষাদিও নহেন; কেবলমাত্র কর্ম্মভেদে তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে। তিনি চিরকালই একরূপে অবস্থিত। লোক, ধন, রাজা, রাজার যোদ্ধা এবং অন্যান্য সকল ব্যবহার্য্য বস্তু সকলই অনিত্য। হে মহারাজ! যে পদার্থের কোন-কালে সংজ্ঞান্তর হয় না, তাহাই সত্য ও নিত্যবস্তু; সেই আত্ম-পদার্থ কি-প্রকার, ইহা তোমাকে কিরূপে বুঝাইব? হে মহারাজ! তুমি সকল লোকের রাজা, আবার তুমি তোমার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্ত্রীর স্বামী এবং তোমার পুত্রের পিতা;—এক্ষণে তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করা যায়? আমার সম্মুখে তুমি অবস্থিত, অথবা তোমার মস্তক ও উদর অবস্থিতি

করিতেছে; তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ অথবা এই চরণাদি তোমার?—এস্থলে কি বলা উচিত? হে মহীপতে! তুমি 'আত্মা' সকল অবয়ব হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। তুমি এক্ষণে নৈপুণ্যসহকারে চিন্তা কর দেখি,—"আমি কে?" হে মহারাজ! আত্মতত্ত্ব এইপ্রকার বিচারে প্রতিষ্ঠিত। আত্মবস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া "আমি এই"—এইপ্রকার বাক্য আমি কি-প্রকারে বলিব?

রাজা সৌবীর সেই ব্রাহ্মণ-জড়ভরতের এইপ্রকার পরমার্থ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আপনি যে পরমার্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মনের বৃত্তিসকল যেন পরিভ্রমণ করিতেছে। অশেষ প্রাণীতেই যে এক পরম বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রকৃতি হইতে পর,—ইহা আপনি বুঝাইয়াছেন। "আমি শিবিকা বহন করিতেছি না এবং শিবিকাও আমার উপর নাই; এই শিবিকা যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে ভিন্ন। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের প্রবৃত্তিদ্বারা জীবগণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আবার সেই ত্রিগুণও কর্ম্মপ্রেরিত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইতেছে।" এই যে-সকল কথা বলিলেন, ইহা কি? হে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ! এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-জিজ্ঞাসু আমার মন অতিশয় বিহ্বল হইতেছে।

আমি ইহার পূর্ব্বে "এই সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি",—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আপনি যে-সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত পরমার্থ-শ্রবণেচ্ছায় আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছে। সর্ব্বভূতান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে কপিল-মহর্ষি জগতের মোহনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে-প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্য আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনাকে প্রণাম জানাই। হে ব্রহ্মন্! যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন। আপনি সকলপ্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় জলনিধি-স্বরূপ, মনে করি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে ভূপতে! তুমি শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। কিন্তু শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-বিচারে অশেষবিধ। হে নৃপতে! যে ব্যক্তি দেবারাধনা করিয়া ধন-সম্পদ্, পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়ঃ। ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত

সঙ্কল্পরহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মই মুখ্যশ্রেয়ঃ। আবার কেহ বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার অনিত্য ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয়ঃ মনে করে। কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আত্মার ধ্যান করে, তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আত্মার সহিত পরমাত্মার যে সংযোগ ও সম্বন্ধ, তাহাই পরমশ্রেয়ঃ। এইরূপ নিত্যানিত্য-বিচারে অনেক প্রকার শ্রেয়ঃ রহিয়াছে। এক্ষণে পরমার্থ কি, তাহার তত্ত্ব শ্রবণ কর—ধনই যদি পরমার্থ হয়, তবে মনুষ্য কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কি-প্রকারে করে? সুতরাং ধন পরমার্থ নহে। পুত্রকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা তাহার পিতার সে পুত্র; এইরূপ তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠেন; সুতরাং পরমার্থ সাধারণ বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব পুত্রাদিও পরমার্থ নহে। এই চরাচর জগতে এই-প্রকার পুত্রাদিকে পরমার্থ বলা যায় না। কারণ পুত্ররূপ-কার্য্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতে অনন্ত পুত্ররূপ কার্য্য অনন্ত পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান; সুতরাং পুত্র পরমার্থ নহে। রাজ্যপ্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা নানাস্থলে উক্ত হয়। তজ্জন্য "রাজ্যই পরমার্থ", ইহাও বলা যায় না; কারণ রাজ্যাদির উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিয়াছে; সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে।

"ঋক্, যজুঃ, সামদ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়ে বলি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়,—মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন যে ঘটাদি কার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে। এইরূপ অনিত্য সমিধ্, ঘৃত, কুশ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদিকার্য্য তাহা অনিত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই স্বর্গাদি ফল বিনাশী; যেহেতু তাহার কারণসকল বিনাশী দ্রব্য। সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে, যেহেতু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি ফলহীন কর্ম্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব; কারণ তাদৃশ কর্ম্ম মুক্তিরূপ ফলের সাধন; সুতরাং উক্ত কর্ম্ম অফলদ এবং নিরপেক্ষ হইল না; অতএব উহাও পরমার্থ নহে।

শ্রুতি বলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্; তিনি এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। সুতরাং আত্মধর্ম্ম বা পরমার্থ প্রাকৃত ভেদবিশিষ্ট নয়, আবার উপাসনাদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার জড় অভেদরূপ যোগও পরমার্থ নহে। জীবাত্মা পরমাত্মার ন্যায় অজ, নিত্য, শুদ্ধ, সনাতনবস্তু এবং জাতীয়ত্বে অভেদ; আবার অণুচৈতন্য-

বিধায় পূর্ণচৈতন্য পরমাত্মা হইতে যুগপৎ ভেদবিশিষ্ট। ইহাকেই (অচিন্ত্য) ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বলে। দেহগত আত্মা বিচার করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিলে তাহাতেই পরমার্থ লাভ হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, ইহা পরিমাণগত ব্যবধান, সেক্ষেত্রে উভয়ের একতা অসম্ভব; আবার জাতিগত ঐক্যে সে উপাসনা বা আরাধনার অধিকারী। আমি তোমার নিকট যে-সকল বিষয় বলিলাম, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, আপেক্ষিক শ্রেয়ঃ কখনই পরমার্থ নহে; উত্তম শ্রেয়ঃই—আত্মা-পরমাত্মজ্ঞান বলিয়া জানিবে।

পরমাত্মা,—সর্ব্বত্রই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বকালেই একরূপ, বিশুদ্ধ, নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অপ্রাকৃত। তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি অবিনাশী। তিনি পরম-জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপক। অবিদ্যা-প্রপঞ্চ নাম-জাত্যাদির সহিত তাঁহার যোগ নাই, হইবে না ও হইতেছে না। তিনি আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান—এইপ্রকার যে বিশেষজ্ঞান, তাহাই পরমার্থ।

হে অবনীপতে! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আত্মা, রিপু ও বান্ধবাদিতে সমদর্শী হইয়া সর্ব্বগত আত্ম-পরমাত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও। সেই অচ্যুত-স্বরূপ পরমাত্মা এক। জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিরেকে কাহারও কোন পরিচয় নাই। হে রাজন্! তুমি এবং আমি আত্মবস্তু যাহা কিছু পদার্থ, সকলই আত্মস্বরূপ; ভেদ-মোহ পরিত্যাগ কর। সেই ব্রাহ্মণ রাজশ্রেষ্ঠ সৌবীরকে এইপ্রকার জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, রাজা পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়া সমদর্শী হইলেন। আর সেই জাতিস্মর ব্রাহ্মণ-জড়ভরতও পূর্ব্বজন্ম-স্মরণে জ্ঞানলাভ করিয়া সেই তৃতীয় জন্মেই মোক্ষলাভ করিলেন।

এই ভরত-নরপতির জীবনী যিনি ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার মতি প্রসন্ন হইবে; তাঁহার কখনও মায়া-মোহ উপস্থিত হইবে না এবং সেই ভক্তপ্রধান ব্যক্তি জগতে চিরস্মরণীয় হইবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

ভক্তি প্রদীপ

বৃথায় কেন বসিয়া বসিয়া
সারাটী জীবন করিছ ক্ষয়।
বুঝিয়া না দেখ নিকটে আসিছে
এ দেহ ছাড়িয়ে যাবার সময়॥
ভকতি প্রদীপ জ্বালিবার তরে
এখন হইতে করহ যতন।
এখন নহিলে হবে না ত' আর
বৃথা হবে তব মানব জীবন॥
কেন ওরে মন আর ব'সে থাকা
আঁধারে বা কেন বেড়াও ঘুরে।
ভকতি দীপটী উজ্জ্বল করিতে
যত বাধা সব রাখহ দূরে॥
আধার তোমার চিৎদেহখানি
নির্ম্মল কর ছাড়িয়ে আন।
শ্রীগুরু নিকটে তোমার তুমিত্ব—
সকল লইয়া করহ'দান॥
শ্রীগুরু তোমার করুণাসিন্ধু
দীপটী তোমায় দিবেন জ্বালিয়া।
শ্রবণ-কীর্ত্তন তেল দিয়া তুমি
রাখ তারে সদা সজীব করিয়া॥
অপরাধ রূপ বাত্যা আসিয়া
নিবাইয়া যেন না দেয় তাহা।
অতি সযতনে রাখ সে রতনে
শ্রীগুরু নিকটে পাইলে যাহা॥
দীপটী তোমার উজ্জ্বল হইলে
প্রাকৃত তমো হইবে দূর।
সেই দীপ তুমি গোবিন্দ চরণে
আরতি করিবে হয়ে ভরপূর॥

—শ্রীপরমানন্দ দাস

———



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ	২২ কেশব, কারণোদশায়ী, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ২৯শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৫, ইং ১৫।১২।৮৮	১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে তৃতীয়েঽধ্যায়ে]

নারদ উবাচ,—

১। জ্ঞানযজ্ঞং করিষ্যামি শুকশাস্ত্র-কথোজ্জ্বলম্।
ভক্তি-জ্ঞান-বিরাগানাং স্থাপনার্থং প্রযত্নতঃ॥ ১॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সংস্থাপন করিবার জন্য আমি অতিযত্নের সহিত শ্রীশুকদেব-কথিত শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের কথাদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব॥ ১॥

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

২। শৃণু নারদ বক্ষ্যামো বিনম্রায় বিবেকিনে।
গঙ্গাদ্বার-সমীপে তু তটমানন্দ-নামকম্॥ ৪॥

শ্রীসনৎকুমারগণ বলিলেন,—হে নারদ! আপনি বিনীত ও বিবেকী, তজ্জন্য আপনাকে সকল বিষয়ই বলিব, শ্রবণ করুন। হরিদ্বারের নিকট আনন্দ-নামক এক গঙ্গার ঘাট আছে ॥ ২ ॥

৩। জ্ঞানযজ্ঞস্ত্বয়া তত্র কর্ত্তব্যো হ্যপ্রযত্নতঃ।
অপূর্ব্ব-রসরূপা চ কথা তত্র ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

আপনি ঐ স্থানে গিয়া বিশেষ যত্নের সহিত জ্ঞানযজ্ঞ আরম্ভ করুন। তথায় ভাগবতীকথার শুভারম্ভ হইলে অপূর্ব্ব রসের উদয় হইবে ॥ ৩ ॥

৪। যত্র ভাগবতী বার্ত্তা তত্র ভক্ত্যাদিকং ব্রজেৎ।
কথা-শব্দং সমাকর্ণ্য তৎত্রিকং তরুণায়তে ॥ ৯ ॥

যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আরম্ভ হয়, তথায় ভক্তি প্রভৃতি উপস্থিত হন। তথায় শ্রীভাগবতের কথা-শব্দ শ্রবণ করিয়া ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—তারুণ্যভাব লাভ করেন ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ,—

৫। এবমুক্ত্বা কুমারাস্তে নারদেন সমং ততঃ।
গঙ্গাতটং সমাজগ্মুঃ কথা-পানায় সত্বরাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীসূত কহিলেন,—এইরূপ বলিয়া শ্রীসনকাদি কুমারগণ নারদঋষির সহিত শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ করিবার জন্য সত্বর হরিদ্বারে আগমন করিলেন ॥ ৫ ॥

৬। শ্রীভাগবত-পীযূষ-পানায় রস-লম্পটাঃ।
ধাবন্তোঽপ্যাযযুঃ সর্ব্বে প্রথমং যে চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ১২ ॥

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত কথা—রসিক বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতামৃত পানের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

৭। দীক্ষিতা নারদেনাথ দত্তমাসনমুত্তমম্।
কুমারা বন্দিতাঃ সর্ব্বৈর্নিষেদুঃ কৃষ্ণতৎপরাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাগবতকথা শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ সনকাদি কুমারগণ নারদকর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তম আসনে উপবেশন করিলে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাদিগকে পূজা ও বন্দনা করিলেন ॥ ৭ ॥

সূত উবাচ,—

৮। এবং চেষ্বেকচিত্তেষু শ্রীমদ্ভাগবতস্য চ।
মাহাত্ম্যমূচিরে স্পষ্টং নারদায় মহাত্মনে ॥ ২৩ ॥

শ্রীসূত বলিলেন,—এইরূপে পূজা ও সম্মানাদি প্রদর্শিত হইবার পর, সকলে একাগ্রচিত্ত হইলে সনকাদি মুনিগণ মহাত্মা নারদকে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

৯। অথ তে বর্ণ্যতেঽস্মাভির্মহিমা শুক-শাস্ত্রজঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুক্তিঃ করতলে স্থিতা ॥ ২৪ ॥

শ্রীসনৎকুমারগণ বলিলেন,—এখন আমরা আপনাকে শ্রীশুকদেব-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা শ্রবণ করাইব, যাহা শ্রবণমাত্র মুক্তি করতলগতা হন ॥ ৯ ॥

১০। সদা সেব্যা সদা সেব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ হরিশ্চিত্তং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতী কথা সর্ব্বদা সেবন ও আস্বাদন করিতে হয়। কারণ, ইহার শ্রবণমাত্রই ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়ে বিরাজ করেন ॥ ১০ ॥

১১। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ-সম্মিতঃ।
পরীক্ষিচ্ছুক-সংবাদঃ শৃণু ভাগবতঞ্চ তৎ ॥ ২৬ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত- গ্রন্থে অষ্টাদশ-হাজার শ্লোক এবং দ্বাদশ স্কন্ধ বিদ্যমান এবং শ্রীশুকদেব ও রাজা পরীক্ষিতের আলাপ সন্নিবিষ্ট আছে। আপনি সেই ভাগবত একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

১২। তাবৎ সংসার-চক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতেঽজ্ঞানতঃ পুমান্।
যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্র-কথা ক্ষণম্ ॥ ২৭ ॥

মানুষ সেই পর্য্যন্তই অজ্ঞানবশে সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে, যে-পর্য্যন্ত না ক্ষণকালও শ্রীশুকদেবকথিত শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রকথা তাহার কর্ণে প্রবেশ না করে ॥ ১২ ॥

১৩। কিং শ্রুতৈর্বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ পুরাণৈশ্চ ভ্রমাবহৈঃ।
একং ভাগবতং শাস্ত্রং মুক্তিদানেন গর্জ্জতি ॥ ২৮ ॥

বহুশাস্ত্র ও পুরাণ-শ্রবণে কি লাভ? ইহাতে বৃথা ভ্রমই (নানারূপ সংশয়) বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু মুক্তি দিবার জন্য একমাত্র শ্রীভাগবতশাস্ত্র গর্জ্জন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

১৪। কথা ভাগবতস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্‌গৃহে।
তদ্‌গৃহং তীর্থরূপং হি বসতাং পাপনাশনম্ ॥ ২৯ ॥

যে গৃহে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তিত হয়, সেই গৃহ তীর্থরূপে পরিণত হয় এবং তথায় যাহারা বাস করেন, তাহাদের সকল পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৮ পৃষ্ঠার পর]

ষষ্ঠ-ধারা

অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়

এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে পাঠকের যেরূপ শ্রদ্ধা হয়, আধুনিক রচনায় সেরূপ হয় না। পুরাণবাক্য অতি সরল, পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হইবে না এবং নিত্যপাঠের সুবিধা হইবে, এই মনে করিয়া পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের বর্ণনাগুলি আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত করিলাম। অনেক কারণে বঙ্গানুবাদ দিলাম না।

অষ্টকালীয় লীলা

বৃন্দোবাচ,—

১। নিশান্তলীলা—রহস্যমপি বক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোঽসি নারদ।
ন প্রকাশ্যং ত্বয়া হ্যেতদ্‌গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ ॥

শ্রীমদ্গোস্বামিপাদকৃতশ্লোকাঃ

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥ ১ ॥

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥ ২ ॥

নিশান্তলীলা

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্ষটীগীঃসশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥ ৩ ॥

মধ্য-বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে তু দিব্যরত্নময়ে গৃহে ॥
নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ।
মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি ॥
গাঢ়ালিঙ্গনজানন্দমাপ্তৌ তদ্ভঙ্গকাতরৌ।
নো মনঃ কুর্ব্বতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি ॥
ততশ্চ সারিকাসঙ্ঘৈঃ শুকাদ্যৈরপি তৌ মুহুঃ।
বোধিতৌ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্ ॥
উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ।
প্রবিশ্য সেবাং কুর্ব্বন্তি তৎকালে হ্যুচিতাং তয়োঃ ॥
পুনশ্চ সারিকাবাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্।
পচ্ছতঃ স্বস্বভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ ততঃ ॥

২। প্রাতর্লীলা—প্রাতশ্চ বোধিতৌ মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ।
কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতঃ ॥
মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালাং সখিভির্বৃতঃ।
রাধাপি বোধিতা বিপ্র বয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ ॥
উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ।
স্নানবেদীং ততো গত্বা স্থাপিতা সা নিজালিভিঃ ॥
ভূষাগৃহং ব্রজেত্তত্র বয়স্যা ভূষয়ন্ত্যপি।
ভূষণৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
ততঃ সখীজনৈস্তস্যাঃ শ্বশ্রূং সম্প্রার্থ্য যত্নতঃ।
পক্ত মাহূয়তে স্বন্নং সসখী সা যশোদয়া ॥

নারদ উবাচ,—

কথমাহূয়তে দেবি পাকার্থং তু যশোদয়া।
সতীষু পাককর্ত্রীষু রোহিণীপ্রমুখাস্বপি ॥

প্রাতর্লীলা

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণ বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্দ্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥

বৃন্দোবাচ,—

পূর্ব্বং দুর্ব্বাসসা দত্তো বরস্তস্যৈ মহামুনে।
ইতি কাত্যায়নীবক্ত্রাচ্ছ্রুতমাসীন্ময়া পুরা ॥
ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধী ভোক্তুরায়ুষ্করং তথা।
ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা ॥
আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাদুলোভাত্তথা সতী।
শ্বশ্রূানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ ॥
সসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতি চ।
কৃষ্ণোঽপি দুগ্ধ্বা গাঃ কাশ্চিদ্দোহয়িত্বা জনৈঃ পরাঃ।
আগচ্ছতি পিতুর্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ ॥
অভ্যঙ্গৈর্মর্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংস্নাপিতো মুদা।
ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ ॥
দ্বিফালবদ্ধচিকুরৈর্গ্রীবা-ভালোপরি স্ফুরন্।
চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভাল-তিলকালক-রঞ্জিতঃ ॥
কঙ্কনাঙ্গদকেয়ূর রত্নমুদ্রালসৎকরঃ।
মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষা মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ ॥
মৃদুরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ম্।
অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেবমনুব্রতঃ ॥
ভুঙ্‌ক্তেঽথ বিবিধান্নানি ভ্রাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ।
হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাস্যৈঃ সখীংস্তৈর্হসতি স্বয়ম্ ॥
ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণম্।
বিশ্রম্য সেবকৈর্দত্তং তাম্বূলং বিভজন্নদন্ ॥

৩। পূর্ব্বাহ্ণলীলা—গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ।
ব্রজবাসিজনৈঃ প্রীত্যা সর্ব্বৈরনুগতঃ পথি ॥

পূর্ব্বাহ্ণলীলা

পূর্ব্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুগতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্ম নেত্রাং স্মরামি ॥ ৩ ॥

পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেনাপি তং গণম্ ।
যথাযোগ্যং তথা চান্যান্বিনিবর্ত্ত্য বনং ব্রজেৎ ॥
বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ ।
বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা ॥
বঞ্চয়িত্বা তু তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্বৃতঃ ।
সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষং প্রিয়সন্দর্শনোৎসুকঃ ॥
সাপি কৃষ্ণং বনং যান্তং দৃষ্ট্বা স্বং গৃহমাগতা ।
সূর্য্যাদি পূজাব্যাজেন কুসুমাহৃতয়ে তথা ।
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া বনম্ ॥

৪। মধ্যাহ্নলীলা—ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা স্বগণৈস্ততঃ ।
বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা ॥
দোলং চৈব সমারূঢ়ৌ সখিভির্দোলিতৌ ক্বচিৎ ॥
ক্বচিদ্বেণুং করস্রস্তং প্রিয়য়াপহৃতং হরিঃ ।
অন্বেষয়ন্ পালক্কৌ বিপ্রলব্ধঃ প্রিয়াগণৈঃ ॥
হসিতৈর্বহুধা তাভির্হাসিতস্তত্র তিষ্ঠতি ।
বসন্তবায়ুনা জুষ্টং বনং খণ্ডং ক্বচিন্মুদা ॥
প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কুমাদিজলৈরপি ।
নিষিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কৈর্লিপ্যতো মিথঃ ।
সখ্যোঽপ্যেবং নিষিঞ্চন্তি তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ ॥
বসন্তবায়ুজুষ্টেষু বনখণ্ডেষু সর্ব্বতঃ ।
তত্তৎকালোচিতৈর্নানাবিহারৈঃ সগণৈর্দ্বিজ ॥
শ্রান্তৌ ক্বচিদ্বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম ।
উপবিষ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ ॥
ততো মধুমদোন্মত্তৌ মিদ্রয়া মিলিতেক্ষণৌ ।
মিথঃ পাণী সমাদত্ত্য কামবাণবশং গতৌ ॥
রিরংসু বিশতঃ কুঞ্জং স্খলদ্ভ্যাজনলৌ পথি ।
ক্রীড়তশ্চ ততস্তত্র করিণীযূথপৌ যথা ॥

মধ্যাহ্নলীলা

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূয়াপ্রযুক্তৌ
বাহ্যোৎকণ্ঠাতিলোলে স্মরমথললিতাভ্যাদিনাদ্যাপ্তশান্তৌ ।
দোলারণ্যাম্বুশীহ্নতিরতিমধুপানাঙ্কপূজাদিলীলৈ
রাধাকৃষ্ণৌ কুতুপ্তৌ পরিজনঘটয়া সেবামানৌ স্মরামি ॥

সখ্যোঽপি মধুভির্মত্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ।
অভিতো মঞ্জুকুঞ্জেষু সর্ব্বা এবাপি শিশ্যিরে ॥
পৃথগেকেন বপুষা কৃষ্ণোঽপি যুগপদ্বিভুঃ।
সর্ব্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়য়া প্রেরিতো মুহুঃ ॥
রময়িত্বা চ তাঃ সর্ব্বাঃ করিণীর্গজরাড়িব।
প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থং চ সরো ব্রজেৎ ॥
জলসেকৈর্মিথস্তত্র ক্রীড়তঃ সগণৌ ততঃ।
বাসঃস্রক্চন্দনৈর্দিব্যৈর্ভূষণৈরপি ভূষিতৌ ॥
তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
প্রাগেব ফলমূলানি কল্পিতানি ময়া মুনে ॥
হরিস্তু প্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিবেষ্টিতঃ।
দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয্যাং পুষ্পবিনির্ম্মিতাম্ ॥
তাম্বূলৈর্ব্যজনৈস্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ।
সেব্যমানো হসংস্তাভির্মোদতে প্রেয়সীং স্মরন্ ॥
রাধিকাপি হরৌ সুপ্তে সগণা মুদিতান্তরা।
অপি তত্র গতপ্রাণা তদুচ্ছিষ্টং ভুনক্তি চ ॥
কিঞ্চিদেব ততো ভুক্ত্বা ব্রজেচ্ছয্যাং নিকেতনে।
দ্রষ্টুং কান্তমুখাম্ভোজং চকোরীব নিশাকরম্ ॥
তাম্বূলচর্ব্বিতং তস্য তত্রত্যাভির্নিবেদিতম্।
তাম্বূলান্যপি চাশ্নাতি বিভজন্তী প্রিয়ালিষু ॥
কৃষ্ণোঽপি তাসাং শুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দং ভাবিতং মিথঃ।
প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোঽপি পটাবৃতঃ ॥
তাশ্চ ক্ষ্বেলাং ক্ষণং কৃত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ।
ব্যুদস্য রসনাং দন্তৈঃ পশ্যন্ত্যোঽন্যোন্যমাননম্ ॥
লীনা ইব লজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমূচুর্ন কিঞ্চন।
ক্ষণাদেব ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ ॥
সাধুনিদ্রাং গতোঽসীতি হাসয়ন্তী হসন্তি চ।
এবং তৌ বিবিধৈর্হাস্যৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ ॥
অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রাসুখং চ মুনিসত্তম।
উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা ॥

পণীকৃত্য মিথোহারচুম্বাশ্লেষপরিচ্ছদান্ ।
অক্ষৈর্বিক্রীড়তঃ প্রেম্না নর্ম্মালাপপুরঃসরম্ ॥
পরাজিতোঽপি প্রিয়য়া জিতোঽহমিতি বৈ ব্রুবন্ ।
হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ স বৃত্তস্তাড্যতে তথা ॥
বিষণ্ণমানসো ভূত্বা গন্তুং চ কুরুতে মতিম্ ।
জিতোঽস্মি চেত্ত্বয়া দেবি গৃহ্যতাং মৎপণীকৃতম্ ॥
চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্ত্বা সা তথাচরেৎ ।
কৌটিল্যং তদ্ভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুং তদ্ভৎর্সনং বচঃ ॥
ততঃ সারিশুকানাং চ শ্রুত্বা বাগাহবং মিথঃ ।
নির্গচ্ছতস্ততঃ স্থানাদ্গন্তুকামৌ গৃহং প্রতি ॥
কৃষ্ণঃ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ ।
সা তু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংবৃতা ॥
কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ ।
বিপ্রবেষং সমাস্থায় যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি
সূর্য্যং প্রপূজয়েত্তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ ।
তদৈব কল্পিতৈর্বেদৈঃ পরিহাসবিগর্হিতৈঃ ॥
ততস্তা জ্ঞাপিতং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণাঃ ।
আনন্দসাগরে লীনা ন বিদুঃ স্বং ন চাপরম্ ॥
বিহারৈর্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযামদ্বয়ং মুনে ।
নীত্বা গৃহান্ ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজেৎ ॥
সঙ্গম্য স্বসখীন্ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাং সমন্ততঃ ।

৫। অপরাহ্ণলীলা—আগচ্ছতি ব্রজং হর্ষাদ্বাদয়ন্মুরলীং মুনে ॥
ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ ।
গোধূলিপটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা চাপি নভস্তলম্ ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি স্ত্রিয়ো বালাদয়োঽপি চ ।
কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শনমুৎসুকাঃ ॥

অপরাহ্ণলীলা

শ্রীরাধাং প্রাঙ্গণেহাং নিজরমণকৃতে কল্পয়ন্তীমুপহারাং
স্মরাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্ ।
কৃষ্ণং চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥ ৭ ॥

রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্ব্বে ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণোঽপি তাং সমাগম্য, যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥
দর্শনস্পর্শনৈর্বাচা স্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ ॥
গোপবৃদ্ধান্নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্বাচিকৈরপি ॥
অষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদ।
নেত্রান্তস্থচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াং তথা ॥
এবং তৈস্তদ্‌যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ।
গবালয়ে তথা গাশ্চ সম্প্রবেশ্য সমন্ততঃ ॥
পিতৃভ্যামর্থিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ম্।
স্নাত্বা পীত্বা তত্র কিঞ্চিদ্‌ভুক্ত্বা মাত্রানুমোদিতঃ ॥
গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধু কামো গবাং পয়ঃ ॥
তাশ্চ দুগ্ধা দোহয়িত্বা পায়য়িত্বা চ কশ্চন ॥
পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি তত্র ভাবশতানুগঃ ॥ (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈষ্ণব-স্মৃতি

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধান-মতে নিজ-ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ স্মৃতি-শাস্ত্র নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে-সকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় মনে করেন, জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফল-ভোগীর ন্যায় সেই সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয়-সমূহকে পাপ-পুণ্যাতীত জ্ঞানী ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহারকুশল কর্ম্মিগণ আপনাদিগকে অর্থী ও বিজ্ঞানরত বিরাগবিশিষ্ট জ্ঞানি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্ম-জ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগকামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে অর্থী জানিয়া কামনারহিত শান্ত বৈষ্ণবগণকে 'পরমার্থী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে-কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলিই ফলান্তর্গত ; সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থান্ধতামাত্র। ভক্তের

নিখিল চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাকৃত নিজ-নিজ ফল-কামনা, ভক্তের না থাকায় ভক্তের চেষ্টা তদিতর কর্ম্মী বা জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতি-বিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামগন্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। অভক্তের বিধান—তাঁহার নিজ-মঙ্গলের জন্য। ভক্তের বিধান—কৃষ্ণসেবার জন্য। একের উদ্দেশ্য—নিজ-মায়িক অনুভূতির ফল-সাধন, অপরের উদ্দেশ্য —অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা।

বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে হারীত-মত অপরগুলি হইতে বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণসমূহে কথিত বিধান-সমূহও বৈদিক প্রয়োগ পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগ-গ্রন্থ ও পুরাণসমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ-বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতি-নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনের জন্য বিধি-বিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পরে বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে তিনি হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেকস্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে নিজ-নিজ প্রদেশের ব্যবহার-উপযোগী স্মৃতি-নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন স্মৃতিলেখকগণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন হইল? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-লেখক ভগবানের নিত্য-সেবক এবং কর্ম্মফলবাদি-স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগ-তাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিত্যরুচি ও বিশ্বাস নাই, এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

হিন্দু-সমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধান অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি পালন করিতে বাধ্য নহেন। পরমার্থিগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষাপ্রভাবে নিজ-সৎশাস্ত্র ও নিজ-মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন, তখন আর তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। **পরমার্থিগণ বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে কৃষ্ণসংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।** নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল-প্রয়োগে কখনই ক্ষমবান হইবেন না।

বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন; কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থ-নিষ্ঠার শিথিলতা-জ্ঞাপক। প্রাকৃত-বলে যাহারা বলী, সেই অপ্রাকৃত-বিচার-রহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিবেন—আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অদ্বৈতবাদ-নিরাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৭ পৃষ্ঠার পর]

অজ্ঞান বা অবিদ্যা

ব্যবহারিক বিচারের মধ্যে যে মিথ্যাত্বের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই বর্ত্তমান। 'অজ্ঞান' বলিতে কেবলাদ্বৈত-বাদিগণ "সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়" তত্ত্বকেই নিরূপণ করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন "অবস্তু অনির্ব্বাচ্যা অবিদ্যা অস্তি" অর্থাৎ অজ্ঞান-রূপ

অবিদ্যা অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। উহা সৎ হইতে ও অসৎ হইতে বিলক্ষণবিধায় অনির্ব্বচনীয় কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র। ব্রহ্ম এক, নির্ধর্ম্মক, নির্ব্বিশেষ ও অদ্বিতীয় বস্তু।

অবিদ্যার পারমার্থিক সত্যতা

শঙ্কর বলেন, অবিদ্যা-হেতুই আত্মার বন্ধন হয়। আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। "স আত্মা কীদৃশঃ?" প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন "চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ডং অচলং অজং অক্রিয়কূটস্থানন্তং জ্যোতিঃ স্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম স আত্মা" অর্থাৎ সেই আত্মা চিৎস্বরূপ, সদানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল ও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অক্রিয়, কূটস্থ অর্থাৎ বিকার রহিত, অনন্ত, স্বয়ং জ্যোতিঃ ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। এবম্বিধ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা যদি "সাবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধঃ" এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আত্মার নিষ্কৃতি কোথায়?

বিষয়-আশ্রয়-বিচারে শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন "স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া **** অবিদ্যা" অর্থাৎ আত্মাই বিষয়, অবিদ্যা তাহার আশ্রয়। অবিদ্যার এবম্প্রকার আশ্রয়ত্বহেতু চিৎসদানন্দ আত্মা বা ব্রহ্ম তৎকর্তৃক আবৃত নহে। অবিদ্যার উক্ত ধর্ম্মত্বহেতু আত্মার উহা অনুভাব্য হইতেছে। যদি 'স্বাশ্রয়া' হেতু 'সানুভাবগম্যা' হয়, তবে ব্যবহারিক বিচারে অনুভবসিদ্ধ বস্তুর অভাব-প্রতিযোগিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং অবিদ্যা মিথ্যা হইলে তদ্ধর্ম্মোত্থ ব্যাপারসমূহের ত্রিকালসত্তাশূন্যত্বের প্রতিযোগী হইয়া মিথ্যাবস্তুই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তাহা ছাড়া কেবলাদ্বৈতবাদগুরু একটী উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন—অবিদ্যা ব্রহ্মেতেই অবস্থান করিয়া ব্রহ্মকে আবরণ করিতেছে, যথা "যথা গর্ভান্ধকারেণ আগারগর্ভম্ আচ্ছাদ্যতে তথা চিদ্রূপং কূটস্থং আত্মানং স্বস্বরূপং আচ্ছাদ্যমিব বিক্ষিপতে" অর্থাৎ গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার যে-প্রকার গৃহকেই আচ্ছন্ন করে, সে-প্রকার ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করে। এ প্রকার উদাহরণদ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় কি? ব্রহ্মান্তর্গত অবিদ্যা বা জ্ঞানান্তর্গত অজ্ঞান ব্রহ্ম বা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিবার যোগ্যতা রাখিলে এবং অজ্ঞানও অবিদ্যাকে ব্রহ্মের আশ্রয়ত্ব স্বীকার করিলে উহা ব্রহ্মের ন্যায় ত্রিকালসত্য-স্বরূপ পারমার্থিক হইয়া পড়ে।

অবিদ্যার অসঙ্গত অভিধান-হেতু মিথ্যাত্বের হানি

মায়াবাদীর পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা সংজ্ঞার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিলে আমরা কতিপয় দোষ লক্ষ্য করিতে পারি। অবিদ্যা বা প্রপঞ্চ (১) সদ্‌বিলক্ষণ, (২) অসদ্‌বিলক্ষণ ও (৩) অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে। প্রত্যেক অভিধানটী পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিচার করা যাইতেছে যথা :—

(১) প্রপঞ্চ বা অবিদ্যাকে সদ্‌বিলক্ষণত্ব বা সৎসম্পৃক্তত্ব সিদ্ধান্ত করিলেও মিথ্যা বলা যায় না, কারণ প্রত্যক্ষের দ্বারাই বহু বস্তুর সত্তা উপলব্ধি করা যায়, যথা তন্মধ্যে বৃক্ষপ্রস্তরাদি। সুতরাং উহারা সদ্বস্তু। সদ্বস্তুর প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য ও ভেদ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বৃক্ষের সদ্‌বিবিক্তত্ব বা বিলক্ষণত্ব প্রস্তরের মিথ্যাত্বজ্ঞাপক নহে। এবম্প্রকার এক সদ্বস্তু অন্য সদ্বস্তু বিলক্ষণ স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্বের অনুমাপক হইলে সিদ্ধসাধনতা হইবে।

(২) অসদ্‌বিলক্ষণত্ব-হেতুও মিথ্যাত্বপ্রমাপক নহে, কারণ অসদ্‌বিলক্ষণত্বে আমাদের অত্যন্তাভাবত্ব প্রকাশ করে না; ইহা মায়াবাদিগণেরই সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রপঞ্চকে অত্যন্ত অসদ্ বলা যায় না। সুতরাং তাহাতে অসদ্ প্রতিযোগিত্ব দেখা যাইতেছে।

(৩) অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎকে যাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা উহা অনির্ব্বচনীয় এরূপ সংজ্ঞা দেন না, কারণ উক্ত বিশেষণের অপ্রসিদ্ধি উদ্ভব দোষ হইয়া থাকে। মায়াবাদীর উদ্দিষ্ট মিথ্যাত্ব যদি 'অনির্ব্বচনীয়' সংজ্ঞায় প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে, তবে উক্ত 'অনির্ব্বচনীয়' বিশেষণ পদদ্বারাই বিশিষ্টতা লাভ করায় 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের নিরর্থকতা সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মায়াবাদ-হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উক্ত শব্দের দ্বারাই বাচ্য হইয়া পড়ায় জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবিদ্যার যাহা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উহাই অবিদ্যার স্বরূপমিথ্যাত্ব-বিনাশের কারণ।

সদ্‌ভিন্নে ও অসদ্‌ভিন্নে অনির্ব্বচনীয়ত্বে গৌরব

পুনশ্চ যদি সৎ ও অসদ্‌ভিন্নত্বই অনির্ব্বচনীয় হয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বকে পৃথগ্‌ভাবে মিথ্যাত্বের হেতু বলা না হয়, তাহা হইলে মাত্র অসদ্‌ভেদ বলিলে যাহা লক্ষ্য করে তাহাতে অনির্ব্বাচ্যত্ব স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মকেও মিথ্যা বস্তুর

ন্যায় অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। এইপ্রকারে ব্রহ্মে অনির্ব্বাচ্যত্বের আপত্তি হওয়ায় সদ্‌ভিন্ন বলা হইয়াছে; কিন্তু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে যদি অসদ্‌ভেদরূপ অভাবাত্মক ধর্ম্ম না থাকে, তবে সদ্‌ভেদ বলিবারও কোন আবশ্যকতা না থাকায় গৌরব হইতেছে।

জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব নহে

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান-নিবর্ত্তিতা মিথ্যা প্রপঞ্চ। সুতরাং জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব, ইহা সঙ্গত নহে, কারণ বাল্যের জ্ঞান যৌবনজ্ঞানাপ্তিতে নিবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, অনুমান ও অনুভবসিদ্ধ। বাল্যজ্ঞানের নিবর্ত্তন হেতু উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না; কারণ নিবর্ত্তন প্রতিযোগিত্বহেতু সত্ত্বের প্রমাণক হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব সত্ত্বের অবিরোধী হইয়া অর্থত্বন্তরতা প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ "জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব" শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কেবলাদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল, তাহা প্রকাশিত না হইয়া বিপরীত ভাব প্রকাশিত হওয়ায় অর্থান্তর হইয়া সৎ-সম্প্রদায়ের পরিপোষক হইতেছে।

নির্ধর্ম্মকত্বে বাক্য-ব্যাঘাত

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলিতে গেলে ব্রহ্ম সৎ এবং তাঁহার অভাব জগৎ মিথ্যা এইরূপ বুঝায়; কিন্তু সত্তার অভাবকেই মিথ্যা বলা যায় না; কারণ, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্তারূপ ধর্ম্মের অভাব দেখা যায়। তাহাতে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়ে। যদি বলা যায় ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বিধায় তাহাতে সত্তার প্রতিযোগিতা নাই, তাহাও অসঙ্গত; কারণ পক্ষ ব্রহ্মে যদি নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু থাকে, তাহা হইলে নির্ধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্মের প্রাপ্তি ঘটায় উক্ত শব্দের ব্যাঘাত ঘটিল। আর যদি নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুটী যদি পক্ষ ব্রহ্মেতে না থাকে, তবে ব্রহ্মে স্বধর্ম্মের প্রাপ্তি হইল। সুতরাং নির্ধর্ম্মকরূপ হেতু পক্ষে থাকুক আর নাই থাকুক, উভয়ক্ষেত্রেই কেবলাদ্বৈতবাদীর বিপদাপত্তি দেখিয়া ব্রহ্মও ধার্ম্মিক হইয়া পড়িলেন।

নির্ধর্ম্মকহেতু ব্রহ্মের সদ্‌রূপতার হানি

পুনশ্চ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু সদ্‌রূপত্বও ব্রহ্মে নাই, যদি এরূপ বলা যায় তাহা হইলে সত্ত্বধর্ম্মেও সত্ত্ব নহে বলিয়া তাহাও সদ্‌রূপ হইতে পারিবে না। সুতরাং যাহাতে সত্ত্বধর্ম্ম নাই তাহা সদ্‌রূপ নহে, এরূপ কথাও সঙ্গত নহে। এরূপ নিয়মে সত্ত্বধর্ম্মের ব্যভিচার হয়। তাহা ছাড়া সত্ত্বধর্ম্মে সত্ত্বধর্ম্ম স্বীকার করিলে অর্থাৎ

সদ্রূপে সদ্ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় বা স্বাশ্রয়-দোষ ঘটে। এইরূপ যদি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বিচার তোলেন তাহাও বিচারে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ—বস্তু গুণের দ্বারা ব্যক্ত, গুণ ও তাহার গুণত্বের দ্বারা প্রকাশিত, ইহা অপ্রামাণিক নহে। ধর্ম্মেরও ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মী যে-প্রকার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মও তাহার ধর্ম্মের দ্বারা পরিচিত হয়। ধর্ম্মের ধর্ম্ম-স্বীকারে স্বাশ্রয় বা আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। প্রমাণের অভাব হেতুই স্বাশ্রয় একটী দোষ। কিন্তু প্রামাণিক হইলে উহা দোষ নহে। দেখা যাইতেছে "সত্ত্বং সৎ" বলিলে সত্ত্বই সৎ বুঝায়। সুতরাং সতের ধর্ম্ম থাকিলে সত্ত্বেরও ধর্ম্ম থাকিবে। উহাতে স্বাশ্রয় দোষ হইতে পারে না। বরং সত্ত্বেও সত্ত্বধর্ম্ম আছে—ইহাই প্রমাণিত হয়। সত্ত্বধর্ম্মই সৎ। যদি সত্ত্বধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে 'সৎ'ও নাই। আধার যেরূপ আধেয় লইয়াই হয় এবং আধেয়ও আধেয়তা-শূন্য নহে; আধেয়তা নাই বলিলে আধারেরও অস্তিত্ব হানি হইবে। ইহা ন্যায়সিদ্ধ ও সাশ্রয়-দোষ-রহিত। আধেয়তা না থাকিলে আধেয় এবং আধেয় না থাকিলে আধার থাকিবে এরূপ বলা কেবল বাগাড়ম্বর বিতণ্ডা মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকহেতু তাহাতে সত্ত্বধর্ম্ম নাই ও সত্ত্বধর্ম্ম না থাকায় ব্রহ্ম 'সদ্রূপ'ও হইলেন না।

প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা ?

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহারা কোনও কূলেই দাঁড়াইতে পারেন না। কারণ দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই নিতান্ত অসঙ্গত বিধায় মিথ্যাত্ব বজায় থাকে না। কারণ মিথ্যাত্বকে সত্য বলিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয়। মায়াবাদিগণ বলেন কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে সত্য দুইটী হইয়া পড়ায় ব্রহ্মের কেবলতার হানি হয় এবং প্রপঞ্চ ব্রহ্মের তুল্য অর্থাৎ সমান হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত মতে মিথ্যাত্বটী সত্য বলা যায় না। আর যদি মিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলা যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ যাহার মিথ্যাত্বটী মিথ্যা তাহা সত্যই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মিথ্যাত্ব সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, প্রপঞ্চ সত্যই হইতেছে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

———

"অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্"

বর্ত্তমানকালে জগতের অধিকাংশ লোকই 'দাস হওয়া' কথাটি শুনিবামাত্র ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু স্থিরমস্তিষ্কে একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, শুধু তাহারা কেন, জগতের কেহই হাজার চেষ্টা করিলেও দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। জগতের কেহ সরকারের দাস, কেহ কামিনীর দাস, কেহ অর্থের দাস, কেহ বা রূপের দাস, কেহ ভগবানের দাস। 'দাস'-শব্দটি ওতঃপ্রোতভাবে সকলের জীবনে জড়াইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব ব্যতীত আর সমস্ত দাসত্বই জড়াপ্রকৃতির অধীন। তাই 'ভগবানের দাস' ব্যতীত অন্যান্য সকলকে 'প্রকৃতির দাস' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'দাস'-শব্দটি সাধারণতঃ গোলাম, ভৃত্য, চাকর প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দাস' হইতে 'দাসত্ব' কথাটির উৎপত্তি। সেই 'দাসত্ব' বলিতে বেতন লইয়া অন্যের সেবা করা, গোলামি, পরাধীনতা প্রভৃতিকে বুঝায়।

দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ জড়ীয় 'উপাধি'বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অহঙ্কার ও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ "অহং ভোক্তা" অভিমানে মনিব শ্রীকৃষ্ণের আসন দখল করিতে চাহেন। জড়ীয় 'উপাধি' বলিতে আমি ইঞ্জিনীয়ার, আমি ডাক্তার, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি কর্ম্মী, আমি জ্ঞানী, আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের স্ত্রী প্রভৃতি অহঙ্কারকে বুঝায়। 'উপাধি' যে দাসত্বেরই পরিচায়ক, তাহা তাহারা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারেন না। যেমন একজন ইঞ্জিনীয়ার বেতন লইয়া চাকরের ন্যায় সরকারের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করেন বলিয়া তাহাকে সরকারি চাকুরে বা Government service holder বলা হয়, তেমনি পার্থিব জগতের কোন বস্তুর উপর প্রভুত্বও যে-কোন ব্যক্তির দাসত্বের পরিচয়কেই বহন করিয়া থাকে।

দেহাত্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বরূপ-বিভ্রম, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অপরাধ ও অসতৃষ্ণা—এই চারিটী অনর্থ সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া অবস্থান করায় তাহারা তাহাদের স্বরূপের পরিচয় 'আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস' এই বাক্যটির সত্যতা অনুধাবন করিতে সক্ষম হন না। এই জগতের যে-কোন বস্তুর দাস হওয়া অনায়াসসাধ্য অর্থাৎ বিনা আয়াসেই নিজকে দাসের পরিচয়ে পরিচিত করা যায়, কিন্তু এই দাসত্ব কখনও নিত্যানন্দ ও নিত্যশান্তি দান করিতে পারে না। যখন আমেরিকাতে Slavery অর্থাৎ দাসপ্রথা চালু ছিল, তখন মনিবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া দাসেরা মনিবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের জেহাদ

ঘোষণা করিয়াছিল। এই দাসপ্রথা তুলিতে গিয়া Abraham Lincon-কে পর্য্যন্ত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে মানবসকল প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতির দাস হইয়া পড়িতেছে—ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। মায়ার কবলে কবলিত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া নিদারুণ দুঃখভোগ করিতেছে, তথাপি তাহাদের মূলমালিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিছুতেই অনুরাগ হইতেছে না। কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণ প্রায়শঃ বলিয়া থাকেন,—"জীব সাধকাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের দাস থাকিতে পারে, কিন্তু আবার যদি সিদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় শ্রীহরির দাস হইয়া জীবন কাটাইতে হয়, তবে জীবের শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া কি লাভ?" তাহাদের যুক্তি কাণা যুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এক বিধবা দশম শ্রেণীতে পাঠরত আপন তনয়কে শিক্ষা দিবার জন্য একজন দক্ষ পণ্ডিতকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। একদিন বিধবা শিক্ষককে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় দশম শ্রেণীতে পড়াইতে দেখিয়া ক্রোধ করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। বিধবার অল্পবুদ্ধি; তাই তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের দশম শ্রেণীতে যথার্থ প্রয়োগের কথা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। "সাধকাবস্থাপেক্ষা সিদ্ধাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা যথার্থরূপে হয়"—এই কথাটি কৃষ্ণবহির্ম্মুখেরা মোটেই বুঝিতে পারে না। বিধবার বুদ্ধি লইয়া তাঁহারা কিরূপে শান্তির আশা করিতে পারেন?

শাস্ত্রে যে ভুক্তি অর্থাৎ অনন্তপ্রকার ভোগবাঞ্ছা এবং পঞ্চবিধ মুক্তির —সারূপ্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সার্ষ্টির কথা উল্লিখিত আছে, তাহাও জীব অল্প ভাগ্যফলেই লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি পিশাচী একবার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করিলে পরম-প্রয়োজনীয় বস্তু 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভ জীবের পক্ষে সুদূরপরাহত হইয়া যায়। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

—"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তথায় ভক্তিসুখের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে? অর্থাৎ ভক্তি-অভিলাষের আবরক ভুক্তি-মুক্তি-সুখ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলে তথায় ভক্তি-সুখ উদিত হইতে পারে না। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, ভক্তিপথের অন্তরায়।"

স্বরূপে সবাই শ্রীকৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কেহ তাহা স্বীকার করিয়া নিত্যশান্তি লাভ করিতেছেন, কেহ বা অস্বীকার করিয়া চরম সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন। তাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥
(চৈঃ চঃ আদি ৬।৮৩)

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তার দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৬।৮৫)

বহুপুণ্যার্জ্জিত (পুণ্য অর্থে বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতি) ব্যক্তিই দাসখত লিখনপূর্ব্বক ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া সেবানন্দ-সুখ লাভ করেন। "দাসখত" অর্থে চিরকাল সেবক হইয়া থাকিবার অঙ্গীকার-পত্রকে বুঝায়। শাস্ত্র আলোচনা করিলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাসের মহিমাই দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতেই অনুমেয়, ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করা কতই কঠিন ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

—"জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সৎসঙ্গপ্রভাবে আমার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে 'যাবতীয় বস্তুই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত, অতএব সমস্তই বাসুদেবময়'—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্ল্লভ।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সনাতন-শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।—

তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটী-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥

কোটী-জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটী-মুক্তমধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৪৪-১৪৮)

পার্থিব জগতের সর্ব্বোচ্চ সম্মানীয় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণদাস যে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণভক্তই সমদর্শী ও পরমপাবন। গঙ্গা প্রভৃতি জলময় স্থান তীর্থ হইলেও এবং শালগ্রামাদি শিলা দেবতা হইলেও বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন; কিন্তু ভক্ত দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন।

সূর্য্যোদয়ের সমাগমে যেরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের সমাগমে জীবের ভববন্ধন নাশ হইয়া থাকে। গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া কৃষ্ণভক্ত পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী—এই ২৬টী বৈষ্ণবের লক্ষণ। তাহার মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণত্বই —'স্বরূপ'-লক্ষণ, অবশিষ্ট সবই 'তটস্থ'-লক্ষণ। পণ্ডিতগণ কৃষ্ণভক্তের সেবাকে সংসারমুক্তির দ্বার ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। কৃষ্ণৈকশরণ, শ্রীকৃষ্ণের দাসগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধন বিনা অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধনই তাঁহাদের নিকট বেতনস্বরূপ,—

প্রেমধন-বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

কোন কোন সকাম উপাসকের শুদ্ধভক্তীতর অসৎকামনা থাকিলেও নিরন্তর সেবানন্দ-প্রভাবে ঐরূপ অভদ্র নাশ হয়, তাহা হইলেও সকামভাব নিষ্কামভাবের কারণ নহে। শাস্ত্রে উল্লিখিত রহিয়াছে,—

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপরিলিখিত পয়ারের 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"সামান্য কামের উদ্দেশ্যে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র

জিনিস যে, কৃষ্ণ-ভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে।" বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবঠাকুর নিজের ও দেবগণের আধিকারিক পদকে ধিক্কারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-পদের মাহাত্ম্য-সূচক কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন,—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যয়ে॥ (ভাঃ ৪।২৪।২৯)

—"বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ শতজন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন; আরও অধিক পুণ্যাচরণদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তিচক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা দেহান্তে সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। যাহা আমরা অর্থাৎ আমি মহাদেব ও অন্য আধিকারিক ভক্ত দেবতাগণ আধিকারিক কাল অতীত হইলে সেই বৈষ্ণব-পদ পাইব।"

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট দাস্যসুখ লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছেন,—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩০)

—"হে নাথ! অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক কিম্বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক; যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক।" ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবও চতুর্ব্বর্গকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভগবানের নিকট দাস্যসুখ প্রার্থনা করিতেছেন,—

কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥
(ভাঃ ৩।৪।১৫)

—"হে পরমেশ্বর! যে-সকল ব্যক্তি আপনার চরণকমলের সেবক, এই সংসারে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটিই দুর্ল্লভ নহে। তথাপি হে প্রভো! ভবদীয় পাদপদ্মসেবনোৎসুক আমি আপনার পাদপদ্মসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না।"

ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ, রুক্মিণী-সত্যভামাদি মহিষীগণ, শ্রীদাম-

সুদামাদি সখাগণ, মাতা যশোমতী, নন্দ মহারাজ, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী প্রভৃতি সকলেরই 'কৃষ্ণদাস' অভিমান। অন্যের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ স্বয়ং বলদেব প্রভু নিজকে "কৃষ্ণদাস" অভিমান করেন। ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিয়াছেন,—

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ ॥
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্ ॥
'দাস'-নামে ব্রহ্মা-শিব হরিষ অন্তর।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৬৩-৪৬৪, ৪৭২)

শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতা ও ভক্তবশ্যতার কথা চিন্তাপূর্ব্বক 'কৃষ্ণ আমি তোমার' বলিয়া নিজকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করেন, তবেই শ্রীকৃষ্ণদাসের মহিমা তাঁহাদের নয়নগোচর হয়। বৈষ্ণবদাসের মহত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল কুলশেখর তাঁহার 'মুকুন্দমালা স্তোত্রে' বলিয়াছেন,—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
তদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

—"হে লোকনাথ ভগবন্! হে মধুকৈটভারে! আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।"

বর্ত্তমান কাল কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগ। এই যুগে ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুবর্গ প্রবল। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ফল্গুবৈরাগ্য, কুতর্কাদি বাক্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটী কোটী কণ্টকদ্বারা পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ অবরুদ্ধ। শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি শরণাগতি ব্যতীত জীবের নিস্তারের অন্য কোন পথই নাই। তাই পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিচারপূর্ব্বক অধোক্ষজ শ্রীনন্দনন্দন-সমীপে 'দাস' হইবার কৃপাপ্রার্থনা করি।—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

—"ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর।"

—শ্রীবল্লভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীধর্ম্মরাজের যমদূতের প্রতি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্ণয় ও নরক-বর্ণন

[বিষ্ণুপুরাণাবলম্বনে লিখিত]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! সপ্তদ্বীপ, পাতাল, সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল স্থানই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, স্থূল ও স্থূলতর জীবগণ-দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। এমন যবোদর-প্রমাণ স্থানও দেখা যায় না, সেখানে স্বকীয় ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীবগণ বিচরণ না করিতেছে?

আয়ুঃ শেষ হইলে সকল জীবগণই কর্ম্মানুসারে যমের বশ হয় এবং পরে যমরাজের আদেশে নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। পাপভোগ শেষ হইলে তাহারা দেবাদি-শরীর গ্রহণ করে, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। মনুষ্যগণ কি-প্রকার কর্ম্ম করিলে আর যমের অধীন হয় না, আমি সেই কর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক।

পরাশর কহিলেন,—মুনে! মহাত্মা নকুল পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম বলেন,—কলিঙ্গদেশোদ্ভব আমার সখা এক ব্রাহ্মণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমি কোন জাতিস্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি "ইহা বর্ত্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে।" সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল। আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জাতিস্মর মুনির বাক্য স্মরণপূর্ব্বক বলেন, পূর্ব্বে যম ও যমকিঙ্করের পরস্পর যে অত্যন্ত গোপনীয় কথোপকথন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

পাশহস্ত স্বীয় দূতকে দেখিয়া যম তাহার কর্ণমূলে কহিলেন,—"শ্রীমধুসূদনের

শরণাগত ব্যক্তিগণকে তোমরা পরিত্যাগ করিও ; যেহেতু আমি বৈষ্ণবভিন্ন অন্য সকল জীবের প্রভু। দেবগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত বিধাতা লোকের পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য 'যম' এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি গুরু-স্বরূপ শ্রীহরির অধীন, কিন্তু স্বাধীন নহি ; যেহেতু শ্রীহরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ যেমন একরূপ হইয়াও বলয়, মুকুট, কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেইপ্রকার একমাত্র শ্রীহরি দেব, মনুষ্য, পশু, প্রভৃতি নানাপ্রকার রূপের মূলীভূত কারণ। বায়ুর স্ব-প্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেইসময়ে যে-প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণুসমষ্টি পৃথিবী-মাত্রাদিতে মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণ-ক্ষোভজনিত সুরাসুর-মনুজাদিও প্রলয়কালে সেই সর্ব্বগুণপ্রভু সনাতন শ্রীবিষ্ণুতেই বিলীন হয়। দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরিকে যিনি সকল বস্তুর আত্মা ভাবিয়া নমস্কার করেন, সেই অপগতপাপ পুরুষকে, ঘৃতাহুতিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইবে। পাশহস্ত যমদূত, ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল,—প্রভো! কিরূপে কোন্‌প্রকার ব্যক্তি শ্রীহরির ভক্ত হন ?

যমরাজ কহিলেন,—যিনি নিজের বর্ণধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হন ; যিনি নিজ সুহৃদ্‌বর্গকে ও বিপক্ষগণকে সমভাবে দেখিয়া থাকেন ; যিনি পরদ্রব্য অপহরণ করেন না ; কোন জীবহিংসা করেন না : যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশূন্য ও অতি নির্ম্মল, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে। যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষদ্বারা সমল না হয়, যিনি মোহশূন্য হৃদয়ে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে চিন্তা করেন, তাঁহাকেই শ্রীহরির পরমভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি নির্জ্জনে পরস্ব সুবর্ণ দেখিয়াও তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া উহা অপেক্ষা করেন, যিনি অন্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল শ্রীভগবানের ধ্যান-ধারণায় ব্যস্ত থাকেন, সেই পুরুষ-প্রধানকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে।

স্ফটিকগিরির ন্যায় নির্ম্মল বিষ্ণু বা কোথায় ও মনুষ্যের মাৎসর্য্যাদি-দোষ-কলুষিত হৃদয়ই বা কোথায় ? এ উভয়ের অনেক অন্তর। চন্দ্রকিরণসমূহে কখনই হুতাশন-দীপ্তিজাত উগ্রতা থাকে না অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত মনুষ্য কখনই হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্ণুভক্তই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত, মাৎসর্য্য-রহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, সকল জীবেরই মিত্র, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী এবং অভিমান ও মায়ারহিত, তাঁহার হৃদয়েই ভগবান্ শ্রীবাসুদেব বাস করেন। সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস

করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে বুঝিয়া থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে। হে দূত! যম ও নিয়মদ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান-অহঙ্কার-মাৎসর্য্য নাই, এবংবিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পালায়ন করিও। শঙ্খ-খড়্গ-গদাধারী অব্যয়াত্মা ভগবান্ শ্রীহরি যদি হৃদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে সকল পাপই পাপবিনাশী ভগবান্দ্বারা নষ্ট হয়, কারণ সূর্য্য থাকিতে কখনও অন্ধকার থাকিতে পারে না।

যে পরধন হরণ করে, যে প্রাণিগণের হিংসা করে, যে মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করে, যে নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করে, যাহার মন নির্ম্মল নহে, অমঙ্গলকার্য্যে যাহার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে, ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন না। যে ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারে না, যাহার মতি কলুষিত, যে সাধুদিগের নিন্দা করে, যে অসাধু, যে যাগ করে না, সাধুকে দান করে না,—ঈদৃশ অধম ব্যক্তির-হৃদয়ে জনার্দ্দন বাস করেন না। যে ব্যক্তি প্রিয়-সুহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যার নিকট, পিতা-মাতার নিকট, ভৃত্যসকলের নিকট শঠতা অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থতৃষ্ণা করে, সেই অধমস্বভাব ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে জানিবে। যে ব্যক্তির মন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতিনীচ-সংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইতে যত্ন করে,—সেই পুরুষ-পশু, বাসুদেবের ভক্ত নয়।

শ্রীভগবান্ বাসুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই; এই সকল জগৎ এবং আমিও বাসুদেব ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনন্তদেবের প্রতি যাঁহার এইরূপ অচলমতি হয়, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরিহার করিবে। "হে কমলনয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমার আশ্রয় হও" যে-সকল ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপরহিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পলায়ন করিও। যে পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তঃকরণে অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্য্যন্ত বিষ্ণুচক্র-প্রভাবে তোমার ও আমার বলবীর্য্য বিনষ্ট হইবে; সুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্মার নিকটেও গমন করিতে পারি না; তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার যোগ্য।

রবি-তনয় ধর্ম্মরাজ নিজ দূতকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংসার-

সাগরে বিষ্ণু ব্যতীত আর পরিত্রাণ নাই। যাঁহার হৃদয় সকল সময়েই কেশবপ্রিয় রহিয়াছে, তাঁহার যম, যম-কিঙ্কর, যমদণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই। নকুল-প্রশ্ন-প্রসঙ্গে, ভীষ্মদেব-কীর্ত্তিত যমগীতা বর্ণিত হইল।

পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! পৃথিবী ও জলের নিম্নভাগে যে নরক-সকল আছে, পাপিষ্ঠগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, শ্বসন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমীভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ, অপর, অবীচি ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। শাস্ত্রভয় ও অগ্নি-ভয়দায়ী এইসকল ঘোর নরক যমের অধিকারস্থ। যাহারা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারা সেইসকল নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি কূটসাক্ষী অর্থাৎ জানিয়াও বলে না বা অন্যরূপ বলে, যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং যে মিথ্যা কহে, তাহারা রৌরব-নরকে গমন করে। যাহারা নরহত্যাকারী, পুরহরণকর্ত্তা ও গোঘাতক, তাহারা রোধ-নরকে গমন করে, এই রোধ-নরকে শ্বাসরোধ হইয়া যায়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচৌর এবং যাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহারা শূকর-নরকে গমন করে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যহন্তা তাল-নরকে এবং গুরুতল্পগামী তপ্তকুণ্ড-নরকে যায়। যে রাজদূতকে হত্যা করে, স্ত্রী-বিক্রয়ী, কারাগৃহ-রক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং যে ভক্তজনকে বিপদে পরিত্যাগ করে, ইহারা তপ্তলৌহ নরকে পতিত হয়।

যে নরাধম গুরুজনের অবমাননা করে বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, যে বেদনিন্দা বা বেদবিক্রয় করে, তাহারা লবণ-নরকে যায়। চৌরব্যক্তি বিমোহন-নরকে পতিত হয়। শিষ্টাচার-নিন্দক, দেব-ব্রাহ্মণ-পিতৃদ্বেষ্টা এবং যে রত্নকে দূষিত করে তাহারা কৃমিভক্ষ-নরকে এবং অভিচারকারী ব্যক্তি কৃমীশ-নরকে গমন করে। যে নরাধম পিতৃ-দেব-অতিথিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র লালভক্ষ-নরকে এবং বাণপ্রস্তুতকারী বেধক-নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি কর্ণী-নামক বাণ বা খড়্গাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন-নরকে গমন করে। অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্য-যাজক এবং নক্ষত্র-গণকেরা অধোমুখ-নরকে যায়।

যে ব্যক্তি পুত্র প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, যে লাক্ষা, মাংস, দুগ্ধ, তিল ও লবণবিক্রেতা ব্রাহ্মণ, ইহারা কৃমিযুক্ত পূয়বহ-নরকে গমন করে। বিড়াল, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষীসকলকে জীবিকার্থ

পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই পূয়বহ-নরকেই যায়। যে-সকল ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবি (নট-মল্লাদি বৃত্তি অবলম্বনকারী), ধীবর-কুণ্ডাশী (পতিবর্ত্তমানে উপপতির ঔরসজাত ব্যক্তির অন্নভোজী), বিষদাতা, খল, মাহিষিক (স্ত্রীর অসদ্‌বৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহকারী), পর্ব্বকারী (ধনলোভে অপর্ব্বে অমাবস্যাদিতে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক), গৃহদাহী, মিত্রহন্তা, শাকুনিক ও গ্রামযাজক হয় এবং সোম বিক্রয় করে, ইহারা সকলেই রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়।

মধু ও গ্রামহন্তা মনুষ্য বৈতরণী-নরকে যায়। যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যাহারা সর্ব্বদা অশুচি এবং যাহারা কূহকজীবী, তাহারা কৃষ্ণ-নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথা বনচ্ছেদন করে, সে অসিপত্রবন-নরকে গমন করে। মেষোপজীবী ও মৃগ-ব্যাধগণ বহ্নিজাল-নরকে পতিত হয়। সেই সেই অসাধারণ নরক ভোগানন্তর পাপের আধিক্যবশতঃ যদি তখনও পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ পাপিগণ এবং যাহারা মৃদ্‌ভাণ্ড ও ইষ্টকাদি-সঞ্চয়ে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারাও সেই নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রতলোপক এবং স্বীয় আশ্রয়-ভ্রষ্ট, তাহারা উভয়েই সন্দংশ-নরকের যাতনামধ্যে পতিত হয়। দিবানিদ্রায় রেতঃপাতকারী এবং যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা শ্ব-ভোজন-নরকে পতিত হয়। এইসকল এবং অন্যান্য শতসহস্র নরক আছে। উহা দুষ্কর্ম্মিগণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত পাপের ন্যায় অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপও আছে। নরকাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণ তাহার ফলভোগ করে।

যে-সকল মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হয়। অধোমস্তক নরকস্থ জীবেরা স্বর্গে দেবতাসকলকে দেখিতে পায় এবং দেবগণও অধোদিকে অধোমুখ-নরকস্থ জীবসকলকে দেখিতে পান। পাপিগণ নরক ভোগানন্তর যথাক্রমে স্থাবর, কৃমি, জলজ মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর, ধার্ম্মিক মনুষ্য, ত্রিদশ এবং পুণ্যবিশেষে কেহবা মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্থানীয় কৃমিবর্গ হইতে প্রথমস্থানীয় স্থাবরগণ সহস্রগুণ অধিক। মুমুক্ষু জন্ম পর্য্যন্ত এই সমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবর্ত্তী অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্রগুণ অধিক। নরকভোগের পর এইরূপ স্থাবরাদিক্রমে পাপিগণ পাপের ক্ষয় হইলে দেবত্ব লাভ করে এবং স্বর্গবাসিগণও পুণ্যক্ষয় হইলে পাপবশতঃ কখনও বা নরকস্থ হন।

পাপীর মধ্যে আবার প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায়। যে

পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত, বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পরমর্ষিগণ তাহাই বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি অনেকেই গুরুপাপে গুরু-প্রায়শ্চিত্ত ও অল্পপাপে স্বল্প-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। **তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।** পাপ করিয়া যে ব্যক্তির অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। **শ্রীহরি-সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরিস্মরণে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষয় হয় না।**

প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় এবং বিষ্ণু সংস্মরণ জন্য সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া মুক্তিলাভ করে। জপ, হোম, অর্চ্চনাদি কর্ম্মে যাহার মন ভগবান্ বাসুদেবে আসক্ত হয়, ইন্দ্রত্বাদি ফল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছত্বহেতু অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্ন-স্বরূপ। কারণ, পুনরাবর্ত্তনবিশিষ্ট সর্গগমন, আর উত্তম মুক্তিজনক বাসুদেব-নামজপ কখনই তুল্য নহে। অতএব মরণধর্ম্মশীল ব্যক্তি অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়, নরকে যায় না।

স্বর্গ—মনের প্রীতিকর এবং নরক—মনের অপ্রীতিকর। পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য—নরক ও স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল। যখন একবস্তুই দেশ-কাল-পাত্রভেদে সুখ, দুঃখ, ঈর্ষোৎপত্তি ও কোপের কারণ হয়, তখন বস্তুকে নিয়ত-স্বভাব কি-প্রকারে বলা যাইতে পারে? যাহা প্রীতিজনক, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হয়; তাহাই আবার কোপের ও প্রসন্নতার কারণ হয়। অতএব জড়ীয় কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক নয়। প্রাকৃত সুখ-দুঃখ জড় মনেরই ভ্রমমাত্র।

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

১। শ্রীরূপানুগত্যে গৌরভজনই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ভজন, ইহাই শ্রেষ্ঠ।

২। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া হরিসেবা করিবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬৫ পৃষ্ঠার পর]

সেই ব্রাহ্মণগণকে বহু গুণযুক্ত অন্ন এবং ধেনু সহিত দক্ষিণা দান করতে থাকুন আপনারা। কুক্কুর, চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও যথাযোগ্য প্রসাদ দেওয়া হউক এবং গোসমূহকে তৃণ প্রদানপূর্ব্বক গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উপহার প্রদান করুন।

অনন্তর মনোরম অলঙ্কার ধারণ, অনুলেপন, উত্তম বসন পরিধান এবং ভোজনপূর্ব্বক আপনারা সকলে গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন। হে পিতঃ! আমার এই মত যদি আপনাদের অভিপ্রেত হয় তাহলে গ্রহণ করতে পারেন। সব ব্যবস্থা দিয়ে শেষে বলছেন যদি আপনাদের ভাল লাগে তাহলে এটা করতে পারেন। আপনারা কি মনে করেন নন্দ মহারাজ এ অনুষ্ঠান করবেন না? না, এ বাচ্চাটা যা বলছেন নন্দ মহারাজ মেনে নেবেন। পিতঃ! এই যজ্ঞ গো-ব্রাহ্মণাদির এবং আমারও প্রীতিজনক জানবেন।

শ্রীশুকদেব বললেন,—কালরূপী ভগবান্ ইন্দ্রের গর্ব্বনাশের জন্য এরূপ বললে তা শুনে নন্দাদি গোপগণ সম্যক্‌ভাবে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

অনন্তর কৃষ্ণের কথানুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান করলেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়নপাঠ করাইবার পর ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণদ্বারা গোবর্দ্ধন-গিরি এবং ব্রাহ্মণগণের পূজান্তে সাদরে গো সকলকে তৃণ প্রদানপূর্ব্বক গোধনকে সম্মুখে রাখিয়া গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ আরম্ভ করলেন। গোপগণ উত্তম অলঙ্কারযুক্ত এবং গোপীগণ বৃষভবাহিত শকটে আরূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদের সহিত কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য গান করতে করতে গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করলেন। তৎকালে কৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাসজনক বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করে 'আমিই গিরিরাজ' এরূপ বলতে বলতে প্রচুর পূজা গ্রহণ করলেন।

সামনে না দেখলে কি বিশ্বাস করা যায়! খেতে দিলাম ঠাকুরকে, কিন্তু ঠাকুর খেল কৈ! একথালা অন্ন দিলাম বেড়ে, যা দিলাম সব পড়ে রইল। ঠাকুর আবার খায় নাকি? আমি ত' গিল্‌ব। ঠাকুরকে দিলে ঠাকুর খান না, কিন্তু আমি গিল্‌তে পারি ভাল। সবটা আমি যাচাই করে দেখে নিতে চাই। আমার যদি তেমন শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে তাহলে যাচাই করাটাও সম্ভব। শুধু মুখে মুখে বললে হবে না—"মন যে চাঙ্গা কাঠুয়ামে গঙ্গা"। এটা শয়তানি

বুদ্ধি। সবটা মানি আমি, কিন্তু মানি না শুধু ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যাপার। আমি রান্না করি, আমি খাই—সব ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস ও বাহাদুরী!

বাজার করতে গেলাম—১ কেজি বেগুন দরকার। বেশ কচি কচি পোকাবিহীন বেগুন বেছে বেছে এটা ওজন কর। কেন বাছাবাছির দরকার? সবই ত' সমান। ১ কেজি আলু দরকার—কাটা না হয়, পচা না হয়, বেশ সুন্দর সুঠাম গোল আলুগুলো বাছলাম। এই আলুগুলো ওজন কর। কেন? চাষীভাই যা ওজন করে দিল তাই নিচ্ছি না কেন? গেলাম পাল মশায়ের দোকানে, একটা হাঁড়ি-পাতিল দরকার। হাঁড়িটা হাতে নিয়ে বাজাচ্ছি। ঢং ঢং করে, না ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ করে, ফাটা না ফুটো, জল দিয়ে পরীক্ষা করছি। কেন? পাল মশায় যে হাঁড়িটা দিচ্ছে সেই হাঁড়িটা নিয়ে বাড়ী ফিরছি না কেন? সব সমান ত'! এই 'সব সমানের দল' আজ দুনিয়ায় ভরে গেছে। 'সব সমানের দল' মানে—বদমায়েস শয়তানের দল কতকগুলো। যারা মুখে বলে কথাটা, তারা কাজে কিছু মানে না। সেই সব সমানের দল, যে-সব শয়তান বসে আছে আজ সমাজে, তারাই বলছে—সবটার বেলায় আমি বেছে-বুছে নেব, দেখে নেব, পরখ করে নেব। কিন্তু যখনই ধর্ম্মের কথা আসবে, তখনই বলে দেব—সব সমান। সেগুলো সুবিধাবাদী, পাকা বদমায়েস ও শয়তান।

দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য, দুর্ম্মূল্য হলেও আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। দেখে, শুনে, বুঝে নিয়ে চলতে হবে আমাকে। ধর্ম্ম-কর্ম্মের কথা যখন আলোচনা হবে, তখন 'সব সমান' বলে কেন এড়িয়ে যাব সেই আমি? এটাও আমাকে বুঝতে হবে। এটাই হল বুদ্ধিমত্তা। বর্ত্তমান দুনিয়া শয়তান। তাই তারা আত্মকল্যাণ-চিন্তার বেলায় ফাঁকি দেয়। তখন বলে দিচ্ছে—'সব সমান'। অন্য সময় অর্থাৎ নিজের কাজের বেলায় কখনও মুখ দিয়ে 'সব সমান' বলতে পারে না। তখন আর এই উদারতা থাকে না। তখন বলে—না, বাধা-বিপত্তি আছে, তর-তম আছে। কি করে হবে বলুন ত'। 'শ্রেণীহীন সমাজটা' গড়্‌ব কি করে? এ Classificationটা ত' থাকবেই।

মাষ্টার মশায়রা বসে আছেন আমার সামনে। আমি যদি বলি,—মাষ্টার মশায়! সব ক্লাসগুলো সমান। স্কুলও যা কলেজও তাই, কলেজও যা Universityও তাই। ম্যাট্রিক্ পাশও যা বি. এ., এম. এ. পাশও তাই। মাষ্টার মশায়রা মেনে নেবেন না কথাটা। তাহলে সব সমান কি করে?

কেন এ সব শয়তানি ! এ সব কথাগুলো আসে কেন ? কে সৃষ্টি করল এ সব কথাগুলো ?

আজ দেখুন, সাম্যবাদ নিয়ে কত আলোচনা। সাম্যবাদ কথাটা কে বললেন ?—সাম্যবাদের কথা ত' শাস্ত্র বলেছেন। সাম্যবাদের কথাটা কোন রাজনৈতিক সংস্থা ব্যাখ্যা দেন নাই। যদি তাঁরা বলেন, তাহলে অন্যায় করে কথাটা বলবেন। কারণ রাজনীতিতে কোন সাম্যবাদের কথা নেই, হতে পারে না, হবে না। যেটা Absurd কথা, সেটা বলে লাভ কি ? রাজনীতি মানে হল—আমি খাব, আমি থাকব, আমি বাঁচব। আর সবাই মরে যাক্, রসাতলে যাক্, বয়ে গেছে আমার। কৌটিল্য-চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের যে নীতি, তাকে বলে রাজনীতি, তাকে বলে কূটনীতি, কোটনামি। কোটনামিটা কি আর সহজ-সরল নীতি ! ব্যাখ্যা ত' রয়েছে শাস্ত্রে।

কৃষ্ণ প্রথমেই উপদেশ করেছেন অর্জ্জুনকে রাজনীতির কথা, তথাকথিত প্রাকৃত নীতির কথা। এই যে কৌরবরা দাঁড়িয়ে আছে এরা সর্ব্বদোষে দোষী, আত্মঘাতী। এদের বধ কর। এদের বধ করলে কোন পাপ হবে না। ভগবান্ যেন Instigate করছেন, তার মানে প্রাকৃত জগতের নীতিটাকে দেখাচ্ছেন। নঅর্জ্জুন ত' কাকেও বধ করতে পারলেন না। বলে দিলেন,—

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥

পারব না আমি এদের বধ করতে। কৃষ্ণ বললেন,—দেখ, আমি একটা কথা প্রমাণ করতে চাচ্ছিলাম তোমাকে দিয়ে। তা তুমি ত' পারলে না, আর কি হবে ? তবে শোন,—"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।" অর্থশাস্ত্রের কথা বলেছি আমি। কৌটিল্য চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের কথা বুঝাতে চেয়েছিলাম আমি। আমার উদ্দেশ্য ছিল না যে, এদের বধ কর। তবে এ কথা ঠিক যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অর্থাৎ দুষ্টকে শাসন ও শিষ্টকে পালন করতে হবে। আমি তোমাকে অর্থশাস্ত্রের কথা বলেছি। এখন শোন,—'অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রম্'—ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা অনেক উপরের জিনিস। কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি কৌরবদের বধ কর, তোমার পাপ হবে না। এখন বলি শোন,—"মা হিংসাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি।" "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। এদের বধ করা ত' দূরের কথা, এদের গায়ে আঁচড় লাগাতে পার না তুমি। সে ক্ষমতা নেই তোমার। আর যদি কর তাহলে তোমার

অন্যায় হবে। তুমি ত' ক্ষত্রিয়। কেন ক্ষাত্রবৃত্তি হারিয়ে এখন ক্লীব-ধর্ম্মে বসে আছ তুমি ?

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥

সম্মুখ সমরে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে স্বর্গ তোমার, আর যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর তাহলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমার আছে। কোনদিকে তোমার লোকসান নাই। দেখ অর্জ্জুন, অহঙ্কার কর না। তুমি কাকেও বাঁচাতে পার না, কাকেও মারতে পার না।

"কঃ কেন হন্যতে জন্তুঃ জন্তুকঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎ-সাধুঃ সমাচরন্ ॥

আত্মাই আত্মার শত্রু, আত্মাই আত্মার মিত্র। যা হবে ঘটনাটা আগে-ভাগে তোমাকে Film টা দেখিয়ে রাখি। এটা দেখতে গেলে একটা আলাদা চোখও লাগবে তোমার। "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥" দেখিয়ে দিলেন বিশ্বরূপ। দেখেই ত' অর্জ্জুন ভীত, সন্ত্রস্ত। ঠাকুর! তোমার এই রূপ আমি দেখতে পারছি না, আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে। কান্নাকাটি পড়ে গেছে। "তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।" ভগবান্ আবার তাঁর পূর্ব্বমূর্ত্তি দেখালেন, শান্ত হলেন অর্জ্জুন।—'সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।' ভগবান্ ত' সব জিনিসটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তুমি মারবার কে ? আবার তুমি বাঁচাবার কে ? যা হবার দেখে নাও। কৌরব-গণের ও পাণ্ডবগণের মধ্যে এই অবস্থা হয়েছে। এদের এইভাবে মৃত্যু হবে। এদের কর্ম্মফলে এটা হয়ে আছে। কিন্তু বলার সময় কি ভাষা ব্যবহার করলেন,—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥"—তুমি নিমিত্তমাত্র হও, যা হওয়ার হয়ে আছে। 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব'—ভগবান্ মেরে রেখেছেন, নিশ্চয়ই এরূপ অর্থ নয়। এরা এদের কর্ম্মফলে যে অবস্থা প্রাপ্ত হবে, সেটা দেখে রাখ। তাই বলে যদি আমি এখন কাকেও বধ করি, হত্যা করি, তাহলে ফলভোগ বা সাজাটা কি ভগবানেরই হবে ? হ্যাঁ, আজকালকার দুষ্টু, বদমায়েসদের কথাটা ত' তাই। অন্ততঃ দুর্য্যোধনের কথানুসারে বিচারটা ত' তাই। আর সেইটাই ত' মুখস্থ বলছি আমরা সবাই আজকাল। কি বলছি,—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

ত্বয়া হৃষীকেশ ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবে 'গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের পূজার্চ্চন ও প্রদক্ষিণের পর নিজে অন্যরূপ ধারণপূর্ব্বক অর্থাৎ আমিই একাধারে আশ্রয়-বিষয়বিগ্রহরূপে স্বয়ং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা হরিদাসবর্য্য গিরিরাজ ও পরমোপাস্য গিরিধারীজীউ—এইরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করে প্রচুর পূজা ও পূজোপহার গ্রহণ করলেন। এস্থলে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যুগপৎ সেব্য-সেবকভাব প্রকাশপূর্ব্বক উভয়তত্ত্বেরই গৌরব ও মহিমা প্রচারিত হয়েছে। একই শ্রীমূর্ত্তিতে যুগপৎ ২টী ভাব প্রকাশিত হওয়ায় এক্ষেত্রে অধিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত। "আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়"—ভক্তের প্রতি ভগবানের গৌরববোধ একপ্রকার, আর "হরিহরাত্মা" বা "হরিহর-মূর্ত্তি" অন্যপ্রকার। তথায় একই শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তের প্রিয়তমত্ব প্রমাণের জন্য আশ্রয়-বিষয়বিগ্রহের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ও অবস্থান। সেই মূর্ত্তিতেও ভগবান্ শ্রীহরির অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ও হরের অঙ্গ শ্বেতবর্ণ এবং উভয়ের মিলনসত্ত্বেও পরস্পরের তত্ত্ব-পার্থক্য অনুভূত হয়। কিন্তু গিরিধারী ও গিরিরাজের ক্ষেত্রে উভয়েই সর্ব্বতোভাবে একীভূত শ্রীবিগ্রহ। সেই মূর্ত্তিতে কোনরূপ প্রাকৃত ভেদ বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ শাস্ত্রাদিতে নিজভক্ত ও তাঁর নিজস্ব শ্রীমূর্ত্তির সেবা-পূজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই সংঘটিত হয়েছে। ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হয়ে তিনি নিজেই নিজকে প্রণাম করলেন অর্থাৎ সেবাশিক্ষাদান করে গিরিরাজ ও গিরিধারীরূপী কৃষ্ণ ভগবানকে প্রণাম করলেন। স্বয়ংরূপ ভগবানকে জগজ্জীবের শিক্ষার নিমিত্ত অখিললোকশিক্ষক—ত্রিলোকগুরু—জগদ্‌গুরুরূপে শিক্ষাদান করতে হয়। ভগবান্ স্বয়ং তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ না করলে বদ্ধজীবগণ তাঁর বাস্তব অনুভূতি লাভ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে বলতে লাগলেন,—"ঐ দেখ মূর্ত্তিমান্ গোবর্দ্ধন-গিরি আমাদের পূজা ও শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন।"

আমরা জড়বাদী—Meterialist বলে অপ্রাকৃত চেতনবস্তুকে জড় বলে ভ্রম করি। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর"—এস্থলেও অপ্রাকৃত বস্তুতেই অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"—বাক্যে সমজাতীয় বাস্তব বস্তুরই মিলনের কথা পাই। যখন আমরা শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীবিগ্রহ ও তত্ত্ববস্তুকে জড় মনে করি, তখনই তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা

প্রকাশ করি। জড় কখনও চেতন নহে, আবার চেতনও কখন জড় নহে, ইহা আমাদের তখন বিচার্য্য বিষয় হয় না। জড়বাদিগণের নিকট শ্রীভগবান্ হস্ত-পদাদি গুটাইয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং তাহারা পরমচৈতন্যের চেতনধর্ম্ম কিরূপে অনুভব বা উপলব্ধি করিবেন? তত্ত্ববস্তুর প্রতি যাঁদের বাস্তব বিশ্বাস আছে, তাঁরাই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলামাধুরী—তাঁহার শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলার চিন্ময়ত্ব সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করে থাকেন এবং নির্ম্মল হৃদয়ে অনুভব পর শান্তিলাভ করেন। নাস্তিকগণ শ্রীভগবৎস্বরূপ ও তাঁর সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত মনে করেন বলিয়াই ভগবানের খাওয়া-পরা-থাকার কোনরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই মনে করেন। তজ্জন্য নাস্তিক রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভগবৎসেবার উপকরণসমূহ অর্থাৎ জমিজমা-মঠ-মন্দিরাদির আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করে নিজেরাই সব ভোগ-দখলের অপচেষ্টায় ব্যস্ত আছেন। তাহারা Religious Trust ও Endowment-এর অধীন শ্রীবিগ্রহের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ঠাকুরকে বঞ্চিত করে নাস্তিক সমাজ-সেবায়-প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছেন! ভগবৎ-ভাগবতসেবাবিহীন যথেচ্ছাচারী ভোগী রাষ্ট্র কোনদিনই তাঁহার অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ নহে। আজ নিরীশ্বর রাজনৈতিকগণ বাস্তব ন্যায়-নীতি-আদর্শ বর্জ্জন করে তাঁদের নিজ ও দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করছেন। জড়বাদ কোনদিনই অপ্রাকৃত পারমার্থিকতা অনুধাবন করতে পারে না, ইহাই জড়বাদিগণের চরম বিপর্য্যয় ও দুর্ভাগ্য।

যে শ্রীগোপালদেব (সাক্ষীগোপাল) দুই ব্রাহ্মণের মতান্তরস্থলে হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে পদব্রজে সাক্ষাদ্‌ভাবে গিয়া সাক্ষ্যপ্রদান করেছেন, যে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে খাওয়াইবার জন্য ক্ষীর চুরি করেছেন, যে শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল পুরী-গোস্বামীকে স্বপ্নাদেশপূর্ব্বক তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং যিনি আদি-অন্নকূটের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা আজও সাক্ষাদ্‌ভাবে জনসাধারণের দর্শনের বিষয়ীভূত হয়েও কেন মৌনমুদ্রা গ্রহণ করেছেন? আমরা নাস্তিক হয়ে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হারিয়েছি বলেই তাঁদের ঐরূপ Non-co-operation—অসহযোগিতা। ভগবৎ-ভাগবত-অনুগ্রহ নির্ম্মল হৃদয়ে অনুশীলন-অনুভবের বিষয়, ইহাতে কোনরূপ প্রাকৃত তর্ক-যুক্তি নিরর্থক।

যারা শ্রীগিরিরাজের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করেন না বা তাঁকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অবজ্ঞা করেন, তাদের গোবর্দ্ধনগিরি অজগরমূর্ত্তি গ্রহণ করে বিনাশ করে থাকেন। যাদের কোন প্রকার সদুপদেশ-নির্দ্দেশে মতি-গতির পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাদের জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছে—যারা প্রাকৃত

জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রী-গৌরবে মদান্ধ হয়ে কখনই শান্তিলাভের প্রয়াসী নয়, সেই অসাধুগণের জন্য "পশূনাং লগুড়ো যথা"ই প্রকৃত শাস্তি বা দণ্ড। ভগবৎ-সেবক ও স্বয়ং ভগবদ্‌বিগ্রহকে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করলে প্রত্যেকের আত্মকল্যাণ লাভ হয় বলে শ্রীভগবান্ সকল ব্রজবাসিগণকে নিয়ে আদি, মধ্যে ও অন্তে শ্রীগিরিরাজকে প্রণাম জানাচ্ছেন।—

"সপ্তাহমেবাচ্যুত-হস্তপঙ্কজে, ভৃঙ্গায়মানং ফল-মূল-কন্দরৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে গোপ-গোপীগণ এইরূপে গিরিরাজ, গো-ব্রাহ্মণগণের পূজা-যজ্ঞাদি সম্যগভাবে সমাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত ব্রজে প্রবেশ করলেন। অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যেই ব্রজে বাস করেন। কৃষ্ণসেবাই তাঁদের জীবনে ধ্যান-জ্ঞান, ব্রত-জপ-তপ। কৃষ্ণসেবার জন্যই তাঁদের জীবনধারণ ও খাওয়া-পরা-বাঁচা সব কিছু। এককথা তাঁরা কৃষ্ণগতপ্রাণ। তাঁরা কৃষ্ণসুখে সুখী, আবার কৃষ্ণদুঃখে দুখী। মাথুর-বিরহ-কাতর অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের সেবাই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তাঁহারাই প্রণয়িভক্ত-অপ্রাকৃত ভাবুক ও প্রেমিক জন। তাঁহাদের আনুগত্যেই আমাদের শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি ও দর্শনাদি বাস্তবে রূপায়িত হয়। তজ্জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন,—

"ভ্রমিব দ্বাদশ-বনে,　　রসকেলি যে-যে-স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে,　　ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥"

———

উচ্ছ্বাস

ভকতিবিনোদ প্রভো!　কৃপাময় তুমি।
যে করুণা তুমি,　ক'রেছ জীবেরে　বর্ণিতে না পারি আমি॥ ১॥
ব'লেছ জীবেরে,　শ্রীকৃষ্ণভজন—　মূল প্রয়োজন হয়।
ক'রেছ তাহাই,　নিজের জীবনে　শুধু উপদেশ নয়॥ ২॥
ভাগবত-গীতা,　বেদ-পুরাণাদি　নিহিত-প্রকৃত-কথা।
ব'লেছ লি'খেছ,　নিরপেক্ষ হ'য়ে　কি অমৃত কথা-গাথা॥ ৩॥

দেখিনি শুনিনি, জীবনে কখন হেন নিরপেক্ষ ভাব !
তাহাতে বুঝেছি,— তুমি অপ্রাকৃত, নহ সাধারণ জীব ॥ ৪ ॥
আধুনিক সব নব নব দলে নব নব ভাবে যত।
(তুমি) দেশে দেশে ভ্রমি উপদেশ সবে শ্রীগৌরহরির মত ॥ ৫ ॥
শুনি' উপদেশ দেখিয়া আচার বুঝেছি কৃপায় তব।
শূন্য পাত্রসম, শুধু শব্দময় ভক্তিহীন সেই সব ॥ ৬ ॥
মুখে বলে সবে সংসার-বিরাগী গৌরসেবা-প্রাণব্রত।
কামিনী, কাঞ্চন- আশাটী দেখেছি, সে হৃদয়ে ওতঃপ্রোত ॥ ৭ ॥
শ্রীগৌরহরির অপূর্ব্ব, অশ্রুত- উপদেশমালা যত।
প্রচার-কালেতে, অপ্রকৃত সব আচার ও পাষণ্ডী মত ॥ ৮ ॥
ভগবদ্‌দ্বেষ, প্রকৃতি-সম্ভাষ প্রভুর নিষেধ যাহা।
(কি) আসক্তি তাদের সেই দুটীতেই বলিবার নহে তাহা ॥ ৯ ॥
ভাড়াটিয়া সাজে, প্রতিষ্ঠা-আশায় চামার-ব্যবসা-রত।
শ্রীগৌরহরির প্রচ্ছন্ন বৈরিতা দেখি' সব করে যত ॥ ১০ ॥
"চরিতামৃতের ঘুণ" মুখে বলে সবে শুনি প্রাণ ফেটে যায়।
শ্রীগৌর-চরিত- কণা আস্বাদিলে, মন কি বিষয়ে ধায় ?? ১১ ॥
যদি ধায় তবে জানিনু নিশ্চয়— চৈতন্য-চরিত শুনে নাই সে।
অভিমানী ছার, বিষয়ের কীট, দম্ভভরে মত্ত বলে তাই সে ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণদাস বাণী— শ্রীগৌরচরিত, বুঝিতে নারিনু আমি।
তাঁর চেয়ে বড় বুদ্ধিমান্ তিনি হইবে নিরয়গামী ॥ ১৩ ॥
এ সব দুর্জ্জন তব কৃপাবলে শাস্ত্রদৃষ্ট আচরণে।
জানিনা ছেড়েছি, সম্ভাষা তাদের শুদ্ধাভক্তি আরাধনে ॥ ১৪ ॥
কৃষ্ণদাস—জীব স্বরূপ ভুলিয়া, সংসারে অনর্থ ঘোরে।
ত্রিতাপে তাপিত, দেখি' শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ ধরাপরে ॥ ১৫ ॥
জানালেন জীবে,— প্রভুসেবা ভুলি' জীবের সংসার-গতি।
শুধু সাধুসঙ্গে, শ্রীনাম কীর্ত্তনে, লভে পুনঃ শুদ্ধামতি ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বিধ নৈমিত্তিক ধর্ম্ম যত।
জানে শুদ্ধজ্ঞানে, গুরু-কৃপাবলে প্রেমধর্ম্ম—আত্মগত ॥ ১৭ ॥
শ্রীগৌরহরির অপ্রকট হ'তে এ হেন অপূর্ব্ব কথা।
বলে নাই কেহ, পাই না কোথাও, বিনা তব গীতি-কথা ॥ ১৮ ॥
কেহ বা দেহের, কেহ বা মনের, ধরম প্রচার করে।
নিত্যতত্ত্ব জীব— আত্মার ধরম কেহ না ধরিতে পারে ॥ ১৯ ॥

আচারে কেহ,　　না করে প্রচার,　　কেহ বা প্রচারে রত।
আচারে প্রচারে　　সেইত' প্রধান,　　শ্রীগৌরহরির মত ॥ ২০ ॥
তোমার জীবনে　　শুনেছি যাহা　　শ্রীকৃষ্ণভজন-কথা।
অপূর্ব্ব সে সব,　　শুনি নাই কভু,　　দেখি নাই কভু কোথা ॥ ২১ ॥
প্রভু শ্রীচৈতন্য　　শক্তি সঞ্চারিয়া　　শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনে।
শ্রীবৃন্দাবনের　　লুপ্ততীর্থ যত,　　উদ্ধারিলা সবে জানে ॥ ২২ ॥
গোবিন্দদেবাদি　　শ্রীবিগ্রহত্রয় সেবা　　প্রকাশিল যথা।
দ্বাপর যুগের　　শ্রীকৃষ্ণলীলা　　দেখে সবে আজ সেথা ॥ ২৩ ॥
গৌর-জন্মভিটা—　　"মায়াপুর" ধাম　　লুপ্তভাবে ছিল যাহা।
গৌরকৃপা লভি'　　প্রকাশিলে তুমি　　বলিবার হয় তাহা ॥ ২৪ ॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-　　সেবা প্রকাশিয়া　　মো হেন অধম জনে।
দেখালে শুনালে　　নিত্য প্রভুকথা,　　গৌর-নিত্যানন্দ-ধনে ॥ ২৫ ॥
বুঝেছি দেখিয়া　　শ্রীগৌরহরির　　শক্তির প্রকাশ তুমি।
নিজজন দিয়া　　নিজসেবা জীবে　　জানাল জীবের স্বামী ॥ ২৬ ॥
সামান্য মানব,　　বিষয়ের জ্ঞানে,　　তোমাকে চিনিতে নারে।
বহুভাগ্য তাঁর,　　কৃপা কর যারে,　　সে তোমা চিনিতে পারে ॥ ২৭ ॥
শুনি হাসি পায়　　দুঃখ হয় মনে　　মত্ত হ'য়ে মায়া ঘোরে।
বিষয়ী মদান্ধ　　বান্তাশী যত,　　তব কার্য্যে ভুল ধরে ॥ ২৮ ॥
জানেনা তাহারা,　　প্রাকৃত মানব,　　ভ্রমাদি অজ্ঞান-দ্বারে।
সদা ভ্রান্ত হয়,　　অভ্রান্ত বিষয়,　　অপ্রাকৃত অগোচরে ॥ ২৯ ॥
দেখি মনে হয়　　শ্রীকৃষ্ণলীলায়　　অঘ-বক আদি যত।
বিপথ গমনে　　অপরাধী হ'য়ে　　নরকাদি ভোগে কত ॥ ৩০ ॥
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী　　অভক্ত, পাষণ্ডী　　বিষয়-সেবীরা যত।
অপ্রাকৃত তত্ত্ব—　　শ্রীগৌর-সেবায়　　প্রচারে বিরোধী মত ॥ ৩১ ॥
বিষয়ের স্বভাব　　হয় মহা অন্ধ　　সেই কর্ম্ম করে যায়।
হাতে গলে বান্ধি　　বিষয়-সেবীরে　　নরক-ভবনে লয় ॥ ৩২ ॥
একেত' বিষয়ী　　শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ　　বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছারে।
শাস্তি প্রদানিতে,　　মায়াদেবী তারে,　　লইবে নরকে ঘোরে ॥ ৩৩ ॥
তাই তব পাশে　　এই কৃপা মাগি—　　কৃপার সাগর তুমি।
মায়া ভ্রান্ত হই　　অভক্ত-সঙ্গেতে　　না হই কুপথগামী ॥ ৩৪ ॥
অগ্নির মাঝারে　　কিবা গর্ভবাসে　　হউক বসতি মোর।
তবু যেন প্রভু,　　অভক্ত সম্ভাষ,　　না হয় জীবনে আর ॥ ৩৫ ॥

—শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী

চিত্তবিভ্রম

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

[বৈরাগ্য-চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বার্থের স্মৃতি-নাশ। স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ অর্থাৎ সংসার কূপে পতিত হয়।]

মাদকদ্রব্য-সেবন, ষড়্রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জাড্য প্রভৃতি চিত্তভ্রমের কারণ। মাদকদ্রব্য-সেবনদ্বারা জগতে কি-প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা ইতিহাস ও সংবাদপত্র পড়িলেই বেশ জানিতে পারা যায়। অবশ্য এরূপ অনেক নৃশংস ঘটনাও মাদকসেবীদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে যাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় না। বস্তুতঃপক্ষে মাদকদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রায় সকল পাপই অবস্থিত। হেরোইন, মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন, তামাক, নস্য ও গুবাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্যমধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদকদ্রব্য এরূপ উগ্র যে, তাহাতে সহজেই স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া পশুবৎ করিয়া ফেলে। তামাক সেবনেও মন জড়ীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং মাদকদ্রব্যের সংস্পর্শে যে কাহারও যাওয়া উচিত নহে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হওয়া উচিত।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টী রিপু চিত্তের প্রধান শত্রু। মানবের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহারা চিত্ত অধিকার করিয়া পাপপ্রবৃত্তির উদয় করাইয়া থাকে। ভগবদ্ভজনের জন্য দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ যে অর্থ ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন তদতিরিক্ত জিনিষের জন্য যে বাসনা উদয় হয় তাহাকে কাম বলা হইয়া থাকে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামের একটী চমৎকার সংজ্ঞা দিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।" ভগবদ্ভজন উদ্দিষ্ট বিষয় না হইলে শরীরকে শুধু ব্যাধি প্রভৃতি হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিবার জন্য দেহযাত্রোপযোগী দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেও কামের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। ক্রোধের ফলে মানব হিতাহিতশূন্য হইয়া কলহ, কটুবাক্য ও অন্যের প্রতি

আঘাত, আত্মঘাত প্রভৃতি পাপকার্য্য করিয়া থাকে। কামনা-পূরণের সহায়করূপে লোভ মিত্রবেশে উপস্থিত হইয়া বিষকুম্ভপয়োমুখরূপে আত্মপ্রকাশ করে। লোভী ব্যক্তি না করিতে পারে এ প্রকার অন্যায় কার্য্য অতি অল্পই আছে। কামেরই বন্ধু মদ। আপনাকে বড় বলিয়া জানিবার যে প্রবৃত্তি তাহাই মদ। আপনাকে সত্য সত্যই ক্ষুদ্রজ্ঞান হইলে বিনয় চিত্তের ভূষণ হয়। তার ফলে মদ স্বীয় বিক্রম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃপক্ষে নিজেকে অণুচিৎ জীবাত্মাজ্ঞানে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলে মদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মোহ কি-প্রকারে অশুভ উৎপাদন করে তাহা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। অপরের উন্নতি সহ্য না করিতে পারাই মাৎসর্য্য—এই ছয়টীর যে কোনটী অতি সহজেই চিত্তবিভ্রম করিয়া ফেলে।

চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতার উদয়। নাস্তিকতা দুইপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ভগবান্ নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং আছে কিনা এরূপ সন্দেহ করা—উভয়ই নাস্তিকতার অন্তর্গত। সুস্থচিত্তে ভগবৎসেবারশ্মি সর্ব্বদাই বিরাজিত। সেই ভগবানের অস্তিত্বের প্রতি যদি সন্দেহের উদয় হয় তাহা হইলে চিত্ত যে প্রকৃতিস্থ নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যাহাতে একই ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় আস্তিক এবং অসুস্থ অবস্থায় নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যক্তি আবার সুস্থ হইলে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। কোন কোন ব্যক্তি উন্মাদ অবস্থায় অহরহঃ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া চিৎকার করে, কিন্তু কৃষ্ণ কে জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে, 'আমিই কৃষ্ণ।' এই মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতও চিত্তবিভ্রমেরই পরিচয়।

জাড্য বা আলস্যও চিত্তবিভ্রমেরই পরিচয়। চিত্ত সুস্থ থাকিলে 'কীর্ত্তনয়ী সদা হরি'র উদাহরণ তাহাতে পাওয়া যায়। অসুস্থ অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরিত্যাগরূপ জাড্য হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া বসে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রীয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥

অর্থৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

কলিরাজা পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবার সময় চারিটী স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহা দ্যূত (অবৈধ ক্রিয়া), পান (মদ্যাদি-সেবন), স্ত্রী (অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী আসক্তি) এবং সূনা (জীবহিংসা)। এই চারিটী স্থান পাইবার পরও সুবর্ণ বলিয়া একটী স্থান কলি পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। কারণ এই সুবর্ণের মধ্যে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম ও হিংসা এই চারিটী অধর্ম্ম যুগপৎ বিরাজিত, অধিকন্তু শত্রুতা-নামক একটী পঞ্চম অনর্থও ইহাতে রহিয়াছে। যেস্থানে বদ্ধজীব ভোক্তৃ অভিমানে অর্থাদির ব্যবহার করিয়া থাকে সেখানেই ঐ সকল অনর্থ উৎপাদিত হয়। কলির বিক্রমে চিত্তবিভ্রম না হইয়া পারে না। কলির উক্ত স্থানপঞ্চকে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যখন চিত্ত-প্রবৃত্তি বেশ্যালয়ে বা মদ্যে বা সুবর্ণ প্রয়াসে টানিয়া লয়, তখন কলিহত জীব কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ চরিত্রের দোষ বাঁচাইতে গিয়া নানা পথ অবলম্বন করে। যুক্তিদ্বারা দেখাইতে থাকে যে, কিয়ৎপরিমাণ মদ্য ও মাংস ভোজন না করিলে মনুষ্যের বল রক্ষা হয় না। বেশ্যা-গমন ইত্যাদি যে মানবের আবশ্যক-পাপকার্য্য, তাহা নানা ভঙ্গিতে বলিতে থাকে। কপট ভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম কীর্ত্তন যে ভাল কর্ম্ম তাহা দেখাইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপ-নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী কপট পন্থা বাহির করে। নাস্তিকগণ শূণ্যের বা শূণ্যপ্রায় কল্পিত-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে এই প্রকার কপট ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা কপট বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছেন।

যেস্থানে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ হরিসেবায় অর্থ নিযুক্ত করেন, সেস্থানে অর্থের যথোচিত ব্যবহার হইয়া থাকে। যাহারা ভগবৎসেবার অর্থ নিজসেবায় লাগাইয়া থাকে, তাহারা কলির কবলে পতিত হয়। আর যেস্থানে হরিকীর্ত্তন হইতে বিরতি সেই স্থানেই কলি প্রবেশ করিয়া থাকে। যথায় ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন, তথায় ভগবানের অবস্থিতি। অতএব যে মনুষ্য আপনার আত্মকল্যাণ চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। চিত্তবিভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সদ্‌বৈদ্য সাধুগণের পাদপদ্ম আশ্রয়ই একমাত্র কৃত্য।

—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪০শ বর্ষ | ২২ নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০শে পৌষ, শনিবার, ১৩৯৫, ইং ১৪।১।৮৯ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ে]

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

১৫। অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়-শতানি চ ।
শুকশাস্ত্র-কথায়াশ্চ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৩০ ॥

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ শুকদেব-কথিত এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-কথার ষোলভাগের একভাগ হইতেও সমর্থ নহে ॥ ১৫ ॥

১৬। তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্নিবসন্তি তপোধনাঃ ।
যাবন্ন শ্রূয়তে সম্যক্ শ্রীমদ্ভাগবতং নরৈঃ ॥ ৩১ ॥

হে তাপসগণ! যে-পর্য্যন্ত মানবগণ এই শ্রীমদ্ভাগবত সম্যগ্‌রূপে শ্রবণ না করে, সে-পর্য্যন্তই তাহাদের দেহে পাপসকল অবস্থান করে ॥ ১৬ ॥

১৭। ন গঙ্গা ন গয়া কাশী পুষ্করং ন প্রয়াগকম্।
শুকশাস্ত্র-কথায়াশ্চ কলেন সমতাং নয়েৎ ॥ ৩২ ॥

গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর এবং প্রয়াগও শুকদেব-কথিত এই শ্রীভাগবত-শাস্ত্র-কথার ফলের সহিত সমানতা-লাভে সক্ষম হন না ॥ ১৭ ॥

১৮। শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্।
পঠস্ব সমুখেনৈব যদীচ্ছসি পরাং গতিম্ ॥ ৩৩ ॥

যদি স্বীয় পরম গতির ইচ্ছা হয়, তবে নিজমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ অথবা শ্লোকের একপাদ নিয়মিতভাবে নিত্য পাঠ করিবে। ১৮ ॥

১৯। বেদাদির্বেদমাতা চ পৌরুষং সূক্তমেব চ।
ত্রয়ী ভাগবতং চৈব দ্বাদশাক্ষর এব চ ॥ ৩৪ ॥
দ্বাদশাত্মা প্রয়াগশ্চ কালঃ সংবৎসরাত্মকঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চাগ্নিহোত্রশ্চ সুরভির্দ্বাদশী তথা ॥ ৩৫ ॥
তুলসী চ বসন্তশ্চ পুরুষোত্তম এব চ।
এতেষাং তত্ত্বতঃ প্রাজ্ঞৈর্ন পৃথগ্‌ভাব ইষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

ওঙ্কার, গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত, বেদত্রয়, শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, দ্বাদশ-আদিত্য, প্রয়াগ, সম্বৎসর-কাল, ব্রাহ্মণ, সুরভি, মহাদ্বাদশী, তুলসী, ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম—এ সকলের মধ্যে কোন তত্ত্বদর্শি-ব্যক্তিই বস্তুতঃ কোন পার্থক্য বিবেচনা করেন না ॥ ১৯ ॥

২০। যশ্চ ভাগবতং শাস্ত্রং বাচয়েদর্থতোঽনিশম্।
জন্মকোটিকৃতং পাপং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

যিনি সতত অর্থবোধের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার কোটি-জন্মকৃত পাপরাশি নাশপ্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২০ ॥

২১। শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা পঠেদ্ভাগবতং চ যঃ।
নিত্যং পুণ্যমবাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

যিনি নিত্য শ্রীভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ বা একপাদ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি রাজসূয়-যজ্ঞ ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করেন ॥ ২১ ॥

২২। উক্তং ভাগবতং নিত্যং কৃতঞ্চ হরি-চিন্তনম্।
তুলসী-পোষণং চৈব ধেনূনাং সেবনং সমম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, শ্রীহরির চিন্তা, তুলসীবৃক্ষে জলদান ও গোমাতার সেবা—এই চারিপ্রকার কর্ম্ম সম-ফলদায়ক ॥ ২২ ॥

২৩। অন্তকালে তু যেনৈব শ্রূয়তে শুকশাস্ত্রবাক্।
প্রীত্যা তস্যৈব বৈকুণ্ঠং গোবিন্দোঽপি প্রযচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

যিনি মৃত্যুকালে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রতি শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ-গতি দান করেন ॥ ২৩ ॥

২৪। হেমসিংহ-যুতং চৈতদ্ বৈষ্ণবায় দদাতি চ।
কৃষ্ণেন সহ সাযুজ্যং স পুমাঁল্লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

যিনি সুবর্ণ-সিংহাসনে শ্রীভাগবত রাখিয়া বৈষ্ণবকে দান করেন, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মোক্ষলাভ করেন ॥ ২৪ ॥

২৫। আজন্মমাত্রমপি যেন শঠেন কিঞ্চি-
চ্চিত্তং বিধায় শুকশাস্ত্রকথা ন পীতা।
চণ্ডালবচ্চ খরবদ্ বত তেন নীতং
মিথ্যা স্বজন্ম জননী-জনি-দুঃখভাজা ॥ ৪২ ॥

যে দুষ্ট নিজের সমস্ত জীবিতকাল-মধ্যে একাগ্রচিত্তে একবারও শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-কথামৃত পান করে নাই, সে তাহার জন্ম চণ্ডাল ও গর্দভের ন্যায় বৃথা কাটাইয়াছে, সে মাতার প্রসব-ব্যথা বৃদ্ধির জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ২৫ ॥

২৬। জীবচ্ছবো নিগদিতঃ স তু পাপকর্ম্মা
যেন শ্রুতং শুককথা-বচনং ন কিঞ্চিৎ-
ধিক্ তং নরং পশুসমং ভুবি ভাররূপ-
মেবং বদন্তি দিবি দেবসমাজ-মুখ্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের অল্প কিছু বচনও শ্রবণ করে নাই, সেই পাপাত্মা জীবিতাবস্থায়ই মৃত, জানিতে হইবে। পৃথিবীর ভার-স্বরূপ সেই পশুতুল্য মানুষকে ধিক্—এই কথা স্বর্গলোকে দেবগণ-প্রধান ইন্দ্রাদি জানাইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

———

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর]

৬। সায়ংলীলা—তত্র পিত্রা পিতৃব্যৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ।
ভুনক্তি বিবিধান্নানি চর্ব্বচোষ্যাদিকানি চ ॥
তন্মতিঃ প্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধিকাপি তদৈব হি।
প্রস্থাপয়েৎ সখীদ্বারা পক্কান্নানি তদালয়ম্ ॥
শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ।
সভাগৃহং ব্রজেত্তস্য জুষ্টং বন্দিজনাদিভিঃ ॥
পক্কান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র পুরাগতাঃ।
বহূনি চ পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া ॥
সখ্যস্তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং নয়ন্তি চ।
সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে ॥
সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্ব্বশঃ।
সখীভির্মণ্ডিতা তিষ্ঠেদভিসর্ত্তুং সমুদ্যতা ॥

৭। প্রদোষলীলা—প্রস্থাপ্যতে ময়া কাচিদিত এব ততঃ সখী।
তথাভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ ॥
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
সিতকৃষ্ণনিশাযোগ্যবেষা যাতি সখীবৃতা ॥
কৃষ্ণোঽপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতূহলং ততঃ।
কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি শ্রুত্বা চ গীতকান্যপি ॥

সায়ংলীলা

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥ ৮ ॥

প্রদোষলীলা

রাধাং সালীগণান্তাম্বসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥ ৯ ॥

ধনধান্যাদিভিস্তাশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ।
জনৈরারাধিতো মাত্রা যাতি সখ্যা নিকেতনম্॥
মাতরি প্রস্থিতায়াং চ কৃষ্ণো হিত্বা ততো গৃহম্।
সংকেতকং বনং যত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ॥

৮। নিশালীলা—মিলিত্বা তাবুভাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু।
বিহারৈর্বিবিধৈরাসলাস্যগীতপুরঃসরৈ॥
সার্দ্ধযামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রোরেবং বিহারতঃ।
সুষুপ্সূ বিশতঃ কুঞ্জং পশুপক্ষ্যাদ্যলক্ষিতৌ॥
একান্তকুসুমৈঃ কল্পে কেলিতল্পে মনোহরে।
সুপ্তাবতিষ্ঠেতস্তত্র সেব্যমানৌ নিজালিভিঃ॥
সংস্কারাশ্চ বিধায়ৈব ময়াপ্যেতত্তবোদিতম্।
ত্বয়াপ্যেতদ্গোপনীয়ং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্॥

এই দৈনন্দিনী অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলা পাঠ করিবার সকলের অধিকার নাই। ইহা পরমাদ্ভুত রহস্য,—বিশেষ গোপনে রাখা কর্ত্তব্য। যিনি ইহার অধিকারী নন, তাঁহাকে এই লীলা শ্রবণ করান হইবে না। জড়বদ্ধজীব যে-পর্য্যন্ত চিত্তত্বের রাগমার্গে লোভ প্রাপ্ত না হন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে এই লীলাবর্ণনা গুপ্ত রাখা কর্ত্তব্য। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃতত্ব অর্থাৎ শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপ যে-পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত এই লীলা শ্রবণের অধিকার হয় না। অনধিকারিগণ এই লীলা পাঠ করিয়া কেবল মায়িকভাবে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষসঙ্গমাদি ধ্যান করতঃ অপগতি লাভ করিবেন। পাঠক মহাশয়গণ সাবধান হইয়া নারদের ন্যায় অপ্রাকৃত শৃঙ্গারসংস্কারলাভ করিয়া এই লীলায়

জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে অনধিকারী

নিশালীলা

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্মপ্রহেলীললিতনটনৈ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরণৌদ্ধত্যবিস্তারিতান্তৌ॥ ১০॥
তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজনহিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরীসঙ্ঘয়েনাপ্তশাতৌ।
বাচা কান্তেরণাভির্নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি॥ ১১॥

প্রবেশ করিবেন। নতুবা মায়িক কুতর্ক আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে অন্ধকারে পাতিত করিবে। অধিকারিগণের এই লীলাবর্ণন নিত্যপাঠ্য ও চিন্ত্যনীয়। ইহা সর্ব্বপাপহর ও অপ্রাকৃতভাবপ্রদ। এই লীলা নরলীলা বটে, কিন্তু লৌকিকের ন্যায় হইয়াও সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় পুরুষের সম্বন্ধে অত্যন্ত চমৎকাররূপে অলৌকিকী। গোস্বামিগণ এই লীলার যে সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন, তাহা নিত্য স্মরণযোগ্য বলিয়া পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিলাম। এই লীলা অবলম্বন করিয়া শ্রীগোবিন্দলীলামৃত এবং অনেক রসগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অধিকারিগণ পাঠ করিয়া ভজনানন্দ লাভ করিবেন। সপ্তম-বৃষ্টিতে যে শৃঙ্গারাদি রস বিচারিত হইল, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া প্রাত্যহিক রাগমার্গী সাধকগণ লীলাসৌষ্ঠব ধ্যান করিয়া নিজসেবা ভাবনা করিবেন। ইহাই তাঁহাদের নিত্যভজন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের এই শ্লোকটী প্রভু আমাদিগকে ভাল করিয়া বিচার করিতে বলিয়াছেন। শ্রদ্ধা-শব্দে অপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধান্বিত জীবই অধিকারী

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দুইপ্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয়-লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুরমারণাদি নৈমিত্তিক-লীলা। তাহা প্রপঞ্চবদ্ধসাধকের পক্ষে অপরিহার্য্য। নৈমিত্তিক-লীলা ব্যতিরেকভাব-রূপে গোলোকে আছে; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশ পায়। সাধকদিগের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক-লীলা প্রতিভাত হইতেছে। সাধকগণ সেই সেই লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন। নৈমিত্তিক লীলা যথা,—

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক-লীলা

১। পূতনাবধ—পূতনা ভুক্তিমুক্তি-শিক্ষক কপটগুরু। ভুক্তিমুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণও পূতনাতত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নব-উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।

২। শকটভঞ্জন—প্রাক্তনী ও আধুনিকী অসৎসংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব। বালকৃষ্ণভাব শকটভঞ্জনপূর্ব্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।

৩। তৃণাবর্ত্তবধ—বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, শুষ্ক-যুক্তি, শুষ্ক-ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয়লোকসঙ্গ। হৈতুক পাষণ্ডমতসমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণভাব সাধকের দৈন্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্ত্তকে মারিয়া ভজনের কণ্টক দূর করেন।

৪। যমলার্জ্জুনভঙ্গ—শ্রী-মদ হইতে আভিজাত্যদোষে যে অভিমান হয়, তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসবসেবাদি উৎপন্ন হইয়া জিহ্বালাম্পট্য ও নির্দয়তাপ্রযুক্ত ভূতহিংসা-নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। সেই দোষ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করত দূর করিয়া থাকেন।

৫। বৎসাসুরবধ—বালবুদ্ধিজনিত লোভ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিবশবর্ত্তিতা হয়, তাহাই 'বৎসাসুর'-নামক অনর্থ। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা দূর করেন।

৬। বকাসুরবধ—কুটীনাটি, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যাব্যবহারই বকাসুর-বধ। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি হয় না।

৭। অঘাসুরবধ—ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধিদূরীকরণ। ইহা একটী নামাপরাধ।

৮। ব্রহ্মমোহন—কর্ম্মজ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সন্দেহবাদ, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।

৯। ধেনুকবধ—স্থূলবুদ্ধি, সজ্‌জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা। স্বরূপজ্ঞানবিরোধ।

১০। কালীয়দমন—অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা, জীবে দয়াশূন্যতা দূরীকরণ।

১১। দাবাগ্নিনাশ—পরস্পরবাদ, সম্প্রদায়বিদ্বেষ, অন্য দেবাদির বিদ্বেষ, যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষমাত্রই দাবানল।

১২। প্রলম্ববধ—স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-দূরীকরণ।

১৩। দাবানলপান—নাস্তিক্যাদিদ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রব, তদ্বর্জ্জন।

১৪। যাজ্ঞিকবিপ্র—বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্য। কর্ম্মজড়তা।

১৫। ইন্দ্রপূজা-বারণ—বহ্বীশ্বরবুদ্ধিত্যাগ। অহংগ্রহোপাসনাদূরীকরণ।

১৬। বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার—বারুণী ইত্যাদি আসবসেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি হয়,—এই বুদ্ধি দূরীকরণ।

১৭। সর্প হইতে নন্দমোচন—মায়াবাদাদি-গিলিত ভক্তিতত্ত্বকে উদ্ধার করা। মায়াবাদি-সঙ্গ-ত্যাগ।

১৮। শঙ্খচূড়বধ, মণিমোচন—প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গস্পৃহা বর্জ্জন।

১৯। অরিষ্টাসুর-বৃষবধ—ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা-করণ। তাহার ধ্বংস।

২০। কেশীবধ—আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি ও পার্থিবাহঙ্কার বর্জ্জন।

২১। ব্যোমাসুরবধ—চৌরাদি ও কপটভক্তসঙ্গত্যাগ।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত যে ১৮টী অনর্থ ব্রজভজনের প্রতিবন্ধক বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহাতে যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ ও যাজ্ঞিক বিপ্রগণের বৃথাভিমান দৌরাত্ম্য—এই দুইটী লীলা যোগ করিলেই বিংশতি প্রতিবন্ধক হয়। এই সমুদয়ই ব্রজভজনের প্রতিকূল তত্ত্ব। নামভজনকারী সাধক প্রথমেই 'হরি' সম্বোধনে হরির নিকট অহরহঃ এই প্রতিকূল-বর্জ্জন-শক্তি প্রার্থনা করিবেন। তাহা করিতে পারিলেই ভক্তচিত্ত শোধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, সেই সকলের চৈত্ত্যরাজ্যে উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্যে ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থ দূর করেন। আর যে-সকল অসুরকে শ্রীবলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ চেষ্টায় দূর করিবেন। ইহাই ব্রজভজনের রহস্য; ভারবাহিত্বরূপ কুসংস্কারই ধেনুকাসুর। স্ত্রী-লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-রূপ 'প্রলম্ব'-নামক অনর্থ। সাধক নিজ যত্নাগ্রহে কৃষ্ণকৃপায় দূর করিবেন। স্বস্বরূপ, নামস্বরূপ ও উপাস্যস্বরূপসম্বন্ধে, অজ্ঞান ও অবিদ্যা, তাহাই ধেনুকাসুর—তাহা সাধক বহুযত্নে দূর করিবেন। স্ত্রী বা পুরুষ-সঙ্গলাম্পট্য, অর্থলোভ, বিষয়চেষ্টা, নিজের সম্মানাদি অভিমান-বৃদ্ধি, স্বীয় পূজাপ্রাপ্তি, প্রতিষ্ঠালাভ—এই সমস্তই প্রবল তত্ত্ব। ইহাকে নামভজনের মহাপ্রতিকূল জানিয়া নিজ যত্নাগ্রহে দূর করিবেন। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে শ্রীবলদেবভাবের আবির্ভাবে উহারা ক্ষণেকেই নষ্ট হয়। তাহা হইলে ক্রমশঃ অন্বয়-অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়। এই প্রক্রিয়াটী স্বভাবতঃ গূঢ়। সদ্‌গুরুর নিকট নির্ম্মল চরিত্রে শিক্ষা করা আবশ্যক।

ব্রজভজনের প্রতিকূল তত্ত্ব

বলদেবের কৃপায় দূরীকৃত হয়

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অভক্তি মার্গ

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই 'অভক্তি মার্গ' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তিমার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভা বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন, তাঁহাদের হঠকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ **আপনাকে 'ভক্ত' মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া প্রচার** করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সচেতা সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, **কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। শীল ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া।** প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনো-বাক্য-সম্বন্ধীয় তত্তচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন-সম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন-দ্বয়।

'কৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইহা হইতেই সবিশেষ-তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, মাধুর্য্যদাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকটিত করিয়াছেন। সেই অদ্বয়তত্ত্ববস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য-অবতারসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন।

মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন।

জীব যে কৃপা-রজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবালাভ করিতেছেন, উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজবৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে 'পরমাত্মা', কখনও বা 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বলিয়া সংজ্ঞা দেন, সুতরাং যোগিগণের কথিত পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের কথিত ব্রহ্ম কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদপ্রকাশ-বিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান-সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। **কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীব ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন।** আবার কোন সময় স্বীয় বিভুত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার ভোগপর জীবন-যাপনের সহায়ক হরিত্বে (?) বিশ্বাস করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ' বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্যবস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই, জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা 'কৃষ্ণ'-শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিজ-কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র; বস্তুত নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। **সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের** প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবা-বিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা 'ভক্তি' নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধান-রহিত সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ-সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য

কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত 'অন্যাভিলাষ'-শব্দবাচ্য। যথেচ্ছাচারী, কুকর্ম্মকারী বা অজ্ঞানসেবী কুজ্ঞানিগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ-নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য-সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণাশা-সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষ-সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ-শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উত্তম-আচার্য্যের-বংশ বা বর্ণগত সম্মানলাভে তৎপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-নিষিদ্ধাচার-কুটীনাটী-জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখভোগ-রত, বেষ বা আশ্রমের মাহাত্ম্য-লোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবায় উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্যাভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও 'অভক্তি'-পথে দেখা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে 'জ্ঞান'-শব্দে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-বিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্ত-বৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল-জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্মভোগফল নিরস্ত করিয়াছে; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাস। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, অথচ অভিধেয়-ভক্তি (মায়ায়) অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্-

বিষয়ক-জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক-জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই প্রকার চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধজীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম-কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে **পিশাচিনীমুক্তি** বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। শুদ্ধভক্তিকে তাঁহার **বণিগ্‌বৃত্তির অন্যতম** মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া তাঁহাকে অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐ প্রকার বৃথা তর্কদ্বারা তত্ত্ববস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান-মিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক-জ্ঞানীর ফল্গু-বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদজ্ঞানে আবৃত না হয়। ভগবান্ কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান। তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত, গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি, অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত **জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে** বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব, সে-জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈত-জ্ঞান। জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত মায়িক-নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান। কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি-কথিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম—কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজ-কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ-বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম্ম। আর যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। **ভুক্তি-পিশাচিনী** ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

[হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তখন স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি ধর্ম্মার্থ-কামের ফলসমূহ আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।]

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধনদ্বারা বা শিষ্যদ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী চিত্ত-কাঠিন্যের হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার প্রয়োজন নাই, আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে, অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল-বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মজ অনুষ্ঠানদ্বারা ভক্তি হইতে পারে না, ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক-মার্গ-সমূহই অভক্তিমার্গ।

বিচক্ষণ 'সজ্জনতোষণী'র পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তি-মার্গে উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি-পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয়

অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রেমময় ভক্তও বলিবেন না। তাঁহাদের মায়াবাদীর বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

অদ্বৈতবাদ-নিরাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৬ পৃষ্ঠার পর]

কেবলাদ্বৈতবাদের সহস্র গুহ্যত্ব

এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের ব্যবহারিকতা ও পারমার্থিকতা মিথ্যাত্ব ও শত্ব লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায়—উহার যুক্তির যতই ইন্দ্রত্ব (বজ্রত্ব বা কাঠিন্য) থাকুক না কেন, সে গুরুত্বের বিজ্ঞতারূপ পত্নীহরণ করায় বৈষ্ণবগণের অভিশাপ-যুক্তিতে সহস্র ছিদ্রস্বরূপ সহস্র গুহ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় জীবনধারণ করিতেছে। এই প্রকার উক্তিতে কটাক্ষ করিয়া যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বলেন যে, ইন্দ্রত্বের সহস্র গুহ্যত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া সহস্র-লোচনত্ব হইয়াছিল। তাহাতেও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদাবলেহনই মূল কারণ। পরম-দয়াল কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ অসুরগণকে বিনাশ করিয়াও তাহাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। কংস কৃষ্ণবিরোধ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে সাযুজ্য মুক্তি দিয়াছিলেন। এই প্রকার মুক্তিতে মায়াবাদি-মতে সহস্র লোচনত্ব থাকিলেও তাহার মূলে সহস্র গুহ্যত্ব থাকায় বৈষ্ণবগণ তাহা অত্যন্ত কুৎসিৎ ও হেয় জ্ঞান করিয়া থুৎকার করিয়া থাকেন।

ঘটাকাশত্ব জীবত্ব নহে

ব্রহ্মের অবিদ্যা-গ্রস্তত্বহেতু জীব সাধ্য হইতেছে। ঘটাকাশই তাহার উদাহরণস্থল। উদাহরণটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ঘটটী একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলে প্রথমক্ষেত্রের ঘটাবৃত্ত আকাশ দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঘটাবৃত্ত আকাশের সহিত এক নহে। কারণ প্রথমক্ষেত্রের ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ

পরিত্যক্ত হইয়াই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ঘট দ্বিতীয় স্থানের আকাশকে পরিচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু ঘটাকাশ জীব হইলে অথবা ঘটত্বই জীবত্ব হইলে দোষ এরূপ জড়ায় যে, জীব একস্থান হইতে অন্যস্থানে গেলে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়াই দ্বিতীয় স্থানে গমন করিতে হয়, কিন্তু তাহা প্রমাণ-সিদ্ধি হইতেছে; যথাপূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম স্থানেই অবস্থান করিয়া আমি যে চিন্তা করিয়াছিলাম বা যাহা করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় স্থানে আসিয়াও তাহার পুনরালোচনা করিতে ও পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমূহের স্মরণ করিতে পারিতেছি। তাহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যে আত্মা পূর্ব্বস্থানে ছিল সেই আত্মাই পরস্থানে বিদ্যমান আছে; সুতরাং ঘটত্বই জীবত্ব নহে।

ব্রহ্ম সধর্ম্মক

আরও দেখা যায়, ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাবশেষে ঘটাভাব-ধর্ম্ম আশ্রিতরূপে থাকে। ঘটাবশেষ ঘটাভাব হইতেছে। সেইরূপ সমস্ত বস্তুর অভাব-ধর্ম্মটীও ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম অভাব-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক না হইয়া সধর্ম্মক হইলেন। আরও দেখা যায় যে, যদি অভাব-ধর্ম্ম অদ্বৈতের ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাভাবধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকার দরুণ ব্রহ্ম মুক্ত হইলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে মুক্তত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্টতা আসিয়া পড়িল। কারণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই মুক্ত পুরুষে বদ্ধাভাব স্বীকার করেন। আবার যদি ব্রহ্মে মুক্তত্ব ধর্ম্ম নাই বলা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাতে বদ্ধতা আসিয়া পড়ায় মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে।

"ভগবান্ ও ব্রহ্ম"

এখন বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম কখনই কোন যুক্তিদ্বারা নির্ধর্ম্মক প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম সধর্ম্মক, নির্ধর্ম্মক নহেন, ভগবান্ সধর্ম্মক, ব্রহ্মও সধর্ম্মক। সুতরাং ভগবান্ই ব্রহ্ম এবং উভয়ই এক। ব্রহ্ম বা ভগবান্ যদি সধর্ম্মক হন, তবে তাঁহাতে বদ্ধত্ব ও মুক্তত্ব উভয়ই থাকিবে। যদি মুক্তত্ব থাকে তবে বিশেষ দোষের কথা নয়। কিন্তু যদি বদ্ধত্ব থাকে তবে পূর্ব্ব যুক্তি-অনুসারে মহা অনিষ্টের কথা হইয়া পড়ে। তর্কস্থানে আমি বলিতে চাই, মায়াবাদীর উক্ত অলঙ্কারের কোনও কারণ নাই। ভগবানে বদ্ধতা থাকিলেও তাহা দোষ না হইয়া উপাদেয়ই হয়। ভগবান্ মুক্ত হইয়াও তাঁহার একান্ত ভক্ত-বৎসলতাহেতু নন্দ-যশোদার স্নেহাবদ্ধ। তাঁহার এবম্প্রকার বদ্ধতায় কি-প্রকার আনন্দের উৎস আছে, তাহা গুণ ও ধর্ম্মভয়ে ভীত অধার্ম্মিক

কেবলাদ্বৈতবাদী কিরূপে উপলব্ধি করিবে? তত্ত্ববস্তু ভাব ও অভাব উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না বরং যুক্তির উপাদেয়তাই হয়। বেদে যে নির্গুণ উক্তি—উহাও বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুর সহস্র-নামগ্রন্থে তাঁহার গুণমধ্যে নির্গুণও একটী গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণকে গুণ বলিলে বাক্যব্যাঘাত বা অর্থান্তরতা হয় না; কারণ "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই ন্যায়ানুসারে গুণের প্রাকৃতত্ব পরিহার অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ শূন্যতাকেই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যা দিয়া থাকেন। কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্ম ও আত্মাকে এক বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। কেবলমাত্র ভগবানের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি শত্রুতাসাধনে যত্ন করে।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের বিরোধই কেবলাদ্বৈতবাদ

ব্যাস বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ স্বয়ং। তাই কৃষ্ণ-বিরোধীই মায়াবাদীর ধর্ম্ম। কৃষ্ণ-বিরোধ হইতেই তাহাদের নানাপ্রকার বিপদাপ্তি ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অর্থাৎ গুণধর্ম্ম-প্রভাবে তাহাদের বিনাশ হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, ভীত ও গ্রস্ত। যাহাতে কৃষ্ণের আবির্ভাব না হইতে পারে বা আবির্ভাব হওয়া মাত্রই যাহাতে তাঁহার বিনাশসাধন করা যায়, তাহার জন্য কেবলাদ্বৈতবাদী সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও নানা প্রকার কৌশল-জাল সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভগবানের এমনই ঐশ্বর্য্য যে, মায়াবাদের শৃঙ্খল তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাই অদ্য জন্মাষ্টমী-বাসরে ভাবাভাব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মহৈশ্বর্য্যবান্ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ কংসাসুরের হস্ত হইতে নির্ব্বিঘ্নে জন্ম লাভ করিয়া নন্দালয়ে নীত হইলেন। অতএব পাঠকবর্গ, কৃষ্ণদাসগণ আপনারা সকলে কেবলাদ্বৈতবাদের বিনাশের হেতু ও কৃষ্ণের নির্ব্বিঘ্নে আবির্ভাব-হেতু জয়গান করুন—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥"

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

ভক্তিযোগই আত্মকল্যাণপ্রদ

শ্রুতিতে ভক্তিমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" অর্থাৎ "ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।" সেবা-সৌন্দর্য্যাদি-গুণগ্রামদ্বারা সুশোভিত যুবতীরত্নসকল যেমন নিজগুণে পতিকে বশীভূত করিয়া তাঁহার প্রসাদভাজন হন, ভক্তও তদ্রূপ ভক্তিদ্বারা ভগবানকে বশীভূত করিয়া তাঁহার প্রসাদপাত্র হইয়া থাকেন। পত্নীর যেরূপ পতিবশীকরণের ফল পতির চরণসেবাতেই প্রকাশ পায়, ভক্তেরও তদ্রূপ ভগবচ্চরণ-সেবাতেই আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। উহাই ভক্তির পরম পুরুষার্থ। ভক্তিলাভ করিলে জীবের কোন বিষয়-বাসনা, শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না। ভক্তিপ্রাপ্ত জীবই সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন।

বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন, ইতর আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে বন্ধন-স্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই সাধুপুরুষে কৃত হইলে তাহা দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তিলাভের পাথেয়-স্বরূপ হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তগণ একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আর ইন্দ্রিয়তোষণাত্মক কর্ম্মফলের আবাহন করিতে হয় না। তাঁহারা একমাত্র হরিজনদিগকেই নিত্য বান্ধব মনে করিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপর হইয়া ভগবানের আশ্রিত বুদ্ধিতে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন; সুতরাং তাঁহাদের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় কোনপ্রকারে ক্লেশ দিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া অপর কাহারও দ্বারা কায়-মনোবাক্যে নির্য্যাতিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা সহিষ্ণুতার আদর্শ; সকল প্রাণীতে হিংসার পরিবর্ত্তে মিত্রতাপরায়ণ। প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের জগতে কোনও শত্রু নাই—তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তাহাকেও কেহ হিংসা করে না।

ভগবানের আরাধনাই মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের সাক্ষাৎ ফল। ভগবানের আরাধনা ব্যতীত কোনও জীবই কৃতান্ত-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। প্রাণিগণ ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেই বস্তুতঃ জীবন ধারণ করে, অন্যথা তাঁহারা ভস্ত্রাতুল্য কেবলমাত্র বৃথা শ্বাসযুক্ত হইয়া থাকেন। ভক্তির মহিমা এই যে, ভুক্ত অন্নকে জঠরানল যেরূপ অনায়াসে দগ্ধ করে, সেইরূপ ভক্তি লিঙ্গশরীরকে সত্বরেই জারিত করেন,

আর কোন উপায়ে তাহা হয় না। লিঙ্গদেহ নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মুনিগণ অধোক্ষজ ভগবান্ বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ বিষ্ণুকে মঙ্গললাভের জন্য ভজনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অনুগত সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিয়াছেন,—

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ (ভাঃ ৬।১।১৭)

"এই সংসারে মঙ্গলময়, বিঘ্নাদি-ভয়বিহীন, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ভক্তিমার্গই একমাত্র সমীচীন পথ। এই ভক্তিমার্গেই নারায়ণ-পরায়ণ নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন।" অন্যত্র দেবর্ষি নারদও ভক্ত-ধ্রুবকে মাতা সুনীতিদেবীর উপদিষ্ট পথকেই অবলম্বন করিতে উপদেশ করিয়াছেন,—

জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে।
ভগবান্ বাসুদেবস্ত্বং ভজ তং প্রবণাত্মনা॥ (ভাঃ ৪।৮।৪০)

"হে ধ্রুব! তোমার মাতা সুনীতিদেবী তোমাকে যে চরম কল্যাণের বিষয় বলিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সুকর পথ। তাহা ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা-লক্ষণ ভক্তিযোগ। অতএব তুমি একাগ্রচিত্তে সেই বাসুদেবকে ভজনা কর।" শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥
(ভাঃ ৩।২৫।৪৪)

"তীব্র ভক্তিযোগের সহিত ভগবানে দৃঢ়ভাবে চিত্ত অর্পণ করাই জীবলোকে জীবের নিঃশ্রেয়সোদয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত।"

অষ্টাঙ্গ-যোগাদি বৃথা কালক্ষেপণের হেতুমাত্র

প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, তপস্যাদি কর্ম্ম, জ্ঞান (প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, নির্ব্বিশেষ), অষ্টাঙ্গ-যোগাদিদ্বারা ভগবানকে কখনও দর্শন করা যায় না। তাই ভক্তিযোগী অষ্টাঙ্গ-যোগ, প্রাণায়ামাদি পন্থাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের সেবার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধনচেষ্টা কালক্ষেপণের হেতুমাত্র। ভগবানের সেবা ছাড়িয়া ভক্তগণ বৃথা কালক্ষেপ করেন না। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

"হে উদ্ধব! প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস (কর্ম্ম ও জ্ঞান-সন্ন্যাস) আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না।"

ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধক-জ্ঞান ও ভগবৎসেবোন্মুখতায় বিরাগ প্রদর্শন করিলে কখনও জীবের মঙ্গললাভ ঘটে না। ভগবৎসেবাপর হইলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গললাভ ঘটে। প্রত্যক্ষাদি ভজনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি অন্তর্হিত হয়। বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান কখনও 'শিবদ' নহে, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই 'শিবদ'।" কেবল নির্ব্বিশেষজ্ঞান প্রবল হইলে জীবের মঙ্গললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্তবে ভক্তিশূন্য জ্ঞানের তুচ্ছতা ও হেয়তা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ঃ স্বতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

"হে প্রভো! যে-সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গললাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের অন্তঃসারশূন্য স্থূল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।" শুদ্ধভক্তি-প্রভাবেই প্রকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সুষ্ঠুতা লাভের সম্ভাবনা। ভক্তিযুক্ত যুক্তবৈরাগ্য ও জ্ঞানই মায়ামুক্তির কারণ হয়। আত্মধর্ম্মই ভগবৎসেবা, তাদৃশ সেবাপর জনগণের সংযত জ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। সত্য, দয়া, ধর্ম্ম, তপস্যা ও জ্ঞান—ইহারা ভগবদ্ভক্তিরহিত মানব-চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।

শরৎকাল যেরূপ আকাশের মেঘরাশি, ভূতগণের সঙ্কীর্ণতা, পৃথিবীর পঙ্কিলতা ও জলের মলিনতা দূর করে, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তি জীবগণের সমস্ত অশুভ বিনাশ করিয়া থাকেন। একটী বিশাল বালির পাহাড় হইতে দুই এক বস্তা বালি সরাইয়া লইলে যেরূপ বালির পাহাড়ের হ্রাস হয় না, তদ্রূপ জীবগণ

বর্ত্তমান জন্মে অতি সামান্য প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিলেও কোটী কোটী জন্ম ধরিয়া তাহাদিগকে অপ্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানিগণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু শ্রীনামের স্ফূর্ত্তিমাত্রই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয় কর্ম্মই বিনষ্ট হয়। "যদ্‌ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতি-নিষ্ঠয়াপি" শ্লোক হইতে তাহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসিতে পারে,—"যে ক্ষেত্রে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তির প্রভাবে কিরূপে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয় কর্ম্মের বিনাশ সম্ভবপর হইতে পারে?" তাহার উত্তর এই,—"যেরূপ Alfred Nobel-আবিষ্কৃত Dynamite (ডিনামাইট্)-এর সাহায্যেই বালির পাহাড়কে ধ্বংস করা হয়, তদ্রূপ শুদ্ধভক্তিরূপ Dynamite-এর মাধ্যমেই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মের বিশাল পাহাড়কে নিমেষের মধ্যে বিনষ্ট করা সম্ভব। তাহার জন্য যোগাদি অন্য কোন পন্থাকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব সংসৃতিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ আশ্রয় করা ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলপন্থা নাই এবং থাকিতেও পারে না।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

শ্রী, ভূ, নীলা—এই হরির শকতিত্রয়-মাঝে—
ভূদেবী হইয়া রা'জ দেবি! পরানন্দে,
মো সম অধম দীনের সাধ্য কি আছে,
বর্ণিতে তব গুণগাথা ভাষা-বন্ধে?
তব সমতুল তুলনা স্বরগে-মরতে
নাহি মিলে তুমি ভাষার তুলনা অতীতা
তব পূত নাম অখিলের পাপ হরিতে
শকতিবন্ত! তুমি যে গৌর-বণিতা!
মায়াপুরে তুমি ব্রজপুরপতি গোরারে
পতিরূপে লভি' পরম ধন্যা হ'য়েছ;

ভুবন-পরম-মঙ্গল ননী-চোরারে
গোরা অবতারে সেবা অধিকারে ল'ভেছ।
লাখো লাখো মুনির সংখ্যা অতীত বরষে,
যাঁ'র পদ দু'টী সব ছাড়ি' করে ধারণা,
শঙ্কর হৃদি পুরবাসী সেই পুরুষে,
পতিরূপে তুমি ল'ভেছ কমল-চরণা।
তোমার চরণে ভকতি থাকিলে সে ধনে,
সাধনবিহীন দীন-হীন পথভিখারী,
অতি অক্লেশে লভি' দিবা-নিশি বদনে
কহিতে শিখয়ে গোরা-গীতি সদা ফুকারি।
তুমি গৌর-চরণে শ্রদ্ধা-ভকতি-রূপিণী,
দীনজনে কর করুণা অশেষ প্রকারে,
তুমি মায়া-প্রলুব্ধ জীব-বন্ধনহারিণী,,
ভূদেবি! প্রণমি, প্রণমি, প্রণমি তোমারে।
শুদ্ধ-ভকতে সতত সজল-নয়নে,
লীলাস্মৃতি তব স্মরিয়া তোমারে বন্দে;
পূজিতেছ তুমি গোরার সে দু'টী চরণে,
শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, অশেষ ছন্দে।
ভিতরে প্রাকৃত, বাহিরে ভকত সাজিয়া
জ্ঞান-অভিমানী যত মূঢ় তোমা নিয়ত
অত্যভিনব প্রাকৃত করিয়া গড়িয়া
প্রচারিতে হয় 'অবিচারী' দলে নিরত।
পারে কি কখন প্রাকৃত ব্যক্তি কভুও
প্রাকৃত অতীত চিন্ময় লীলা লখিতে?
করয়ে চেষ্টা প্রাকৃতভাবেই তবুও
মায়া-কিঙ্কর না পারে এভাব বুঝিতে।
যতদিন লোক মায়ালোকে রবে মজ্জিত,
ভ্রমিবে মায়ার করাল কবল-মাঝারে,

ততদিন পূত চিন্ময় ভাবে বঞ্চিত,
থাকিবে পশিতে না পাবে আনন্দ-বাজারে।
দিবাকর কর উজ্জ্বল দিনে যেমতি,
আঁধার বিচারি' পেচকের বড় অপ্রীতি,
চিন্ময় কর আলোকিত ভাবে তেমতি,
প্রাকৃত আঁধারবাসীদের (ও) বড় বিরতি।
এহেন জনেও কপটতা ছেড়ে শ্রীপদে,
যদি কিছু করে আকুতি তাহ'লে—গোরাতে
শুদ্ধা ভকতি লভে উত্তরে বিপদে
সংসার ঘোর না ঠেকে ভকতি-প্রভা'তে।
ভকতের তুমি চির নমস্যা ভুবনে,
ভকতে তোমারে করেন ভকতি পরম,
ভকতি-প্লাবিত ভক্তের হৃদি ভবনে
দেও জাগাইয়া শুদ্ধ-ভকতি ধরম।
নিবেদন এক আছে দেবি! তব চরণে,
বিশ্বে রয়েছে হরিবিমুখের যত দল,
সকলেই আহা! রূপানুগ পূত ধরণে,
লভুক হৃদয়ে গোরাচাঁদ-পদ শতদল।
কর্ত্তন করি' মায়া-বন্ধন সকলে,
মজে যাক্ হরিনাম-গান সুধা-রসেরে,
মায়াপাশ কাটি' কৃষ্ণের প্রেম-শিকলে,
ফাঁসি লেগে যাক্ সবার গণ্ডদেশেরে।
গোরার পা দু'টী সবারই হোক ধ্যান-ধন,
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবি! এই মোর নিবেদন,
নিখিল প্রেমের সাগরস্বরূপ গোরাচাঁদে—
তোমার কৃপায় সকলেই লাভ করে হৃদে।

—শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[বৈষ্ণবাণী, হুগলী (বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজের সম্মুখে), তাং—৩।১২।১৯৮৮]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রথমে তিনি বসুদেবের ঘরে হয়েছেন। পরে দেখা যায় তিনি নন্দনন্দনরূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ভগবান্ প্রথমে বাসুদেব, দেবকীনন্দন নাম গ্রহণ করেছেন। পরে তিনি নন্দনন্দন এবং যশোদানন্দনরূপেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ বহু নন, কৃষ্ণ একজনই। তাঁর যখন যেমন গুণ প্রকাশ হচ্ছে, সেই অনুসারে তাঁর নামকরণ। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ বাসুদেব ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহ এবং নন্দনন্দন-যশোদানন্দন কৃষ্ণ মাধুর্য্যমণ্ডিত রসময় বিগ্রহ। বাসুদেব কৃষ্ণ পরিচয় দিতে গেলে ক্ষাত্র পরিচয় তাঁর রয়েছে। আর নন্দনন্দন-যশোদানন্দন কৃষ্ণে তাঁর পরিচয় বৈশ্য। "কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।" গোচারণই তাদের বিশেষ পেশা।

দুটো ছেলের অন্নপ্রাশন, নামকরণ ইত্যাদি হয় নাই। অসুবিধা ছিল অনেক। যদুকুল-পুরোহিত গর্গাচার্য্যকে বসুদেব পাঠিয়েছেন নন্দালয়ে। তাঁর অন্তরে ইচ্ছা ছেলে দুটোর অন্নপ্রাশন, নামকরণাদি হোক। সেই প্রসঙ্গই এখানে বলতে আরম্ভ করেছেন শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে। সাতদিন মাত্র পরমায়ু পরীক্ষিৎ রাজার। আগেকার সময়ের হিসাব নাই। শেষ সময়ের সাতটা দিন যেন তাঁর পরমায়ু। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সাত দিনের মধ্যে তক্ষক সর্প দংশনে তোমার মৃত্যু হবে। এই নিদারুণ অভিসম্পাত! রাজা পরীক্ষিৎ অন্যসব চিন্তা বাদ দিয়ে এই সাত দিনের মধ্যে কিভাবে ভগবানকে পাওয়া যায়, তার একটা চেষ্টা নিলেন। বিধি-ব্যবস্থা যা পেয়েছেন তিনি, তা বিভিন্ন রকমের। যার জন্য কথাটা এসেছে—"নানা মুনির নানা মত।"

কোন কোন ঋষি তাঁকে ব্যবস্থা দিয়েছেন—হে মহারাজ! আপনি কর্ম্মাচরণ করুন। কেহবা বললেন—আপনি জ্ঞানানুশীলন করুন, যোগচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করুন। আবার কেহবা বললেন—আপনি অপস্যা করুন। মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তরাত্মা এতে খুশী হয় নি। এর থেকে কিছু ভাল ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন তিনি। সভাস্থল হল উত্তর-প্রদেশের অন্তর্গত মজঃফরনগর-জেলার শুকরতল-নামক স্থান। গঙ্গাতীরে

প্রায়োপবেশনে থেকে মহারাজ পরীক্ষিৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করছেন। বক্তা শুকদেব গোস্বামী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সে সভায় হাজির ছিলেন। বেদব্যাসের পিতা পরাশর, পরাশরের পিতা শক্তি, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কিন্তু এতক্ষণ মুখ খোলেননি। সে সভায় যখন শুকদেব গোস্বামী প্রবেশ করেছেন, তখন ব্যাসদেব বললেন,—হে মহারাজ! আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। রাজা পরীক্ষিৎ সভার মধ্যস্থলে হাতজোড় করে বসে আছেন। একান্ত মনে শ্রবণ করছেন শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা। শ্রবণে তাঁর খুব আনন্দ ও উল্লাস হচ্ছে। বা! বা!! খুব সুন্দর! খুব সুন্দর!! আরও বলুন, আরও বলুন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। নিদ্রাহার বর্জ্জন করে তিনি ভাগবতকথা শ্রবণ করছেন। সংসারের চিন্তা-ভাবনা সব দূরে চলে গেছে তাঁর। ভগবানে চিত্ত সন্নিবেশ করেছেন তিনি। অন্য চিন্তা তাঁকে আর আক্রমণ করছে না। তদ্গতচিত্ত। কখন যে তক্ষক সর্প দংশন করছে তা জানতেও পারলেন না, বুঝতেও পারলেন না। শ্রবণাঙ্গ সাধনের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানকে লাভ করলেন।

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥

ভগবানকে ভালবাসা, তাঁর উপাসনা, আরাধনা করার যে-সকল মাধ্যম-গুলো শাস্ত্রে বলা হয়েছে তা ৬৪ প্রকারের। সেই ৬৪ প্রকার পারব না বলে শাস্ত্র Minimise করে নয়প্রকার বলেছেন। ভাগবতে বর্ণনা রয়েছে,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নয় রকম পারব না বলে শাস্ত্র আবার কিছু Concession করে পাঁচপ্রকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন।—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

এই পাঁচপ্রকার পারব না বিবেচনা করে শাস্ত্র তিনপ্রকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ। একাধারে তিনটে সম্ভব। যেমন ধরুণ, আমি আপনাদের কাছে যে ভাগবত কথা বলছি, এটা কীর্ত্তন পর্য্যায়ভুক্ত। এটা আমি নিজেও কানে শুনতে পাচ্ছি, আবার এটা স্মরণ না করলে

আপনাদের কাছে বলতে পারছি না। তাহলে একাধারে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ হচ্ছে। তথাপি Special concession আবার চাওয়া হয়েছে। তখন শাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়েছেন—নামসঙ্কীর্ত্তন কর। "নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়।"

অন্যান্য যুগে সাধন-ভজনের যে-সব Process, Procedure বাতলানো হয়েছে শাস্ত্রে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিধি-ব্যবস্থা হল নামসঙ্কীর্ত্তন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে তপস্যাদ্বারা, ত্রেতাযুগে যাগ-যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরযুগে পূজার্চ্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত। কলিকালে নামসঙ্কীর্ত্তন সেই স্থান অধিকার করেছে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"
"কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে॥"

কলিকালে হরিনামের উপর অধিক জোর দিচ্ছেন। শাস্ত্র হরিনাম, গোবিন্দনাম করতে বলেছেন।

কোন্ নাম জপ করব? শাস্ত্র বলছেন,—ভগবানের নাম। শুধু ভগবানের নাম বললে হবে না। ভগবানের মুখ্য ও গৌণ দুরকম নাম আছে। গৌণনাম কীর্ত্তন করলে সময় অধিক লাগবে। সেইজন্য মুখ্যনাম জপের ব্যবস্থা আছে। সময় ত' আমাদের অল্প। অতএব অল্পসময়ে আমাদের তত্ত্ববস্তু লাভ করতে হবে। এ সংসারে যারা আমরা বসে আছি সবাই ভাবছি আমরা অজ, অমর। আমরা মরব না। আত্মদর্শনের কথাটী অবশ্য ঠিক। আত্মার মৃত্যু হয় না। জড় শরীরের নাশ হয়। জীবাত্মা—দেহী আত্মা যখন কোন শরীরে প্রবেশ করে, তখন তাকে আমরা জন্ম বলি। আর দেহী আত্মা

যখন কোন শরীরকে পরিত্যাগ করে তখন বলি মৃত্যু। বাস্তবক্ষেত্রে আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। একথা বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। আত্মার নিত্যত্ব শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বর্ণিত রয়েছে।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সনাতন ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম উপদেশ করতে গিয়ে কথাটা বলছেন। এই সনাতন ধর্ম্ম তুমি অভ্যাস কর। এর আদি-অন্ত নাই। এই সনাতন ধর্ম্ম যদি তুমি যাজন কর, অভ্যাস কর, জীবনে অনুশীলন কর তাহলে তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি। জীবাত্মা অবিনশ্বর।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

জীবাত্মাকে অস্ত্রদ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভিজানো যায় না, বায়ুদ্বারা শুকানো যায় না—কথাগুলো আছে। তাহলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে জীবাত্মা অজ, অমর। ভগবানের বিশেষণ—তিনি নিত্যশুদ্ধ, সনাতন। জীবাত্মা তাঁর অংশ। অতএব জীবাত্মা শুদ্ধ ও সনাতন বস্তু।

জাতি অর্থে এক, Qualityতেও এক, কিন্তু পরিমাণগত—Quantityতে ব্যবধান আছে। ভগবান্ পূর্ণ চৈতন্য, বৃহচ্চৈতন্য; আর জীবাত্মা অণুচৈতন্য। এখানেই কিছু পার্থক্য এসেছে। এ পার্থক্য বিবেচনা করছেন শাস্ত্রে খুব সুন্দর যুক্তি দিয়ে। পূর্ণ এবং অংশ। অংশ কোনদিন পূর্ণ হয় না। একথা ছেলেবেলায় আমরা সবাই পড়েছি জ্যামিতিতে। The part equal to the whole which is absurd. কিন্তু বর্ত্তমান দুনিয়ায় শুনতে পাচ্ছি সব সমান। অংশ পূর্ণ হয় কিভাবে তা প্রমাণ করার উপায় নেই। বর্ত্তমান সমাজে শুনছি জীবাত্মা নাকি পরমাত্মা হয়, পরমাত্মা জীবাত্মা হয়। এ এক অদ্ভুত কথা বাজারে চলছে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করার ক্ষমতা নেই কাহারও। শাস্ত্রের বক্তব্য বাস্তব সত্য। ভগবান্ চিরদিনই ভগবান্। তিনি তাঁর ভগবত্তা নিয়ে বসে আছেন। আর জীবাত্মা চিরদিনই অণুচৈতন্য—এই ত' অধিকার। এই অধিকারকে ত' অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমরা কিছু কিছু ভুল কথা শুনছি সমাজে এবং সেই ভুলটা রপ্ত করছি। তার মানে জন্মের প্রথম

থেকেই ভুল দেখছি, ভুল শুনছি, ভুল করছি। মৃত্যুদশা পর্য্যন্ত একই রকম কথা। আমাদের উপায় কি আছে? এই ভুল কি করে সংশোধন হবে আমাদের, যে ভুল প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি? শাস্ত্র বললেন,—ভুল শিখলে চলবে না, বাস্তব সত্য নিয়ে চলতে হবে। Axiomatic Trouth হল শাস্ত্রের কথা। যার অপর নাম তত্ত্বসিদ্ধান্ত। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলছেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

তত্ত্বসিদ্ধান্ত, তত্ত্ববিজ্ঞান—Ontology মাথায় ঢুকতে একটু কষ্ট হয়, বড় কঠিন জিনিষ। তাই বলে ছেড়ে দেব না আমরা, বুঝতে চেষ্টা করব। আমরা অহমিকা নিয়ে এ তত্ত্বদর্শন বুঝতে পারব না, কথাটা ঠিক। কিন্তু ভগবৎ-কৃপাপ্রভাবে এটা আমাদের অধিগত হবে। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যম্।" সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ শ্রীহরির কৃপাপ্রভাবে এটা আমাদের দর্শনের বিষয়ীভূত, জ্ঞানের অধিগম্য—একথাও বলছেন। সেখানে কোন প্রাকৃত অহঙ্কার নাই। আমরা কিছু Organ—ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ে বসে আছি। যে ইন্দ্রিয়গুলির সবই প্রায় অকর্ম্মণ্য, অসম্পূর্ণ ও দোষ-ত্রুটীযুক্ত। চোখ দুটো রয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে সব জিনিসটা দেখে-শুনে পরীক্ষা করে নিতে পারছি না। একটা ধার করা চোখ লাগিয়েছি। কাণ আছে। অনেকে যতটুকু শুনতে পান আমি ততটুকু শুনতে পাই না। আবার কাণে একটা যন্ত্র লাগাতে হয়। তবে কিছুটা শুনতে পাই। এই ত' দুরবস্থা আমাদের। এইটুকু সম্বল করে যে ভগবান্ "অবাঙ্মনসগোচরঃ" তাঁকে নাকি জেনে নেব, বুঝে নেব, শিখে নেব। কেমন অহঙ্কার বলুন ত'। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যে তত্ত্ববস্তুকে জানতে না পেরে প্রত্যায়িত হয় আমার দুর্ব্বল জ্ঞান, সেই বস্তুকে জেনে নেব, বুঝে নেব, এমনই অহঙ্কার! এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? শাস্ত্র বলছেন—সর্ব্বতোভাবে কৃপাপ্রার্থনা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। আমি আমার নিজ প্রচেষ্টাদ্বারা যেটা জেনে নেব, বুঝে নেব মনে করছি, সে আশা বোধ হয় আমাকে নিরাশায় ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। আমি ত' ঠিক জানতে পারি না। ভগবান্ যদি অহৈতুকী করুণাপরবশে আমাকে সেই বুদ্ধিযোগ দান করেন—জানবার, বুঝবার, শিখবার, তবে আমার পক্ষে কিছু সম্ভব আছে। এইটাই ত' শাস্ত্রের শিক্ষা।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।'

কোথায় আমার দুর্ব্বল জ্ঞান, আর কোথায় শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণা! ভগবৎকৃপা ব্যতীত আমি কিছু জানতে, বুঝতে পারি না। ভগবানের কৃপাকণা সম্বল করে আমি অগ্রসর হতে পারি—জানবার, বুঝবার পথে।

সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব ভগবান্, অবাঙ্‌মনসগোচর ভগবান্ তাঁরই লীলাকথা বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। বর্ণনা করেছেন ভগবান্‌ই নিজে। সাধারণ মানুষ বর্ণনা করেন নাই। কে তিনি?—'ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বর্ণনা করেছেন। বুঝব কি করে?—তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করে বুঝব, বুঝবার চেষ্টা করব। আমার এমন বিদ্যাবুদ্ধি নাই যে আমি বুঝে উঠতে পারি। যমরাজ পরম ভাগবত, মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের একটা List—তালিকা দিয়েছেন। তিনি আর এক জায়গায় বলছেন,—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥

এটাও সেই যমরাজেরই কথা। 'অহং বেত্তি'—আমি জানি, 'ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা'—ব্যাস স্বয়ং নারায়ণ। তিনি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা। যিনি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা তিনি জানেন বা না জানেন, এ আবার কি কথা! যে ভগবান্ বেদ বিভাগ করলেন, নিখিল শাস্ত্র প্রণয়ন করলেন, তিনি জানেন বা না জানেন—এ ত' ভয়ানক সন্দেহজনক কথা। ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এখানে অনেক ব্যাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস 'ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্'। কিন্তু আর যে-সব শক্ত্যাবিষ্ট ব্যাস আছেন যমরাজের তালিকায় তাঁরা জানেন বা না জানেন—এই হল ব্যাখ্যা। ব্যাস হল একটা Post—পদাধিকার। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভগবান্। তিনি তাঁর তত্ত্বদর্শনটা জানাতে চাচ্ছেন জগৎকে। তাঁর তত্ত্বদর্শন মানে একাধারে সব কিছু—Connecting। কি রকম?—ভগবান্, ভগবৎতত্ত্ব, তাঁর একান্ত নিজজন গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্বাদি—এইভাবে একাধারে তিনি সমস্ত তত্ত্বদর্শনটা জানিয়েছেন, যাতে আমাদের কোনরকম ধরণের সন্দেহ, সংশয় না থাকে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই পরম সত্যবস্তু যে ভগবান্, তাঁর শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন এখানে। প্রধান শ্রোতারূপে দেখা যায় সাতদিন পরমায়ুবিশিষ্ট পরীক্ষিৎ মহারাজকে। ১০ম স্কন্ধ হল ভগবানের মুখারবিন্দ।

প্রত্যেকটী মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অবয়বের মধ্যে যেমন রয়েছে মুখারবিন্দ, তদ্রূপ ১০ম স্কন্ধ ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমুখারবিন্দ।

ভগবান্ কৃষ্ণ একই সময়ে দুই জায়গায়—কংসের কারাগারে ও নন্দগোকুলে আবির্ভূত হয়েছেন। দুই মূর্ত্তি এক হয়েছেন। তাহলে তিনমূর্ত্তির বদলে দুইমূর্ত্তি থাকছেন। কন্যারূপিণী যোগমায়াকে নিয়ে মথুরায় কংসের কারাগারে ফিরে গেলেন বসুদেব। দুই মূর্ত্তি মিলিত হয়ে এখানে থাকলেন এক মূর্ত্তি। এখানে এঁর অভিমান তিনি হলেন বৈশ্য গোয়ালার ছেলে, নন্দ মহারাজের ছেলে। কিন্তু যেহেতু এদের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি হয় নাই, তার জন্য বসুদেব পাঠিয়েছেন গর্গঋষিকে নন্দালয়ে। সেই প্রসঙ্গ বর্ণনা করছেন শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ রাজের কাছে। শ্রীশুক উবাচ,—

গর্গঃ পুরোহিত রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেব প্রচোদিতঃ॥

শ্রীশুকদেব বললেন,—হে পরীক্ষিৎ! যদুবংশীয় পুরোহিত তপস্বী-প্রবর গর্গমুনি বসুদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দপুরে আগমন করলেন।

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
আনর্চ্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্॥

গর্গঋষিকে দেখে নন্দ মহারাজ পরম সন্তুষ্ট হলেন এবং প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে প্রণাম ও পূজা করলেন। বর্ণনাটা কি রকম? গর্গঋষিকে দর্শন করে নন্দ মহারাজ আনন্দিত হচ্ছেন কেন?—ভক্তকে ভক্ত দর্শন করলে নিশ্চয় আনন্দ হয়। "বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানি'।" আইনের কথা এটা। যদি কোনও বৈষ্ণবকে দেখে, সাক্ষাৎকারে মনে শান্তি না আসে, আনন্দ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে সে মনটা দুষ্ট মন। সে মনটার মধ্যে স্নেহ, প্রণয়, প্রীতি কিছুই নাই। ভক্তকে দর্শন করলে ভক্ত যদি আনন্দলাভ না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার হৃদয়ে অনেক কালিমা রয়েছে। এখানে আনন্দিত হচ্ছেন নন্দ মহারাজ। কে তিনি?—ভগবানের পিতা, যে সে ব্যক্তি নন। ভগবানের বাবা হওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। আবার ভগবানকে পুত্ররূপে পাওয়াটাও কম ভাগ্যের কথা নয়। দুটো ঘটনা ঘটেছে এখানে। জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি, তাঁকে পিতা বলে মেনেছেন ভগবান্ কৃষ্ণ। জগতের শ্রেষ্ঠতমা মহীয়সী মহিলাকে মা বলে মেনেছেন কৃষ্ণ। যাঁর নাম যশোমতী, মা যশোদা। Universal Mother তিনি। বর্ত্তমান দুনিয়ায় ত' অনেক শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—মাদার

টেরেসা ইত্যাদি অনেক মাদার। সমস্ত পিতারও পিতা, মায়েরও মা যিনি তাঁর কথা বিচার করবেন কে? শাস্ত্রে বিচার করেছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

তাহলে Universal Father কে?—ভগবান্ নিজেই গীতার মধ্যে বলছেন— পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥

তিনি অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। অর্জ্জুন দেখছেন ঐ ব্যাপারটা। যেটা কৃষ্ণ নিজে বলছেন সেটা অর্জ্জুনও দেখছেন। "পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।" উভয়পক্ষের কথা বুঝাচ্ছে জিনিসটা, একপক্ষের নয়। উভয়পক্ষের দর্শন অনুভূতি এবং সেখানে তত্ত্বের মিলন—সেটা বুঝাচ্ছেন। নন্দ মহারাজ গর্গঋষিকে দর্শন করে পরম সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়ে বসালেন। অতঃপর তাঁকে প্রণাম করলেন ও পূজা করলেন। কি ব্যাপার? মানুষের পূজা! একটা মানুষকে পূজা করছেন। এ আবার কি? এসব নিয়ে বর্ত্তমান সমাজে অনেক আলোচনা। ব্যক্তিপূজা! ব্যক্তিপূজার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যারা এই কথা বলছেন, তারাই সব থেকে বেশী ব্যক্তিপূজায় রত। সব মানুষই একই স্তরের নয়। যে কোন শরীরে ভগবানের অধিষ্ঠান বিবেচনা করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। একজন সাধারণ ব্যক্তি আর একজন অসাধারণ সমদর্শী সাধুর আচরণ কি সমান হবে? একটা কুকুরকে দেখলে তাকে আমরা লাঠি হাতে তাড়া করি। কিন্তু একজন সাধু কুকুরকে দেখে প্রণাম করছেন। লোকটার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সত্যিই ত' মাথা খারাপ হয়েছে। কুকুরকে কি কেউ প্রণাম করে! বিচারে ভ্রান্তি নাই সেই সমদর্শী সাধুর। তিনি ত' কুকুরটার শরীরটা দেখছেন না, তার ভিতরে যে ভগবানের অবস্থিতি তাঁকেই প্রণাম করছেন। প্রতিটি আধারে জীবাত্মার এবং পরমাত্মার অধিষ্ঠান। দর্শনের পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানে বিবেচনা করছেন। সুতরাং ব্যক্তিপূজা বললেই ত' হবে না।

বহু পূর্ব্বের কথা, সে সময়ে আমাদের সমাজে শুনতে পেতাম 'Gray hair should be respected'—চুলগুলো যাদের একেবারে সাদা হয়ে গেছে, তাদের সম্মান করতে হবে। আবার আমাদের দেশীয় কথায় আমরা বলি—'তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।' তিন মাথা মানে দুটো হাঁটু ও একটা

মাথা মিশে গেছে যার, অর্থাৎ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এদের নিকট সৎপরামর্শ নিতে হবে। কিন্তু বর্ত্তমান দুনিয়ার বিচার ত' অন্যরকম শুনছি, দেখছি। আজকাল অনেকেরই অভিমত এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত না করলে সমাজের কল্যাণ হবে না। যেখানে Gray hair should be respected, সেখানে কথা আসছে আজ Those old haggards should be vanished from the society—এদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত করা হোক—তরুণ তুর্কী নেতার উক্তি।

এখন এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ কোথায় যাবেন? নির্ব্বাসিত হওয়ার স্থান কোথায়! স্থান ত' সব শেষ। সরকারের কাছে হিসাব নেন, দেখবেন বন-জঙ্গল সব শেষ। নূতন জঙ্গল আর তৈরী হচ্ছে না। যা তৈরী হয়েছিল তা সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এরা কোথায় লুকাবেন। নির্ব্বাসনের স্থানটা ত' দরকার। Transportation of life-এর একটা স্থান ছিল—আন্দামান নিকোবর, তা সেখানে এখন হাজার হাজার লোকের বসবাস। এখন ত' আর সেই বদনামটা নাই। ডাকাত বদমায়েসগুলোকে সেখানে পাঠান হত। এখন সেখানে সব ভদ্রলোক। তাহলে সমাজের এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা! (ক্রমশঃ)

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয়তম পার্ষদগণের অন্যতম ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠানের সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণের কার্য্যে প্রধান অগ্রণী হিসাবে ৩ জন মহাপুরুষের নামোল্লেখ করিতে ভক্তগণকে দেখা যায়। তাঁহারা হইলেন—'নরহরিদা', 'বিনোদদা' ও 'কুঞ্জদা'। এই তিন মহাপুরুষকেই শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠানের ৩টী স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদাশ্রিত সকল ভক্তগণ বিবেচনা করিতেন। এতন্মধ্যে শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুকে ভক্তগণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ স্নেহ ব্যবহারে তাঁহাকে স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিণী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সংসারক্ষেত্রে গৃহকর্ত্রী হিসাবে যেরূপ মাতার স্থান প্রধান, তদ্রূপ সেবাবিগ্রহ প্রভুও শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় মঠ বিশেষতঃ মূল মঠ শ্রীচৈতন্য মঠের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। গৃহস্থ ও মঠবাসী-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর প্রতি

তাঁহার স্নেহ, যত্ন ও সেবায় সকলেই মুগ্ধ থাকিতেন। বিনোদদার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় একবৃন্তে দুইটী ফল বলিয়া অনেকেই উল্লেখ করিতেন। তাঁহাদের সেবাচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়কে (সেবাবিগ্রহ প্রভুকে) 'হোম্ মিনিষ্টার' ও বিনোদদাকে (তদানীন্তন শ্রীবিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভুকে) 'ফরেন্ মিনিষ্টার' আখ্যা দিতেন। এই মহাপুরুষগণ গুরুসেবার আদর্শ ছিলেন। যাবতীয় ক্লেশ অম্লান বদনে অঙ্গীকার করত যেভাবে তাঁহারা গুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়াছেন তাহা ভক্তগণের নিকট চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহাদের সেবায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নরহরি ঠাকুরকে 'সেবাবিগ্রহ' এবং শ্রীল বিনোদবিহারী প্রভুকে 'কৃতিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভু অতি বাল্যকাল হইতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। তজ্জন্য মাত্র ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম-কালেই সংসার পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্যদর্শনে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য এই অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিবাহিত করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। অতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয় পরদুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া উঠিত এবং সিদ্ধার্থের ন্যায় তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিতেন।

এই ভক্তপ্রবরের অনুগ্রহে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পিতা, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা এবং অনেক আত্মীয় স্বজন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করত বৈষ্ণবীয় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল হইতে বহুব্যক্তিকে বৈষ্ণব করত তাহাদের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। তাঁহার সেইরূপ অনুগ্রহ লাভ করত অনুগৃহীত সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় সর্ব্বদাই অবনত মস্তক। এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতি ও আদর্শ সংরক্ষণকল্পে প্রতি বর্ষে তাঁহার বিরহ-তিথিতে বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া তাঁহার অলৌকিক গুণাবলী ও ভক্তিময় জীবনের আলোচনা করত নিজেদের কৃতার্থ ও ধন্যজ্ঞান করিতেছেন। এই অধম সেবকও তজ্জন্য তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করত এই তিথিবরাকে স্বাগত করিতেছে।

—শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী
৮/২বি, প্রভুরাম সরকার লেন, কলিকাতা-১৫

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে
চুরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামে
শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ ও তথায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে এবং সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় বিগত ৮ই কার্ত্তিক, ২৫শে অক্টোবর শারদীয়া পূর্ণিমা হইতে ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর হৈমন্তিকী রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত একমাসকাল ব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-মহোৎসব, সাধুসঙ্গে চুরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব, উত্থান একাদশীতে শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সেবাকুঞ্জে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ এবং তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-বৃন্দাদেবী—শ্রীশ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব বিশাল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

এই শ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা এবং শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার মহদনুষ্ঠানে প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকানন্দ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ; শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিসাধন ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ১২৫ জন ব্রহ্মচারী এবং

প্রাচীন ও নবীন গৃহস্থ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী প্রায় তিন শতাধিক ভক্তবৃন্দ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্ত ও সজ্জনগণের সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণ ভক্ত্যনুষ্ঠান শ্রীবৃন্দাবনে অভূতপূর্ব্ব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহোৎসব

শ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবার প্রথম দিন ৮ই কার্ত্তিক শারদপূর্ণিমা-দিবসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অধ্যক্ষতায় প্রাতঃকালে মঙ্গলারতি হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার ভক্ত্যনুষ্ঠান আয়োজিত হইয়াছিল। মঙ্গলারতি অন্তে মহারাজজী পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী এবং তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে এক সারগর্ভ ও প্রেরণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সভাপতিত্বে একটী মহতী বিরহ-সভার আয়োজন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বিভিন্ন দিক্ বিচার উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন। অবশেষে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করত ভোগারতি অন্তে আহূত-অনাহূত প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

গত ৯ই কার্ত্তিক প্রাতঃকালীন পাঠকীর্ত্তনান্তে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও প্রায় তিনশত গৃহস্থভক্ত কীর্ত্তন সহযোগে মথুরা-বিশ্রামঘাটে স্নানান্তে শ্রীযমুনা-প্রসাদ চতুর্ব্বেদীর পৌরহিত্যে নিয়মসেবা ও ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। পরে শ্রীপিপ্পলেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিয়া বিশ্রামঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অবিমুক্ত তীর্থ গুহ্যতীর্থ প্রয়াস, কঙ্খল, তিন্দুক তীর্থ, সূর্য্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, কোটী, মোক্ষ ও বোধিতীর্থ—এই দ্বাদশ ঘাটের দর্শন ও তথায় আচমন করিয়া পরিক্রমা-মার্গস্থিত সপ্তর্ষিটীলা, অক্রুর মহল, কুব্জাভবন, রঙ্গভূমিতে রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসবধস্থান কংসটীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম দর্শন করেন।

১০ই কার্ত্তিক—পূর্ব্বদিনের অবশিষ্ট পরিক্রমা মার্গে কংসকালী (কংসের সেবিত কালী), ভূতেশ্বর মহাদেব, পাতাল দেবী, পোতরা (পবিত্র) কুণ্ড,

আদি কেশব, কংসকারাগারে জন্মস্থান, মহাবিদ্যা (অম্বিকা দেবী), সরস্বতী কুণ্ড, রজক-বধস্থান, গো-কর্ণ মহাদেব, অম্বরীশ টীলা, চক্রতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, সোমতীর্থ, ঘণ্টাভরণ (শঙ্কর), ধারাপতন, বৈকুণ্ঠঘাট, বসুদেব ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট প্রভৃতি বিশ্রামঘাটের বামপার্শ্বস্থিত দ্বাদশটী ঘাটের দর্শন এবং তথায় আচমনপূর্ব্বক পরিক্রমা পূর্ণ হয়।

১১ই কার্ত্তিক—সঙ্কীর্ত্তনযোগে যাত্রিগণ শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, মথুরাদেবী, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীকৃষ্ণবরাহ ও শুক্লবরাহ, দ্বারকাধীশ, গতাশ্রমটীলা, শত্রুঘ্ন গোপালজী, শতঘরা মহল্লায় শ্রীনাথ গোপালজী দর্শন এবং পরিক্রমা করিলেন।

১২ই কার্ত্তিক—বাসযোগে মধুবনে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোচারণ-ভূমি, শ্রীকৃষ্ণ-কুণ্ড, শ্রীদাউজী, শ্রীশত্রুঘ্ন গোপালজী, ধ্রুবের তপস্যা-স্থলীতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও ধ্রুবের দর্শন এবং তথা হইতে তালবনে (বর্ত্তমান তার্‌সী গ্রাম শ্রীবলভদ্র কুণ্ড এবং তাহার সন্নিকটে শ্রীবলদেব দর্শন ও কুমুদবন প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

১৪ই কার্ত্তিক—বাসযোগে পৈঁঠা, চন্দ্রসরোবর দর্শনান্তে গোবর্দ্ধনে মানসী গঙ্গা-পরিক্রমা ও তথায় রাত্রিবাস করা হয়।

১৫ই কার্ত্তিক—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমাকালে দানঘাটী, দান নিবর্ত্তন-কুণ্ড, আন্যড় গ্রামে শ্রীগোপাল-প্রাকট্য ও শ্রীল পুরীগোস্বামীকৃত অন্নকূট-মহোৎসব-স্থান দর্শন, শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড, অপ্সরা কুণ্ড, নবল কুণ্ড, রাসস্থলী, রাঘব-পণ্ডিতের গুহা, সুরভী কুণ্ড, ঐরাবত কুণ্ড, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর ভজনস্থলী, জ্যোতিপুরা, চকলেশ্বর মহাদেব, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী, মানসী গঙ্গা, উদ্ধবকুণ্ড, শ্রীরাধা-শ্যামকুণ্ড ও তথায় শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতির ভজনস্থলী ও সমাধি, ললিতাদি সখীগণের কুণ্ডসমূহ, গোপকূঁয়া, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈঠক তমালতলা, সঙ্গমস্থলী ও তথায় বহুলাষ্টমীযোগে স্নান, পূজন ও কুসুমসরোবর দর্শনপূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ এবং শ্রীহরিদেব দর্শনাদি করিয়া পুনঃ দান ঘাঁটিতে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করা হয়।

১৬ই কার্ত্তিক—বাসযোগে কাম্যবন, বিমলাকুণ্ডে নিবাস করত তথায় চরণ পাহাড়ী, ব্যোমাসুরের গোফা, ভোজনথালী, শ্রীবলদেবের চরণ-চিহ্ন, পিছল পাহাড়ী প্রভৃতি পরিক্রমমুখে দর্শন করা হয়।

১৭ই কার্ত্তিক—কাম্যবনে শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন, চৌরাশী খাম্বা, কামেশ্বর মহাদেব, ধর্ম্মরাজ ও পাণ্ডবগণের বার্ত্তাস্থল পরিক্রমা

করিয়া বৈকালে সেতুবন্ধন রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করা হয়। অপরাহ্ণে বাসযোগে বর্ষাণা আগমন ও তথায় অবস্থান।

১৮ই কার্ত্তিক—বর্ষাণা-পরিক্রমায় শ্রীবৃষভানু-কুণ্ড, শাখরী (সঙ্কীর্ণ)-খোর, চিকশৌলী (চিত্রা-সখীর স্থান), গহ্বর বন, ময়ূর কুঠী, বিলাস গড়, দান গড়, মান গড়, শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমন্দির, শ্রীবৃষভানু-মহল ও অষ্টসখীর মন্দির দর্শন ও পরিক্রমণ করা হয়।

১৯শে কার্ত্তিক—পরিক্রমামুখে সখীগিরি পর্ব্বতোপরি ললিতা সখীর বিবাহস্থল, আলতা পাহাড়ী, চিত্রশীলা ও উচাগাঁও-এ দেহকুণ্ড, শ্রীললিতা সখীর জন্মস্থলী, দাউজী, বেনুকূপ দর্শনান্তে বর্ষাণা প্রত্যাবর্ত্তনপথে পিলিপোখর প্রভৃতি লীলাস্থলী দর্শন করা হয়।

২০শে কার্ত্তিক—পদযোগে পরিক্রমামুখে প্রেমসরোবর, শ্রীসঙ্কেতবিহারী, সঙ্কেত দেবী, সঙ্কেত রাসস্থলী ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজনস্থলী দর্শন করত উদ্ধব কেয়ারী দর্শনান্তে নন্দগ্রামে নন্দীশ্বর-পর্ব্বতোপরি শ্রীযশোদা দেবী ও শ্রীনন্দ মহারাজের মধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এবং এক পার্শ্বে ললিতা ও অপর পার্শ্বে সুবল প্রভৃতি সখাগণকে দর্শনান্তে নন্দগ্রামস্থ ধর্ম্মশালায় অবস্থান।

২১শে কার্ত্তিক—শ্রীনন্দগ্রাম পরিক্রমা-মার্গে অবস্থিত শ্রীনন্দ-বৈঠক, যশোদা কুণ্ড, হাউবিলাউ, চরণ পাহাড়ী, পাবন সরোবর, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন কুঠীর, শ্রীপাবন বিহারী এবং কৃষ্ণকুণ্ড দর্শন এবং বৈকালে টেরকদম্ব ও তথায় শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী দর্শন করা হয়।

২২শে কার্ত্তিক—নন্দগ্রাম হইতে বাসযোগে যাত্রা করিয়া কোকিলাবন, যাবট (শ্রীমতী রাধারাণীর শ্বশুরালয়), ছোট-বড় বৈঠান, চরণ পাহাড়ী, কোশী (কো-অশি) শেরগড়, খেলন বন, রামঘাট, বিহারবন, ছত্রবন, উমরাও গাঁও, চৌমা (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্ম-মোহন-স্থান, ছট্টিকরা (বৃন্দাবনে শ্রীনন্দের বাসস্থান), বহুলাবন পরিক্রমণ ও দর্শনান্তে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানে পূজ্যপাদ শ্রীনারায়ণ মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ তত্রস্থ লীলা ও মাহাত্ম্য বক্তৃতা করত ভক্তবৃন্দকে শ্রবণ করাইয়াছেন।

২৩শে হইতে ২৯শে কার্ত্তিক মথুরায় অবস্থান করিয়া ২৩ তারিখে দীপাবলী (প্রদীপদান) ও ২৪শে কার্ত্তিক সাত্বত-বিধিবিধানে গো-বৈষ্ণবের পূজান্তে শ্রীগোবর্দ্ধনের বিরাটভাবে অভিষেক ও অর্চ্চন করত অন্নকূট-মহামহোৎসব

অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পরদিবস (২৫শে কার্ত্তিক) ভাতৃ-দ্বিতীয়া বা যম-দ্বিতীয়াতে যাত্রিগণ মথুরায় বিশ্রামঘাটে স্নান ও পূজন করিয়াছেন। ২৬শে কার্ত্তিক শনিবার বাসযোগে যমুনার পূর্ব্বপারে অবস্থিত ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মুঞ্জাটবী (যেথানে কৃষ্ণ দাবানল পান করিয়াছিলেন), ভাণ্ডীরবট (যেথানে ব্রহ্মা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গান্ধর্ব্ববিবাহ করাইয়াছিলেন), সখাগণের ক্রীড়াস্থল, বেণুকূপ প্রভৃতি এবং বংশীবট ও শ্রীদামের কৃষ্ণ বিরহে নির্জ্জনবাস—এই সকল স্থান দর্শনান্তে মাটবন, শ্রীমতী রাধিকার মানস্থান মানসরোবর, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, মহাবনের অন্তর্গত চৌরাশী খাম্বা, নন্দভবন, কৃষ্ণ ও যোগমায়ার জন্মস্থান, পূতনাবধ, তৃণাবর্ত্ত বধ, শকটাসুর বধস্থান, যমলার্জ্জুন-উদ্ধারস্থল, শ্রীমতী রাধারাণীর জন্মস্থান রাভেল, লৌহজঙ্ঘ ঋষির তপস্থলী এবং শ্রীকৃষ্ণের নৌকা-বিলাস-স্থল লৌহবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। ২৭-২৯ কার্ত্তিক মথুরায় অবশিষ্ট বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন, যমুনা স্নান এবং শ্রীমঠে অবস্থান করত পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান।

৩০শে কার্ত্তিক—মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমন, পথিমধ্যে অক্রূরঘাট, মাথুর বিপ্রগণের যজ্ঞস্থলী, যাজ্ঞিক-পত্নীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রদানের স্থান ভাতরোল দর্শন করত শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান।

১লা অগ্রহায়ণ—অদ্য যাত্রিগণ কালিয়দহ, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনস্থল, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন ও সমাধিস্থল, সনাতন গোস্বামীকর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুরাতন শ্রীমদনমোহন মন্দির, প্রস্কন্দন ক্ষেত্র বা দ্বাদশ আদিত্যের টীলা, শ্রীবাঁকেবিহারী দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

২রা অগ্রহায়ণ—সেবাকুঞ্জ, ইমলীতলা, শৃঙ্গারবট, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনস্থলী ও সমাধিস্থান, ঝাড়ুমণ্ডল, নিধুবন, শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সমাধি, শ্রীরাধা-গোপীনাথজীউ দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন। ঐ দিন অপরাহ্ণে বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, ধীর সমীর, লালাবাবুর মন্দির ও রঙ্গজী, শ্রীরাধা-গোবিন্দ, ব্রহ্মকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল, শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩রা অগ্রহায়ণ—বেলবন পরিক্রমা ও দর্শন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ—প্রাতঃকালে সঙ্কীর্ত্তনযোগে শ্রীবৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা পূর্ণ করিয়া চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সমাপ্ত করা হয়। (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতা

পরলোকে শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে,—বিগত ২৭শে আশ্বিন, ১৩৯৫ (ইং ১৪।১০।৮৮), শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় শ্রীমথুরাধামে সারস্বত বৈষ্ণবগণের সুপরিচিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারীপ্রভু আমাদিগকে অকূল বিরহসমুদ্রে নিমজ্জিত করত প্রয়াণকালে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্নিগ্ধহৃদয়, সঙ্কীর্ত্তনে পরমোৎসাহ ও সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়াকলাপ আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ একে একে খসিয়া পড়িতেছে। তৃণাদপি সুনীচ ও অমানিমানদ শ্রীমৎ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রজবাসী), শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাময় জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমী শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রজবাসী প্রভু, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের সর্ব্ববিধ সেবোজ্জল বিধান-করণে প্রধান সহযোগী সুশিক্ষিত, সিদ্ধান্তবিদ্ পণ্ডিত ও সেবাপরায়ণ পরম বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ ; স্নিগ্ধহৃদয়, নিকপট এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধুকরী ভিক্ষুকগণের অগ্রণী শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ এবং আমাদের পরম প্রিয় শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবের সেবায় শুভবিজয় করিলেন।

শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-কেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দীক্ষিত সেবকগণের অন্যতম। উত্তরপ্রদেশের হিমালয়ের পাদ-দেশস্থ আলমোড়া জিলার অন্তর্গত একটী গ্রামাঞ্চলে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি বিরক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। যৌবনের প্রাগ্ অবস্থাতেই সৈনিক বিভাগের কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহার সৈনিক জীবনে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ক্রীড়াকুশলীও ছিলেন। তাঁহার শরীর ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। ২৬ বৎসর বয়সে ১৯৫৬ সালে তাঁহার চাকুরী জীবনে কয়েকদিনের ছুটিতে তীর্থদর্শন কালে মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে তিনরাত্রি বাস করেন। তৎকালে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীকেশবজী মঠের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে প্রথমে তিনি শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে পরম

আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম উক্তমঠে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্যদর্শনে ও ওজস্বিনী শ্রীহরিকথা শ্রবণে উক্ত সৈনিক যুবক অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং শ্রীহরিনাম গ্রহণ করত কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নিষেধ সত্ত্বেও প্রতি মাসে তাঁহার বেতনের সম্পূর্ণ টাকা ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতেন (সৈনিক ব্যারাকে তাঁহার খাওয়া ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইতেন)। কিন্তু বৈষ্ণব-সদাচার পালনে তথায় অন্তরায় হওয়ায় তিনি চাকুরী জীবন হইতে অবকাশ লইয়া ১৯৫৭ সালে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে যোগদান করত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জীবনের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে নিষ্ঠাপূর্ব্বক সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেবাকার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা, নির্ভীকতা এবং সর্ব্বাধিক কুশলতা দেখিয়া শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন এবং আবশ্যকানুসারে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামস্থ মঠসমূহের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে তাঁহাকে নিয়োগ করিতেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষতঃ সারস্বত বৈষ্ণব সমাজের সেবার জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গীত ছিল। কোন ভেদবুদ্ধি না করিয়া সকল বৈষ্ণবগণের প্রতি সেবা ও সাহায্য করিতেন। সকল বৈষ্ণবগণও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি রন্ধন, অর্চ্চন, সঙ্কীর্ত্তন এবং শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কঠিন হইতে কঠিনতর বিপত্তিকালেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না এবং সকলকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। মাত্র ৫৬ বৎসরবয়ঃক্রমেই তিনি সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালেই সেবার জন্যই চিরপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় সেবাময় পরম বৈষ্ণবের বিরহে আমরা অসহায় এবং দুর্ব্বল বোধ করিতেছি। "একাকী আমার নাহি পায় বল……।" কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি—

"কৃপা করি প্রভু মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

তাঁহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবার জলন্ত আদর্শ আমাদের পথপ্রদর্শক হউক এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা সেবায় অনুপ্রাণিত করুক। হে প্রভো! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনার আনুগত্যে সেবাকুঞ্জে স্থান দিবেন—ইহাই একমাত্র কাতর প্রার্থনা।

—জনৈক হতভাগ্য দীনহীন
"সেবকাভাস"

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৫ই পৌষ, ১৩৯৫ ; ইং ২০।১২।১৯৮৮

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১১ই ফাল্গুন, ১৩৯৫ (ইং ২৩।২।৮৯) বৃহস্পতিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৮৯) শনিবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—১১ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমা-সূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্ণে বিশেষ সভা কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১২ই ফাল্গুন, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১৩ই ফাল্গুন, শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান ; অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪০শ বর্ষ | ২২ মাধব, বাসুদেব, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ | ২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩৯৫, ইং ১২।২।৮৯ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ে]

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

২৭। দুর্ল্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ভবা।
কোটিজন্ম-সমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে॥ ৪৪॥

শ্রীসনৎকুমারগণ বলিলেন,—সংসারে শ্রীমদ্ভাগবতী কথা লাভ করা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কোটিজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলেই তাহা লাভ হইয়া থাকে॥ ২৭॥

২৮। তেন যোগনিধে ধীমন্ শ্রোতব্যা সা প্রযত্নতঃ।
দিনানাং নিয়মো নাস্তি সর্ব্বদা শ্রবণং মতম্॥ ৪৫॥

ধীমান্, যোগনিধে, নারদ! আপনি অতিশয় যত্নের সহিত ভাগবত-কথা

শ্রবণ করুন। ইহার শ্রবণে দিনাদির কোন নিয়ম নাই; ইহা সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতে হয় ॥ ২৮ ॥

২৯। শ্রদ্ধাতঃ শ্রবণে নিত্যং মাঘে তাবদ্ধি যৎ ফলম্।
তৎফলং শুকদেবেন সপ্তাহ-শ্রবণে কৃতম্ ॥ ৪৮ ॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রীভাগবত শ্রবণ ও মাঘমাসে ভাগবত অনুশীলন করিলে যে ফল লাভ হয়, সপ্তাহব্যাপী শ্রবণে সেই ফল হয়, ইহা শ্রীশুকদেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

৩০। মনসশ্চাজয়াদ্রোগাৎ পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।
কলের্দোষ-বহুত্বাচ্চ সপ্তাহ-শ্রবণং মতম্ ॥ ৪৯ ॥

মনের অসংযম, রোগের বাহুল্য এবং আয়ুর অল্পতাহেতু এবং কলিযুগে বহুদোষের সম্ভাবনায় শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণের বিধান দিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

৩১। যৎফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা।
অনায়াসেন তৎসর্ব্বং সপ্তাহ-শ্রবণে লভেৎ ॥ ৫০ ॥

যাহা তপস্যা, যোগ ও সমাধিদ্বারা লাভ করা যায় না, সেই ফল শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণে লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

৩২। যজ্ঞাদগর্জ্জতি সপ্তাহঃ সপ্তাহো গর্জ্জতি ব্রতাৎ।
তপসো গর্জ্জতি প্রোচ্চৈস্তীর্থান্নিত্যং হি গর্জ্জতি ॥ ৫১ ॥

যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থ-পর্য্যটন হইতেও এই শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণ সদা অধিক ফলদায়ী ॥ ৩২ ॥

৩৩। যোগাদগর্জ্জতি সপ্তাহো ধ্যানাজ্‌জ্ঞানাচ্চ গর্জ্জতি।
কিং ব্রূমো গর্জ্জনং তস্য রে রে গর্জ্জতি গর্জ্জতি ॥ ৫২ ॥

যোগ, ধ্যান ও জ্ঞান হইতেও এই শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ-শ্রবণ অধিক ফলদায়ক। অরে! এই সপ্তাহ-শ্রবণের ফল আমি কি আর বর্ণনা করিব? ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ,—

৩৪। যদা কৃষ্ণো ধরাং ত্যক্ত্বা স্বপদং গন্তুমুদ্যতঃ।
একাদশং পরিশ্রুত্যাপ্যুদ্ধবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীসূত বলিলেন,—হে শৌনক! যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধরাধাম ত্যাগ করিয়া নিজ নিত্যধামে গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন তাঁহার

শ্রীমুখারবিন্দ হইতে নির্গত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

৩৫। স্বকীয়ং যদ্ভবেত্তেজস্তচ্চ ভাগবতেঽদধাৎ।
তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম্ ॥ ৬১ ॥

(শ্রীগোবিন্দ স্বীয় পরমধামে গমন করিলে ঘোর কলিকালে বহু উগ্রপ্রকৃতি দুষ্টব্যক্তির ভারে গোরূপিণী ধরিত্রীদেবী কাহার শরণ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার বিয়োগে একান্ত ভক্তগণ কিরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন ? সখা উদ্ধবের এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তগণের অবলম্বনের জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন)। হে শৌনক ! তখন ভগবান্ স্বীয় সমস্ত শক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে অর্পণ করিলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া এই শ্রীভাগবত-সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

৩৬। তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ত্ততে হরেঃ।
সেবনাচ্ছ্রবণাৎ পাঠাদ্দর্শনাৎ পাপনাশিনী ॥ ৬২ ॥

তজ্জন্য এই শ্রীভাগবত ভগবানের সাক্ষাৎ শব্দময়ী মূর্ত্তি। সেইহেতু ইহাঁর সেবন, শ্রবণ, পঠন ও দর্শনে মনুষ্যের সকল পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬ ॥

৩৭। সপ্তাহ-শ্রবণং তেন সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকং কৃতম্।
সাধনানি তিরস্কৃত্য কলৌ ধর্ম্মোঽয়মীরিতঃ ॥ ৬৩ ॥

সেইকারণে ইহার সপ্তাহ-শ্রবণ সকল সাধন অপেক্ষা অধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং অন্য সাধনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকালে শ্রীভাগবত-ধর্ম্মই কথিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

৩৮। দুঃখ-দারিদ্র্য-দৌর্ভাগ্য-পাপ-প্রক্ষালনায় চ।
কাম-ক্রোধ-জয়ার্থং হি কলৌ ধর্ম্মোঽয়মীরিতঃ ॥ ৬৪ ॥

দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য ও পাপমোচন করিয়া থাকেন এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ বশীভূত হয় বলিয়া কলিকালে ভাগবত-ধর্ম্মই পরমধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

৩৯। অন্যথা বৈষ্ণবী মায়া দেবৈরপি সুদুস্ত্যজা।
কথং ত্যাজ্যা ভবেৎ পুম্ভিঃ সপ্তাহোঽতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুর এই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভ দেবগণেরও দুঃসাধ্য, সেক্ষেত্রে মনুষ্যগণ কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে ? তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণের বিধান উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

৪০। ব্রূমোঽদ্য তে কিমধিকং মহিমানমেবং
ব্রহ্মাত্মকস্য ভুবি ভাগবতাভিধস্য।
যৎ সংশ্রয়ান্নিগদিতে লভতে সুবক্তা
শ্রোতাপি কৃষ্ণ-সমতামলমন্য-ধর্ম্মৈঃ॥

পৃথিবীতে এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ; আমরা ইহাঁর অধিক মহিমা আর কি বর্ণনা করিব? ইহাঁর আশ্রয়ে পাঠক ও শ্রোতৃ-মণ্ডলী—উভয়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ করেন। অতএব ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম আশ্রয়ের কি প্রয়োজন? ৪০॥

বিশ্বমঙ্গল

"সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবাত্মনিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি সম্বন্ধে আমারা স্বভাবতঃ ব্যস্ত, এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে,—ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী-গতি। সেই অনন্তরূপি-পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, মধ্যমাধি-কারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।"

—'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

"আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ

উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক্ হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল 'জয় শচীনন্দন কী জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্যভাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে!"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

"হে শুদ্ধভক্তবৃন্দ! শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগজ্জীবের পরম ধন। যে-সকল ধর্ম্ম আজকাল ধূমধামের সহিত দেশে দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই-সমস্ত ধর্ম্ম কুণ্ঠিত হইয়া নিজ-নিজ-দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরমধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্গৌরাঙ্গভক্ত-ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধনামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎপাবন হরিনামকে প্রচার করুন।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ

"শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রই ঐ হাটের মূল স্থান। তথায় কতিপয় শুদ্ধ হরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। *** যাঁহারা কোন গণ্ডগ্রামে বা নগরে এক একটী প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করত নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের 'দোকানদার' বা 'বিপণিপতি'। যাঁহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের নামই 'পসারী' বা 'ব্রাজকবিপণী'। গোদ্রুমকল্পাটবীতে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। *** জগজ্জনতারণ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপ্রভু বোধ হয়, পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের এরূপ আশা হইতেছে যে, অতিঅল্প কালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আম্লেচ্ছ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে।"

"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলকই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ

করিবে, সন্দেহ নাই। *** আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্ব্বটি অতিঅল্প দিনের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশঃ দূর হইবে এবং অবশেষে **শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে** উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

"বৈষ্ণব মহোদয়গণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, নোয়াখালি জেলায় একজন মুসলমান বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা-ব্যক্তি অনেক সুকৃতিবলে এরূপ সদ্গতি লাভ করিলেন। আশা করি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত যবন ও ম্লেচ্ছমণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। খোল, করতাল ও কীর্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে **অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।**"

—সঃ তোঃ ২।৯ বাং ১২৯৩ "বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার"

"অদ্বিতীয় শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে যে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ান্‌গণ খোল-করতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান্ পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণবকৃপায়ই যে-সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যা'দের দেখলে নয়ন ঝুরে তারা দু-ভাই এসেছে"—এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহ নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও কীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না, কেন না কোন ঘটনাই একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে।"

—'নিত্য-ধর্ম্মসূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন

সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্র হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নামসঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহ সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

"Oh God! Reveal Thy most valuable truths to all so that your own may not be numbered with the fanatics and the crazed and that the whole of mankind may be admitted as 'your own'."

—"To Love God," (Journal of Tajpur 25th Aug. 1871)

"এই (রস) ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি; তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। *** তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি-ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

—চৈঃ শিঃ, উপসংহার

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রতিকূল মতবাদ

এক মাননীয় পত্রলেখক লিখিয়াছেন,—"আমার মতে ভক্তির অনুশীলন কেবল নীরবে এবং নির্জ্জনে সম্পাদিত হইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ সভা-সমিতি বা আন্দোলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া আমার মনে হয়; কারণ, উহাদ্বারা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা আসিতে পারে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে অমানী হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং জগতের সকলকে মাননীয় জানিয়া সম্মান দিতে বলিয়াছেন। **জীবমাত্রকে সম্মান দিবার একমাত্র মহাভাগবতগণেরই অধিকার।** তদনুগত অধিকারে আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণে—প্রেম, হরিজনে—মিত্রতা, অনভিজ্ঞ-জনে—অনুগ্রহ ও বিদ্বেষীর উপেক্ষাই ভাগবত-জীবনে আদর্শ। জীব যে অধিকারে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন, সেই অধিকারে নিষ্ঠাই তাঁহার অনুকূল

বিষয়। অধিকার-বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহাই দোষ বলিয়া পরিণত হয়। যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দর নিজমুখে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন এবং স্ব-শিক্ষিত অপ্রাকৃত-শক্তিসম্পন্ন শ্রীরূপাদি আচার্য্যবর্গদ্বারা জগতে প্রচার করাইয়াছেন। সেই সকল অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় নিজ-আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ-কল্পিত সাপেক্ষ-বিচারসমূহ ব্যক্ত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিই। আবার তাদৃশ বিচারের অনৈপুণ্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইলে নিরপেক্ষ হইতে পারি। ভক্তির প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিলে কেহ যেন নির্দ্দয় হইয়া মনে না করেন যে, কোন মাননীয় ব্যক্তির বিচার-দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার মানের খর্ব্ব করা হইবে এবং নিজ-প্রতিষ্ঠাদ্বারা মধ্যম ভাগবতাধিকারকে বিপন্ন করা হইবে। মধ্যম ভাগবতাধিকারে অনভিজ্ঞ-জনে উপেক্ষার বিধান নাই ; পরন্তু জীবের ভক্তিবাধক অজ্ঞানসমূহের অপসারণ-কৃত্য নিশ্চয়ভাবে আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের মহামূল্য শ্রীমুখ-বাক্য হইতে আমরা জানি যে, কৃষ্ণ ব্যতীত অপর মায়িক অভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানাদির আবরণ, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি জীবের কর্ম্মফলপ্রসূ ভোগাবরণ ও শৈথিল্যাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধ অহৈতুকী উত্তমা ভক্তি বলে। কৃষ্ণপ্রেম-লাভরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির অভিধেয় নিরপেক্ষ ; জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ ভক্তিই চতুর্ব্বর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ। সেই ভক্তির অবস্থা ত্রিবিধ। সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। সাধনাবস্থার প্রথম মুখে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ অনর্থসমূহ জীবকে ভক্তিনিষ্ঠ হইতে বাধা দেয়। অনর্থগুলি অন্যাভিলাষ, ফলভোগময় কর্ম্মাবরণ, ফলত্যাগময় জ্ঞানাবরণ, কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যরূপ শৈথিল্যাবরণ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে। জীব অনর্থের হস্তে পড়িয়া প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কতপ্রকার রোগ-মুক্তির কল্পনাসমূহ নিজ-চিকিৎসার জন্য উদ্ভাবনা করে ; কিন্তু তাহাতে রোগোপশম হওয়া দূরে যাক্, উত্তরোত্তর রোগোপাধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেজন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুর আনুগত্য হইতেই কৃষ্ণানুশীলনের ব্যবস্থা গৌরহরির প্রকাশিত পারলৌকিক রহস্য। সাধুসঙ্গ করিলে অসাধুসঙ্গের আকর্ষণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে না। কেবলাদ্বৈতপন্থীর নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান,

যথেচ্ছাচারীর অথবা পুণ্যময় কর্ম্মীর ইহামুত্র ফলভোগ বা শৈথিল্য জীবের অনর্থ। ঐ অনর্থগুলি সাধুসঙ্গপ্রভাবে অপসারিত হয়। তাদৃশ **অনর্থের মূলসমূহ উদরে পূর্ণ** রাখিয়া **নির্গমন-পন্থা রোধ করত জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই।** নীরব বা নির্জ্জনের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তির অবান্তর ফল রব-রাহিত্য বা জন-রাহিত্য সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম সাধনসমূহের অকর্ম্মণ্যতা জগতে সভ্যতা বিস্তারের আদিমকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসে জাজ্জ্বল্য প্রতিপন্ন আছে; সুতরাং তাদৃশ বঞ্চনশীল মার্গ ভক্তি-পথে স্বীকৃত হয় নাই। অজ্ঞানের গরিমা ভীমভট্টাদি কর্ম্মিগণের আড়ম্বর-ফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তিবিরোধী জীব রব-রহিত মূকধর্ম্ম এবং জন-রহিত নির্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে? **নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশকুসুম** বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। জীবে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ হইলেই ভাগবতাধিকারে প্রাকৃত-জনসঙ্গ ও প্রাকৃত-উপদেশক বা বিচারকগণের বাদ-সঙ্গ আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া দুঃসঙ্গযুক্ত ভক্ত হরিজন-গোষ্ঠীতে কৃষ্ণালাপ-পর হইতে পারিবেন। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধর্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নির্জ্জন ধর্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না; কেন না, উভয় ধর্ম্মই অসৎ অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। যাহা কালক্ষুব্ধ, তাহা আবার বৈকুণ্ঠ কিরূপে হইবে? সাধুসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তের উপাদেয়। সাধুসঙ্গ হইতেই দুঃসঙ্গের হেয়ত্ব বা বাদের মূঢ়তা বিদূরিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদী হঠকারিতার আশ্রয়ে যে-সকল মতবাদ প্রচার করেন, তাহা ভক্তগণের সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" শ্লোক এবং "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ" এতৎপ্রসঙ্গে ধীরভাবে অনুশীলনীয়।

জগতে সভা-সমিতির যদি কোন ফল থাকে, তাহা হইলে হরিভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা উদ্দেশেই হওয়া উচিত। সভা-সমিতি যদি হরিভক্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ সভা-সমিতির কোন আবশ্যকতা নাই। কতিপয় সেকেলে ফলকামী কর্ম্মিগণ মনে করেন যে, সভা-সমিতি পূর্ব্বকালে ছিল না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক! 'ইষ্টগোষ্ঠী'র কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক! ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের

পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন ; কিন্তু এত কথা শুনিবার পরও মাননীয় লেখক মহাশয় নিজের বিচারফলে নির্ব্বিশেষবাদী বিষয়-মদান্ধ তার্কিকগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। পঞ্চরাত্র বলেন,—

স্বরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ শ্লোক-ধৃত পঞ্চরাত্রবাক্যম্)

[হে দেবর্ষে ! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধ ভক্তি বলেন, এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।]

মূক বা জড় হইলেই যে কেবল ভক্তি হয়, একথা কোন বিজ্ঞলোকে বলেন না। **নীরবতা ও নির্জ্জনতা উভয়ই প্রাকৃত ধর্ম্ম**। ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত রবত্যাগ বা প্রাকৃত রবযুক্ত হওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল ; প্রাকৃত জনসঙ্গ বা প্রাকৃত জনরাহিত্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। তজ্জন্য পরমোচ্চৈঃস্বরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর। "আমি জ্ঞানী বিচারক" এতাদৃশ নিজভোগপর অব্যক্ত বাঙ্ময়রূপ বিষয়কথা ছাড়িয়া মৌন হও, ইহাই সকল বিচারের শেষ কথা গৌরহরি গান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১২৮-১৩০ সংখ্যায় ভগবদুক্তি—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
এই মত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা ॥

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন-বিষয়ে লিখিয়াছেন,—

নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তং। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্নিত্যাদৌ। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। তৃণাদপি সুনীচেন তারোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি। যত্তন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈবেত্যুক্তং।
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা)

[এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত। "আমি লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ও লীলা-চেষ্টা-

সমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী-পর্য্যটন করিতে লাগিলাম" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—"যিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে সম্মান প্রদানকারী, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন।" যদ্যপি কলিকালে অপর আটটী ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তথাপি সে-সকল কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই সাধন করিতে হইবে।]

হরিকথা-কীর্ত্তন যেখানে নাই, হরিকথার প্রচার যেখানে নাই সেইখানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম-বিষয়-কথা প্রবল। হরিজনের সঙ্গ যেখানে নাই, সেখানেই মায়াগ্রস্ত আবদ্ধ জীবের সঙ্গময় সভা-সমিতি। যেখানে কীর্ত্তন নাই, শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু বৈরাগ্যের কথা বঞ্চিত-সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে সেখানে অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্য নাই। ফল্গুবৈরাগ্য প্রাকৃত-বিষয়, সুতরাং উহা জীবের কোন মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। ফল্গুবৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত বিষয়ান্তর্গত মনে করিলে যে অপরাধ হয়, বিষয়কে এবং কৃষ্ণকে সমজ্ঞান করিলে যে বিষপূর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করা হয়, তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কিরূপে জীবের উপলব্ধি হইবে? ভক্ত, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কল্পিত বিচাররূপ অসাধু ভাবসমূহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নীরব মনে করিলে কি মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সেবা হইতে রক্ষা পাইবেন? মায়ার প্রচার বা মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভক্তি-প্রচার ও ভক্তি-প্রতিষ্ঠা উন্মূলিত করিবার অসদ্বাসনা কি প্রচার বা প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম সীমা নহে? **ভক্ত-ভগবানে ভক্তিযোগে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ভাবময়।** নিত্য ভক্তি বিমুখ হইয়া অভক্তির আদর্শ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্য-নৈমিত্তিক ভোগ্য কর্ম্মবাদ ও সেবাশৈথিল্যবাদকে বহুমানন করিয়া ভগবদ্বিরোধী আত্মম্ভরিতা বৃত্তিরূপ অবৈধ-সাধন করিলে জীবের কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? জীব যদি অনাত্মবিবেক-বলে বিরূপ বুদ্ধিতে আপনাকে মুমুক্ষু, বুভুক্ষু বা উদাসীন মনে করিয়া নিজ-মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উৎকট তাড়নার বশবর্ত্তী হইয়া **অপ্রাকৃত-শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রতিকূল** ভাব হৃদয়ে ভ্রমক্রমে পোষণ করেন এবং ভক্তগণে প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা থাকিতে পারে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মঘাতী জানিয়া ভক্ত নীরব হইবেন। এস্থলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণব-চরিত্র,　　সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ,　　না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

———

শ্রীগুরুবর্গের সতীর্থের প্রতি অপ্রাকৃত দৈন্যোক্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, মথুরা (উঃ প্রঃ)
ইং ১১/১১/৬০

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পুরী মহারাজ ! তোমার ৪/১১/৬০ তারিখে Envelop-এর লিখিত পত্র পাইয়াছি। তোমার নিকট হইতে ১০।১২ বৎসরের মধ্যে কোন পত্র পাই নাই। সুতরাং এতকাল পরে তুমি পত্রদ্বারা তোমার বিষয় বিশেষরূপে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, যদিও তুমি আমার স্মৃতিপট হইতে একেবারে মুছিয়া যাইতে পার নাই, প্রায়ই তোমার কথা আলোচনা করিয়া থাকি। তোমার স্মৃতি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত বিশেষভাবে যুক্ত আছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নামকরণ, অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে সন্ধ্যার সময় তাহার প্রতিষ্ঠা এবং পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের বেনামীতে Press খরিদ এবং তাঁহার দেনা পরিশোধ এবং দশমূল শিক্ষার টীকা রচনা প্রভৃতি ব্যাপারে তুমি সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আছ। শ্রীবেদান্ত সমিতির আদিলীলার সর্ব্বোত্তম পরিকর বলিতে গেলে আমি তোমার কথাই উল্লেখ করিয়া থাকি। তুমি সমিতির যে-প্রকার সেবা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

তুমি আমাকে অযোগ্য জানিয়া দূরে চলিয়া গেলেও আমি তোমার উপর কোনরূপ দোষারোপ করি নাই। আমারই অযোগ্যতাহেতু তোমাকে আমি হারাইয়াছিলাম। সবই শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা—তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হউক।

তোমার লিখিত ৪ঠা তারিখের পত্রের মর্ম অবগত হইলাম। আমি এই সম্বন্ধে তোমার সহিত সাক্ষাতে কিছু আলোচনা করিতে চাহি এবং আমার জ্ঞাতব্য বিষয় তোমার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং পত্রপাঠমাত্র তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভাল হয়। আমি অধিক দিন এখানে থাকিব না।

ইতি—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

"হাতী ঘোড়া গেল তল
মশা বলে কত জল ?"

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর]

বৈদিক ধর্ম্মের (?) প্রচারক ব্রহ্মচারী হরিপদ চক্রবর্ত্তী affidavit সাহায্যে যিনি হরিপদ পরমহংস হইয়াছেন, তাঁহার এই affidavit মধ্যেও আমরা একটা বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছি। তিনি তাঁহার পূর্ব্বনামের 'ব্রহ্মচারী' ও 'চক্রবর্ত্তী'—এই ২টী পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু "হরিপদ" নামটী পরিত্যাগ করেন নাই। ঘণ্টাকর্ণের ন্যায় তিনি যতই না কেন 'হরি' শব্দের বিরোধিতা করুন, তাহা তাঁহার বাহ্য আচরণ, আন্তরিকভাবে কিন্তু এই 'হরি' নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার আগ্রহ বর্ত্তমান আছে ; তাঁহার এই affidavit কার্য্যমধ্যে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে নাকি ?

হরিপদজী একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অতিশয় ভঙ্গুর যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া মহাপ্রভু যে হরিনামের জনক ও প্রচারক তাহার বিরোধিতা করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত যুক্তির মধ্যেই যে স্ববিরোধ দোষ বর্ত্তমান তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব। পাঠকগণের স্মরণ-সৌকর্য্যার্থে তাঁহার বর্ণিত সম্পূর্ণ মিথ্যা বাক্যটীর কিয়দংশ পুনরায় প্রকাশ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—"নিমাইয়ের ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম হয়েছিল। সুতরাং হরিনাম করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। গৌরীয় বৈষ্ণব সমাজ বলেছিলেন যে, নিমাই হরিনাম প্রচার করেছিলেন ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। কারণ নিমাই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। ব্রহ্মমন্ত্র বা ওঁকার মন্ত্রের সাধনাই ছিল তাঁর বংশের ধর্ম। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের নাম (হরিনাম) করতে পারেন না।"

হরিপদজীর এই উক্তির প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ-স্বরূপে জানাইবার জন্য পূর্ব্ব সংখ্যায় অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা জানান নাই। উহা জানাইতে আমরা পুনরায় তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। কারণ মহাজনগণের বাক্যে দেখা যায়—"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমানশব্দার্থোপমানার্থাপত্ত্য-ভাবসম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিত-বচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।" এই শব্দ-প্রমাণ বা শাস্ত্রীয় বাক্যকেই মহাজনগণ মূল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম হইলে হরিনাম করা তার স্বভাব-

বিরুদ্ধ হয় এবং কেহ ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের নাম (হরিনাম) করতে পারে না—এই দুইটী উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়া হরিপদজী তাঁহার উক্তির সত্যতা রক্ষা করুন, নচেৎ তাঁহার উক্তিকে প্রত্যাহার করত ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

হরিপদজী আবার বন্ধনীযুক্ত গীতারত্ন (গীতারত্ন) বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং গীতার বাক্যে তাঁহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। গীতায় ১৬।২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যানুসারে আচরণ বা অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ; নচেৎ যে যাহা খুশীমত বলিলেই তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎকে চরম মঙ্গলময় স্বরচিত 'শিক্ষাষ্টক'-নামক যে মহারত্নটী দান করিয়াছেন তাহা কি হরিপদজী চক্ষে দর্শন করেন নাই ? তাঁহার ঐ সংস্কৃত পদ্যটীদ্বারা তিনি ভগবানের নামের যে মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভুকে হরিনামের প্রচারক নহেন বলিয়া ধারণা করা নিতান্ত মূর্খ অথবা ভগবদ্বেষী আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। হরিপদজী মহাপণ্ডিত ব্যক্তি সুতরাং 'শিক্ষাষ্টক' সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। তথাপি আসুরিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার রুচিকর ও প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাই মহাজনবাক্যে উপদিষ্ট আছে।—

দেখিয়া না দেখে যৈছে অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমি 'শিক্ষাষ্টক'-নামক মহারত্নটী নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ ১॥
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭ ॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মাহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

হরিপদজী মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্থাপন করিতে গিয়া নিজবাক্যের যে স্ববিরোধিতা করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকবৃন্দ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। হরিপদজী বলিয়াছেন—'নিমাই ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের নাম (হরিনাম) করতে পারেন না।' অথচ তিনিই আবার লিখিয়াছেন—"এদিকে নিমাইকে বাংলার বাহির ক'রে দিয়ে রঘুনন্দন নিমাইয়ের সহকর্ম্মী নিতাইকে ডেকে সারা বাংলাতে **তার সৃষ্ট হরিনাম** প্রচার করতে নির্দ্দেশ দিলেন। নিতাই রঘুনন্দনের কথামত শূদ্রদের জন্য নবাব হোসেন শাহর সহায়তায় বাংলার সর্ব্বত্র হরিনাম ছড়াতে লাগলেন।" শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও যে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই হরিপদজীর জানা আছে। নিত্যানন্দ প্রভু একচক্রা গ্রামনিবাসী হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর পক্ষে শূদ্রের হরিনাম করা হরিপদজীর যুক্তিতে অসম্ভব ; কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা সেই শূদ্রের হরিনাম প্রচার করাইয়া হরিপদজী কি নিজ বাক্যের বিরোধিতা করিলেন না ? সুধী পাঠকগণ ইহা নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মিথ্যাকে কখনই ঢাকিতে পারা যায় না। আরও একটী 'স্ববিরোধ' তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পাইয়াছে। —"তার সৃষ্ট হরিনাম"—এই পদগুলিতে মহাপ্রভুকে হরিনামের স্রষ্টা বলিয়া যোগীবর নিজেই কি স্বীকার করেন নাই ? সুতরাং মিথ্যারূপে বলিতে গেলেও শুদ্ধা সরস্বতীদেবী হরিপদজীরই মুখদ্বারা সত্যকেই প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য ঢাকা যায় না।

হরিপদজী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিনাশকারী বর্ত্তমান রাজনৈতিকরূপে

স্থাপন করিবার অযথা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কষ্টকল্পনা-প্রসূত মিথ্যা উক্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—"নিমাই শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের জন্য আজীবন বিপ্লব করে গেছেন। আজ যে রাজনৈতিক মহল সকলের সমান অধিকারের বিষয় চিন্তা করছেন, সকলকে সমান বণ্টনের বিষয় চিন্তা করছেন, নিমাই ৫০০ বছর পূর্ব্বে এই স্বপ্নই দেখেছিলেন এবং স্বপ্নকে কাজে পরিণত করার জন্য তিনি একটী দল গঠন করে চাঁদ কাজীর বাড়ি আক্রমণ করেছিলেন স্থানীয় সকল হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে।"

হরিপদজীর এই উক্তিতে তিনি যে বর্ত্তমান রাজনীতির একজন প্রধান পাণ্ডা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বৈদিক ধর্ম্মের আবরণে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকেও তিনি স্বপক্ষে স্থাপন করিবার দুষ্ট চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছেন। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং"—বাক্যানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ-স্বরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্রষ্টা ও সংরক্ষক হইয়া নিজপ্রতিষ্ঠিত সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে কখনই ধ্বংস করিতে পারেন না। সাধারণ নীতিতেও পরিলক্ষিত হয়—"Father can never deny his own child." শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় কোথাও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদা প্রকাশ পায় নাই, পরন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালনের পরিপক্ক ফলস্বরূপে বৈষ্ণবতার অধিকার জন্মে এবং বৈষ্ণবগণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্গত মনে না করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অতীত সর্ব্বোত্তম অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করা যে কর্ত্তব্য, আচরণমুখে তিনি ইহাই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন তিনি কোথাও করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩৩।৭ শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যিনি শ্রীহরিনামগ্রহণে অধিকারী তিনি ব্রাহ্মণাদির পাঠ্য চতুর্ব্বেদ নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিয়াছেন। বৈদিক শিক্ষার সম্যক্ ফলস্বরূপে জীবের শ্রীহরিনামে অধিকার লাভ হইয়া থাকে—ইহাই সকল শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমরা হরিপদজীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া নিশ্চয়ই ধারণা করিতে বাধ্য যে, তাঁহার বেদপাঠ হয় নাই; ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মও আচরিত হয় নাই।

'ন চ দৈবাৎ পরং বলং' বাক্যে যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই গণশক্তিতে অযথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তায় ও অচিন্ত্য-শক্তিমত্তায় ঐপ্রকার আসুরিক ব্যক্তির প্রত্যয় হয় না। দুর্য্যোধন গণশক্তিতে ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধশক্তিতে পাণ্ডবপক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ

ছিল, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিবলে পাণ্ডবগণই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে—ইহা কে না স্বীকার করেন। কাজী গণশক্তিতে ভীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ; মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার ভগবৎ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়াই তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন ও তাহার বংশধরগণকে হরিনামের বিরোধিতা করিতে নিষেধ বা তালাক দিয়াছিলেন। একথা অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণের মুখে প্রমাণিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও কাজীর কথোপকথনে দৃষ্ট হয়—

আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা' ॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীত-কোলাহল, সঙ্গীত-নর্ত্তন ॥
তুমি কাজী,—হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
তবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥

* * *

শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥
প্রভু বলে,—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি' কহ তুমি, না করিহ ভয় ॥
কাজী কহে,—যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা-ভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥

যে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি' না করিনু প্রাণঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে আর যবন নাশিমু॥
এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল॥

*　　*　　*

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও,—হেন লয় মোর মন॥

*　　*　　*

প্রভু কহে—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥
কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে॥

হরিপদজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম মঙ্গলময় সন্ন্যাসগ্রহণ লীলাকেও অস্বীকার করিয়া মনঃকল্পিত কতকগুলি মিথ্যা যুক্তি ও ঘটনার সৃষ্টি করত দুষ্ট ও অপরাধজনক চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত যুক্তির ও উক্তির দ্বারা তিনি নিজেই জগতের নিকট হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তাহা আসুরিক চিত্তবৃত্তিতে তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে সক্ষম হইতেছেন না। নবদ্বীপের নিদয়ারঘাট, কাটোয়ার কেশমুণ্ডন ও সন্ন্যাসগ্রহণ স্থল প্রভৃতি অদ্যাবধি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসে, কবির কাব্যে, ভক্ত ও বাউলের সঙ্গীতে তাঁহার করুণ সন্ন্যাস-লীলার সুর অদ্যাপিও পরিপূরিত দেখিয়াও কোন্ সাহসে এই সত্যকেও তিনি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া কোন্ সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি না তাঁহাকে থুৎকার প্রদান করিবেন? হরিপদজী লিখিয়াছেন—

"নিমাই যে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন একথার পেছনেও কোন জোরালো যুক্তি নেই। কারণ নিমাইকে জোরপূর্ব্বক বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তাকে একদিনের জন্যও বাংলাতে থাকবার সুযোগ বা সময় দেওয়া হলো না। সুতরাং তিনি কবে সন্ন্যাস নিয়ে হরিনাম প্রচার করেছিলেন তাহার সন, তারিখ আমরা বৈষ্ণবগণের নিকট হতে পেতে ইচ্ছা করি।"

মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থে তাঁহার সন্ন্যাসলীলা বর্ণনের মধ্যে তাঁহার সন্ন্যাসের কাল বর্ণিত আছে। কিন্তু হরিপদজী অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় তাহা দেখিতে পান না। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বৈষ্ণবগণ কখনও ইচ্ছুক হইবেন না। ইহা তাঁহার জানা আবশ্যক। "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥"—এই গীতা-মাহাত্ম্য বাক্যটী হরিপদজীর অবশ্যই স্মরণ আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ইচ্ছানুসারে হোসেন শাহ বাদশা মহাপ্রভুকে একদিন মধ্যেই বাঙ্গালার বাহির করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপরাধজনক কাল্পনিক গল্পটী তিনি লিখিয়াছেন, তাহা কোনমতেই তিনি প্রমাণ করিতে পারিবেন না—ইহা জগতের সাধুব্যক্তি মাত্রেই নিঃসন্দেহ। দুরাশয় ও দুষ্ট ব্যক্তিগণ হরিপদজীর অনুসরণ করিতে পারেন, পরন্তু সাধুসমাজ তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে ধিক্কার দিতেছেন। কাজী মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে নবাবের নিকট নালিশ করেন নাই এবং নবাবও মহাপ্রভুকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করেন নাই। পরন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিচার করত কাজী এবং যবনগণকে মহাপ্রভুর প্রতি কোনপ্রকার হিংসা করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার সর্ব্বত্র গমনাগমনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

গৌড়াধ্যক্ষ যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুক, যাহাঁ উহার মন ॥

* * *

দবিরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয় ॥
মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম ॥

তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ॥
রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহ, নাহিক সংশয়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

যোগীবর এই প্রবন্ধের শিরোণামা "হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল" সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া 'ভেড়া' স্থলে পরিবর্ত্তিত ও স্বেচ্ছায় লিখিত "মশা" পদটী লইয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দেখা গেল। হস্তীর তুলনায় ভেড়া হইতে মশক অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং কত জল তাহার পরিমাপ লওয়া বিচারে ভেড়া হইতে মশকের চেষ্টায় অনধিকার চর্চ্চা অধিকতরভাবে প্রকাশ পায় বলিয়াই প্রবাদবাক্যটীর পাঠ পরিবর্ত্তন স্বেচ্ছাকৃত ও উপযুক্ত হইয়াছে। ইহাকে যোগীবর তাঁহার ধ্যানযোগে যেরূপ অবগত হইয়া আনন্দলাভ করেন করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি বা মাথা ঘামাইবার কিছু নাই। নিম্নে যোগীবরের আরও কয়েকটী মন্তব্যের সংক্ষেপে উত্তর প্রদত্ত হইল।—

যাঁহারা বলেন—'দেবদেবীগণ সকলেই নামরূপের অন্তর্গত কাল্পনিক মূর্ত্তিবিশেষ। দেবদেবীগণ কি কোথাও আছেন?' তাঁহারা গোবিন্দ বা শিশুকৃষ্ণকে পূতনা ঘাতক বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ কপট পূতনাকেই হত্যা করেন, ভক্তগণকে ও তাঁহাদের বিচার, সিদ্ধান্ত ও ভক্তিকে কখনই হত্যা করেন না, পরন্তু তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন ও রক্ষা করিয়া থাকেন। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। সুতরাং ভক্তিধর্ম্মের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বিনাশক শিশুকৃষ্ণ নহেন। শিশুকৃষ্ণ হইতে তাহার কোন ভয় নাই; পরন্তু যাহারা অভক্ত ও মিথ্যাবাদী এবং বৈদিক ধর্ম্মের ছলনায় ভক্তদ্বেষী, তাহাদেরই শিশুকৃষ্ণ হইতে ভয় জানিতে হইবে।

যোগীবর নিজে গোবিন্দ বা দেবদেবীগণ কি কোথাও আছেন বলেন, অথচ তিনি নিজকে বামনের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কপটতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল না কি?

শ্রীভগবান্ যে বিরাট্ ও ত্রিবিক্রম, তাহাতে কোন আপত্তির অবকাশ নাই। ভক্তগণ তাঁহার দাস্যসূচক নামের আদর করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহার শিষ্যকে সেই দাস্যসূচক ভগবন্নাম প্রদান করেন। কোর্টের সাহায্যে কোন যোগী বা হংস বলিয়া জাহির হইতে তাঁহারা ইচ্ছা করেন না।

পিতৃদত্ত 'হরিপদ' নামের সার্থকতা প্রকাশ করিতে যোগীবর যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অসারতা ও মিথ্যাত্ব সাধারণের সহজবোধ্য হইয়াছে।

যোগীবর বেদাঙ্গ ব্যাকরণ শাস্ত্রের শব্দ-ব্যুৎপত্তিতে যে মহাপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যিই তারিফ করিবার যোগ্য।

যোগীবর ভক্তের সমালোচনা করিতে গিয়া যত মায়িক বিচার-যুক্তির অবতারণা করিয়া অজ্ঞ ও বালিশ জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তত্ত্ব লইয়া মহা সমস্যায় পতিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবগণের নিকট বিষয়টী জানিয়া লইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি যোগপথের পথিক হইয়া ভক্তিপথের গূঢ়ত্ব জানিতে চাহিলে—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর লওয়ার মত অনধিকার চর্চ্চা হয়। এই কারণেই তাঁহার মস্তিক হইতে বাহির হইয়াছে—বিষ্ণু সত্যযুগের ভুইফোড় এবং কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের পিতামাতার পুত্র। (গীতারত্ন) মহাশয় গীতার "অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ?" "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তম্॥" "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"—এই সকল বাক্যে যোগীবরের বিশ্বাস নাই।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"—এই কৃষ্ণ-বাক্যকেও তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। তজ্জন্য ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে প্রাকৃত এবং ধ্বংসশীল ও জরাব্যাধের বাণে নিহত হইতে দেখিয়া থাকেন।

যোগীর মস্তিকে সচ্চিদানন্দ বস্তুর ধারণা প্রবেশ করে না। সচ্চিদানন্দের প্রকাশ ও বিলাস তাহাদের অধিকার বহির্ভূত। সেই কারণে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর একত্ব ও পার্থক্যের ধারণা করা যোগীর পক্ষে অসম্ভব। যোগীর দৌড় পরমাত্মা পর্য্যন্ত; সেইহেতু "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি", 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত' বাক্যটী তাহার পরম রুচিকর। 'পরবিধি বলবান্' ন্যায়ানুসারে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" —বাক্যে তাঁহার ঔদাসীন্য। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"—বাক্যটীতে যোগীর বিশ্বাস কোথায় ? শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোকটী যোগীবরের কখনই মনঃপূত হইতে পারে না।

যোগীবর বৈষ্ণবদিগের "তৃণাদপি সুনীচ"-ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন। পাষণ্ড ও অসুরের ধর্ম্মীয় আবরণ উন্মোচন করত জগদ্বাসীকে সতর্ক এবং রক্ষা করিবার প্রয়াসকে তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ'-ধর্ম্ম নহে বলিয়াছেন। ইহাতে নাকি মানীর অমর্য্যাদা করা হইতেছে? পক্ষান্তরে তিনি অসার ও মিথ্যা বাক্য ও যুক্তিদ্বারা ভক্তি, ভক্ত এবং ভগবানের প্রতি প্রাকৃত ও বিদ্বেষমূলক সমালোচনা ও উক্তিকে মানীর অমর্য্যাদাকর বলিয়া চিন্তা করিতে অক্ষম হইয়াছেন। যোগপন্থীদিগের এরূপ ব্যবহার বা চরিত্র কুত্রাপি কস্মিন্‌কালেও দৃষ্ট হয় না; সেইকারণে হরিপদজী প্রকৃত যোগপন্থী কিনা তাহা সুধীব্যক্তির সহজবোধ্য হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য—'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'; 'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্' প্রভৃতি বাক্যগুলিকে আদর করিয়া এবং সর্ব্বোপরি—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় **কদাচন**।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।"

—শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশকে শিরোধার্য্য করত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ" ॥

—এইনির্দ্দেশানুসারে আমরা ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষারূপ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম। অলমতি বিস্তরেণ।

—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ**

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এবং তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপা ও প্রেরণায় এবং সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের বিশেষ আগ্রহ ও নির্দ্দেশানুসারে সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সমিতির সদস্যগণ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহযোগে শ্রীবৃন্দাবনস্থ সেবাকুঞ্জ-দানগলিস্থিত শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে উত্থান-একাদশী (৪ঠা অগ্রহায়ণ) হইতে হৈমন্তিকী-রাসপূর্ণিমা (৭ই অগ্রহায়ণ) পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিবসব্যাপী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-বৃন্দাদেবী শ্রীবিগ্রহগণের কৃপাময় শুভপ্রকাশ তথা শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব বিরাট্ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৪ঠা অগ্রহায়ণ—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী *শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের হঠাৎ অসুস্থতা* নিবন্ধন উপস্থিত থাকিতে না পারায় প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের সভাপতিত্বে এক বৃহতী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ চৈতন্যকৃষ্ণাশ্রয় তীর্থ মহারাজ (প্রধান অতিথি), ডাঃ কেশবাচার্য্য, এম. এ., পি. এইচ ডি (সংযোজক), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি বক্তাগণ শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিগণের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সারগর্ভ বিচার ব্যক্ত করত শ্রোতাগণকে পরমানন্দ প্রদান করেন।

পরদিবস (৫ই অগ্রহায়ণ)—পূজ্যপাদ শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। ইহাতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ রসিকানন্দ বন মহারাজ (প্রধান অতিথি), শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-নিলয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন।

৬ই অগ্রহায়ণ—প্রাতঃ ৮টা হইতে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কৃত্য, বাস্তুপূজা, অগ্নিসংস্কার, বৈষ্ণবহোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও পাঁচটী সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীসহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর বিজয়বিগ্রহগণকে সুন্দর ও সুসজ্জিত রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের সপ্তদেবালয়ের সম্মুখ দিয়া প্রধান প্রধান জনপথে পরিভ্রমণ করা হয়। এরূপ বিশাল সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও শ্রীবিগ্রহ-গণের মনোরম দৃশ্যাবলী শ্রীবৃন্দাবনের নব্য ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। শ্রীবৃন্দাবনের সজ্জনগণ এবম্প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

৭ই অগ্রহায়ণ—প্রাতঃকালীন পাঠ-কীর্ত্তনান্তে সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীযমুনা পুলিনে গমন ও তথায় শ্রীযমুনা পূজন ও আহ্বান করত ১০৮টী কলসে যমুনা বারি যজ্ঞস্থলীতে আনয়ন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ব্রজবাসিনী মহিলাগণ ও যাত্রিগণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ শোভাযাত্রা পূর্ণজলকুম্ভসহ শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইয়া শ্রীবিগ্রহগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠের অভিষেক বেদীতে উপস্থিত হন। তদনন্তর প্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরহিত্যে এবং শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের এবং সমিতির আচার্য্যপাদের অর্চ্চন-পূজান্তে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীনরহরি দাসাধিকারী যথাক্রমে ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বৈদিক ও পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে অভিষেক ও বৈষ্ণবহোমের কার্য্য সমাধা করেন। শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ প্রধান ব্রহ্মচারিগণ ও বিশেষ বিশেষ সেবাদানকারী সজ্জনগণের সহিত বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন করেন। শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ঈশোপনিষদ, শ্রীগোপালসহস্রনাম প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন। শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ পরিচালনা করেন। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ অভিষেক কার্য্যে সহায়তা করেন। শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ নরহরি দাসাধিকারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভাণ্ডার, ভোগরাগ এবং মহাপ্রসাদ-ব্যবস্থাদিতে তাহাদের অক্লান্ত সেবা-প্রচেষ্টার জন্য সকলের নিকট স্নেহের পাত্র হইয়াছে। শ্রীমান্ কমলাপতি, তরুণকৃষ্ণ, জয়গোপাল, রামগোবিন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ যাত্রিগণের আবাস, যাতায়াতকালের পরিবহণ ও অন্যান্য সাচ্ছন্দ-ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছে। অন্যান্য সকল ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ শচীসূনু দাসাধিকারী, শ্রীপাদ গোপালচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতি গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ—সকলেই বিবিধ-প্রকার সেবাকার্য্য করিয়া প্রসংশার পাত্র হইয়াছেন। এই সকল সন্ন্যাসী,

ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের সহযোগ বিনা এরূপ বৃহৎ মহদনুষ্ঠান কিছুতেই নির্ব্বিঘ্নে ও সুশৃঙ্খলের সহিত সম্পন্ন হইত না।

পরিশেষে প্রকাশ থাকে যে, সমিতির পক্ষ হইতে পরম উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ শেরগড়ে মাহেশ্বরী পরিবারকে যিনি—শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠের জন্য সমিতিকে তাঁহাদের বৃন্দাবনস্থ শেরগড়ওয়ালী মাহেশ্বরী কুঞ্জকে নির্ব্বূঢ় সত্ত্বে দান করিয়াছেন এবং পরম উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ ভাগ্যকুলের জমিদার পরলোকগত পুলিনবিহারী রায়ের সুপুত্র শ্রীপ্রদীপকুমার রায় সস্ত্রীক যাঁহারা তাঁহাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ "শ্রীরাধারাণী-কুঞ্জ" সমিতিকে দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সমিতির সভ্যবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করত শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীচরণে তাঁহাদেরআত্যন্তিক মঙ্গল কামনা করেন।

ঐ দিন মধ্যাহ্নে অভিষেক, বৈষ্ণবহোম ও শ্রীবিগ্রহপ্রকাশের পর আহূত ও রবাহূত প্রায় ৭।৮ হাজার ব্যক্তিগণকে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মথুরা-নিবাসী মহাধনী ভক্তবৃন্দ এই মহদনুষ্ঠানে সাধুসজ্জনগণকে বস্ত্রাদি প্রদান ও মহাপ্রসাদ দানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া সমিতির পরম প্রীতিভাজন হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের পারমার্থিক ও সার্ব্বিক মঙ্গল কামনা করি। শ্রীমান্ বাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারীর সর্ব্বপ্রকার সেবানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বিশেষতঃ শোভাযাত্রা, বৈদ্যুতিক সাজসজ্জা ও সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার চলচ্চিত্র প্রস্তুতকরণের অসীম উদ্যম বিশেষ প্রশংসার্হ।

—নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতা

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১১শ সংখ্যার ৪২৩ পৃষ্ঠায় ২৪শ পংক্তিতে "অপস্যা" স্থলে "তপস্যা", ৪২৭ পৃষ্ঠায় ৪র্থ পংক্তিতে "Trouth" স্থলে "Truth", ৪৩০ পৃষ্ঠায় ২৮শ ও ৪৩১ পৃষ্ঠায় ৪র্থ পংক্তিতে "hair" স্থলে "haired" এবং ৪৩১ পৃষ্ঠায় ৫ম পংক্তিতে "vanished" স্থলে "banished" হইবে।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলাপ্রবেশ

বিগত ১৪ শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ ১৩৯৫, ১২ আগষ্ট ১৯৮৮, শুক্রবার অমাবস্যা-তিথিবাসরে প্রাতঃ ৫।৪৮ মিনিটে শ্রীধামনবদ্বীপ-কোলেরগঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত



মঠ-প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দপরিগীত সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে অবস্থান করত পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ নিজাভীষ্ট নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া-

ছেন। তিনি দীর্ঘ ৯৩ বৎসর প্রকট থাকিয়া তদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর মনোঽভীষ্ট সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সেবকগণের অন্যতমস্বরূপে ভারতে ও বহির্দ্দেশে শ্রীল প্রভুপাদ তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণমুখে প্রচার করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

তিনি ছাত্রজীবনে (পূর্ব্বাশ্রমে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর Law পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধীজীর Non Co-operation Movement-এ (অসহযোগ আন্দোলন) যোগদান করেন। পরবর্ত্তিকালে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের হরিকথা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি—তাহা উপলব্ধি করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠে একান্তভাবে যোগদান করেন। তখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কৃপালাভ করেন এবং ঐ বৎসরের বৈশাখ মাসে তাঁহার নিকট শ্রীহরিনাম ও ২৩শে শ্রাবণ পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুযায়ী মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষায় তাঁহার নাম হইয়াছিল—শ্রীরামানন্দ দাস। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সাধন-ভজনে ঐকান্তিকতা ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিষ্কপট অনুরাগ এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া ৭ই আশ্বিন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ, শুক্লা দ্বিতীয়া-তিথি, অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ প্রদান করেন (সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৯ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ" নামে পরিচিত হন। তিনি তাঁহার প্রভুদত্ত সেই নামের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীগুরুকৃপায় জগদ্‌বরেণ্যে হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনের প্রায় সকল প্রবীণ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থাশ্রমী সেবকগণই পরম পূজ্যপাদ শ্রীধর গোস্বামী মহারাজকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং সেই ভজনবিজ্ঞ মহারাজের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া পরমানন্দিত হইতেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বদা প্রণতঃ আছেন ও থাকিবেন। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ ও আরও অনেকে তাঁহার নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরম পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের অভিভাবকগণের নির্দ্দেশে পঠদ্দশায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। অতি বাল্যকালেই সংস্কৃত ভাষায় কবিতাদি রচনা করিতে পারিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে তাঁহার সেই প্রতিভাশক্তি উত্তরোত্তর বিকশিত হইতে লাগিল। প্রকটকালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার রচিত স্তোত্র—বিশেষতঃ 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিরহদশকম্' পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরচিত—শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকঃ, শ্রীদয়িতদাসপ্রণতিপঞ্চকম্, শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্ ও শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপ্রণতিঃ, প্রভৃতি স্তোত্রগুলি তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচায়ক। তাঁহার রচিত—শ্রীমদ্ গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্, শ্রীমদ্রূপপদরজঃ প্রার্থনাদশকম্, শ্রীমন্নিত্যানন্দদ্বাদশকম্, শ্রীল গদাধর-প্রার্থনা, ঋক্তাৎপর্য্যম্, শ্রীগায়ত্রীনির্গলিতার্থম্, শ্রীপ্রেমধামদেবস্তোত্রম্, শ্রীগৌরসুন্দরস্তুতি-সূত্রম্ প্রভৃতি স্তোত্রগুলি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে। তাঁহার সম্পাদিত শ্রীল রূপগোস্বামিপাদকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্,' 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি বাঙ্গালা এবং ইংরাজী গ্রন্থগুলিও বিশ্বে প্রচারিত হইয়া বিশ্ববাসীর পরমকল্যাণ বিধান করিতেছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটকালের পূর্ব্বদিবস পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-কীর্ত্তিত—'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন।' গীতিটী শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি যে করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, পূজ্যপাদ মহারাজ সেই কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক অপ্রকটকালের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি কোলেরগঞ্জে মঠস্থাপনের পূর্ব্বে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ও পরম পূজ্যপাদ শ্রীল নরহরি ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় গুরুভ্রাতাগণের সহিত একত্রে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে কোন কোন বিষয়ে বিচারে মতানৈক্যহেতু কোলেরগঞ্জে পৃথক্ মঠ স্থাপন করিয়া প্রচারকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন এবং পরে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া উপবীত ও সন্ন্যাস প্রদান করত প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিয়া সর্ব্ববরেণ্য হইয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটলীলায় আমরা শ্রীল প্রভুপাদের একজন নিজজনকে হারাইলাম বলিয়া বিরহ-দুঃখে দুঃখিত। তাঁহার প্রয়াণকালে নিকটবর্ত্তী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সেবক উপস্থিত থাকিয়া শেষকৃত্যাদিতে অংশগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিত্যই তাঁহাকে প্রণাম জানাইতেছি ও তদীয় কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩১ পৃষ্ঠার পর]

ঋষিগণের শিক্ষা সব দেশই কম-বেশী নিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশও নিয়েছে। সেখানেও দেখতে পাওয়া যায়, এ নিয়ে একটা চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। সেখানেও তাঁরা বলছেন ঋষিনীতিটা। সেই সন্নীতি ও সুশিক্ষা ইংরেজী অনুবাদ হয়ে আবার ফিরে আসছে আমাদের দেশে। চমৎকার শিক্ষা! আমরা এত অহঙ্কারী, এত দাম্ভিক হয়ে পড়েছি যে, আমাদের honesty—ভাল-মানুষী যা কিছু, সবটাই নষ্ট হতে চলেছে।

কথাটা রূঢ় বাস্তব সত্য। এ বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন ঋষিগণ। আমরা যদি আমাদের সমাজকে কিছু খারাপ শিখাই, তাহলে তার ফলভোগ করতে হবে আমাদেরই। রেহাই নাই। কেন?—কথায় বলে "তোর শীল তোর নোড়া, তোর ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।"—এই নীতির হাত থেকে ত' সমাজ বাঁচবে না। যদি সমাজকে আমরা নাস্তিকতা শিখাই, তাহলে সেই নাস্তিকতা সমাজের ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসবে। এইটাই ত' চরম শিক্ষা—তিক্ত অভিজ্ঞতা।

শ্রীনন্দ মহারাজ গর্গ-ঋষির প্রতি যে আচরণ করছেন, তা যথাযথ আচরণ। গুরুজন, মুনি-ঋষির প্রতি যে সম্মান, তা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি ঋষিকে উচ্চাসনে বসাচ্ছেন, নিজে হাতজোড় করছেন তাঁর কাছে, আবার তাঁকে পূজার্চ্চনও করছেন। ভগবানকে যেমন ধূপ-দীপ দিয়ে আরতি করা হয়, এঁকেও তদ্রূপ করা হচ্ছে। নিজের দোষত্রুটী স্বীকার করছেন। এগুলি হল Etiquete—শিষ্টাচার—উপযুক্ত আদব-কায়দা। শিখতে হবে এগুলো।

সূপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সুনৃতয়া মুনিম্।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্॥

মুনিবর যথাবিহিত আতিথ্য-সৎকার লাভ করে উপবেশন করলে নন্দ মহারাজ বিনীতবচনে তাঁকে সন্তুষ্ট করে বলতে লাগলেন,—হে মুনিবর! আপনি ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে পূর্ণকাম। আপনার প্রীতির জন্য আমি কি অনুষ্ঠান করব বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার কোন চাহিদা—Demand নাই। পার্থিব জগতের কোন বস্তু আপনার প্রার্থিত বিষয় নয়—দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কিভাবে আপনার সেবা করব?—আমি ত' বুঝে উঠতে পারছি না।

যদি কারও পিপাসা লেগেছে, এক গ্লাস জল দিলাম। যদি কারও ক্ষুধা লেগেছে, তাহলে তাকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করলাম। যদি কারও অসুখ করেছে, তাহলে তার চিকিৎসা করলাম। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, গৃহহীনকে গৃহদান করা যায়; কিন্তু আপনার সেবা আমি কিভাবে করব? আপনার ত' কোন অভাব নাই। আমি যা বলব আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলবেন—আমার ত' কোন চাহিদা নাই। তাই আমি বুঝতে পারছি না কি করলে আপনার সেবা হবে? অযাচিতভাবে ঘরে সাধু এসেছেন, আমি নিমন্ত্রণ দিই নাই, অনাহূত, রবাহূত অবস্থায় তিনি আমার গৃহে এসেছেন; কি করে তাঁর সম্মান করা যায়, তাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি দেখান যায়—সেটা আমার জানা নাই।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥

আবার নন্দ মহারাজ বলছেন,—হে ঋষিবর! আপনাদের ন্যায় মহাজনগণ যে নিজ আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন তা স্বীয় স্বার্থের জন্য নয়, পরন্তু মাদৃশ দীনচিত্ত গৃহব্রত নরগণের পরম মঙ্গলের জন্যই তাঁদের গমনাগমন। অদ্ভুত কথা! এখানেও অতিথি-সৎকারের কথা এসেছে। নন্দ মহারাজ বলছেন,—আপনি যে আমাদের গৃহে এসেছেন এতে আপনার কোন স্বার্থই আমি দেখছি না। 'স্বার্থ'-শব্দের দুরকম অর্থ আছে ভাগবতে। স্ব+অর্থ=স্বার্থ। স্বার্থপর—Selfish শব্দ বললে বুঝতে পারা যায়, কথাটা খুব খারাপ। কিন্তু সদর্থে আত্মকল্যাণ চিন্তাকেই বলছেন স্বার্থ। আত্মার কি করে কল্যাণ হয়, এই চিন্তা-ভাবনার নাম হল স্বার্থ। এই চিন্তা-ভাবনা যিনি করছেন, তিনি হলেন 'স্বার্থপর'। সংসারে আমরা ভাল-মন্দ বুঝতে পারছি না। মন্দকে ছেড়ে ভালকে নিয়ে চলবার যে চেষ্টা, প্রতিজ্ঞা—তাহাই 'স্বার্থপরতা'। এই স্বার্থরক্ষার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কে? "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্"—ভগবান্ হলেন পরম স্বার্থপর। এ ত' অদ্ভুত অর্থ! এইরূপ অর্থ ভাগবতে আছে। 'স্বার্থ' হল আত্মকল্যাণ-চিন্তা। আর সেই স্বার্থপরতা যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীভগবান্ বিষ্ণুতে। তিনি হলেন 'স্বার্থগতি' অর্থাৎ তাঁর সাধন-ভজন করলে, তাঁকে যদি জানবার-বুঝবার চেষ্টা করি, ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, তাহলে আমার যথার্থ আত্মকল্যাণ।

নন্দ মহারাজ দৈন্যভরে জানাচ্ছেন,—মাদৃশ দীনচিত্ত গৃহব্রত নরগণের পরম মঙ্গলের জন্য আপনার ন্যায় ভক্তগণের জগতে গমনাগমন। নন্দ মহারাজ

নিজকে 'দীনচিত্ত' বলছেন। 'দীন'-শব্দের ঠিক অর্থ খুব গরীব, কাঙ্গাল। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'দীন' শব্দের অর্থ করেছেন—যারা ঈশ্বরের সাধন-ভজন করেন না, যারা আত্মকল্যাণ চিন্তা করতে শেখেন নাই, তারাই হলেন দীন। 'দীনচিত্ত' মানে যাদের তত্ত্বদর্শন লাভ হয় নাই। 'দীন' শব্দের বদলে আর একটা বিশেষণ দেওয়া আছে শাস্ত্রে, সে শব্দটা হল 'কৃপণ'। এই শব্দেরও ব্যবহার গীতা, ভাগবতে, বেদে, উপনিষদের মধ্যে আছে। তবে 'কৃপণ'-শব্দে আমরা সাধারণভাবে যে অর্থ করি—যার অনেক টাকা-পয়সা আছে, যিনি নিজেও খান না এবং অপরকেও দেন না। এখানে কিন্তু সে অর্থ নয়। এখানে 'কৃপণ' বলছেন তাকে—যিনি হরিভজন করেন না, আত্মকল্যাণ চিন্তা করেন না। এর বিপরীত শব্দটী বলেছেন 'ব্রাহ্মণ'। বেদে, উপনিষদের মধ্যেও ব্যাখ্যা রয়েছে।—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।
য এতদক্ষরং গার্গি! বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গার্গীকে বলছেন,—হে গার্গি! যারা অক্ষর পরব্রহ্ম ভগবানকে না জেনে এ জগৎ থেকে চলে যান, যারা আত্মকল্যাণ চিন্তা করল না, তারাই হল 'কৃপণ'। আর যাঁরা এই অচ্যুত পুরুষকে জেনে এ সংসার হতে চলে যেতে পারছেন, জীবনের সফলতা করছেন, তাঁরাই হলেন প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ'। ঈশ্বরের সাধন-ভজনকামী ও বিমুখ ব্যক্তি—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বা ব্রাহ্মণ এবং কৃপণ শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যা করেছেন। নন্দ মহারাজ বলছেন—"আমার ন্যায় গৃহব্রত ব্যক্তি।" 'গৃহব্রত' মানে—যারা নিজের গৃহ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না তারাই। এই ধরণের আরও একটা শব্দ আছে—গীতা-ভাগবতে তার ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়—'গৃহমেধী'। চাষাবাদের ফসল মাড়াই করার জন্য মাঝে একটা বাঁশ পুঁতে কতকগুলো বলদের গলায় দড়ি দিয়ে চারিদিকে ঘুরান হয়। মাঝখানেই এই যে বাঁশ বা খুঁটি থাকে একে বলে 'মেধ'। গৃহরূপ মেধকে আশ্রয় করে যারা যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে, তারা হল গৃহমেধী বা গৃহব্রত। শব্দ দুটোর অর্থ একই। এটা সমালোচনামূলক পরিভাষা। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"—এ কথা আপনারা স্মৃতিশাস্ত্রে পেয়েছেন। গৃহকে গৃহ বলা হবে না, তাহলে কাকে গৃহ বলা হবে?—"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। এটাও যুক্তির কথা। এখানে বলছেন ঘরে ত' সবাই থাকি আমরা। গৃহী গৃহে অবস্থান করেন, আবার ত্যাগীরাও ত' গৃহে অবস্থান করেন। কিন্তু একজনের বিশেষণ দেওয়া হল 'গৃহস্থ', আর একজনের

গৃহস্থ বিশেষণ কেন দেওয়া হচ্ছে না? ব্যাপারটা কি? শাস্ত্রকারগণ কি পক্ষপাতিত্ব করেছেন? তাঁদের মধ্যেও কি কিছু **Partiality** আছে? শাস্ত্র বললেন, জিনিসটা তা নয়। ত্যাগী যদিও পারমার্থিক সজ্ঘারামে—ঘরে থাকেন, কিন্তু তাঁর ঘরে থাকার অধিকার নাই। তাহলে ত্যাগীদের স্থান কোথায়, ত্যক্তাশ্রমীদের অবস্থান কোথায়? শুনলে অবাক হবেন না আপনারা। স্মৃতি-শাস্ত্রেই ব্যবস্থা আছে—"সুরবরমন্দির-তরুতল-বাসঃ, শয্যাভূতলমজিনং বাসঃ।" এই ত' তাঁদের জন্য ব্যবস্থা। সুতরাং সাধারণভাবে 'গৃহস্থ' শব্দটা বললে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রমকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। যদিও সাধু-সন্ন্যাসিগণ ঘরের মধ্যেই বাস করেন, তথাপি পার্থক্য বিবেচনা করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু পৃথক্ **Discipline** আছে, কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম এক। সেই নিত্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মটা কি?—উভয়ের পক্ষে ঈশ্বরের সাধন-ভজনই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হয়েছে। তাহাই গৃহী-ত্যাগী উভয়ের পক্ষে মূল আচরণীয় বিষয়।

চারি বর্ণাশ্রমীর কথা গীতা-ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন। কোথা থেকে চার বর্ণাশ্রমী আসছেন?—ভগবান্ থেকে। গীতার মধ্যে দৈব বর্ণাশ্রমের কথা বলা আছে,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ভগবান্ থেকে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে চার বর্ণ ও চার আশ্রম **Generated** হয়েছে। "মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ.....গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥"—ভাগবতবাক্যে তাহাই বিবৃত হয়েছে। চারি বর্ণাশ্রমীর অবশ্য কর্ত্তব্য কি?—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

এই চার বর্ণী ও চার আশ্রমী যদি ভগবানের সাধন-ভজন না করেন, ঈশ্বরানুধ্যানে যদি এরা পরাঙ্মুখ হন, তাহলে কোন পরিচয় নাই এদের। এরা স্ব স্ব-স্থান থেকে অধঃপতিত। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকাংশের পদ্যানুবাদ করেছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ৩রা চৈত্র, ১৩৯৫ (ইং ১৭।৩।৮৯) শুক্রবার হইতে ৯ই চৈত্র, '৯৫ (ইং ২৩।৩।৮৯) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত একসপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোলক্রোশী শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির **"সাধারণ-সম্পাদক"**-এর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৩ চৈত্র (ইং ১৭।৩।৮৯), শুক্রবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৪ চৈত্র (ইং ১৮।৩।৮৯), শনিবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৫ চৈত্র (ইং ১৯।৩।৮৯), রবিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নু মুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৬ চৈত্র (ইং ২০।৩।৮৯), সোমবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ৭ চৈত্র (২১।৩।৮৯), মঙ্গলবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৮ চৈত্র (২২।৩।৮৯), বুধবার ;—**শ্রীগৌরজন্মোৎসব**।

৭। ৯ চৈত্র (ইং ২৩।৩।৮৯), বৃহস্পতিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য ঃ—রাত্রিবাসে ইচ্ছুক যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৮৯) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৮৯), শুক্রবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারন ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২০'০০ টাকা ও ষান্মাসিক ১২'০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি.-তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'** শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। স্মরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড), ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৯। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২০। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্, ২২। উদ্ধারের পথ, ২৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমনঃ-শিক্ষা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ)। ২৭। **Shri Chaitanya Mahaprabhu**, ২৮। **The Bhagavat**, ২৯। **Nam-Bhajan** ৩০। **The Vedanta**, ৩১। **Vaishnavism**, ৩২। **Rai Ramananda**, ৩৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd No. W. B/NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি.।
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ—রাধাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ—সন্ন্যাস রোড্, কঙ্খল পোঃ, (হরিদ্বার) ইউ. পি.
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলি-৪।
৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২০। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST
To

Sl. No.

From—
Shri Goudiya-Patrika Office Ph : 55-7227
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700004